ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস্-সি., (এডিন), এফ. আর. এস্. ই, এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস্-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক

আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২

মূল্য — ১০০.০০ টাকা

PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh
Superintendent, Calcutta University Press
48, Hazra Road, Kolkata — 700 019

পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য "ভারতীয় বনৌষধি" নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্বভাষে আয়ুর্বেদের উপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীব্রজকালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্তীকালের আয়ুর্বেদতন্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতেও বনৌষধির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্তীকালে চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চক্রদত্তের তুলনায় দেশ বিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রদত্ত রচিত "দ্রব্যগুণ" নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও রসবৈদ্য সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘণ্টুর ও আয়ুর্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামান্য Watt এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে অপূর্বগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্ত্তীকালে Watt মহোদয়ের অনুকরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদ্যম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীকালিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে মুখ্যতঃ অনুবর্ত্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে আয়ুর্বেদের আলোচনা, সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary-এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্যভারতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিঘণ্টুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিরাজ (১) আয়ুর্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (২) আয়ুর্বেদাচার্য্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ও (৩) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার। আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের জন্য "ভারতীয় বনৌষধির" ভূমিকাসহ "আয়ুর্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ", নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ত্রুটী সংশোধনের ভার আয়ুর্বেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নামকরণে ডক্টর এস্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা— চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বনৌষধি

তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এস-সি. (এডিন.) এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.
স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিন শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবার ও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা বেলেডোনা, হায়াসিয়ামস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের দশের ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa. L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য. তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্‌-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খ্রী: Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদবেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃ: সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্‌ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডা: উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পন নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G.C.I. E., M.A, I. M. S., D. Sc. LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন,—Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ্

বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হাবরেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler & Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে & ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Engler & Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle & Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler & Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে; অতএব আমরা এই পুস্তকে-লিখিত উদ্ভিদ্গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।
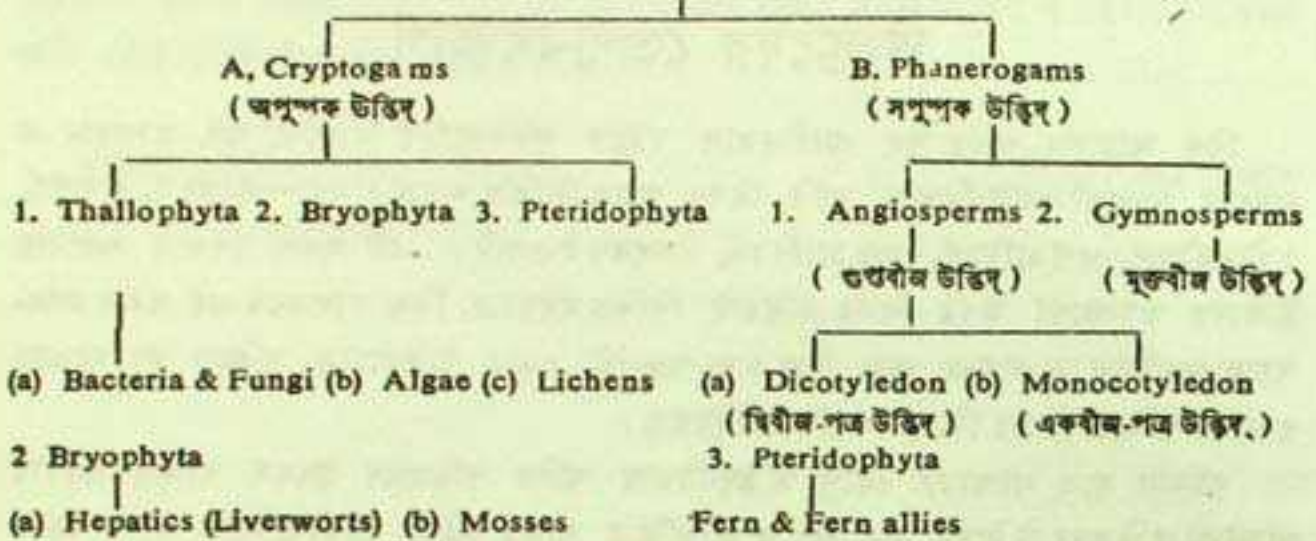
উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham & Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু) Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে ; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে ; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মূর্বা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা আছে ; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্ত নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)

Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)

(Family—Ranunculaceae—Tiliacea)

Sub-Division (*b*) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)

(Family—Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (*c*) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)

(Family—Leguminoseae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllacea)

Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত

(Family—Gnetaceae-Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (দিপাবি-দল)

(Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (শীষধারী)

(Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্ত তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে ; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়; তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছের ও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—specie আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

Genus—Centipeda Lour.
341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)
C. minima (Linn.) A. Br. & Aschers.

Genus—Sonchus Linn.
342. S. arvensis auch. non Linn. (বনপালং)
S. brachyotes DC.

LIX. Plumbagineae.

Genus—Plumbago Liun.
343. P. zeylanica Linn. (চিতা)
344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)

LX. Myrsinaceae

Genus—Embelia Burm.
345. E. ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

LXI. Sapotaceae

Genus—Achras Linn.
346. A. sapota Linn. (সপেটা)

Genus—Bassia Linn.
347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)
348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Genus—Mimusops Linn.
349. M. elengi Linn. (বকুল)

Genus—Manilkara
350. M. Kauki (Linn.) Dub. (খিরনী)
Mimusops Kauki Linn. Dub.
351. M. hexandra (Roxb) Dub (ক্ষীরখেজুর)
Mimusops hexandra Roxb.

LXII. Ebenaceae.

Genus—Diospyros Pers.
352. D. embryopteris Pers. (গাব)

LXIII. Symplocaceae.

Genus—Symplocos Roxb.
353. S. racemosa Roxb. (লোধ)

Genus—Styrax Dryand.
354. S. benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae.

Genus—Jasminum Linn.
355. J. arborescens Roxb. (বড়কুন্দ)
356. J. grandiflorum Linn. (জাতি)
357. J. sambac Ait. (বেল)
358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)
359. J. humilis Linn. (স্বর্ণযূথি)

Genus—Nyctanthes Linn.
360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Genus—Schrebera Roxb.
351. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

LXV. Salvadoraceae.

Genus—Azima Lamk.
362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

Genus—Salvadora Linn.
363. S persica Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae.

Genus—Carissa Linn.
364. C. carandas Linn. (করমচা)

Genus—Aganosma G Don.
365. A. caryonhyllata G. Don.
A. dichotoma (Roth) K. Schum (গন্ধমালতী)

Genus—Alstonia R. Br.
356. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

Genus—Ichnocarpus. R. Br.
367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Genus—Holarrhena R. Br.
368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

Genus—Rauwolfia Benth.
369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Genus—Nerium Soland.
370. N. Odorum Soland. (করবী)
N. indicum Mill.

Genus—Wrightia R. Br.
371. W. tomintosam Roem and Schult. (দুধকরবী)
372. W. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

Genus—Thevetia Juss.
373. T. neriifolia Juss. (কল্কেফুল)
T. Peruviana (Pers.) K. Schum.

Geous—Vallaris Spreng.
374. V. heynei Speng. (হাপরমালী)
V. solanacea (Roth) O. Kntze.

Genus—Plumeria Linn.
375. P. acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)
P. rubra froma acutifolia (Poir) Woodson.

Genus—Ervatarnia.
376. T. coronaria R. Br. (টগর)
Ervatarnia coronaria Stapf.

LXVII. Asclepiadaceae.

Genus—Marsdenia. Br.
377. D. volubilis Benth. (নাকছিকনী)
Marsdenia volubilis (Linn. f.) Cooke.

Genus—Calotropis R. Br.
378. C. gigantia R. Br. (বড়আকন্দ)
379. C. procera R. Br. (শ্বেতআকন্দ)

Genus—Pergularia Linn.
380. D. extensa R. Br. (ছাগলবেটে)
Pergularia daemia (Forsk.) Ch'ov.

Genus—Oxystelma R. Br.
381. O. esculentum R. Br. (দুধলতা)

Genus—Gymnema R. Br.
382. G. sylvestre R. Br. (মেড়া শিঙ্গে)

Genus—Sarcostemma Wight.
383. S. brevistigma Wight. (সোমলতা)
S. acidurr (Roxb) Voight

Genus—Hemidesmus. R. Br.
384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Genus—Asclepias Linn.
385. A. curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

Genus—Tylophora W. & A.
386. T. asthmatica W & A. (অন্তমূল)
T. irdica (Burm. f.) Merr.

LXVIII. Loganiaceae.

Genus—Strychnos Linn.
387. S. nux, vomica Linn. (কুচিলা)
388. S. potatorum Linn. f. (নির্মলী)

LXIX. Gentianaceae.

Genus—Canscora Roem.
389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

Genus—Swertia Ham.
390. S. chirata Ham. (চিরতা)

Genus—Nymphoides.
N. cristatum (Roxb.) O. Kntze.
391. L. cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

LXX. Hydrophyllaceae.

Genus—Hydrolea Vahl.
392. H. zeylanica Vahl. (ঈশলাঙ্গুলা)

LXXI. Boraginaceae.

Genus—Cordia Linn.
393. C. dichotoma (বহনারী)
394. C obliqua Willd (ছোট বহনারী)

Genus—Heliotropium Linn.
395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

Genus—Trichodesma R. Br.
396. T. indicum R. Br. (ছোটকল্প)
397. T. zeylanicum R. Br. (বড়কল্প)

LXXII. Convolvulaceae.

Genus—Argyreia Sw.
398. A. speciosa Sw. (বীজতাড়ক)

Genus—Ipomoea Linn.
399. I. pes-caprae (Linn.) Sw. (ছাগলক্ষুরী)
400. I. batatus Lamk. (শকরকন্দআলু)
401. I. paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)
402. I. nil (Linn.) Roth (নীলকলমী)
403. I. pestigridis Linn
I. aquatica Forsk. (লাঙ্গলীলতা)
404. I. reptans Poir. (কলমীশাক)

Genus—I. quamoclit Linn.
405. O. turpethum (Linn.) Manso. (তেউড়ী)

Genus—Oyerculina Manso.
406. Q. pinnata Boj. (তরুলতা)
I. quamoclit Linn.

Genus—Calonyction Boj.
407. C. bonanox Boj (দুধকলমী)
C. aculeatum House.

Genns—Evolvulus Linn.
408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

Genus—Cuscuta Roxb
409. C. reflexa Roxb. (আলোকলতা)

Genus—Erycibe Roxb.
410. E. paniculata. Roxb (অযোধা)

LXXIII Solanaceae.

Genus—Solanum Linn.
411. S. nigrum Linn. (গুড়কামাই)
412. S. ferox Linn. (রামবেগুন)
413. S. melongena Linn. (বেগুন)
414. S. xanthocarpum Schr. & Wendl. (কণ্টিকারী)
S. surattense Burm. f.

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)
416. S. torvum Swartz. (গোঁটবেগুণ)
417. S. trilobatum Linn. (নাডিআঙ্গুরী)

Genus—Capsicum Linn.
418. C. frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)

Genus—Datura Linn.
419. D. fastuosa Linn. Var. alba Clarke (ধুতুরা)
D. metel Linn.
420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Genus—Hyoscyamus. Linn.
421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)
422. H. muticus Linn. (কোহিবাজ)
423. H. reliculatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Genus—Nicotiana Linn.
424. N. tabacum Linn. (তামাক)

Genus—Physalis Linn.
425. P. minima Linn. (বন্‌টেপারি)

Genu.—Withania Pauq.
426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)
427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

LXXIV. Scrophulariaceae.

Genus—Herpestis H. B & K.
428. H. monniera (Linn.) H B & K
Bacopa (ব্রিহ্মী)
B. monieri (Linn.) Pennell

Genus—Picrorhiza Royle.
429. P. Kurrooa Royle. (কটকী)

Genus—Celsia Linn.
430. C. coromandeliana Vahl. (ছোটদুকশিয়া)

Genus—Lindenbergia. Lehm.
431. L. urticaefolia Lehm. (হলদেবসন্ত)
L. indica (Linr.) O. Kntze.

Genus—Limnophila. R. Br.
432. L. gratissima Blume (কর্পূর)
L. aromatica (Lamk.) Merr.
433. L. gratiolodes R. Br. (কার্পূর)
L. indica (Linn) Druce

Genus—Lindernia All.
434. V. pyxidaria Maxim. (বক পুষ্প)
L. pyxdaria All.

Genus—Digitalis Linn.
435. D. purpurca Linn. (ডিজিটেলিস)

LXXV. Bignoniaceae.

Genus—Oroxylum Vent.
436. O. indicum Vent. (শোনা)

Genus—Stereospermum Cham.
437. S. chelonoides DC. (পীতপাটলা)
438. S. suavolens DC. (পারুল)

LXXVI. Pedaliaceae.

Genus—Martynia Linn.
439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)
M. annua Linn.

Genus—Pedalium. Linn.
440. P. murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

Genns—Sesamum Linn.
441. S. indicum DC. (তিল)

LXXVII. Acanthaceae

Genus—Cardanthera Buch. Ham
442. C. uliginosa Buch. Ham (কালা)
Synnema uliginsum O. Kurtze
443. H. spinosa Anders (কুলেখাড়া)
Asteracantha longifolia (Linn) Nees.
444. H. salicifolia Nees (কাকনাসা)
445. Adhatoda vasica Ness (বাসক)
446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)
447. Acanthus ilicifolius Linn. হরকুচকাঁটা
448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটী)
449. B. cristata Linn (শ্বেতঝাঁটী)
450. B strigosa Willd. (নীলঝাঁটী)

Genus—Justicia Linn.
451. Justicia gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)
452. J. diffusa Willd. (পীতপাপড়া)
453. Rhinacanthus Communis Nees (পলক জুঁই)
454. Ecbalium linneanum A. Kurz (উচ্ছাঁতি)
455. Rungia parviflora Nees (পিতি)
456. Peristropha bicalyaculata Ness. (নাগভাগ)

Genus—MUSSAENDA Linn

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

ভাষানুসারী নাম :—শ্রীবল্লী—সংস্কৃত ; নাগবল্লী—বাংলা ; বেদিনা—হিন্দি ; ভেল্লাই-ইলাই—তামিল ; বিহুথি—কানপুর ; ভেল্লিনা—মালয় ; টাঘার—লেপ্‌চা ; আসারী—নেপাল।

জন্মস্থান :—নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড়, এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, সরু ; কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও কিছু শক্ত। পত্রের বোঁটা ছোট, পত্র লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ছোট ও শাখাবিশিষ্ট, গুচ্ছবদ্ধ ও যুক্ত, রেশমের মত নরম। পুষ্প নেবু রং বিশিষ্ট অথবা পীতবর্ণ, কোমল লোমযুক্ত, পত্রাংশ বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলপ্রাপ্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের রস লাগাইলে তিমির দৃষ্টি আরোগ্য হয়। ইহার কাথ অথবা কাঁচারস বালকদিগের সর্দ্দির পক্ষে উপকারী।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—কঙ্কণ দেশে ইহার মূলের ½ তোলা পরিমাণ রস গোমূত্রের সহিত মিশাইয়া শ্বেতকুষ্ঠে ব্যবহার করে।

সাদা পাতার রস—ইহার ২ তোলা রসের সহিত দুগ্ধ সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয়।

ফল—উরঃক্ষত, শ্বাস, সবিরাম জ্বর এবং উদরী রোগে উপকারী। প্রস্রাবকারক।

Fig—Rheede, Hort, Mal., ii, t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 494.
Ref.—F. B. I., iii. 89 ; Watt., v, Pl. i. 308 ; Dymock, ii, 202 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med.Pl., i, 647.
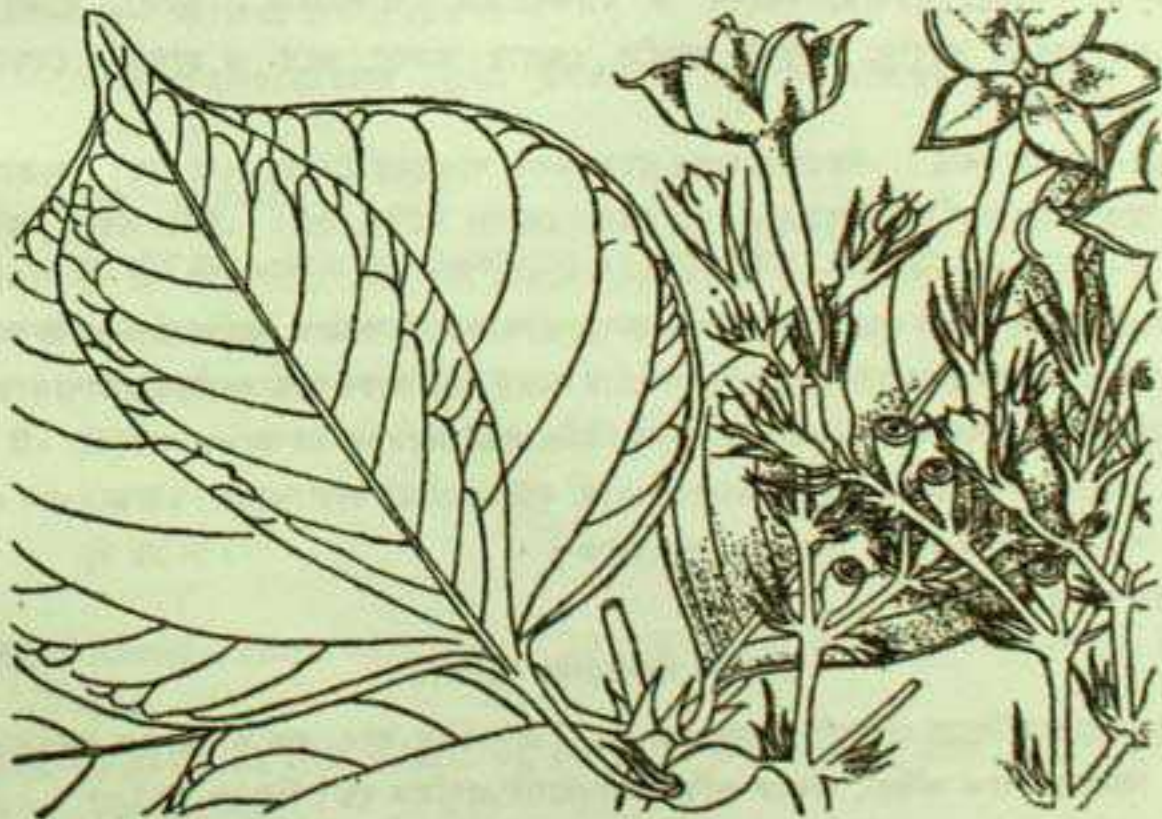
311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

Genus—PAEDERIA Linn.

312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

ভাষানুসারী নাম :—প্রসারণী—সংস্কৃত ; গন্ধভাদুলিয়া, গাঁদাল—বাংলা ; গান্ধালি, গন্ধালি, গন্ধ প্রসারণী—হিন্দি ; গোন্তেমগোরুচেট্টু, সবিরেলুচেট্টু—তেলেগু ; চান্দবেলি, হিরণভেল্—মহারাষ্ট্র ; হেসরণে—কর্ণাট ; তলনিলি—মালয়।

প্রসারণী সুপ্রসরা সারণী সরণী সরা।
চারুপর্ণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতানিকা ॥
প্রবলা রাজপর্ণী চ বল্যা ভদ্রবলা তথা।
চন্দ্রবল্লী প্রভদ্রা চ জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া ॥
প্রসারণী গুরূষ্ণা চ তিক্তা বাতবিনাশিনী।
অর্শঃ শ্বয়থুহন্ত্রী চ মল-বিষ্টম্ভহারিণী ॥
প্রসারণী গুরুঃ বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎতিক্তা বাতরক্তকফাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ পর্পটাদিবর্গঃ। ভাবপ্রকাশঃ গুডূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—প্রসারণী, সুপ্রসরা, সারণী, সরণী, সরা, চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, বল্যা, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—প্রসারণী—গুরু, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, বাতনাশক। অর্শঃ ও ফুলা নাশক। মলবদ্ধতা নাশক। বাতরক্তহরা।

জন্মস্থান :—নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বর্ণনা :—লতানে গাছ। সচরাচর অপর গাছে অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। লতায় সূক্ষ্ম লোম ও আঁকড়ি আছে। পত্র জোড়া জোড়া বাহির হয়। বোঁটা লম্বা। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ১/২—২১/২ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক সরু, গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লতার উভয় দিকে থাকে, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। মুকুলে ছোট ছোট পত্র আছে। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্বাস ছোট নলের মত, ইহার দাঁত ছোট, ত্রিকোণাকার, ফুলের রং গোলাপী। পুষ্পাধার—১/৩-১/২ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টি। ফল ১/৫-১/৪ ইঞ্চি মসৃণ, মস্তক মোচার ন্যায়, বহির্বাসের দ্বারা আবৃত, বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

বৈদ্যকে প্রসারণীর ব্যবহার।

চরক :—বাতব্যাধিতে প্রসারণী—সমূল পত্র আর্দ্র প্রসারণীর কাথ, কল্ক ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—আমবাতে প্রসারণী-সন্ধান—সমূলপত্র আর্দ্র কুট্টিত প্রসারণী ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বস্ত্রপূত করিয়া এই ১৬ সের কাথে পুরাণ ইক্ষুগুড় ১ সের এবং নিস্তুষ ঈষৎ কুট্টিত রসুন ১ সের প্রদান পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া, রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে সপ্তাহ কাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে উহাতে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রকমূল ও শুণ্ঠিচূর্ণ ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)॥ চক্রোক্ত এই প্রসারণী সন্ধান, ভাবপ্রকাশকার অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার কাথ দুর্বল লোকের পক্ষে হিতকর বাতের ঔষধের জন্য সমগ্র গাছটির বিশেষ খ্যাতি আছে। পত্রের রস বাতে মালিশ করিলে এবং রস খাওয়াইলে বাত আরাম হয় (U. C. Dutt)।

বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া মুখ খারাপ হইলে ইহার পাতার ঝোল রোগীদিগকে দেওয়া যায়।

গন্ধ ভাদুলিয়ার পাতার রস ধারক, ১ ড্রাম পরিমাণ পাতার রস বালকদিগের উদরাময়ে বিশেষ হিতকর (Watt)।

ইহার ফল খাইলে দাঁত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ইহা দাঁতবেদনায় হিতকর (Gamble)। ইহা পেটফাঁপা নিবারক, পেটবেদনা, আক্ষেপ, বাত ও গেঁটেবাত রোগে হিতকর (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—বাতের বেদনায় বিশেষ উপকারী। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

মূল—বমনকারক।

পাতার রস—সঙ্কোচক, বালকদিগের উদরাময়ে বিশেষ উপযোগী।

মন্তব্য :—আমাজীর্ণে পাচকরূপে গাঁদালের পাতা শাকার্থে ব্যবহৃত হয়। গাঁদালের ঝোল, 'গাঁদালের বড়া, সুপরিচিত উত্তম খাদ্যৌষধ। **সৌশ্রুত** চিকিৎসিত স্থানের ৫ম অধ্যায়োক্ত বাতব্যাধি চিকিৎসায় প্রসারণীর নাম নাই। **চরক ও সুশ্রুতোক্ত** বমনোপগ এবং বামক বর্গে (চরক বিঃ ৮ম, সুশ্রুত সূঃ ৩৯অঃ) প্রসারণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 18 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F.B.I., iii, 195, Watt,. vi, Pt. i, 2 ; Dymock, ii, 228 , B.P., i, 578 ; Voigt., 388.
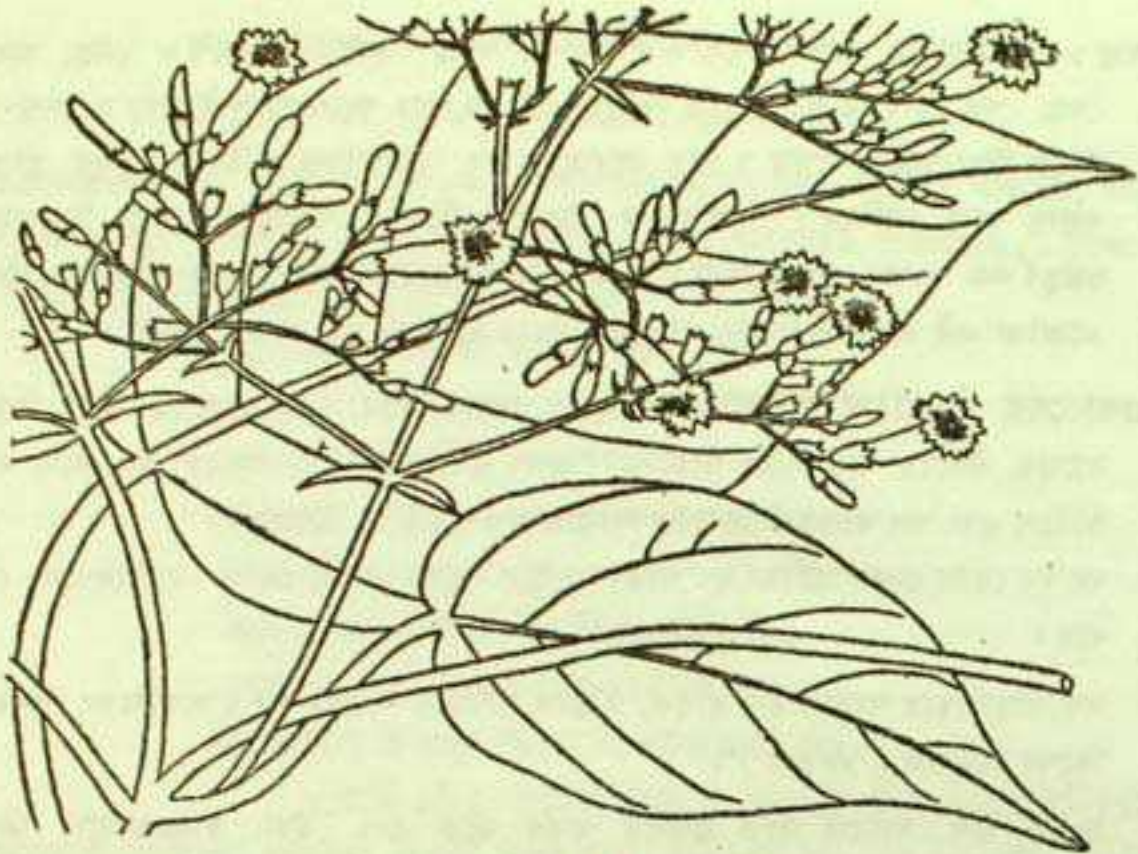
312. Paederia foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

Genus–PAVETTA Linn.

313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)

ভাষানুসারী নাম :—পাপাট—সংস্কৃত ; কুকুরচূড়া—বাংলা ; পাপারী—হিন্দি ; পাভাট্টাই—তামিল ; পাপাট্ট কোম্মি, পাপাট্টু বয়রু—তেলেগু ; পাভাট্টা—মালয়।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, ভারতের হিমালয় হইতে ভুটান পর্য্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণভারতে দেখা যায়। হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে ও গোঘাট অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের পশ্চিমভাগে রোপিত হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ছাল পাতলা, মসৃণ ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ কিম্বা ফিকে ধূসরবর্ণ, শক্ত। শাখা বহু বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, মাথা মোটা, বোঁটার দিকে ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। গাঢ় সবুজবর্ণ, পত্রের স্থানে স্থানে অর্ব্বুদ আছে। পত্রের বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। ডালে বহু পরিমাণে ফুল হয়, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি। স্ত্রীকেশর ½ ইঞ্চি, অত্যন্ত নরম। ফলের ব্যাস ¼-⅓ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ধারক. দেশীয় ডাক্তারেরা অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহার করেন। বালকদের পক্ষে শিকড়ের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য (Ainslie)। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ফ্লানেল অথবা কাপড় ভিজাইয়া অর্শে সেক্ দিলে অর্শের যন্ত্রণা আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের ক্বাথ (১ : ১০) ভাগ, আদা ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে যকৃৎ রোগে উপকারী। ইহাতে যকৃতের কার্য্য বেশ ভাল হয় এবং শোথ কমিয়া যায়।

Fig—Rheede, Hort. Mal., xix, t. 10 ; Wight, I. C., t. 148 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 505.

Ref—F. B. I., iii, 150 ; Roxb., F. I., i, 385 ; B. P., i, 565 ; Dymock, ii, 211.
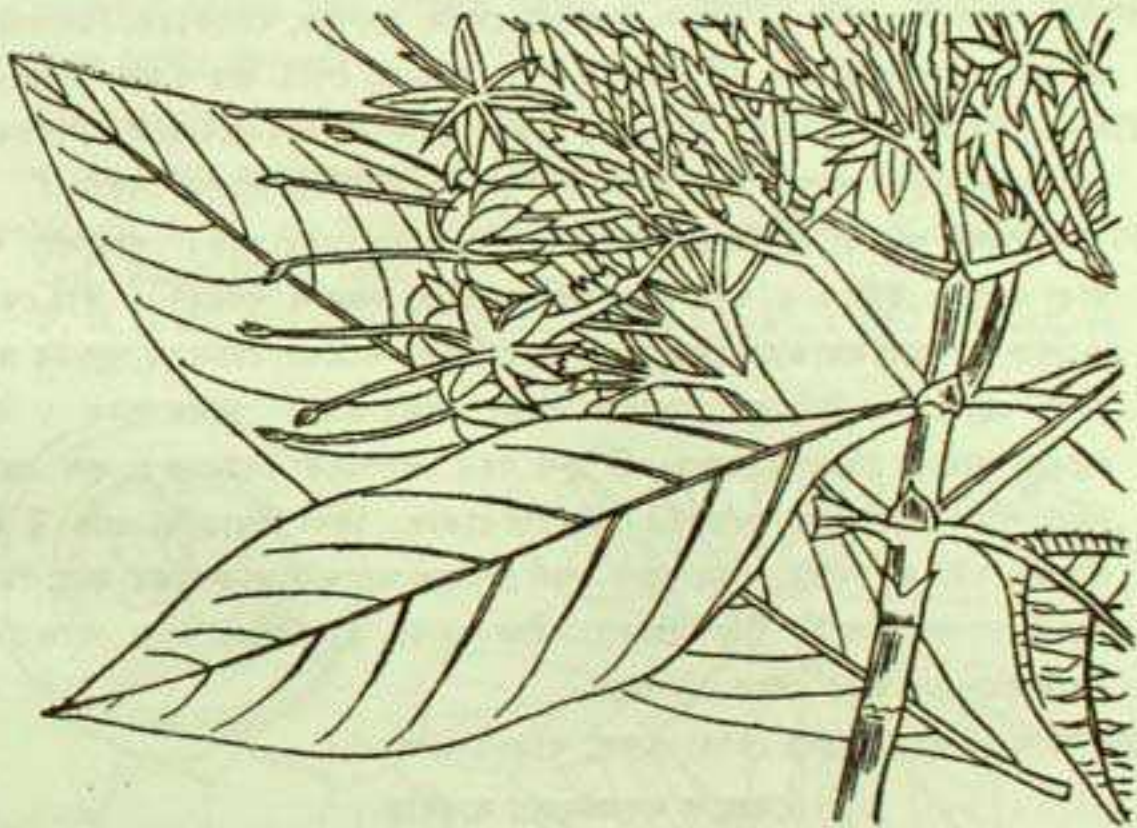
313. Pavetta indica Linn. (কুকুরচূড়া)

enus—RADIA L inn.

314. R. dumetorum Lamk. (মদনফল)

ভাষানুসারী নাম :—মদন—সংস্কৃত ; মদনফল—বাংলা ; মৈনফল, করহর—হিন্দি ; মৈদল—নেপাল , গেল—মহারাষ্ট্র ; মিণ্ডকোল—পাঞ্জাব : মেনাফল—দাক্ষিণাত্য : গোল—

গুজরাট ; কারিগিড্ডা—কানপুর ; বসন্ত কড়িমিচেট্টু, মঙ্গার—তেলেগু ; মড়ুক্কুরং —তামিল ; পাতর—উৎকল ; জোড়ুকৈ—মারব।

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতক স্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃদ্ বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ।
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ।

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক, বিষপুষ্পক—এগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়—মদনফল—মধুর ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘুপাক, বমনকারক, বিদ্রধিনাশক, প্রতিশ্যায়, ব্রণনাশক, রুক্ষ, কুষ্ঠ এবং কফনাশক, আনাহ, শোথ, গুল্ম ও ক্ষত নিবারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ এবং সিন্ধুনদের নিকটস্থ স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম বা ছোটগাছ, বসন্তকালে পত্র পতিত হইয়া যায়। গাছ লম্বা কাঁটা দ্বারা আবৃত ; কাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সরল ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। শাখা লম্বাভাবে বিস্তৃত। পত্র দেখিতে অনেকটা টেনিসের ব্যাটের ন্যায়। বোঁটা ছোট, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, আপাং গাছের পত্রের ন্যায়। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, প্রত্যেক শাখার গোড়া হইতে ১-৩টি ফুল হয়। পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, কিম্বা ডিম্বাকৃতি, প্রায় ¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ২টা ঘর আছে, শাঁস পুরু। ফল দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির ন্যায়, ভিতরে ফলের ৪ ভাগে ৪ টা বীজ থাকে। বীজ চেপ্টা ও শাঁসের দ্বারা আচ্ছাদিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়। শীতে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, ফলের খোসা ও ফল, মাত্রা ১-২ আনা।

বৈদ্যকে মদনফলের ব্যবহার।

চরক—বমনে মদনফল—বান্তিকর ভেষজের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ (কঃ ১ অঃ)। যে যে যোগে মদনফলবীজ সেব্য তদ্বিবরণ চরকের কল্পস্থানের ১ মঃ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

চক্রদত্ত :—শূলে মদনফল—কাঁজির সহিত পিষ্ট মদনফলে শূল রোগীর নাভি প্রলিপ্ত করিলে শূল প্রশমিত হয় (শূল—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মদনফল খাইলে গা ঘোরে এবং বমনের ন্যায় হয়। ফোড়া হইলে মদনফলের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। একটী পাকা ফল ১ মাত্রার পক্ষে যথেষ্ট। মুসলমান বৈদ্যেরাও ইহাকে বমনকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কফ, পিত্তনাশক ও ধারক। ইহা দারুচিনি ও এলাচ প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিতে হয় (Dymock)। ইহা বাতে মালিশ হয় (Stewart)।

রক্ত আমাশয় রোগে ইহা ইপিকাকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রা ৪০ গ্রেণ বমনের জন্য, ১৫-৩০ গ্রেণ রক্ত আমাশয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় (Moodeen Sheriff)।

ছাল ধারক। পেটের বেদনায় ইহার ফল চাউল ধোয়া জলের সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মদনফল, আকন্দ এবং যষ্টিমধু যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা সর্দি ও হাঁপানীর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফলের শাঁস কখন কখন গর্ভস্রাব করাইয়া দেয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—কষ্টকর বমনকারক। মৎস্য বিষ।

ফলের শাঁস—আমাশয়ে উপকারী। ক্রিমিনাশক, কামোদ্দীপক। অল্প গুঁড়া করিয়া জ্বরাবস্থায় জিহ্বার উপর রাখিলে বিশেষ আরামদায়ক হয়। শিশুদের দাঁত উঠার সময়ে বিশেষ উপকারী।

ছাল—সঙ্কোচক, জ্বরে হাড়ের যন্ত্রণায় বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকারী। বাতের যন্ত্রণায় বাহ্যপ্রয়োগে যন্ত্রণা নিবারণ করে।

Fig—Wight, I. C., t., 580 ; Roxb., Cor. Pl., t, 136 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 496.

Ref—F. B. I., iii, 110 ; Roxb., F. I., i, 713 ; B. P., i, 567 ; Watt, vi. Pt., i, 389.
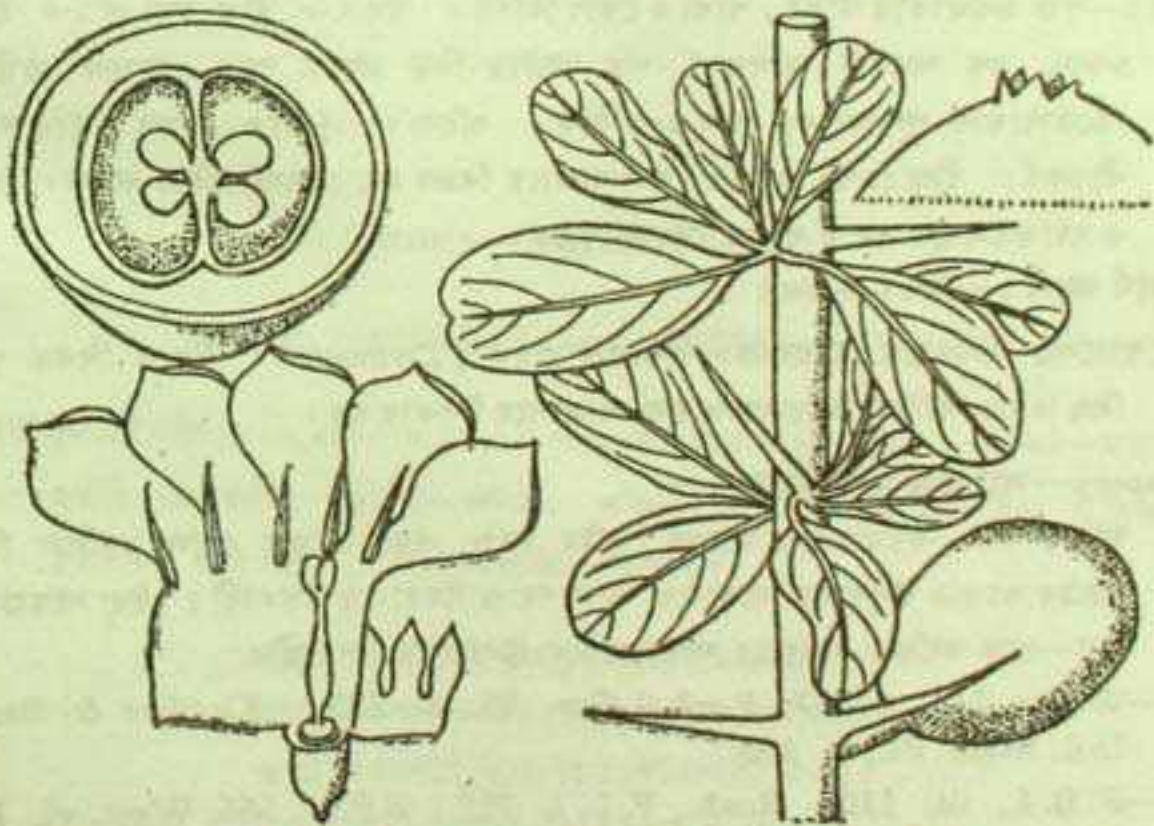
314. Randia dumetorum Lamk. (মদনফল)

315. R. uliginosa Dc. (পিয়াল্)

ভাষানুসারী নাম :—পিণ্ডালু—সংস্কৃত ; পিয়াল্—বাংলা ; পিণ্ডালু—হিন্দি ; পুনন্‌কারী—মালয় ; ভারগারাই—তামিল ; পেড্ডাম্‌রাদী—তেলেগু ; পিন্ডি—সাঁওতাল।

> পিণ্ডালুঃ স্যাৎ গ্রন্থিলঃ পিণ্ডকন্দঃ
> কন্দগ্রন্থী রোমশো রোমকন্দঃ।
> রোমালুঃ স্যাৎ সোঽপি তাম্বূলপত্রো
> লালাকন্দঃ পিণ্ডকোঽয়ং দশাহ্বঃ ॥
> পিণ্ডালু র্মধুরঃ শীতো মূত্রকৃচ্ছ্রাময়াপহঃ।
> দাহশোষপ্রমেহঘ্নো বৃষ্যঃ সন্তর্পণো গুরুঃ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পিণ্ডালু, গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, কন্দগ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু, তাম্বূলপত্র, লালাকন্দ ও পিণ্ডক—এই দশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পিণ্ডালু—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগনাশক। দাহ, শোষ, ও প্রমেহনাশক। বৃষ্য, সন্তর্পণ ও গুরুপাক।

জন্মস্থান :—পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণভারত, সিকিম ও আসামে দেখা যায়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—শক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখা ৪ কোণ বিশিষ্ট। পত্র ২-৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, শুষ্ক অবস্থায় মলিনবর্ণ, পত্র বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। পুষ্পবৃন্ত ছোট ও ত্রিকোণাকার, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১½ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। বীজ চেপ্টা, মসৃণ। ফল বাজারে বিক্রয় হয়, লোকে খাইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—পিণ্ডালু ধারক (Dymock)। ইহার শিকড় ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে উপকার হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

অপক্ক ফল—বীজের মধ্য ভাগের কঠিন অংশ এবং বীজের খোলা ফেলিয়া দিয়া কাঠের আগুনে ঝলসাইয়া ব্যবহারে আমাশয় ও উদরাময়ে উপকারী। ইহা সঙ্কোচক।

মূল—ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহারে আমাশয় এবং উদরাময়ে উপকারী।

Fig—Wight, I.C., t. 397; Roxb., Cor. Pl., t. 135, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 495.

Ref—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 712; B.P., i. 566; Watt, vi, Pt. i. 391.
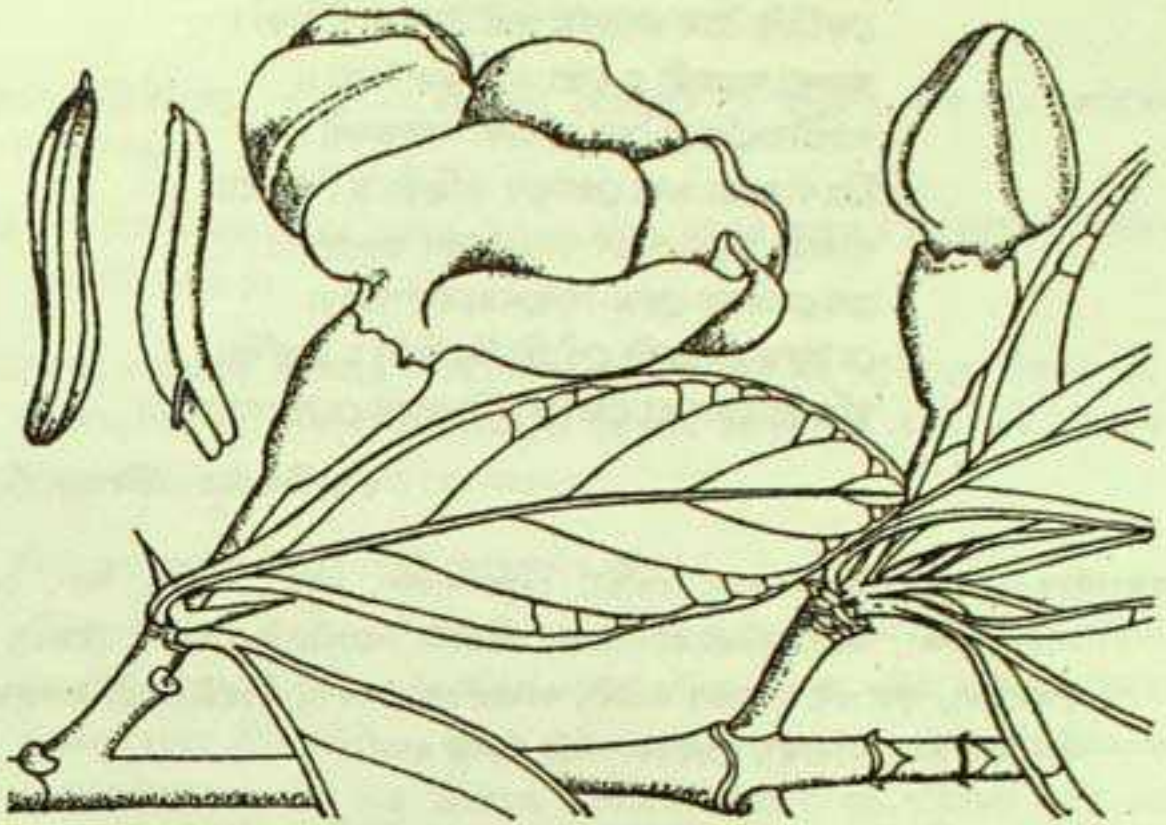
315. R. uliginosa Dc. (পিরআলু)

Genus—RUBIA Linn.

316. R. cordifolia Linn.(মঞ্জিষ্ঠা)

ভাষানুসারী নাম :—মঞ্জিষ্ঠা—সংস্কৃত ; মঞ্জিষ্ঠা—বাংলা ; মজিঠ—হিন্দি ; মংজিঠ—মহারাষ্ট্র ; মজীঠ—গুজরাট ; মঞ্জিটি—কর্ণাট ; মঞ্জিট্টি—তামিল ; মংজিষ্ঠতীগে. তাম্রবল্লী—তেলেগু ; বেলমদট—সিংহল ; জিজিনী—বোম্বে।

মঞ্জিষ্ঠা হরিণী রক্তা গৌরী যোজনবল্লিকা।
সমঙ্গা বিকসা পঙ্গা রোহিণী কালমেষিকা ।।
ভণ্ডী চিত্রলতা চিত্রা চিত্রাঙ্গী জননী চ সা।
মণ্ডূকপর্ণী বিজয়া মঞ্জুষা রক্তযষ্টিকা।।

কেত্রিণী চৈব রাগাঢ্যা ভণ্ডীরী কালভণ্ডিকা।
অরুণা জ্বরহন্ত্রী চ ছত্রা নাগকুমারিকা॥
ভাণ্ডীরলতিকা চৈব রাগাঙ্গী বস্ত্রভূষণা।
ত্রিংশাহ্বয়া তথা প্রোক্তা মঞ্জিষ্ঠা চ ভিষগ্বরৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা স্বাদে কষায়োষ্ণা গুরুস্তথা।
ব্রণ-মেহজ্বর-শ্লেষ্ম-বিষনেত্রাময়াপহা॥
চোলশ্চ যোজনী কৌঞ্জী সিংহলী চ চতুর্বিধা।
মঞ্জিষ্ঠা চৈব সা প্রোক্তা বিলোমে চোত্তমোত্তমা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপল্ল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মঞ্জিষ্ঠা, হরিণী, রক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, সমঙ্গা, বিকসা, পদ্মা, রোহিণী, কালমোষিকা, ভণ্ডী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, মণ্ডূকপর্ণী, বিজয়া, মঞ্জুষা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষেত্রিণী, রাগাঢ্যা ভণ্ডীরী, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভাণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, বস্ত্রভূষণা—এই ত্রিশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মঞ্জিষ্ঠা—মধুর রস, বিপাকে কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, ব্রণ, মেহ, জ্বর, শ্লেষ্মা, বিষদোষ এবং নেত্ররোগ নাশক।
চোল, যোজনী, কৌঞ্জী ও সিংহলী—এই চারি প্রকার মঞ্জিষ্ঠা আছে। চোল হইতে যোজনী শ্রেষ্ঠ, যোজনী হইতে কৌঞ্জী এবং কৌঞ্জী হইতে সিংহলী শ্রেষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা।

জন্মস্থান :—ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, হিমালয়ের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে—৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে সিংহল এবং মালাক্কা নামক স্থানে, ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়ে দেখা যায়;

বর্ণনা :—ইহা একটি বৃক্ষারোহী বহুবর্ষজীবী লতা; শিকড় লম্বা ও মোটা। গাছের ডাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অতিশয় লম্বা, অন্য গাছের উপর সচরাচর অনেক দূর লতাইয়া যায়। ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। লতায় অনেক শাখা প্রশাখা আছে। ডাঁটা চারিটি কোণ বিশিষ্ট, কখনও কোণে কাঁটার মত থাকে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দেখিতে অনেকটা ছোট পানের পাতার ন্যায়। কিনারায় ছোট শ্বেতবর্ণ বক্র কাঁটা আছে। বোঁটা পাতার দ্বিগুণ লম্বা। ইহাতে কাঁটা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টি; ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পস্তবক পুরু ও অতিশয় ছোট, ইহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি, মাথাটি সূক্ষ্মকোণী। ফল ⅙ ইঞ্চি, ঈষৎ বেগুনে ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল ও শিকড়। মাত্রা, চূর্ণ ১-৪ আনা। কাথ, ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার।

সুশ্রুত :—মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠামেহী শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ পান করিবেন (চিঃ ১১অঃ)।

চক্রদত্ত :—ব্যঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা—মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ ব্যঙ্গে (মেছেতায়) হিতকর (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মঞ্জিষ্ঠা রং করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা পক্ষাঘাত, কামলা ও মূত্রপথের রোধকারক রোগে এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোনাশে ইহাকে প্রয়োগ করেন।

ইহার ফল যকৃতের পীড়ার একটি আবশ্যকীয় ঔষধ।

মঞ্জিষ্ঠার শিকড়ের ছেঁচা রস স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করিবার জন্য বড়ই শোধক ঔষধ। ৩ ড্রাম অথবা তাহার অধিক পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা খাইলে স্নায়ুযন্ত্রের অপকার করে (Ainslie)। উহাতে উন্মত্ততা ও আক্ষেপ উৎপাদন করে (Pharm. Ind, ii-232)। এই গাছ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে এবং বম্বে বাজারে অনেক পরিমাণে আমদানি হয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা ঋতুকর ও মূত্রকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে শোথ, পক্ষাঘাত, কামলা ও ঋতুনাশে ইহার ব্যবহার হয়।

ইহার কাথ সেবনে মূত্র এমন কি অস্থি-পর্য্যন্ত লালবর্ণ হয়। ঘায়ের পক্ষে মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত বিশেষ উপকারী। এই ঘৃতম ষষ্ঠী, রক্তচন্দন ও মূর্গার শিকড় যোগে প্রস্তুত হয়; দাহজনিত ক্ষত ও অপস্মারের ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল—বলকারক, রসায়ন ও সঙ্কোচক।

কাণ্ড—সর্প দংশন এবং বিছার কামড়ে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, বর্ণ্য, বিষঘ্ন ও স্বরহরবর্গে এবং সুশ্রুত প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণে মঞ্জিষ্ঠা পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Wight. I. C., t. 187 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 510.
Ref.—F.B. I., iii., 202 ; Roxb., F. I., i. 374 ; B.P., i. 580.
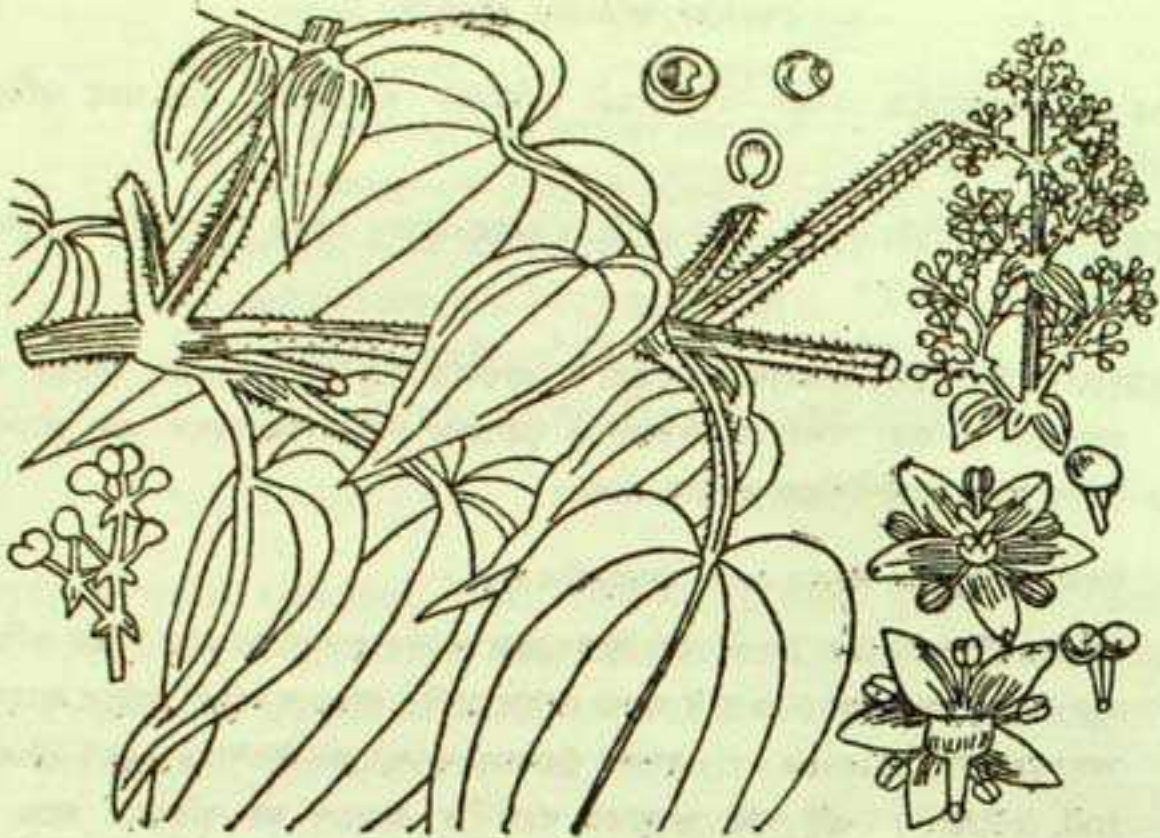
316. Rubia cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)

Genus—VANGUERIA Juss.

317. V. spinosa Roxb. (ময়না)

ভাষানুসারী নাম :—পিণ্ডীতক—সংস্কৃত ; ময়না—বাংলা ; ময়না—হিন্দি ; মনক্কাই—তামিল ; তিসিকিলামু—তেলেগু ; মুল্লাকারি—মালয় ; থোরমেণাহন লোনি—মহারাষ্ট্র ; গোড়ুবোনগরে এরড্ড—কর্ণাট।

বারাহোঽন্যঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাপিণ্ডীতকো মহান্।
স্নিগ্ধপিণ্ডীতকশ্চান্যঃ স্থূলবৃক্ষফলস্তথা ॥
অন্যৌ চ মদনৌ শ্রেষ্ঠৌ কটুতিক্তরসান্বিতৌ।
ছর্দনৌ কফহৃদ্রোগ-পক্কামাশয়শোধনৌ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদির্বর্গঃ।

নামপর্যায় :—বারাহ, মহাপিণ্ডীতক, এই দুটি বৃহৎ আকৃতি-মদনের নাম। অপর এক প্রকার মদনের নাম—স্নিগ্ধ পিণ্ডীতক, ও স্থূলবৃক্ষফল।

গুণপর্যায় :—মদন ফলের মধ্যে এই দুই প্রকার মদনই শ্রেষ্ঠ। ইহারা কটুতিক্তরসযুক্ত, বমনকারক, কফ ও হৃদ্রোগ নাশক এবং পক্বাশয় ও আমাশয় শোধক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে ও বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় বড় সবুজ কাঁটাযুক্ত অথবা কণ্টকহীন ছোট উদ্ভিদ্। পাতা মসৃণ ও শক্ত, লোমাবৃত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, ফলে শাঁস থাকে। দেখিতে চেরী ফলের ন্যায় অথবা কতক পরিমাণে আমলকীর মত। পাকিলে পীতবর্ণ, অনেকটা গোলাকৃতি ও মসৃণ, ফলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি; শাঁস থায়, ফল শক্ত ও মসৃণ, ইহাতে একটি বীজ আছে। গ্রীষ্মকালে এই গাছের ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে। অপর এক জাতীয় ময়না আছে উহার ল্যাটিন নাম V. mollis (F.B.I., iii, 136)। ইহা পশ্চিমবঙ্গেই বেশী দেখা যায়; এই গাছ উপরি উক্ত গাছ অপেক্ষা ছোট। পত্রের উভয় দিক কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মুলপ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত ভাষায় লেখক বৈদ্যেরা ইহার ফল বলকারক, সন্ধি ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—উত্তাপ নাশক, পিত্তনিঃসারক।
পাতার গুঁড়া—জিভ্ ফিরিয়া রোগে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 502
Ref :—F. B. I, iii, 136 ; Dymock, ii; 211 ; Roxb. F. I., i, 536 ; B. P., i, 575 ; Prain. H.H.,224.

317. Vangueria spinosa Roxb. (ময়না)

Genus—MORINDA Linn.

318. M. citrifolia Linn. (আচ)

ভাষানুসারী নাম :—আচ্ছুক—সংস্কৃত ; আচ—বাংলা ; আচ, আল—হিন্দি ; ভেলাইনুনা, —তামিল : মুলুগু, মাদ্দী-চেট্টু—তেলেগু ; চাইলী বা কাতারী—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—ভারতে সর্বত্র চাষ হয়। ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী হাওড়া, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ। শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র কোমল অথবা শক্তলোমযুক্ত। গাছের ত্বক্ কর্কের মত। কাষ্ঠ পীতবর্ণ, কখনও লালবর্ণ, শক্ত ও ভারী। এই গাছ হইতে পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। গাছের গাত্র লম্বালম্বি কাটা কাটা। পত্র উজ্জ্বল নহে। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পদল শক্ত লোমযুক্ত, ফুল অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, এক একটি হয়। পাপ্‌ড়ি ৫টি, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফলে শাঁস আছে। এই গাছের আর এক জাতি আছে। ইহাকে M. bracteata Roxb. (B.P.,i, 573) অথবা বনআচ কিম্বা হলদীকুঁচ বলে। এই গাছগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের গঙ্গা ও দামোদর নদীর তীরবর্তী জেলার জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে দেখা যায়। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ধারক এবং সন্দিনাশক (Irvine)। বঙ্গদেশে ইহার পাতা ঘা ও ক্ষতে ব্যবহৃত হয় এবং পাতার রস, জ্বর নাশক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয় (Dymock)

Glossary সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

মূল—বিরেচক।

পাতা—আভ্যন্তর প্রয়োগে রসায়ন এবং জ্বরঘ্ন ; আঘাত ও ক্ষতে প্রয়োগে শীঘ্র উপকার হয়।

পাতার রস—বাতে বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়।

সিদ্ধফল—ইন্দোচায়নাতে ঋতুস্রাবকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানি ও আমাশয়ে উপকারী

অপক্ক ফল—চূর্ণিত করিয়া লবণের সহিত মিশাইয়া দাঁতের মাড়ি ফুলায় ব্যবহৃত হয়।

Fig—Bedd., Fl. Sylv., t. 299 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 507.
Ref—F.B.I., iii, 156 ; Roxb., F. I., i, 543 ; B. P., i, 573 ; Prain, H. H., 224.
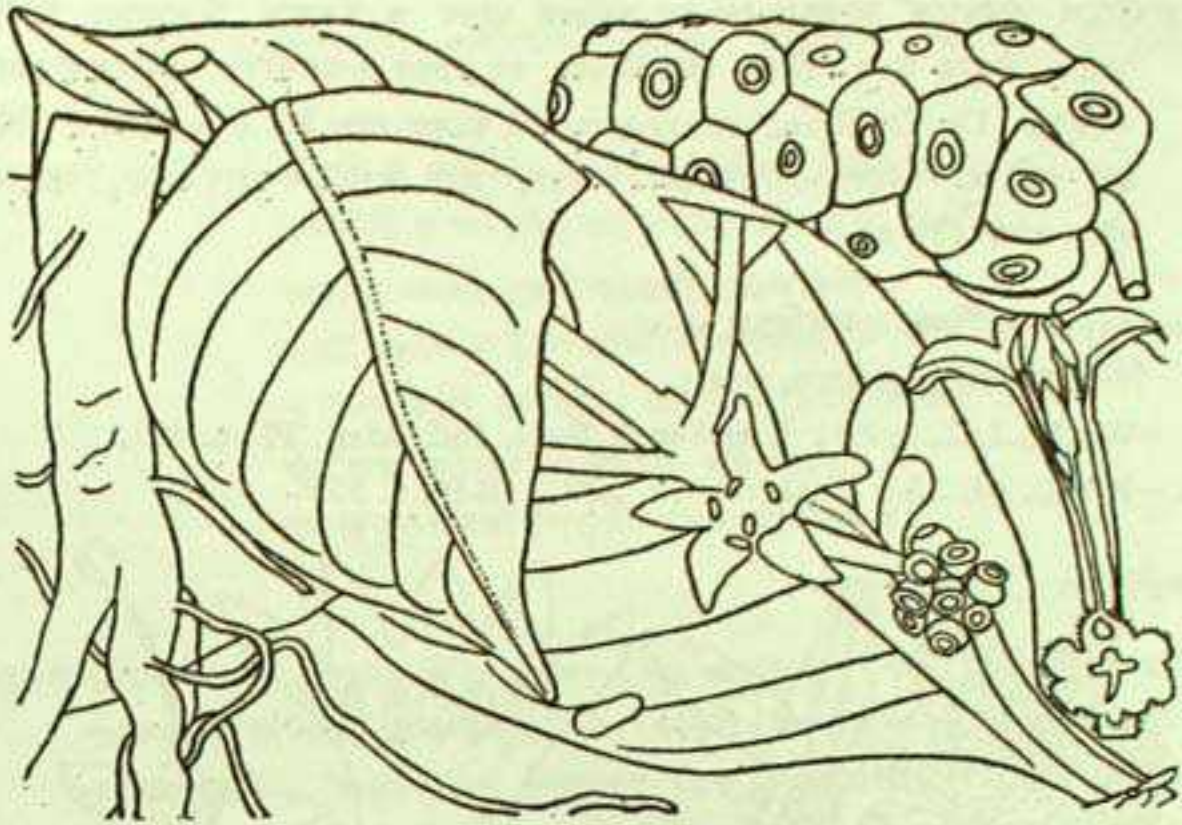
318. Morinda citrifolia Linn. (আচ)

Genus—HYME ODICTYON Wall.

319. H. excelsum Wall. (কুকুর কট)

ভাষানুসারী নাম :—ভূজন্ত—সংস্কৃত ; কুকুর কট, কালবুকনন্—বাংলা ; ভৌলন, কালবুকনন্—হিন্দি ; সাগাপ্প্—তামিল ; ভাওার—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ত্রিহুত, মধ্যভারত, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, কাণ্ড সরল, মোটা ও উচ্চ। বহু শাখা প্রশাখা হয়। ছাল পুরু, বাহিরের ছাল ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, গায়ে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে হয়, পশমের ন্যায় নরম। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। একসঙ্গে অনেক ফুল হয়। পুংকেশর ৫টি, ছোট পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল লম্বা ও দেখিতে প্রায় মটরের ন্যায় কিন্তু লম্বায় দ্বিগুণ, ইহাতে ডোরা কাটা আছে। ফলের ভিতর ৬-১২টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশে ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অতিশয় ধারক ও উগ্রত্বে সিনকোনা গাছের তুল্য। ইহার ছাল তিক্ত, ভারতীয়েরা জ্বর নাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। Dr. O' Shanghnessy বলেন যে, জ্বরের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার ছাল কাঁচা অবস্থায় তিক্ত, কিন্তু শুষ্ক হইলে স্বাদবিহীন হয়।

Glossary— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ভিতরের ছাল—সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন।

Fig.—Wight, I.C., t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 491,

Ref.—F B I., iii, 35 ; Roxb, F I., i, 529 ; B.P., i, 555
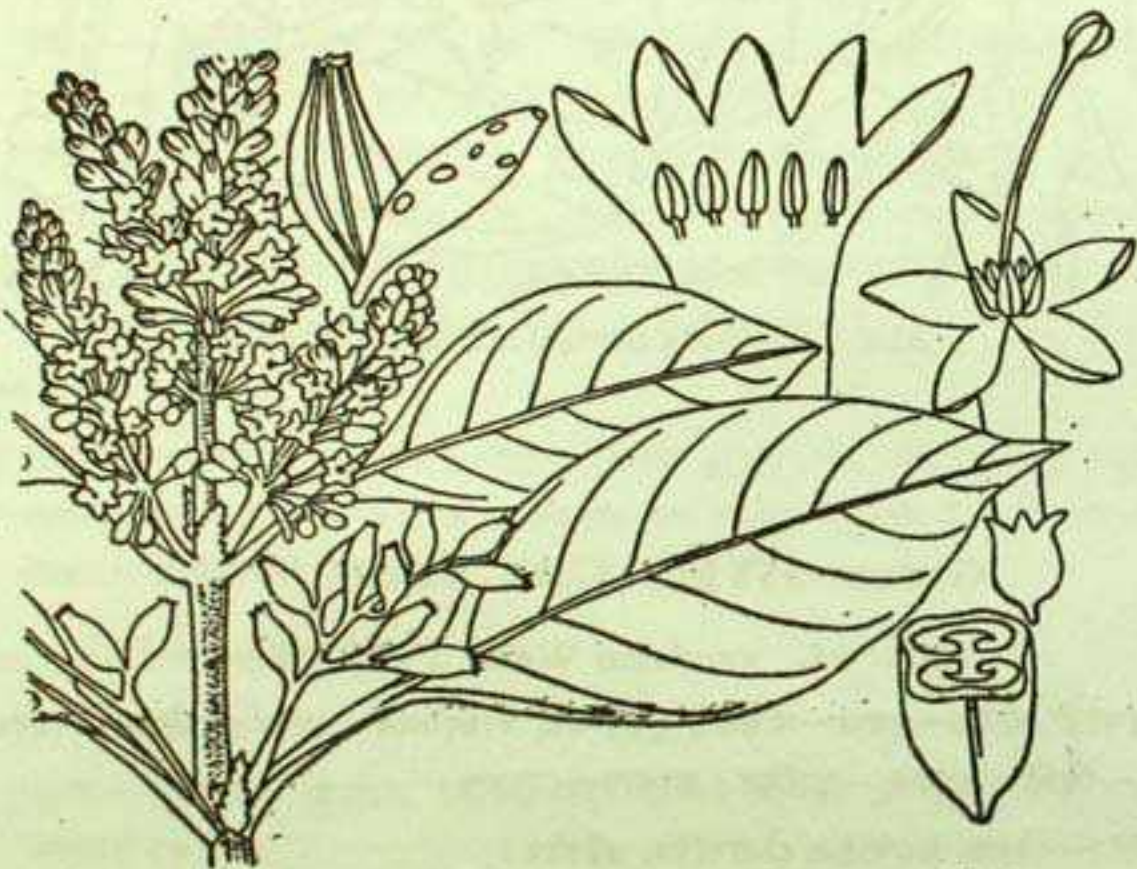
319. Hymenodictyon excelsum Wall. (কুকুর কট)

LVII VALERIANEAE.

Genus—NARDOSTACHYS DC.

320. N. jatamansi Dc. (জটামাংসী)

ভাষানুসারী নাম :—জটামাংসী—সংস্কৃত ; জটামাংসী—বাংলা ; বালছড়, বলুচর, জটামংসী—হিন্দি ; জটামাংসী—মহারাষ্ট্র ; বাল্ছড়—গুজরাট ; বহল গন্ধজটামাংসী

—কর্ণাট ; হবুস—ক্রাণ ; জটামাংসী—তেলেগু ; জটামাংসী—তামিল ; হুরুমুজীর আরব।

মাংসী তু জটিলা পেশী ক্রব্যাদী পিশিতা মিশী।
কেশিনী চ জটা হিংস্রা জটামাংসী চ মাংসিনী॥
জটালা নলদা মেষী তামসী চক্রবর্ত্তিনী।
মাতা ভূতজটা চৈব জনী চ জটাবতী।
মৃগভক্ষাঽপি চেত্যেতা একবিংশতিধাভিধাঃ॥
সুরভিস্তু জটামাংসী কষায়া কটুশীতলা।
কফভূতদাহঘ্নী পিত্তঘ্নী মোদকান্তিকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়—মাংসী (মাংসগন্ধি), জটিলা (মূল প্রধান), পেশী, ক্রব্যাদী (মাংশাসী পশুভক্ষ্যা), পিশিত (মাংসগন্ধি), মিশী, কেশিনী (কেশসদৃশ তন্তু বিশিষ্টা), জটা (মূল প্রধান ঔষধি), হিংস্রা হিংস্র পশুগণের প্রিয়), জটামাংসী (যাহার মূল মাংসগন্ধ বিশিষ্ট), মাংসিনী (মাংসগন্ধযুক্ত লতা), জটালা (মূলপ্রধান লতা), নলদ, মেষী, তামসী, চক্রবর্ত্তিনী, মাতা, ভূতজটা (মানুষের চুলের জটা সদৃশ), জননী, জটাবতী (জটাযুক্ত মূল সংলগ্ন লতা), মৃগভক্ষ্যা (পশুগণের ভক্ষ্য)—এই একুশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—জটামাংসী—কষায় রস, বিপাকে কটুরস, শীতবীর্য্য। কফজরোগ, অপস্মার, দাহাদিরোগ নাশক, পিত্তনাশক, মেদ ও কান্তি বৃদ্ধিকারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে সিকিমের পর্ব্বতে প্রায় ১১০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বর্ণনা :—ইহার মূল কাষ্ঠের মত শক্ত, লম্বা এবং বহুসংখ্যক ছোবড়ার মত তন্তু আবৃত। কাণ্ড ৪-২৪ ইঞ্চি, কোমল লোমাবৃত। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া লম্বাদিকে শির আছে। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে সচরাচর ১-৫ টি থোকে গোলাপী অথবা নীল বর্ণের ফুল থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশে আবৃত। ইহার দুই প্রকার গাছ আছে। এক প্রকার গাছে বড় মূল হয় এবং পুষ্পস্তরকে মসৃণ লোম আছে। এই গাছের সংস্কৃত নাম জটামাংসী, কেহ কেহ ইহাকে ভূতকেশী অথবা পিশিতা তপস্বিনী বলে। ইহা সৌগন্ধ করণে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। জুলাই আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র গাছ, মূলের গেঁড়।

মূলপ্রাধান্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জটামাংসী অপস্মার ও মৃগীরোগের ঔষধ হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে স্নায়বিক রোগের ঔষধ ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। নিঘণ্টুকারের মতে ইহা পিত্তকর ও কুষ্ঠের মহৌষধ। মাথার চুল কৃষ্ণবর্ণ ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা হইতে এক প্রকার মাথার তৈল প্রস্তুত হয়। জটামাংসী ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

O' Shaughnessy বলেন, ইহা Valerian-এর সমতুল্য (Beng. Disp., 404)। Valerian যখন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তখন ইহা হজমশক্তি বাড়াইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে। প্রত্যেক বারে ২ ড্রাম পরিমাণে ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, বমন হয় ও পেট বেদনা করে, নাড়ী দ্রুত হয় ও ঘাম হয়।

ইহা উত্তেজক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে। জটামাংসী ৪৫ গ্রেণ পরিমাণে ব্যবহার করিলে সর্দ্দি কফ নিঃসারিত হয় (Dymock)।

জটামাংসীর শিকড় উত্তেজক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; ইহা অপস্মার, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও হৃৎস্পন্দন আক্ষেপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ১ তোলা জটামাংসী ৮ তোলা গরমজলে ৪/৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া পান করিলে মূর্চ্ছা ও বুক ধড়ফড়ানি রোগ আরাম হয়।

জটামাংসীর মূল হিষ্টিরিয়া ও মৃগীরোগে ব্যবহার্য্য। জটামাংসীর শিকড় সুবাসিত ও তিক্ত। কথিত আছে, ইহা বলকারক, উত্তেজক, ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে, এইজন্য মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও তড়কা রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকর, ঋতুকর এবং পাকযন্ত্রের ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় রোগে হিতকর। কথিত আছে ইহা কামলা ও কণ্ঠনালীর রোগ নিবারক ও বিষের প্রতিষেধক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল—সুগন্ধি, তিক্তাস্বাদ, রসায়ন, উত্তেজক, বিষঘ্ন, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও আক্ষেপ নিবারক। দ্রুত হৃৎ স্পন্দন প্রশমক। বিভিন্ন মাংসগন্ধি গুণ বিশিষ্ট বনৌষধ Valerian মূলের সহিত সমগুণ সম্পন্ন। অন্ত্রগত শূলরোগে উপকারী।

Fig—Royle, Ill., 242-44., t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 509 B.

Ref—F. B. I., iii, 211 ; Wall. Cat., 431 ; Dymock, ii, 233.
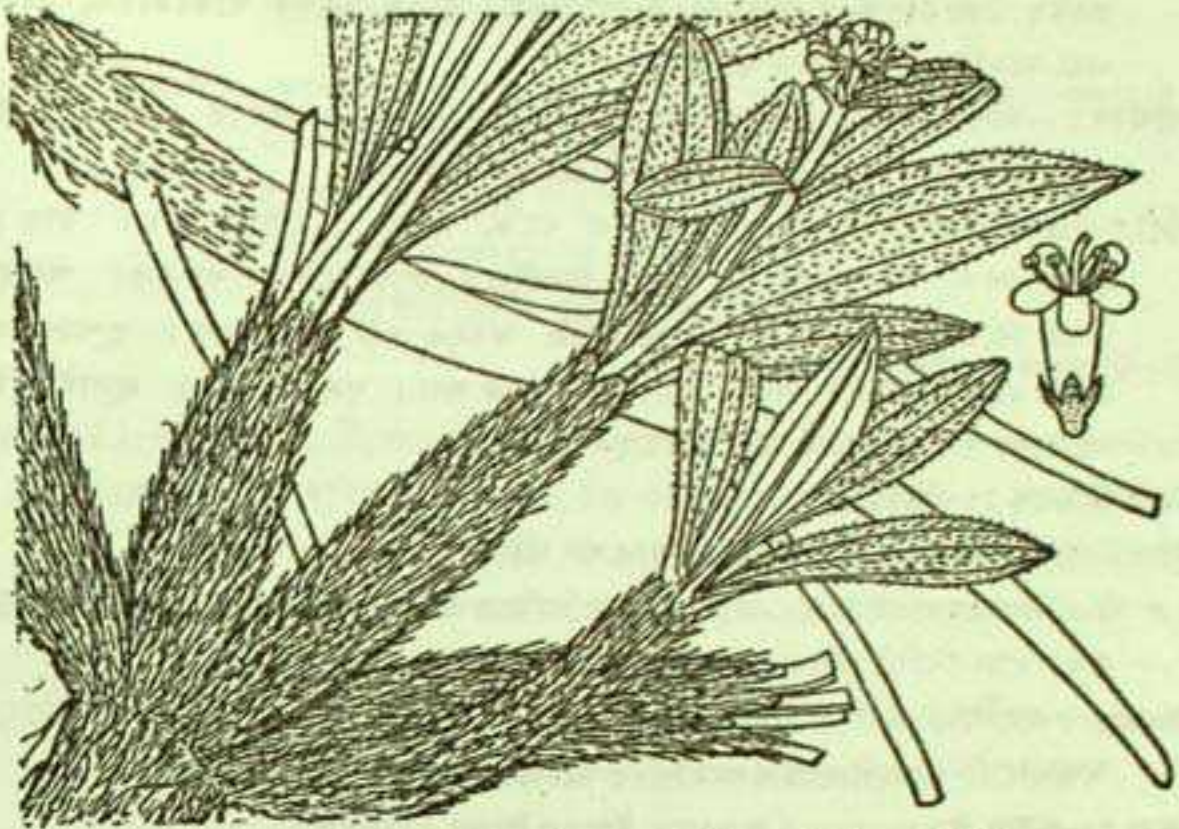
320. Nardostachys jatamansi Dc. (জটামাংসী)

Genus VALERIANA Linn.

321. V. hardwickii Wall. (টগর)

ভাষানুসারী নাম :—গন্ধমাংসী—সংস্কৃত; টগর—বাংলা ; টগর—হিন্দি ; আসরুন—য়ুনানে ; চামাহা—লেপ্‌চা ; বহলগন্ধজটামাংসী—মহারাষ্ট্র ; বহলগন্ধ জটামাংসী—কর্ণাট।

দ্বিতীয়া গন্ধমাংসী চ কেশী ভূতজটা স্মৃতা।
পিশাচী পূতনা চৈব ভূতকেশী চ লোমশা ॥
জটালা লঘুমাংসী চ খ্যাতা চাষ্টমিতাহ্বয়া ॥
গন্ধমাংসী তিক্তশীতা কফকণ্ঠাময়াপহা।
রক্তপিত্তহরা বর্ণ্যা বিষভূতজ্বরাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গন্ধমাংসী (মাংসগন্ধবিশিষ্ট), কেশী (কেশগুচ্ছসমা), ভূতজটা (মানবের চুলের জটার মত), পিশাচী (এলোমেলো চুলের মত), পূতনা (মাংসাশী রাক্ষসীর চুলের মত), ভূতকেশী (জীবের কেশগুচ্ছ সদৃশা), লোমশা (লোমের ন্যায় হস্ব), জটালা (জটা সদৃশা), লঘুমাংসী (অল্প মাংসগন্ধী)—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—গন্ধমাংসী—একজাতীয় জটামাংসী বটে। ইহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য, কফ ও

কণ্ঠগত পীড়া নাশক, রক্তপিত্তনাশক, বর্ণ্য অর্থাৎ বর্ণের উৎকর্ষ সাধনকারক, বিষঘ্ন এবং মানসিক বিকারজন্য জ্বর নাশক।

জন্মস্থান :—কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চে এবং খাসিয়া পাহাড়ে ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। বহুবর্ষ জীবিত থাকে, শিকড় ছোবড়ার ন্যায়। কাণ্ড ১-২ ফুট, সরল। পত্র পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে উভয়দিকে জোড়া জোড়া পত্র হয়। অগ্রভাগে একটি বিজোড় পত্র থাকে। ত্রিপত্রবিশিষ্ট, কখনও ৫টি পত্র থাকে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, লোম বিশিষ্ট; পত্রের ডাঁটা অপেক্ষা পুষ্পদণ্ড লম্বা। ফল কেশযুক্ত। জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ জটামাংসীর তুল্য।

Rayle বলেন এই গাছ নেপাল ও উত্তর ভারতে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা Valerian-এর সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় (Dymock)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

গন্ধমাংসী—মাংসীজাতীয় বনৌষধির সহিত সমগুণ সম্পন্ন।

মন্তব্য :—চরক শীতপ্রশমনবর্গে স্থানে টগরের উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Wall. Pl. As. Rar., 39, t. 258 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 512

Ref—F.B.I., iii, 213 ; Wall, Cat, 452.
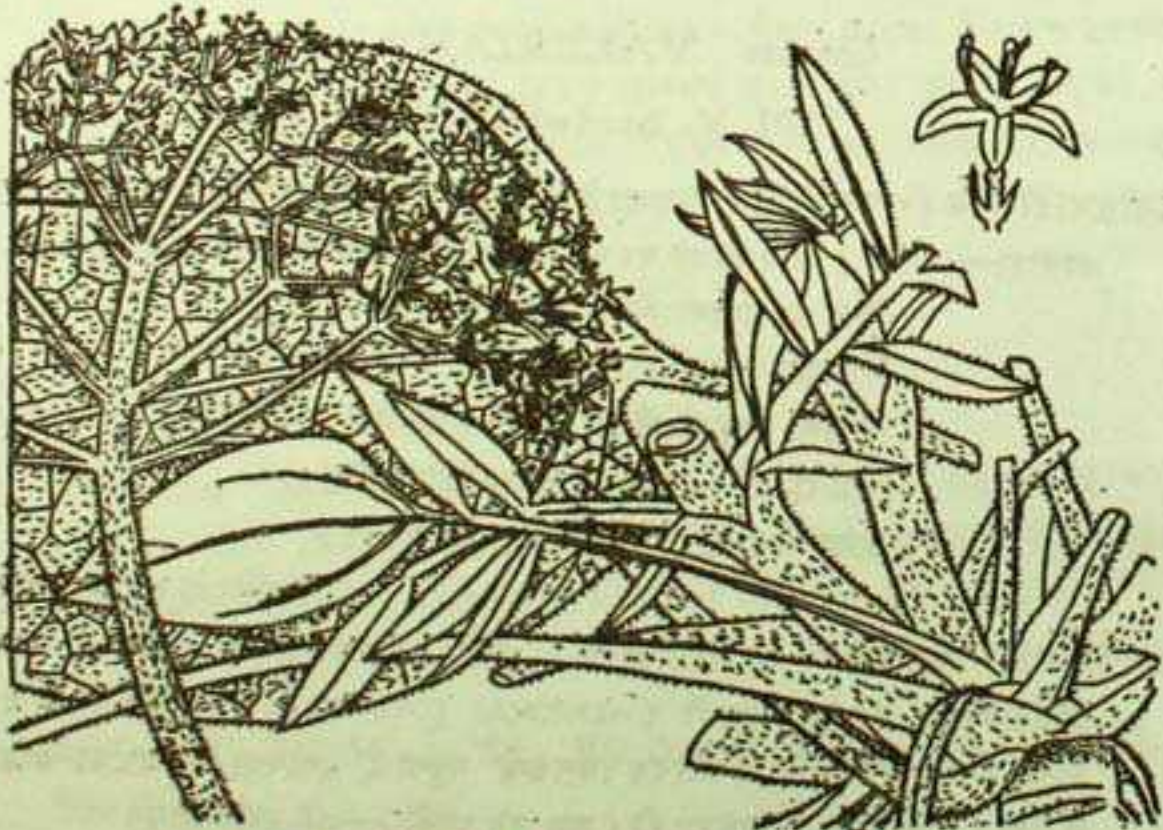
321. Valeriana hardwickii Wall. (টগর)

322. V. officinalis Linn (কালবালা)

ভাষানুসারী নাম :—আকাশ মাংসী—সংস্কৃত ; কালবাল—বাংলা ; কালবালা—মহারাষ্ট্র ;

আকাশমাংসী সূক্ষ্মাহ্বা নিরালম্বা খসম্ভবা।
সেবালী সূক্ষ্মপত্রী চ গৌরী পর্ব্বতবাসিনী ॥
অভ্রমাংসী হিমা শোক-ব্রণনাড়ীরুজাপহা।
লূতাগদ'জ্বালাদি-হারিণী বর্ণকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—আকাশ মাংসী, সূক্ষ্ম (ইহার মূল অত্যন্ত সূক্ষ্ম), নিরালম্বা (যেখানে জলীয়াংশ কম সেখানে জন্মে বলিয়া), খসম্ভবা (উচ্চ পর্ব্বতাংশে জন্মে বলিয়া), সেবালী (পর্ব্বত গাত্র জাত শৈবাল সদৃশ), সূক্ষ্মপত্রী (সূক্ষ্মাকার পত্র বিশিষ্ট), গৌরী, পর্ব্বতবাসিনী (উচ্চ গিরিশৃঙ্গে যেখানে শিব সহধর্ম্মিনী গৌরী থাকেন সেখানে ইহার জন্ম) এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় :—আকাশমাংসী শীতবীর্য্য, শোথ, ব্রণ ও স্নায়ুগত রোগ নাশক। মাকড়সা বা কীটাদির বিষদ্বারা উৎপন্ন দুষ্ট চর্ম্মরোগ নাশক ও বর্ণপ্রসাদক।

জন্মস্থান :—ইউরোপের আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ; ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ প্রদেশে, পশ্চিম এশিয়া, জাপান। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চাষ হয়। কাশ্মীরের উত্তরভাগে ৮০০০ হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; মূলদেশ সরল। ইহা হইতে নরম, গোলাকার, ফিকে, ধূসরবর্ণ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, গাছের অগ্রভাগ গোলাকার ও ফাঁপা প্রশাখা বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার, কাণ্ডের উর্দ্ধদিকে পর্য্যায় ক্রমে বাহির হয়। উপপত্র ½-২½ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফুল ছোট, এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ জন্মে। পুষ্পদণ্ড বহুশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ও লম্বা। ফুল ফিকে লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। পুংকেশর ৩টি, ইহার অর্দ্ধেক অংশ পুষ্পনলের অভ্যন্তরে থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, ইহাতে ৩টি শিরা আছে। ফলে এক একটী বীজ হয়, দেখিতে চেপ্টা। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্যান্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রাহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় উত্তেজক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহা হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও পেশীর আক্ষেপ নিবারক। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় ইহা উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপ নিবারণ করিবার পক্ষে ইহা হিঙ্গু অপেক্ষা শক্তিতে কম। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে মাথাধরা, মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়ুর অবসাদ আনয়ন করে। সিন্‌কোনার ছালের সহিত ব্যবহার করিলে ইহা অবিরাম জ্বর নাশ করে। প্রবল বাতরোগে ইহার জলে স্নান করিলে কিম্বা আক্রান্ত অংশ

ধৌত করিলে বাতের উপশম হয়। Volatile তৈল কিম্বা Valerian খাইলে বাতরোগে বিশেষ ফল হয় (Bentl and Trim)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—উত্তেজক, বায়ুনাশক, বিরস। মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ, অনিচ্ছাকৃত স্পন্দন ও স্নায়ুবিকার, পেশীবিকার জন্য স্পন্দনে হিতকর।

মন্তব্য :—জটামাংসী, গন্ধমাংসী ও আকাশমাংসী বা অভ্রমাংসী—জটামাংসীর এই তিনটি শ্রেণী ভেদ। নিঘণ্টুতে মাংসী শব্দযোগ দ্বারা সকলের মাংসগন্ধত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বিড়ালোটন্ নাম দ্বারা বিড়াল এই মূল খাইবার আগ্রহ দেখায়, সে কারণ ইহার মাংসগন্ধিত্ব স্বীকার্য্য। নিঘণ্টুতে নামপর্য্যায়ে তাহা বিশেষরূপ বুঝা যায়। প্রথমোক্ত গাছটি কাশ্মীর অঞ্চলে গঙ্গার জলের স্তর হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত পর্ব্বতে, দ্বিতীয় শ্রেণী ৪০০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উপরে এবং তৃতীয় শ্রেণী জলহীন উচ্চ গিরিশৃঙ্গে ৮০০০ ফুট বা তদূর্দ্ধে জন্মে বলিয়া Watt মহোদয়ের গ্রন্থে বিবৃত করা হইয়াছে। Watt মহোদয় এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জটামাংসী Valerineae বর্গ বটে, প্রজাতি জটামাংসী—মূল জাতি Nardostachys Dc.। অপর দুইটি Valeriana বর্গে বটে, কিন্তু মাংসগন্ধির এবং বিড়ালে ইহা পাইলে লুটিয়া খায় তাহা কিন্তু সকল শ্রেণী বিশেষত্ব। ফলে গুণগত সাদৃশ্য সকল শ্রেণীর মধ্যে আছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য বাজারে বেশী পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্য অপেক্ষাকৃত বেশী সুগন্ধি। হাকিমী বৈদ্যগণ ইহা ব্যবহার করেন এবং সুগন্ধি দ্রব্যরূপে বাজারে ইহার সমাদর বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর দ্রব্য উচ্চ পর্বত চূড়ায় জন্মে, মাত্রাও অল্প, সেজন্য বাজারে তেমন প্রচলন নাই। তবে গুণের উৎকর্ষ অন্য দুইটির তুলনায় ইহার বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে গন্ধদ্রব্যরূপে বেশী। ফলে, প্রথম শ্রেণীর জটামাংসী বাজারে ঔষধের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে Watt মহোদয় যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই—ভারতের দূরবর্ত্তী পার্বত্য প্রদেশ, নেপাল, মোরাং ও ভূটান অঞ্চলে ইহার আদি জন্মস্থান। তিন শ্রেণীর জটামাংসীর আদিমকাল (Diascorides) হইতে প্রসিদ্ধি আছে। গাছের পার্বত্যভূমিতে পর্ব্বতের মধ্যমাংশে এবং উচ্চতর অংশে ইহাদের জন্ম। আরব, পারস্য ও গ্রীস দেশে এই নমুনার গাছের সন্ধানও করা হইয়াছে। সুগন্ধি দ্রব্যরূপে ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতে আছে। ঔষধার্থে ব্যবহার প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে আছে।

সুশ্রুত—মাংসী অর্থে জটামাংসীর ব্যবহার করিয়াছেন। বলাতৈলে বায়ুনাশক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার অপস্মার রোগে মাংসী ও তগর পৃথক দ্রব রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। একই গুণসম্পন্ন বনৌষধির একই রোগে ব্যবহার পৃথক শ্রেণীর পরিচয় তখন হইতেই ছিল। নিঘণ্টুকারের শ্রেণীবিভাগ বা গুণের বিচার বিশ্লেষণ পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে। তার এই নাম লোক প্রচলিত নামরূপে হিন্দীতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং হেকিমগণ—এই জাতীয় জটামাংসী ব্যবহার করেন ইহার দেশ প্রচলিত নাম বালা।

চরক—চিকিৎসিত স্থান ২৩ অধ্যায়ে অপস্মার চিকিৎসায় মাংস ও ত্বগরের ব্যবহার করিয়াছেন।

Fig—Woodville, Med. Bot. ii, t, 99 (1792); Bentley & Trim., ii. 146 (1876).

Ref—F.B.I., iii. 211; Boiss, Fl, Orient, iii, 89; Sowerby & Sm. Engl. Bot., x, t. 698 (1800).

322. V. officinalis Linn. (কালবালা)

LVIII COMPOSITAE

Genus VERNONIA Schreb.

323. V. cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

ভাষানুসারী নাম :—সহদেবী, অর্ধপ্রসাদন—সংস্কৃত ; ছোটকুকসিমা—বাংলা ; সহদেবী—হিন্দি ; সহোদি—মহারাষ্ট্র ; মতিসাদবী—বোম্বে ; সাদবী—গুজরাট ; ঘারটিকামিনি—তেলেগু ; সশিরায়ননানীর, সহদেবী—তামিল।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে। এমন কি হিমালয়ের ৮০০০ ফুট উচ্চস্থানেও দেখা যায় ; খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও রাস্তার ধারে সর্বত্র দেখা যায়।

বর্ণনা :—সাধারণ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, কাণ্ড নরম ও সরল। ৬-১২ ইঞ্চি উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত শাখা অতি অল্প হয়। পত্র বিপরীত দিকে দূরে দূরে জন্মে; নিম্নের পত্র ২ ইঞ্চি, উপরের পত্রগুলি ছোট ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, ইহার বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে ক্রমপ্রাপ্ত, কিনারা কর্তিত; পত্রের উভয় দিকে লোম আছে। ফুল ২০-২৫টি জন্মে, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ, কতক অংশ শ্বেত বর্ণ। Hooker তাঁহার লিখিত Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও ২টি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। জুলাই আগষ্ট মাসে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গুল্ম, ফুল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কবিরাজী মতে ইহার কাথ জ্বরে ঘর্ম উদ্রেক করে (Ainslie)। ইহার রস অর্শে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছের রস—অর্শে উপকারী

মূল—শোথে উপকারী।

ফুল—চোখের জ্বালায় উপকারী।

বীজ—ক্রিমিনাশক, বিষদোষ নাশক। ঘোড়ার খাবারের মধ্যে ইহা একটি।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 64; Wight., Ic., t. 1076; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 516.

Ref.—F.B.I., iii,233; Roxb, F.I., iii, 406; B.P., i, 590; Prain, H. H., 225.
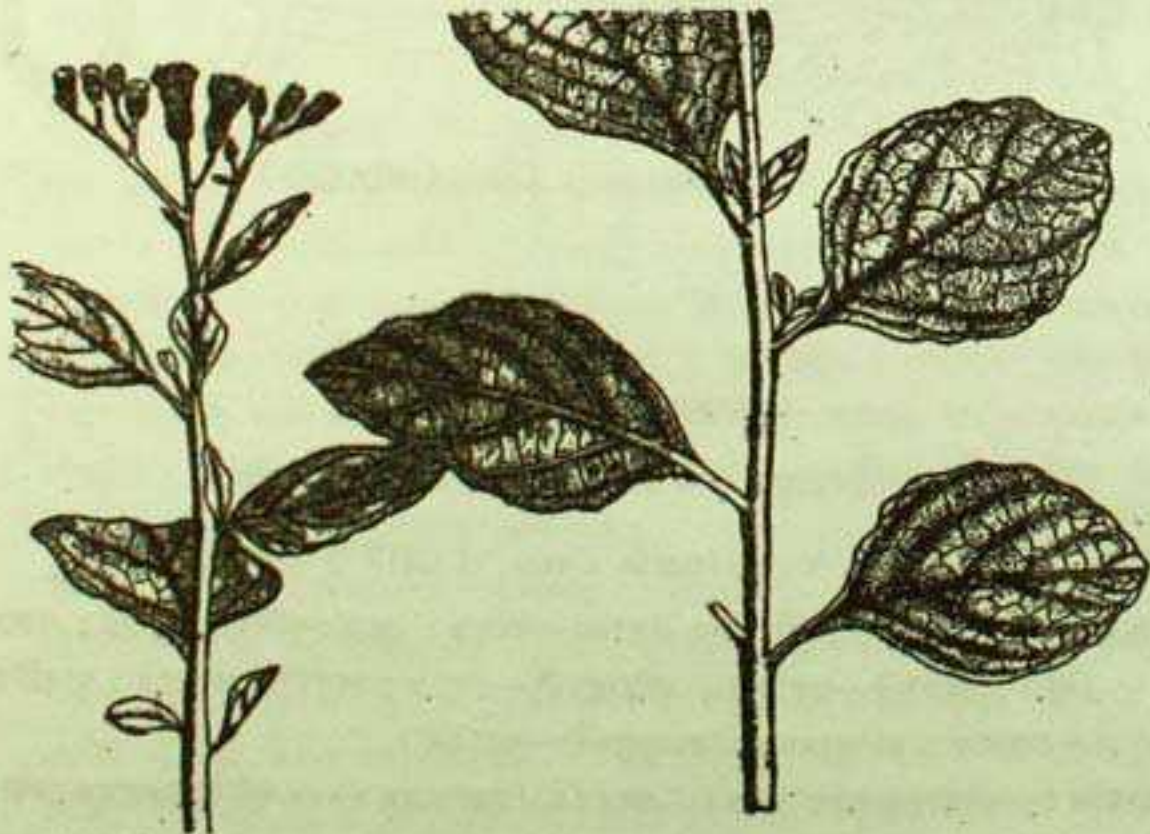
323. Vernonia cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

324. V. anthelminticum Willd. (সোমরাজ, বাকুচ)

ভাষানুসারী নাম :—সোমরাজ, বাকুচী—সংস্কৃত ; সোমরাজ, বাকুচ—বাংলা ; বাবচী, বুকচী, সোমরাজ, কালোজী—হিন্দি ; বাউচ—মহারাষ্ট্র ; বাঙিচিগে—কর্ণাট ; বাবচী —বোম্বে ; কাদবোজিরি—গুজরাটী ; অডিভিলাকারা—তেলেগু ; কাট্-জিরাগাম্ —তামিল ; কাট্-জিরাকম্—মালয়।

বাকুচী সোমরাজী চ সোমবল্লী সুবল্লিকা।
সিতা সিতাবরী চন্দ্রলেখা চান্দ্রী চ সুপ্রভা ॥
কুষ্ঠহন্ত্রী চ কালোজী প্রতিপত্তা চ বল্গুজা।
স্মৃতা চন্দ্রাভিধা রাজী কাম্বোজী চ তথৈন্দবী ॥
কুষ্ঠদোষাপহা চৈব কাম্ভিদাহাহ্বয়া তথা।
চন্দ্রাভিধা প্রভাযুক্তা বিংশতিঃ স্যাত্ নামতঃ ॥
বাকুচী কটুতিক্তোষ্ণা ক্রিমিকুষ্ঠকফাপহা।
ত্বগ্দোষবিষকণ্ডূতি-খর্জু প্রশমনী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী, সুবল্লিকা, সিতা, সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চান্দ্রী, সুপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, কালোজী, প্রতিপত্তা, বল্গুজা, চন্দ্রাভিধা, রাজী, কাম্বোজী, ঐন্দবী, কুষ্ঠদোষাপহা, কাম্ভিদা, অবল্গুজা,—এই কুড়িটি নাম।

গুণপর্যায় :—বাকুচী—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, কুষ্ঠ এবং কফ দোষ নাশক। চর্ম্মদোষ, বিষদোষ, চুলকানি ও পাঁচড়া প্রশমনকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে ; বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় অকর্ষিত ভূমিতে এবং বাগানের ধারে প্রচুর দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি, বহু পত্র হয়। পুষ্পস্তবকের মাথার ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি প্রায় ৪০ ভাগে বিভক্ত, নরম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, চেপ্টা। ফুল ঈষৎ বেগুনে, বর্ষাকালে জন্মে। ফল মার্চ্চ মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও পত্র। মাত্রা, পত্রের রস—১-২ তোলা ; বীজচূর্ণ ১-৮ আনা।

বৈদ্যকে সোমরাজীর ব্যবহার।

চরক—প্রবাহিকায় সোমরাজীর পত্র—আমের পরিপক্বাবস্থায় ও যে রোগীর বহু কুন্থনে পিচ্ছিল ও অল্পায় মল নির্গত হয় তাহাকে সোমরাজী পত্রের শুকপত্র, দধি, দাড়িমরস ও তিলতৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)।

বাগ্‌ভট—(১) **শ্বিত্রে** সোমরাজী—সোমরাজীচূর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোমূত্রে পেষণপূর্বক শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শ্বিত্রাক্রান্ত অঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** সোমরাজী—তীব্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জন, যদি কৃষ্ণতিলের সহিত সোমরাজী এক বৎসর কাল সেবন করে, তাহা হইলে সে কুষ্ঠ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া দিব্যমূর্তি প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৩১ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) খদিরকাষ্ঠ ও আমলকীর ক্বাথ প্রস্তুত পূর্বক বাকুচী বীজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিকৃত **শ্বেতকুষ্ঠ** (শ্বেতি) শীঘ্র নিবৃত্তি পায় (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) **কৃমিদন্তশূলে** বাকুচী বীজপূরকমূলত্বক্‌ ও সোমরাজী সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে পেষণ পূর্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ক্রিমিভক্ষিত দন্তোপরি-স্থাপন পূর্বক, দন্তে দন্তে এরূপভাবে পীড়ন করিবে যেন বর্ত্তি ক্রিমিভক্ষিত দন্তে প্রলিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ক্রিমিভক্ষিত দন্তের বেদনা হর (মুখরোগ চিঃ)। (৩) **বধিরতায়** বাকুচী—মুষলী কন্দ ও সোমরাজীচূর্ণ সমভাগ, জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা বধিরতার পক্ষে হিতকর (কর্ণরোগ চিঃ)।

মূলদ্রব্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Leucoderma রোগে হরীতকী, খদির ও শুঁড়া সোমরাজীর ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। সোমরাজীর তৈল পাঁচড়ায় একটি বিশেষ ঔষধ।

ইহার কৃষ্ণবর্ণ তিক্ত বীজ কৃমি নাশক ও সর্পবিষের ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হয়। (Ainslie)

মালাবার দেশে ইহা কফ ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। Phamatcopoeia মতে ইহার বীজের গুঁড়া মধুর সহিত কয়েক ঘণ্টা অন্তর দিবসে দুইবার সেবন করিলে পেটের কৃমি মরিয়া যায় (মাত্রা ১২ ড্রাম অথবা ২২ গ্রেণ)। ডাঃ বস বলেন, বীজের গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেণ পরিমাণ ক্রিমির পক্ষে হিতকর। Dr. Gibson বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ২০-২৫ গ্রেণ সোমরাজী যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগ নাশক (Pharm. Ind. 126).

পাতার রস নাকের সর্দ্দি বাহির করিয়া দেয়। ইহা সর্বাঙ্গীন শোথ ও ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Watt)। সোমরাজীর বীজ জ্বর নাশক (Baden-Powell)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—ক্রিমিনাশক, চর্ম রোগে উপকারী এবং রসায়ন, অগ্নিদীপক, প্রস্রাবকারক। উকুন নাশক। কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চক্রকোক্ত কুষ্ঠ ও কৃমিঘ্ন বর্গে বাকুচী পঠিত হয় নাই।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ii,t. 24 ; Burm, Thes,. 210. t, 95 ; Kirtikar & Basu, 'Ind, Med, Pl., t, 515 A

Ref.—F.B.I. iii, 236. Roxb., Fl. I. iii, 405 ; B.P. i 589 ; Prain, H.H., 224 ; Voigt, H, S., 405.
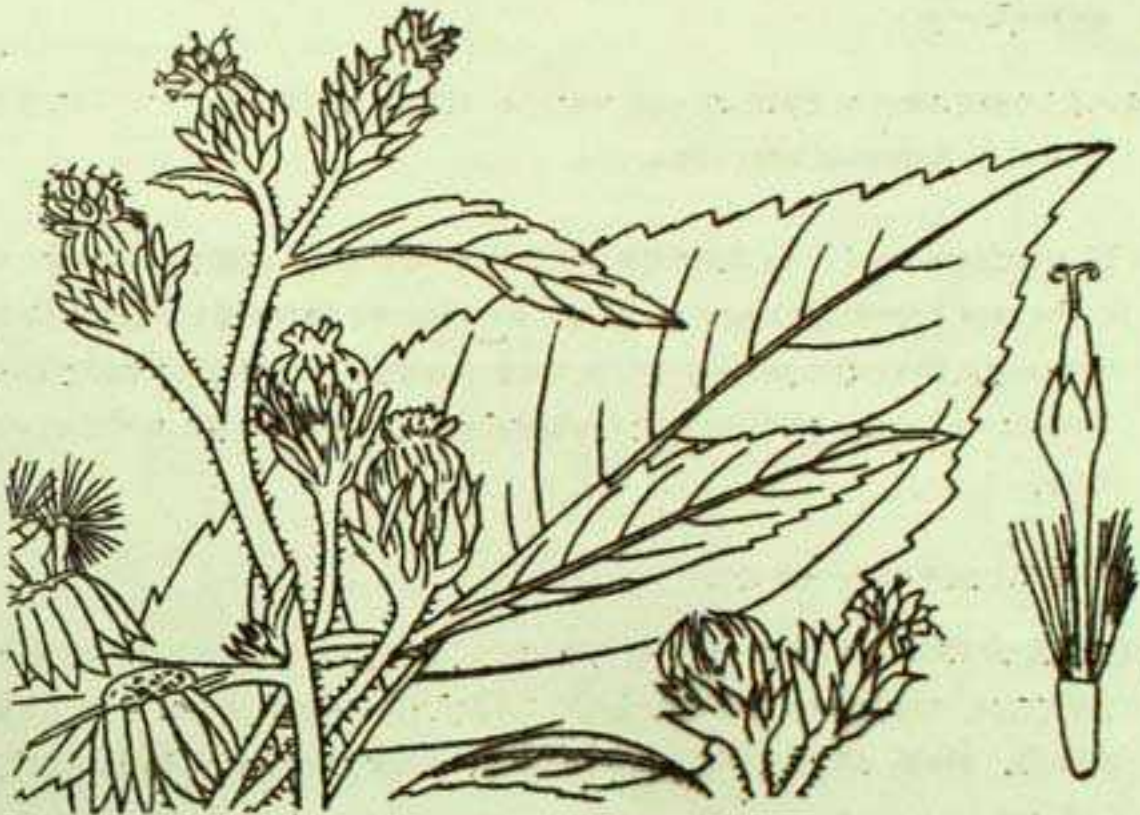
324. V. anthelminticum Willd (সোমরাজ, হাকুচ)

Genus—ELEPHANTOPUS Linn.

325. E. scaber Linn. (গোজিহ্বা,শ্যামদলন)

ভাষানুসারীনাম :—গোজিহ্বা—সংস্কৃত ; গোজিহ্বা, শ্যামদলন—বাংলা ; পাথরী, গোভী, গোজিয়ালতা, দাড়ীশাক—হিন্দি ; ঘাউনা—মহারাষ্ট্র ; পথরী, ষনুনালগে—কর্ণাট ; যেট্টনালুকচেট্টু, ভন্নিলিকচেট্টু—তেলেগু ; এনাশোভারি—তামিল ; এনাশোভারি—মলয় ।

গোজিহ্বা খরপত্রী স্যাৎ প্রতনা দার্বিকা তথা ।
অধোমুখা ধেনুজিহ্বা অধঃপুষ্পা চ সপ্তধা ॥
গোজিহ্বা কটুকা তীক্ষ্ণা শীতলা পিত্তনাশনী ।
ব্রণসংরোপনী চৈব সর্বদোষবিবর্জিতা ॥

রাজনিঘণ্টু : শতাহ্বাদিবর্গ : ।

নামপর্যায় :—গোজিহ্বা, খরপত্রী, প্রতনা, দার্বিকা, অধোমুখা, ধেনুজিহ্বা, এবং অধঃপুষ্পী—এই সাতটি নাম।

গুণপর্যায় :—গোজিহ্বা—তীব্র কটুরস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, ব্রণসংরোপক এবং সর্বপ্রকার দন্তবিষ নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার পতিত জমিতে এবং মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বর্ণনা :—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম। পত্র উভয়দিকে একটির পর আর একটি জন্মে। অনেকটা গরুর জিহ্বার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে ২-৫টি ফুল হয়। মুকুলের নিম্নভাগে ৮টি ছোট পত্র হয়। ফুল বেগুনে কিম্বা নীল লোহিত বর্ণ, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফল গাছে থাকিতে থাকিতে কখন কখন গাছের উপরিভাগেই অঙ্কুরিত হয়। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মালাবার দেশে ইহার পত্র ও শিকড়ের কাথ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবহৃত হয় (Rheede)। ত্রিবাঙ্কোর দেশে ইহার পাতা ছেঁচিয়া চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়। ইহাতে পেটফাঁপা ও পেটের যন্ত্রণা আরাম হয় (Watt)।

ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের কাথ জ্বর নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছ—সঙ্কোচক, হৃদ্রোগে রসায়ন, বলকারক, জ্বরঘ্ন, সর্পদংশনে উপকারী।

গাছের পাতা, মূলের কল্ক—স্নিগ্ধতাকারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়, পক্বাশয়ের শূলা কিম্বা বেদনায় উপকারী।

মূল :—বমন রোধকারক, মরিচের সহিত গুঁড়াইয়া ব্যবহারে দাঁতের ব্যথা নিবারক।
থেঁতো করা পাতা : নারিকেল তৈলসহ পাক করিয়া ব্যবহারে ঘা এবং পামায় (একজিমা) উপকারী।

Fig : Wight, Ic. t. 1035; Rheede, Hort, Mal., n. t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 517

Ref : F.B.I, iii, 242; Roxb., F.I., iii, 445; B.P., i, 570; Prain, H, H., 225,

325. Elephantopus scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামনলন)

Genus—GRANGEA Forsk.

326. G. maderaspatana Poir. (নামুত্তি)

ভাষানুসারী নাম : নামুত্তি—বাংলা ; মুস্তারু—হিন্দি, মসীপত্রী—তামিল ; মাচে—তেলেগু ; মসীপত্রী—মহারাষ্ট্র ; নেলাম্পালা—মালয় ; ঝিন্‌কি-মুত্তি—গুজরাট।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বহুস্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে এবং পতিত জমিতে ও মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বর্ণনা : গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে, ৬–১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শাখা লোমযুক্ত। পত্র অনেক হয়, ১½–২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্ত ছোট। পত্রিকা ২-৪ জোড়া, কাণ্ডের উভয় দিকে বিভক্ত ভাবে জন্মে, পত্রিকার শেষ অংশটি বড়, পত্র ঘন ঘন জন্মে, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ও কোমল লোমাবৃত। পুষ্প পীতবর্ণ, ¼–½ ইঞ্চি। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : পাতার রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : পত্র মস্তরোগ নিবারক বলিয়া খ্যাত। ইহা আক্ষেপ নিবারক। ঋতু বন্ধ হইলে এবং হিষ্টিরিয়া হইলে ইহার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা

কখনও কখনও বিষ দোষে বেদনা নিবারণের জন্য তদ্রূপেদ কার্যে প্রয়োগ হয় (Ainslie)। ইহার রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয় (Watt)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—অগ্ন্যুদ্দীপক, প্রতিষেধক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক। অঞ্জন কিম্বা সিরাপের মত ব্যবহারে রক্তঃরোধ এবং মূর্চ্ছারোগে উপকারী। প্রতিষেধক ঔষধের উপাদান হিসাবে এবং যন্ত্রণাদায়ক ফুলায় ব্যবহার করা হয়।

Fig —Wight, Ic., t. 1097 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 520 ;
Ref.—F.B.I., iii, 247 ; Roxb., F.I. iii,412 ; B.P., i,593 ; Prain, H.H. 225.

326. Grangea maderaspatana Poir. (নামুতি)

Genus—EUPATORIUM Linn

327. E ayapana Vent. (আয়াপান)

ভাষানুসারীনাম :—আয়াপান বাংলা ; আয়াপান—হিন্দি ; আয়াপানি—তামিল ; আয়াপানি—তেলেগু।

জন্মস্থান —ইহা আমেরিকার ব্রাজিল দেশীয় গাছ। মধ্যবাঙ্গলা এবং পূর্ব বাঙ্গলার বাগানে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া জেলার অনেক বাগানে ঘরে রক্ষিত হয় ও চাষ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা : ছোট ২-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা সরল, ঈষৎ লালবর্ণ, ইহাতে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত লোম আছে। পত্র উভয় দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রের বোঁটা ডাঁটায় মিলিত আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, নরম, মসৃণ ও লম্বাকৃতি। তিনটি মোটা শিরা বিশিষ্ট, ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল বেগুনে। এই গাছের গন্ধ উগ্র ও আনন্দ দায়ক স্বাদ কটু।

ব্যবহার্য অংশ : পত্র রস ; মাত্রা, এক আনা পরিমাণ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়াপানের পাতার কাথ মসলার ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট। ইহার টাট্‌কা রস বেশ সুন্দর পানীয়। অতিশয় দুরারোগ্য ক্ষত পরিষ্কার করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ (Ainslie)। আয়াপান বলকারক ও উত্তেজক। কলেরা রোগে ইহা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্পাঘাতে আয়াপান বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ হয় (Pharm. Ind,)। আয়াপান chamomile এর সমগুণ বিশিষ্ট। অল্পমাত্রায় বলকারক, উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ইহার গরম রস বমনকারক, ঘর্মকর। ক্রমাগত বমন হইয়া যখন শরীর দুর্বল হয় এবং প্রাদাহিক জ্বরে যখন নাড়ীর বেগ কমিয়া আইসে তখন ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা আভ্যন্তরিক ক্ষতে ও রক্তবমনে বিশেষ ফলপ্রদ।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গুল্মের স্বরস—উত্তেজক, রসায়ন, ঘর্মকারক।

গাছের কল্ক ও পাতার রস :—ফিলিপাইনে ইহা রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া গণ্য হয় এবং দূষিত ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

পাতার কল্ক :—রক্তবন্ধ কারক।

শুষ্ক পত্র ও মূলের জলীয় অংশ—হৃদ্রোগে উত্তেজক।

Fig. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 518 A.

Ref. F.B. I., iii, 224 ; Watt, iii, 293 ; B.P.i. 592 ; Prain., H.H. 225; Voigt. H. S., 407.

327. Eupatorium ayapana Vent. (আয়াপান)

Genus—BLUMEA DC.

328. B. lacera DC. (কুকসিম)

ভাষানুসারীনাম :—কুকুন্দর, কুকুরঙ্ক—সংস্কৃত ; বড় কুক্‌সিম, কুকুর শোঁকা—বাংলা ; কুক্‌রন—হিন্দি ; কাট্টু-মুলঙ্গী, নররবন, ভাই—তামিল ; আদবী, কর পোগাকু—তেলেগু ; কুকুরবন্দা—মহারাষ্ট্র ; কোকরুন্দা—গুজরাট ; সনেটবকল অর্দ—আরব।

কুকুন্দর স্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় : কুকুন্দর, তাম্রচূড় সূক্ষ্মপত্র ও মৃদুচ্ছদ এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় : কুকুন্দর কটুতিক্তরস, ইহা জ্বর, রক্ত ও কফনাশক। ইহার কাঁচামূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

জন্মস্থান : সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে এবং ২০০০ ফুট উচ্চে হিমালয় প্রদেশে, ত্রিবাঙ্কোর, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পতিত জমিতে ও শস্য ক্ষেতে জন্মে।

বর্ণনা : ছোটগুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ও আগাছা, কাণ্ড সরল, পত্র ঘনসন্নিবিষ্ট। গাছগুলি ২ফুট উচ্চ হয়, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। ফুল পীতবর্ণ ও উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, কোমল ও লোমযুক্ত। ফুলের পাপ্ড়ি শ্বেতবর্ণ। কুক্‌সিম কয়েক জাতীয় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার পত্রের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অপরগুলির পত্র অবিভক্ত, কেবল পত্রে করাতের ন্যায় দাঁত আছে। ইহাদের মধ্যে B. eriantha DC, B. densiflora DC, B. balsamifera DC এইগুলি প্রধান। ডাঃ Dymock বলেন যে, বঙ্গদেশে কুক্‌সিম জাতীয় সকল গাছ কে "ভাম্‌বারদা" বলে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণায় কুক্‌সিম জাতীয় গাছের মধ্যে B. bifoliata DC. B. Wightiana DC, B. glomerata DC, এবং B. laciniata DC. প্রধান (B. P. i. 597-98 এবং Prain. H. H., 226)। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ : শিকড় ও পাতার রস। মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ২-৮ আনা, মূলের কাথ ৫-১০ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : ইহার টাট্‌কা রস মুখে দিলে মুখের শুষ্কতা দূর হয়। কুক্‌সিমার রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে কলেরা, রক্তঅর্শ ও মূত্ররোধ রোগ উপশমিত হয় (Watt)। পাতার টাট্‌কা রস খাইলে ফিতা-ক্রিমি নাশ করে। ইহা জ্বরনাশক, আমরক্তাতিসারে হিতকর। পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে কখন কখন পালাজ্বর বন্ধ হয়। জ্বর, রক্তাতিসার ও কণ্ঠুতে অর্দ্ধ ছটাক কুকসিমার রস হিতকর। দধির সহিত কুক্‌সিমার শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, রোগের পুনরাক্রমণের প্রতিষেধক।
পাতার রস—ক্রিমিনাশক, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, উত্তেজক ও প্রস্রাবকারক।
মূল—কলেরায় উপকারী।

মন্তব্য : কুক্‌সিমা অবসাদক এবং অতিসারে ধারক। কুক্‌সিমা ঈষৎ তিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। এতদ্দেশীয় লোকে জ্বর, রক্তাতিসার ও কণ্ঠু কোঠাদিতে কুক্‌সিমার রস আধ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকে। রক্তের উত্তাপের জন্য যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে কুক্‌সিমা বিশেষ উপকারী।

Fig—Burm. Fl. Ind., 180, t. 59, Fig. i , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 521 A.

Ref—F.B.I., iii, 263, ; Roxb., F. I., iii, 438 ; B. P., i, 598 ; Watt, i, Pt. ii, 459 ; Prain H. H., 226.
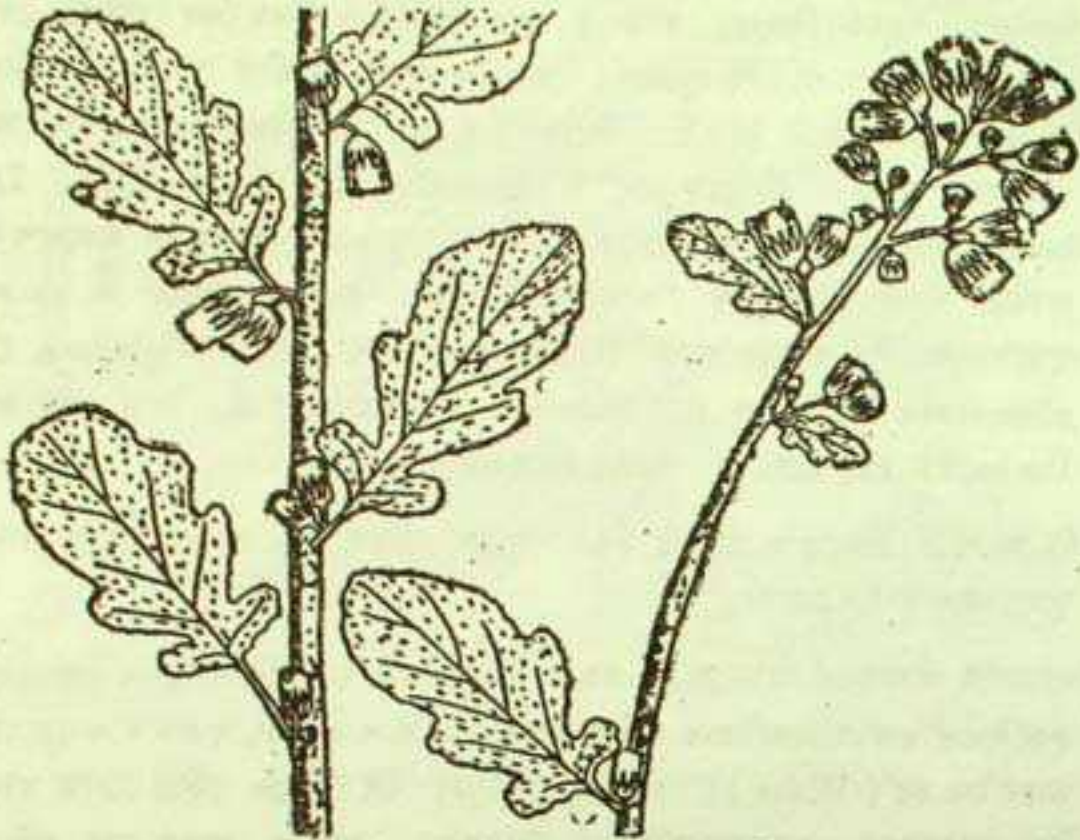
328. Blumer lacera Dc.. (কুকসিম)

Genus—ANACYCLUS. Linn.

329. A. pyrethrum DC. (আকর করা)

ভাষানুসারী নাম :—আকারকরভ—সংস্কৃত ; আকরকরা—বাংলা ; আকরকরা—হিন্দি ; অকীরকরম্—গুজরাট ; অক্কীরকরম্—তামিল ; অকলকরা—তেলেগু ।

অকোলকরোঽকো বীর্য্যেণ বলকৃৎ কটুকো মতঃ ।
প্রতিশ্যায়ঞ্চ শোথঞ্চ বাতঞ্চৈব বিনাশয়েৎ ॥

বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর : ।

নামপর্যায় : অক্কোলকর—এই একটি নাম ।

গুণপর্যায় : আকরকরা উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, কটুরস। ইহা প্রতিশ্যায়, শোথ ও বাত নাশক ।

জন্মস্থান : উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া দেশে বহুপরিমাণে জন্মে। ইহা ভারতীয় গাছ না হইলেও ঔষধরূপে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় ।

বর্ণনা : গুল্মজাতীয় গাছ। গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। কাণ্ডের গাঁইট দূরে দূরে হয়। ইহার মূল লম্বা, সঙ্কুচিত, দুইপ্রান্ত সরু। মূলের গাত্র হইতে সরু সরু শিকড় বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, তিক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চর্ব্বণ করিলে প্রথমে অল্প মিষ্ট পরে ঝাল লাগে। মূল খাইলে, জিহ্বা জালা ও চিন্ চিন্ করে। অনেকে ইহাকে 'আকরকরা বচ' বলে। কিন্তু 'বচ' ভিন্ন বস্ত ইহার ল্যাটিন নাম Zinziber Zerumbet Sm. (B.P., ii, 1045)। শিকড় ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি পুরু, ইহার গায়ে চুলের ন্যায় সরু শিকড় আছে। এইগুলিতে অতিশয় পোকা ধরে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। এই গাছ আফ্রিকার আল্‌জিরিয়া দেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। পাতার আকার কয়েত বেলের পাতার ন্যায়। ফুল অনেকটা গাঁদা ফুলের ন্যায়, ফুলের পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ ও গোলাপী, মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণ। ফল চেপ্টা, লম্বাকৃতি, দেখিতে পেয়ারার মত। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, বীজ প্রায় হয় না।

ব্যবহার্য অংশ : মূল।

বৈদ্যকে আকরকরার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ :—ফিরঙ্গরোগে আকর করা—বিশুদ্ধ পারদ আধতোলা, খদির চূর্ণ আধতোলা, আকরকরাচূর্ণ ১ তোলা, মধু দেড় তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে জল সহ এক একটি বটী সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগ (সিফিলিস্) বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন কালে অম্ল ও লবণ পরিত্যাগ করিবে (ফিরঙ্গ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অতিশয় উত্তেজক। ইহার প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়, অধিকক্ষণ থাকিলে ফোস্কা উঠে। অধিক মাত্রায় আকরকরা ব্যবহার করিলে মুখ দিয়া লালা বাহির হয় ও রক্ত মিশ্রিত মল বারংবার ত্যাগ হয়, সংজ্ঞাহীনতা আনে ও নাড়ির বেগ বাড়িয়া যায়। আদার সহিত ইহা ব্যবহার করিলে তন্দ্রা ও জড়তা নষ্ট করে। ইহার অরিষ্ট পোকাধরা দাঁতের কন্‌কনানি নষ্ট করে। পীনস্ ও সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণ নাসিকাতে দিলে হাঁচি হইয়া সর্দ্দি বাহির হইয়া যায়।

আকরকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রক্ষয়জনিত দৌর্বল্য নষ্ট করে (R.N. Khory, ii, 349)।

ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ কিন্তু ইউরোপে ইহা খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। Dr. Thomson বলেন, তিনি মাথাধরা, সন্ন্যাস, চক্ষু উঠা, সংজ্ঞাহীনতা এবং মুখের বাতে ইহা ব্যবহার করাইয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন (Met. Med. Ind., i, 300)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ফোড়া ফাটাইবার বিশেষ শক্তি আছে। কাকাতুয়া পাখীকে কথা বলাইবার জন্য ভারতের লোকে ইহা খাওয়াইয়া থাকে।

মন্তব্য : চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ধন্বন্তরীয়, ও রাজনিঘণ্টু এবং রাজবল্লভে আকরকরার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিল অন্ত্রের শ্লেষ্মধরা কলার (Mucous membrane) উত্তেজনাহেতু রক্ত মিশ্রিত মল, বারংবার মলত্যাগের উদ্বেগ, সংজ্ঞাহীনতা এবং নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় উষ্ণ ও জড়তা নাশক। ইহা জিহ্বাস্তম্ভ ও মুখমণ্ডলস্থ নার্ভের বেদনায় হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ইহা হৃদযন্ত্রের কার্য্যকারিতা বর্দ্ধক, উত্তেজক এবং বাতে উপকারী

Fig—Bentl. & Trim., t. 151 ; Dymock, iii. t. 683
Ref—Woodville, t. 20 ; Dymock, ii, 277

329. Anacyclus pyrethrum DC. (আকরকরা)

enus—ARTEMISIA Linn.

330. . vulgaris Linn. (নাগদমনী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—নাগদমনী, বলামোটা, গ্রন্থীপর্ণী—সংস্কৃত; নাগদমনী, নাগদান—বাংলা; নাগদৌন, নাগদমন—হিন্দি; ঈশ্বরী-চেট্টদরণম্—তেলেগু; মাচীপত্রী—তামিল; দমণা—বোম্বে; তিতাপাত—নেপাল; নাগদমনী—মহারাষ্ট্র; নাগডমন—গুজরাট; নাগদমনী—কর্ণাট; টর্খা—পারস্য।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥
বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্রব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥
সর্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী।
জয়ং সর্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী। এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—নাগদমনী কটু তিক্তরস, লঘুপাক, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ, রক্ষঃ ও জালগর্দ্দভ নাশক। সর্ব্বগ্রহ প্রশমক, নিঃশেষবিষনাশক, ধন ও সুমতিপ্রদ এবং সর্ব্বত্র জয়কারক।

জন্মস্থান ঃ—পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া পাহাড়, মণিপুর, পশ্চিমঘাটপাহাড় বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে রোপন করে।

বর্ণনা ঃ—গন্ধযুক্ত গুল্ম, ২-৮ ফুট উচ্চ, কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ডে অনেক পত্র থাকে, নীচের পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পক্ষাকার, পত্রের গোড়ার অংশটি বোঁটার ন্যায়। পত্রের রং ধূসর বর্ণ, নীচের রং শ্বেতবর্ণ ও লোমযুক্ত। উপরের পাতার বোঁটা ছোট ও কিনারা সম্পূর্ণ ৩ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ধূসর বর্ণ ও পীতবর্ণ। স্ত্রীপুষ্প বাহির দিকে থাকে। ইহা নরম। ভিতরে উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট ফুল থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—নাগদমনী অম্লরোগে হিতকর ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার রস ঋতুনাশ ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর। ইহার পুলটিস্ দুরারোগ্য ক্ষতে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

ইহা বলকারক, ক্রিমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক ও বালকদের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় কবিরাজেরা বালকদের তড়কা নিবারণের জন্য ইহার রস মস্তকে ব্যবহার করেন (Watt)।

নাগদমনী হাঁপানী ও মাথ ধরা নিবারণ করে। ইহার ক্বাথ বলকারক। আফ্‌গানিস্থানে ইহার ক্বাথ ক্রিমিনাশের জন্য সেবন করে। ইহার মৃদু ক্বাথ বালকদের 'হামে' ব্যবহৃত হয়। Dr. Wight বলেন যে, ইহার পত্র ও গাছের কচিডগা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আক্ষেপনাশক। ইহার রস ক্ষতে স্বেদরূপে ব্যবহৃত হয়।

Dr. Stewart বলেন. ইহার রস ও গাছের ডগা পেটের রোগনিবারণ করে (Ph. Ind.)।

নাগদানার ডাল হাতে লইয়া মৌচাক ভাঙ্গিলে মৌমাছি কামড়ায় না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গুল্ম—ঋতুস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, প্রতিষেধক, অগ্ন্যুদ্দীপক।

মূল—রসায়ন, প্রতিষেধক।

পাতার রস ও ফুলধরা ডগার রস—দুর্ব্বলতা ও হাঁপানীতে উপকারী। মস্তিষ্কের রোগেও উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 1112 ; Rheede, Hort. Mal., n. t. 45 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 540.

Ref.—F. B. I., iii. 325 ; Roxb., F. I., iii 420 ; Dymock, ii, 284

330. Artemisia vulgaris Linn. (নাগদমনী)

Genus—CARTHAMUS. Linn.

331. C. tinctorius Linn. (কুসুমফুল)

ভাষানুসারী নাম :—কুসুম্ভ—সংস্কৃত ; কুসুমফুল—বাংলা ; কসুম (কর)—হিন্দী ; কর্ডীচেংফল্ল—মহারাষ্ট্র ; কুসুম্বো—গুজরাট্ ; কুসভু—কর্ণাট ; সেন্দুরেকম্, সেন্দুরকল—তামিল ; কুসুম্ব, কুসুম্ববিত্তুলু—তেলেগু ; অখবীজ— আরব।

> স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।
> কুসুম্ভং বাতলং কৃচ্ছ্র-রক্তপিত্তকফাপহম্॥
>
> ভাবপ্রকাশ :। হরীতক্যাদিবর্গ :॥

নামপর্য্যায় :—কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুসুমফুল—বাতজনক, ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতে অনেক স্থানে এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ। মাঠে চাষ হয়। সূক্ষ্ম অথবা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা ও কণ্টকময়। পত্রপ্রান্ত করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, গোড়া সবুজবর্ণ। কাঁটাযুক্ত, কিম্বা কাঁটা থাকে না। ভিতরের পত্র ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু। ফুল নেবু রং বিশিষ্ট বা লালবর্ণ। পাপ্‌ড়ি ৫টি, নরম নলের মধ্যে থাকে। ইহার ফুল কুসুমের ন্যায় বলিয়া ইহাকে গ্রাম্যকুসুম বলে। ফুল ডগার অগ্রভাগে থাকে। বীজ ক্ষুদ্র, মসৃণ, দেখিতে ক্ষুদ্র শঙ্খের ন্যায়। শীতকালে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল্ পাকে। ভারতবর্ষে ইহা রং ও তৈলের জন্য চাষ হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ, ফুল, তৈল এবং শাক। মাত্রা শাক-১-২ তোলা ; ফুলের কাথ ৫-১০ তোলা ; বীজের কল ২-৪ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বীজ বিরেচক। বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা বাতে ও পক্ষাঘাতে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ মূত্রবিরেচক ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

ইহার বীজ পেটে পুল্‌টিস্ দিলে প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের উদরস্ফীতি কমিয়া যায়। ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত আরাম হয় ; এবং ক্ষতের মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

ইহার বীজ মূত্রকর ও বলকারক (Dr. Stewart)। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, মূত্রবিরেচক। গরম রস ঘর্ম্মকর। আরক্ত স্ফোটকে ও হামে কুসুম জাফরাণের স্থলে ব্যবহৃত হয়।

১৫ গ্রেন পরিমাণ শুকফুল খাইলে কামলা রোগ আরাম হয়। ইহার বীজের তৈল ৩।৪ বার পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। কুসুমের কচিপাতা মর্দ্দিতে

হিতকর। ইহা দেহ গরম করিয়া দেয়। ইহার তৈল পশুদের ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের যুক্তপ্রদেশে ইহার পিষ্ট বীজকে "হেরিয়া" বলে। ইহা পেটের বেদনা নিবারক।

সিন্ধুদেশে ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং তৈল মৃদু বিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Agric. Ledg, No. 11)।

কিসমিসের কাথের সহিত কুসুমবীজের কাথ পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। কুসুমের পত্র ছেঁচে দিলে চক্ষু জমিয়া যায় (R. N. Khory)।

কেশযুক্ত স্থানে কুসুম তৈল মর্দন করিলে সেই স্থানে কেশ পুনরায় জন্মে না।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—বিরেচক, বাতে উপকারী, প্রস্রাবকারক, রসায়ন।

তৈল—পোড়াইয়া ব্যবহারে ক্ষত পুরিয়া উঠে এবং বাতে উপকারী।

ফুল—বিরেচক, ঘর্মকারক, কামলায় উপকারী। উত্তেজক, স্নিগ্ধতাকারক ও ঋতুস্রাব কারক।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 555.
Ref.—F. B. I., iii, 386 ; Roxb., F. I., iii, 409 ; B. P., i, 625 ; Watt, vi, Pt. ii, 327.

331. Carthamus tinctorius Linn. (কুসুম ফুল)

Genus—CHRYSANTHEMUM. Linn.

332. C. coronarium Linn. (গুলচিনি)

ভাষানুসারীনাম :—সেবন্তিকা—সংস্কৃত ; গুলচিনি, গুলদাউদী—বাংলা ; গুলচিনি, গুলদাউদি—হিন্দি ; চামান্তি—তেলেগু ; সামন্তিপু—তামিল ; বাগাউর—পারস্য।

জন্মস্থান :—কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশের ২০০০ ফুট উচ্চে, লাদাক নামক স্থানে ১১৫০০ ফুট উচ্চে, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও আসামের উপত্যকায়, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ ; ৩-৪ ফুট উচ্চ ; পত্র কাণ্ডের দুই দিকে জোড়া জোড়া হয় ; পত্রের বিভক্ত অংশগুলি গভীর, পক্ষাকার। ফুলের মাথায় পাপড়ি অনেক আছে, ইহা পীতবর্ণ ও এক একটি ফুল হয়। পুষ্পের বহির্ভাগ, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ফল উভয় দিক বিশিষ্ট, ফুলের ডাঁটা লম্বা। শীতকালে ফুল হয়। ফুল নানাবিধ রঙের হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার Latin নাম C. indicum। ইহার বাঙ্গালা ও হিন্দি নাম গুলচিনি বা চন্দ্রমল্লিকা। ইহার গুণ উপরিউক্ত গাছের সমান।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, শিকড়

মূলপ্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : Dr. Dazell & Gibson বলেন, ইহার ফুল Chamomile এর তুল্য। ইহার শিকড় চর্বণ করিলে আকরকরার ন্যায় জিহ্বা কির্ কির্ করে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহার সহিত গোলমরিচ মিশাইয়া গণোরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Pharm. Ind.)। C. cinerariaefolium এর ফুল হইতে যে Pyrethrin তৈয়ারী হয় উহা কীটপতঙ্গাদি মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। Dalmatia দেশে ইহার চাষ হয় ও ফুলের গুঁড়া—Da'maticn Insect Powder নামে রপ্তানি হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম ও পূর্ব হিমাচলে ৫ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ :—গোলমরিচের সহিত ব্যবহারে গণোরিয়ার উপকারী।

ফুল :—ক্যামোমাইলের-পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধি, তিক্ত ও আগ্নেয়দীপক।

ছাল :—বিরেচক। সিফিলিসে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 536 B.
Ref :—F. B. I., iii, 314 ; Roxb., F. I., iii, 436 ; B. P., i, 610 ; Dymock, ii, 276.
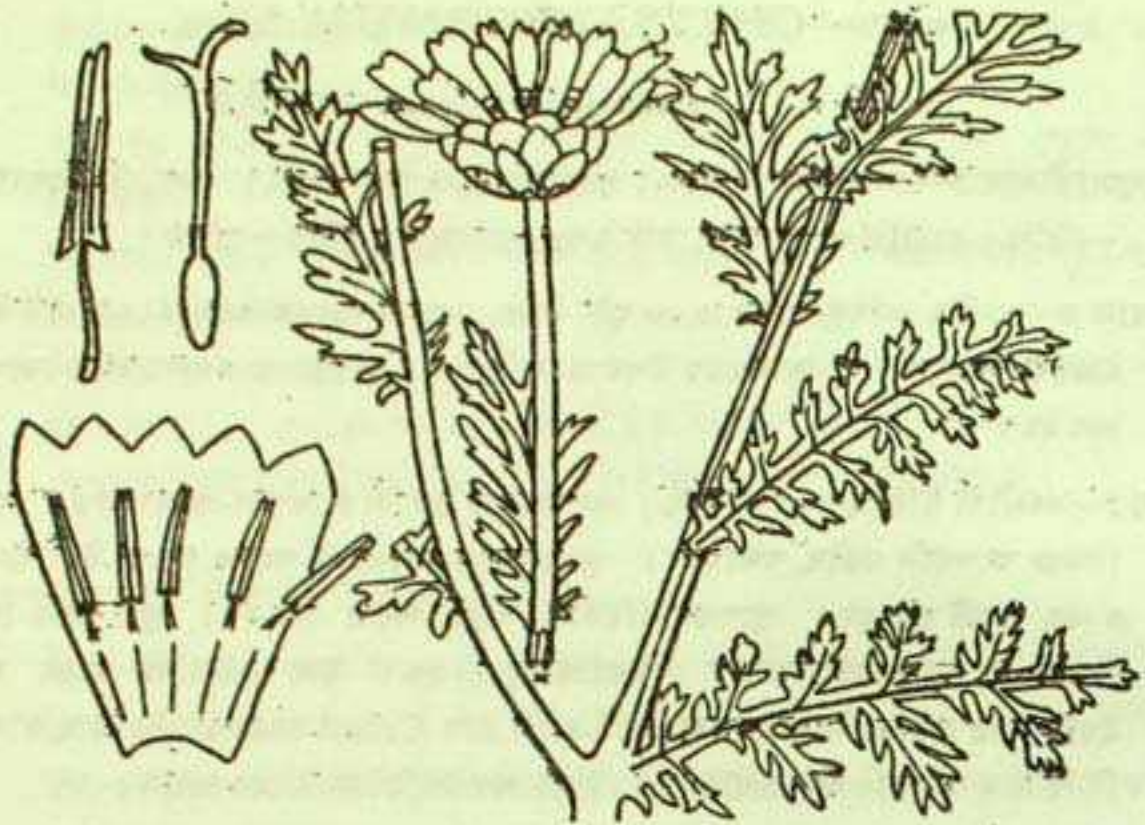
332. Chrysanthemum coronarium Linn. (গুলচিনি)

Genus—ECLIPTA Linn.

333. Eclipta prostrate (Linn) Linn. alba Hassk. (কেহুরিয়া)

আঞ্চলিকনাম : ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ—সংস্কৃত ; কেহুরিয়া—বাংলা ; ভাঙরা—হিন্দি ; মাকা—মহারাষ্ট্র ; গরুগা, কাইবিরিহিকাইন্দ—তামিল ; গলগরা—তেলেগু ; ভাঙরৈয়া—গুজরাট ।

মার্কবো ভৃঙ্গরাজশ্চ ভৃঙ্গাহ্বঃ কেশরঞ্জনঃ।
পিতৃপ্রিয়ো রঙ্গকশ্চ কেশ্যঃ কুন্তলবর্দ্ধনঃ॥
পীতোঽন্যঃ স্বর্ণভৃঙ্গারো হরিবাসো হরিপ্রিয়ঃ।
দেবপ্রিয়ো বন্দনীয়ঃ পবনশ্চ ষড়াহ্বয়ঃ॥
নীলস্তু ভৃঙ্গরাজোঽন্যো মহানীলস্তু নীলকঃ।
মহাভৃঙ্গো নীলপুষ্পঃ শ্যামলশ্চ ষড়াহ্বয়ঃ॥
ভৃঙ্গরাজাস্তু চক্ষুষ্যাস্তিক্তোষ্ণাঃ কেশরঞ্জনাঃ।
কফশোকবিষঘ্নাশ্চ তত্র নীলো রসায়নঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ, শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ মার্কব, ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গাহ্ব, কেশরঞ্জন, পিতৃপ্রিয়, রঞ্জক, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন। এইগুলি নাম। আর এক প্রকার পীতভৃঙ্গরাজ আছে তাহার—স্বর্ণভৃঙ্গার, হরিবাস, হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয়, বন্দনীয়, পবন—এই ছয়টি নাম। অন্য এক প্রকার নীলভৃঙ্গরাজ আছে তাহার নাম—মহানীল, নীলক, মহাভৃঙ্গ, নীলপুষ্প, শ্যামল—এই ছয়টি।

গুণপর্য্যায়ঃ—সকল প্রকার ভৃঙ্গরাজই চক্ষুর পক্ষে হিতকর, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কেশরঞ্জক, কফদোষ, শোথ ও বিষদোষ নাশক। অধিকন্তু নীলভৃঙ্গরাজ রসায়ন গুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সচরাচর পতিত জমিতে এবং আর্দ্র স্থানে জন্মে; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে শাখা ও পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ছোট, পত্র লম্বা, কিনারাগুলি কর্ত্তিত, পত্রের অগ্রভাগ ও গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুলের মাথার ব্যাস ১/৪-১/২ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ। একটি বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। গাছগুলি সরস মৃত্তিকায় সচরাচর নর্দ্দামার ধারে জন্মে, ডাঁটায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে। এই গাছের সহিত অনেকে ভৃঙ্গরাজ গাছের গোলমাল করিয়া থাকেন। ইহার পত্র অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র অধিক চওড়া, এবং ইহার ফুলের বোঁটা অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের ফুলের বোঁটা অধিক লম্বা ও ঈষৎ বক্র। কেশুরিয়া ফুল শ্বেতবর্ণ, ভৃঙ্গরাজের (Wedelia Calendulacea) ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ বলিয়া আর এক প্রকার ভৃঙ্গরাজের উল্লেখ করেন। নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্বেতভৃঙ্গরাজ বা কেশরাজ অথবা কেশুত্বের ডাঁটা কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহাকে নীল বা কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ বলিয়া থাকে, সাধারণতঃ ইহার ডাঁটা ফিকে রক্তবর্ণ। আগষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কেশুরিয়ার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে কেশরাজের ব্যবহার।

চক্ষুরোগঃ—সদ্যকাস্যে কেশরাজঃ—কেশরাজ সহ কাঁজিক সিদ্ধ মৎস্য নিত্য ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয় (সেনযোগ চি)।

অতিসারঃ—আমরক্তাতিসারে কেশরাজঃ—আমরক্তাতিসারে কেশরাজ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (অতিসার চি)।

মুলগ্রাহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা একটি বলকারক ঔষধ। যকৃত বৃদ্ধিরোগে ও চর্মরোগে হিতকর। ইহার রস খাইলে অথবা রস কেশযুক্ত স্থানে মাখিলে, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কেশুরিয়ার টাট্কা রস কামান স্থানে দিলে কেশ বৃদ্ধি হয় (Dutt)। ইহার পত্রের ২ ফোঁটা রসের সহিত ৮ ফোটা মধু ও কিছু সৌগন্ধ দ্রব্য, যেমন এলাইচ, দারুচিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে সদ্যোজাত শিশুর সর্দি আরাম হয়। গুজরাট দেশে ইহা ক্ষতে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা আঘাত জনিত ক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেশুরিয়ার টাট্কা গাছ তিল তৈলের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয়। ইহা শোথ ও যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস অধিক পরিমাণ ব্যবহার করিলে বমন হয়। কেশুরিয়া একটি স্নিগ্ধকর ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক ও শোষক। ইহার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মাথায় মাখিলে মাথার বেদনা আরাম হয়।

গাল গলা ফুলিলে এবং গরুর গলা ফুলিলে ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Rev. A Campbell)। কামলা রোগে ও জ্বরে ইহার শিকড়ের রস এক চামচ পরিমাণ খাইলে বিশেষ কাজ করে। ইহার শিকড়ের রস ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে মূত্রের জ্বালা নিবারণ করে (Watt)। কেশরাজের রসে উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ছাগীদুগ্ধ ও ইহার রস সম পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া লৌহ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বেলা বৃদ্ধির সহিত মাথা ধরা বাড়িলে উহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত বলে।

মদ্যের সহিত বেল গাছের মূলের ছাল এবং সমপরিমাণ ইহার মূল লইয়া পেষণ-পূর্ব্বক খাইলে প্রসবের পর যোনিশূল আরাম হয়। কেশরাজ মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অতিসার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

দুগ্ধ ও কেশুরিয়া রস ৮ সের যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা সহ একত্রে তিল তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকাল পক্বতা নিবারণ হয়। যে রোগীর অম্লপিত্তের জন্য আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও সম পরিমাণ কেশুরিয়াচূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত খাওয়াইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।

কেশুরিয়া মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষম ফোড়া আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত কেশুরিয়ার রস পান করিলে কফ ও কাশির আরাম হয় (চরক)।

ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরাম হয় এবং রস এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে পেট হইতে ক্রিমি পতিত হয়। কেশুরিয়ার রস বমনকারক,

রসায়ন, কাসি, প্লীহাবিবৃদ্ধি ও যকৃত রোগে ইহা যোয়ানের সহিত ব্যবহৃত হয় (R. N. Khory)। ১০ গুণ পরিমাণ তিল তৈলের সহিত কেশুরিয়া রস যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ :—রসায়ন, যকৃত ও প্লীহা বৃদ্ধিতে উপকারী, বমনকারক।

গাছের রস :—সুগন্ধিদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে সর্দি কাসি এবং কামলায় উপকারী।

পাতা :—কাকড়াবিছার দংশনে উপকারী

পাতার রস :—মধুর সহিত ব্যবহারে শিশুর সর্দি কাসিতে উপকারী।

মূল :—বমনকারক, বিরেচক, পশুদিগের ক্ষত ও বেদনায় প্রতিষেধক রূপে বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Lamck., Ill., t. 687 ; Kirtikar & Basu, Ind., Med. Pl. t. 530.

Ref :—F.B.I., iii, 304 ; Roxb., F.I., iii, 438 ; B.P., i, 610 ; Watt, iii, Pt. i, 210.

333. Eclipta alba Hassk. (কেশুরিয়া)

Genns—ENHYDRA Lour.

334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)

ভাষানুসারী নাম :—হিলমোচিকা—সংস্কৃত : হিংচা—বাংলা ; হরহল—হিন্দি।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরা চারী মৎস্যাক্ষী হিলমোচিকা (ক)।
শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥
ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় : ব্রাহ্মী শঙ্খধরা, চারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা এইগুলি হেলেঞ্চার নাম।

গুণপর্য্যায় :—হেলেঞ্চা—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশ করে।

জন্মস্থান :-পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্ট, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পুষ্করিণীর ধারে এবং খালের জলে জন্মে।

বর্ণনা :-দুগ্ধলোমযুক্ত জলজ উদ্ভিদ। কাণ্ড ১-২ ফুট, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পাতার প্রস্থ সবগুলির সমান নহে। পত্রের গোড়া সরু। সচরাচর জলের ধারে অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়া থাকে। রস তিক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র। মাত্রা, স্বরস, ১৮০ গ্রেণ অথবা ১ তোলা।

বৈদ্যকে হিলমোচিকার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ :—(১) গাত্রদৌর্গন্ধ্যে হিলমোচিকা—হিঞ্চাশাকের রস, শঙ্খচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় (কার্শ্য চিঃ) (২) মসূরিকারম্ভে হিলমোচিকা—সূক্ষ্ম শ্বেতচন্দন চূর্ণ হিঞ্চাশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বসন্ত রোগের প্রারম্ভে পান করিবে। কিম্বা নিম্বপত্রের রস পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)।

মুলপ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্রের রস পিত্তনাশক ; পত্রের ছেঁচা রস প্রলোরিয়া রোগের শান্তিকর, গরু কিম্বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য। হিঞ্চা পাতা ছেঁচিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় (Watt)। হিঞ্চা রক্ত রোগে হিতকর। হিঞ্চা সিদ্ধ করিয়া সরিষার তৈল ও লবণযোগে সেবন করিতে হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—বিরেচক, চর্ম্ম এবং শিরার ব্যাকেলে উপকারী। পিত্তকারক।

বক্তব্য :—চরক ও সুশ্রুতে শাকবর্গে হিঞ্চোচিকার উল্লেখ নাই। হিলমোচিকা বাস্তিশাত্যো স্থলজ নহে। ইহা মূত্ররেচক। চর্মবিকার ও বাতের পীড়ার পক্ষে হিঞ্চা উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528 B.

Ref—F. B. I., iii, 304 ; Roxb., F. I., iii, 448 ; Watt., iii, Pt. i. 244 : B. P., i, 610 ; Prain, H ; H., 228.
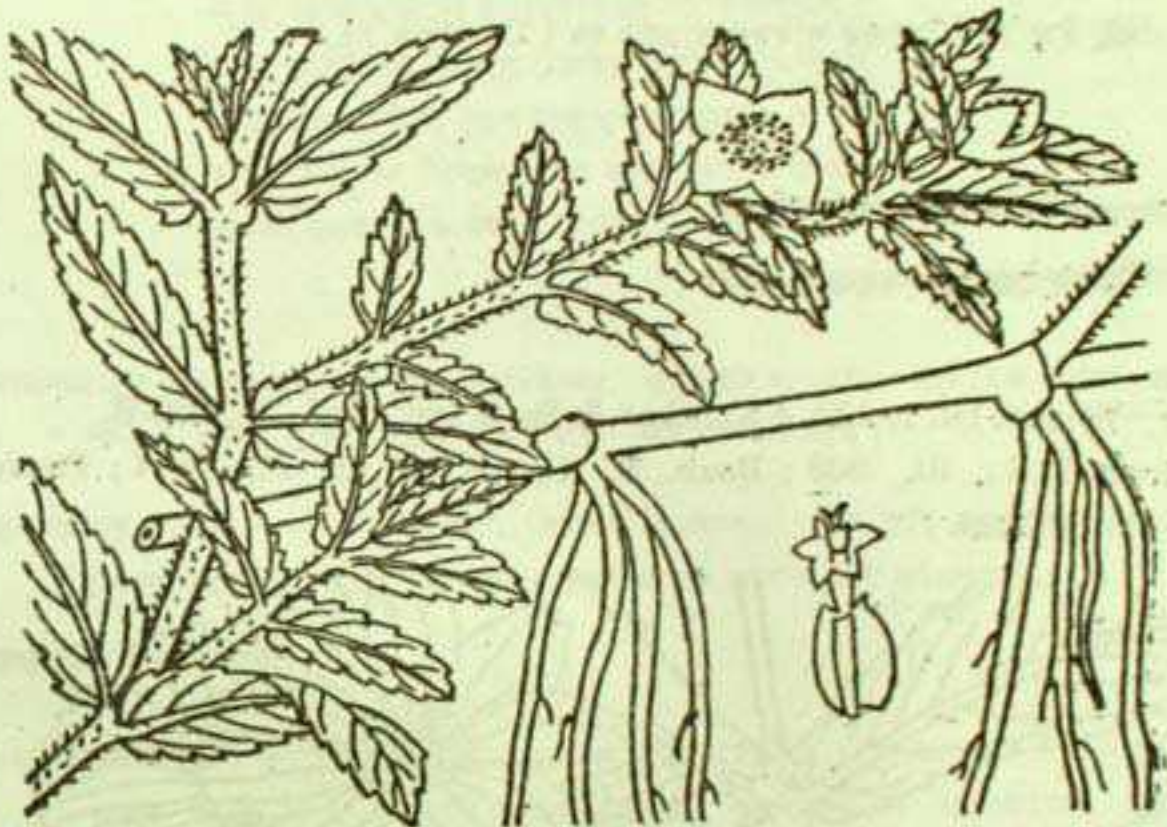
334. Enhydra fluctuans Lour. (হিঞ্চা)

Genus—GUIZOTIA Cass.

335. G. abyssinica cass. (রামতিল)

ভাষানুসারীনাম :—রামতিল—বাংলা ; কালাতিল, হরহুরা—হিন্দি : কালেহলু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র শীতকালে চাষ হয়, হুগলী জেলায় গোঘাট অঞ্চলে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। গাছ কোমল লোমাবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় কর্তিত। পুষ্প বিশাখিত। পাপড়ি ৫টি, মোটা,

ও সবুজ বর্ণ। ইহা আফ্রিকা দেশীয় উদ্ভিদ, ১৮০০ খৃঃ ভারতে আসে। বোম্বায়ের বাজার বৃটিশ রেসিডেন্ট এবং Mr. Heyne বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতার বোটানিক্ গার্ডেনে পাঠাইয়া দেন (Roxb., Flora Indica, iii, 441)। শীতকালে ইহার চাষ হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : ইহার তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহার হয় এবং কখন কখন তিল তৈলের স্থানে ব্যবহৃত হয়, তিল তৈল অপেক্ষা ইহা অপকৃষ্ট। এই তৈল মিষ্ট, ইহা তিল তৈলের সহিতও ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজের তৈল :—বাতে উপকারী।

Fig :—Wight, III, t. 132. ; Kritikar & Basu, Ind Med. Pl., 533 B.

Ref :—F. B. I., iii, 308 ; Roxb., F. I., iii, 441 ; B. P., i, 614 ; Prain, H. H., 229.
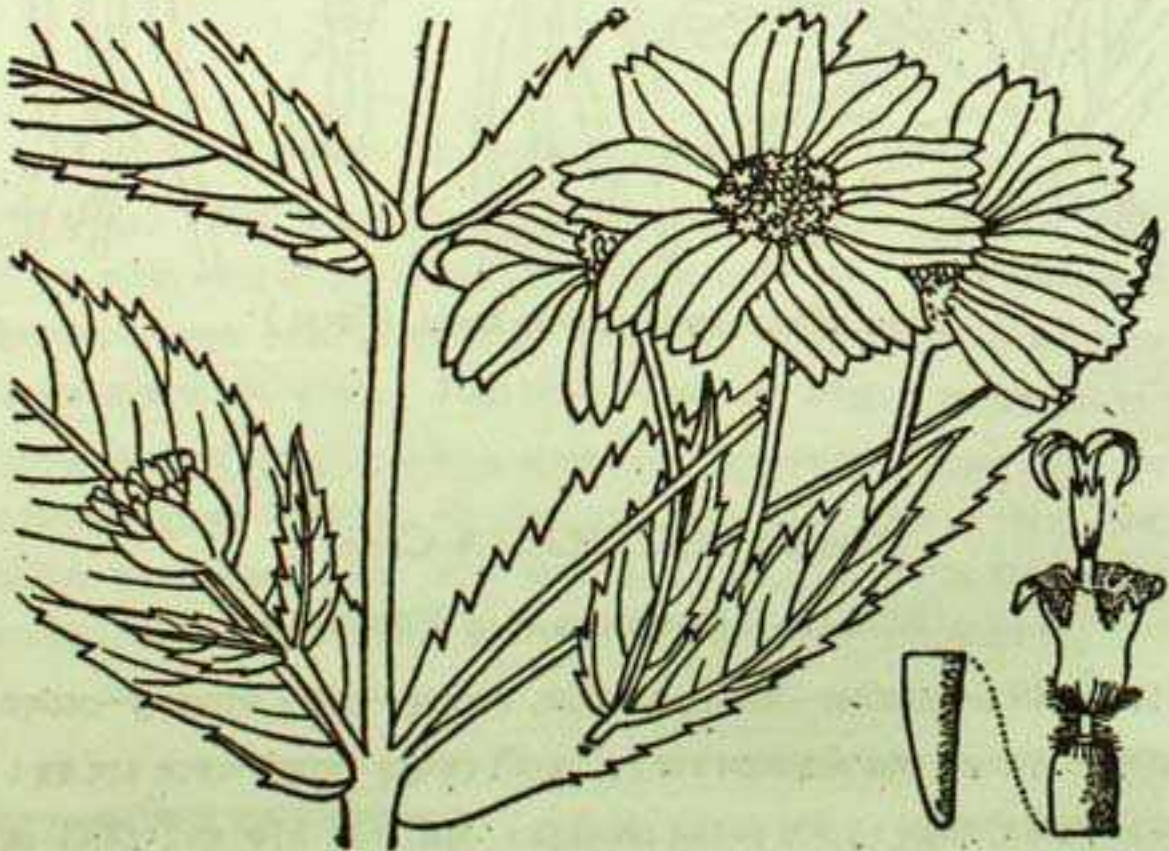
335. Guizotia abyssinica Cass. (রামতিল)

Genus—SAUSSUREA DC.

336. S. lappa Cl. (কুড়)

ভাষানুসারী নাম :—কুষ্ঠ—সংস্কৃত ; কুড়—বাংলা ; কুঠ—হিন্দি ; কুঠ—কাশ্মীর ; কুঠ—পাঞ্জাব ; খুপ্লেট—বোম্বে ; গোস্তম্—তামিল ; কুষ্ঠম্—তেলেগু ; সেপুড়্ডি—মালয়।

> কুষ্ঠং রুজাহ্বগদো ব্যাধিরামময়ং পারিভদ্রকম্।
> রামং বানীরজং বাপ্যং জ্ঞেয়ং স্বগোষমুৎপলম্।
> কুৎসঙ্ক পাটবং চৈব পদ্মকমম্বুসঞ্জকম্॥
> কুষ্ঠং কটূষ্ণং তিক্তং স্যাৎ কফমারুতকুষ্ঠজিৎ।
> বিসর্পবিষকণ্ডূতি-খর্জ্জূদদ্রুঘ্নকান্তিকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কুষ্ঠ রুজা, আগদ, ব্যাধিবামর, পারিভদ্রক, রাম, বানীরজ, বাপ্য, স্বগোষ, উৎপল, কুৎস, পাটব, পদ্মক ও অম্বুসংক—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুষ্ঠ – কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস। কফ, বায়ু এবং কুষ্ঠনাশক। ইহা বিসর্প, বিষদোষ, কণ্ডূ, চুলকানি পাচড়া ও দাদ নাশক এবং বর্ণপ্রসাদক।

জন্মস্থান :—কাশ্মীর।

বর্ণনা :—কাণ্ড ৬-৭ ফুট, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা। প্রধান পত্র দণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা। ফুলের শাখা শক্ত, পাপ্‌ড়ি অনেক আছে, বেগুনে-রংএর ও কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ঘোর বেগুনে, ১ ইঞ্চি, বীজ ১/৪ ইঞ্চি, চেপ্টা ও বক্র। ইহা নদীতটে জন্মে বলিয়া ইহার আর এক নাম 'বাপ্য'। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহার ফুল ও ফল হয় এবং সেই সময়ে মূল তুলিতে হয়। কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ চীন দেশে প্রেরিত হয়। আমাদের দেশে যেমন ঘরে ধুনা দেয়, চীন দেশের লোকে সেইরূপ কুড় ঘরে জ্বালাইয়া থাকে। Dr. Dymock কুষ্ঠকে পুস্কর মূল বলিয়াছেন। কুড়কে Costus root বলে। আমাদের দেশের লোকের অনেকদিন হইতে ধারণা ছিল যে বাঙ্গলার যে 'কেউ' গাছ (Costus speciosus Smith) জন্মে উহাই কুড় গাছ। কিন্তু 'কেউ' গাছের মূলের গন্ধ কুড়ের ন্যায় নহে। Dr. Falconer তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধে (Trans. Linn. Soc., Vol. xix, Pt. i, page 23, 1842) স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, S. lappa-ই আয়ুর্বেদোক্ত প্রকৃত কুষ্ঠ। কুষ্ঠের অপর নাম 'কাশ্মীরজ' অর্থাৎ কাশ্মীর দেশীয় গাছ। বাঙ্গলায় ইহাকে পাচক মূল বলে (Royle, Illustration)। Royle দুইপ্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—মিষ্ট ও তিক্ত। তিক্ত কুষ্ঠের

নাম "কুস্ত-ই-তলখ" এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে "কস্ত-ই-সিরিন" বলে। Royle যে তিক্তকুষ্ঠের নাম করিয়াছেন উহা Aplotaxis এর মূল। কুষ্ঠের দুই প্রকার গাছ নাই, সম্ভবতঃ পক্ব অবস্থায় তুলিলে মিষ্ট ও অপক্ব অবস্থায় তুলিলে তিক্ত হয়। তিক্তকুষ্ঠকে নব্য জাতীয় বৈদ্যেরা (Indian Costus) পুষ্কর মূল এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে (Orris root —Iris Florentina) বলেন। এস্থলে Dr. Dymock-এর সহিত মতভেদ হইতেছে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, চিবাইলে উষ্ণবোধ ও জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে উহা ভাল কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ মৃগশৃঙ্গের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে গুঁড়া পড়ে না উহা উৎকৃষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ; মাত্রা—মূলচূর্ণ ½-৩ আনা ; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুষ্ঠের ব্যবহার।

চরক :—(১) **বাতহরদ্রব্যার্থে কুষ্ঠ**—বাতহর অভ্যঙ্গ এবং প্রলেপ উপাদানের মধ্যে কুষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **মণ্ডলকুষ্ঠে কুষ্ঠ**—কুষ্ঠকল্ক (খনে) ও কুষ্ঠের প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **অর্শোরোগে কুষ্ঠ**—অর্শে কুষ্ঠসাধিত তিলতৈল মর্দন করিয়া সেক দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) **অপস্মারে কুষ্ঠ**—অপস্মারী কুষ্ঠের রস (স্বরসাভাবে কাথ) পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) **বাতস্থানগতে বিষে কুষ্ঠ**—বিষদোষ বাতস্থান (পক্বাশয়) প্রাপ্ত হইলে কুষ্ঠ ও তগরপাদুকা (অভাবে সিহলীজটা) দধির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট : (১) **অরুংষিকারোগে কুষ্ঠ**—মস্তকে বহুমুখ ক্লেদবহুল যে ক্ষত জন্মে তাহার নাম 'অরুংষিকা'। কুষ্ঠ চূর্ণ করিয়া 'কাঠখোলায়' অল্প ভাজিয়া, তিলতৈলসহ মিশ্রিত করিয়া 'অরুংষিকার' ক্ষতে প্রলেপ দিবে (উঃ ২৪ অঃ)। (২) **মুখকান্তিকরত্বে কুষ্ঠ**—মাতুলুঙ্গ লেবুর ভিতর কুষ্ঠ সপ্তাহকাল রাখিয়া, সেই কুষ্ঠ মধু সহ পেষণ পূর্বক মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণচিহ্ন ব্যঙ্গাদি প্রশমিত করিয়া মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয় (উঃ ৩২ অঃ)।

বঙ্গসেন :—**শিরঃপীড়ায় কুষ্ঠ**—কুষ্ঠ ও এরণ্ডমূল (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় (শিরোরোগ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতীয় আয়ুর্বেদে কুষ্ঠের ব্যবহার বহুকাল হইতে আছে। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত প্রকোপে যে সকল রোগ হয়, তাহার শান্তিকারক ও হাঁপানী নিবারক। ইহা প্রাচীনকালে অহিফেনের পরিবর্তে হুঁকায় সাজিয়া ধূমপান স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক, সর্দি, হাঁপানী, জ্বর, অজীর্ণ ও চর্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ইহার দ্বারা কেশ ধৌত করিলে কেশ পরিষ্কার হয়। ইহা বলেরা রোগে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল পশমী কাপড়ে দিলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

কুষ্ঠ অন্ত্রের রোগ নিবারক ও বলকারক। এই জন্য Typhus রোগের পরিপক্ক অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঞ্জাব দেশে ইহার গুঁড়া ক্ষতে ও পাচড়ায় ব্যবহার করে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন।

যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, শুষ্ক, নিরেট ও যাহা কীট দষ্ট নহে, যাহাতে আঁশ নাই এবং যাহা চর্বণ করিলে গরম বোধ হয় এবং জিহ্বা চিন্ চিন্ করে তাহাই উৎকৃষ্ট। যাহা ভাঙিলে গুঁড়া বাহির হয় না ও দেখিতে হরিণ শৃঙ্গের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট কুষ্ঠ।

কুষ্ঠ বলকারক, ত্রিদোষনাশক, আক্ষেপনিবারক, কামোত্তেজক। ইহার কাথ (১ : ১০) অল্প এলাচ দিয়া খাইলে সর্দি, হাঁপানী, পুরাতন বাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

সরিষার তৈলে সমপরিমাণ কুষ্ঠ ও সৈন্ধবলবণ দিয়া কাঁজিতে মিশ্রিত করিবে, উহা সন্ধিস্থলে লাগাইলে পুরাতন বাত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ইহা ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, পার্শ্বশূল, শোথ ও কামলা রোগ নিবারক। গোলাপ জলে পিশিয়া ইহার প্রলেপ দিলে হস্তপদের স্ফীতি ও শিরঃপীড়া আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—রসায়ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধ্মান নাশক, উত্তেজক, শ্বাস, কাস ও কলেরায় ব্যবহৃত হইলে উপকার দর্শে। পুরাতন চর্মরোগ এবং বাতরোগে রসায়নের কাজ করে।

মন্তব্য :—চরক লেখনীয়, শুক্রশোধক ও আস্থাপনোপবর্গে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত এলাদিগণে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশকার পুষ্করমূলকে 'কুষ্ঠভেদ' বলিয়াছেন, এবং পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে 'কাশ্মীর' শব্দ পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশেও এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহাতে তৎকালে পুষ্করমূলের অভাব প্রতিপন্ন হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বৈদ্যক গ্রন্থগুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি বৈদ্যসমাজে প্রচলিত তন্মধ্যে কুত্রাপি পুষ্করমূলের অভাবের কথা উল্লেখ নাই। প্রত্যুত কুষ্ঠবৎ পুষ্করমূলেরও গুণপর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

Fig.—Dcne. in Jacq., Voy. Bot., t. 104 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 551 B.

Ref.—F. B. I., iii, 376 ; Dymock, ii, 296.
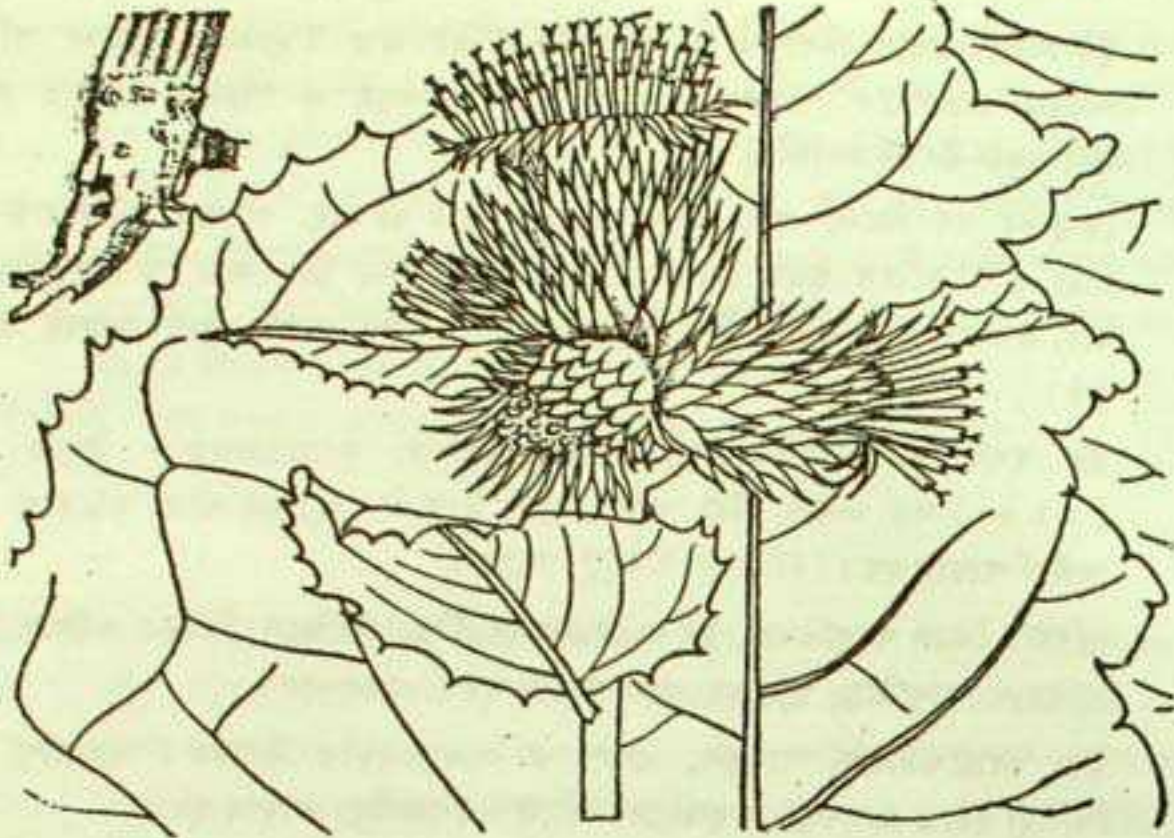
336. Saussurea lappa Clarke. (কুড়)

Genus—XANTHIUM Linn.

337. X. strumarium Linn. (বনওকড়া)

ভাষানুসারীনাম : অরিষ্ট—সংস্কৃত ; বনওকড়া—বাংলা , ছোটগোক্ষুর—হিন্দি ; সংকেশভাবা—বোম্বে ; লনেটঙ্ক—কাশ্মীর ; ঝংটু—পাঞ্জাব ; মরুলুটিগে, ভেরি টেল্লেপ্—তেলেগু ; মরলুমুট্টা—তামিল ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায় । হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায়, খালের ধারে, এবং পতিত জায়গায় দেখা যায় ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী এবড়ো খেবড়ো লোমযুক্ত গুল্ম । কাণ্ড ছোট, অল্প শাখাযুক্ত, পাতার দাগ আছে । পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দাঁতযুক্ত । পত্র দেখিতে অনেকটা বেগুন পাতার ন্যায়, খস্খসে । ফুল উপরিভাগে জোড়া জোড়া হয় । পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও সোজা । ফল কণ্টকময়, পত্রের গোড়ায় কাণ্ডের দুই দিকে এক একটি ফল হয় । শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্ ।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহার কণ্টকময় ফলগুলি স্নিগ্ধ বলিয়া কথিত আছে । ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহৃত হয় (Stewart) ।

চীন দেশে ইহার কাঁটা ও লোমগুলি ঔষধে ব্যবহার করে (Watt) ।

আরব দেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, উহা চক্ষু উঠা নিবারক, এবং দূষিত ক্ষত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহা পেট-বেদনা নিবারক, মূত্রকর ও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

হিন্দুরা সমগ্র গাছকে ঘর্মকর এবং শক্তিকর বলেন এবং ইহা বহুদিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক।

ইহার বীজ প্রাদাহিক ফুলায় হিতকর। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই গাছ গৃহপালিত গো, মহিষ এবং শূকরাদির পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় (Dymock)।

ইহা মূত্রকর ও লালানিঃসারক, মাত্রা শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ।

দক্ষিণ ভারতের লোকে ইহার কচিপাতা ও ফুল অর্দ্ধ-শিরঃশূল নিবারণের জন্য কর্ণে বাঁধিয়া দেয়।

ইহা মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর এবং মূত্রযন্ত্রের বেদনা ও জ্বালা নিবারক। মধুমেহ ও প্রদর রোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা গাছের রস ও গুঁড়া প্রত্যেকটী ১০ গ্রেণ। ইহা অতিরজঃ রোগে হিতকর (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ :—প্রচুর ঘর্মকারক, স্নিগ্ধতাকারক, বহুদিনের ম্যালেরিয়াতে বিশেষ উপকারী।

মূল :—তিক্ত, রসায়ন, গলগণ্ড ও ক্যান্সার রোগে উপকারী।

ফল :—স্নিগ্ধতাকারক, বেদনা নাশক, বসন্ত রোগে প্রযোজ্য।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 528 A.

Ref.—F. B. L. iii, 303 ; Roxb, F. L, iii, 601 ; B. P., i, 607 ; Prain, H. H., 227.

337. **Xanthium strumarium Linn.** (বনওকড়া)

Genus WEDELIA Jacq.

338. W. calendulacea Less. (ভীমরাজ)

ভাষানুসারী নাম :—ভৃঙ্গরাজ—সংস্কৃত ; ভীমরাজ—বাংলা ; পীতভৃঙ্গী, ভংরা—হিন্দী ; পিভলাভংরা—বোম্বে ; পিভলামাকা—মহারাষ্ট্র ; পিলাবুংরা—দাক্ষিণাত্য ; পটলাই-কাইএন্তাগিরুই—তামিল।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ ॥
ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফ বাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ কৃমিশ্বাস কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ।
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোঽর্ত্তিনুৎ ॥
ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার, কেশরঞ্জন—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ভীমরাজ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাত নাশক, কেশের পক্ষে হিতকর, ত্বক্‌প্রসাদক, দন্তহিত, রসায়ন, বলকারক, এবং ইহা ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে জন্মে। আসাম, শ্রীহট্ট, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার নদীর কিনারায়, খাল ও পুকুরের ধারে নরম আর্দ্র মৃত্তিকায় জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ৬-৯ ইঞ্চি, ইহার নীচের গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, পত্রের কিনারা—কর্ত্তিত, করাতের দাঁতের ন্যায়, পত্রের উভয় দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। মস্তকে এক একটি পীতবর্ণ ফুল জন্মে। ফুল ১-১½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, পাপ্‌ড়ি কর্ত্তিত ও লোমযুক্ত, ফুলের বাহিরের পাপ্‌ড়ি ৪-১২টি, বিস্তৃত ; ভিতরের পাপ্‌ড়ি ২০টি, ছোট, সরু ও বক্র। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। ভৃঙ্গরাজের আর এক প্রকার জাতি আছে। উহার ল্যাটিন্ নাম Wedelia scandens Clarke (B. P., i. 612 এবং Prain, H. H., 228) ; এই গাছ বহু পরিমাণে পশ্চিম সুন্দর বনে নদীর কিনারায় ঝোপের উপর লতাইয়া থাকিতে দেখা যায় এবং গঙ্গানদীর ধারে হাওড়া ও হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটা ঈষৎ রক্তবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ, মূল।

বৈদ্যকে ভীমরাজের ব্যবহার।

চরক :—কফজকাসে ভৃঙ্গরাজ স্বরস—মধু সহ ভৃঙ্গরাজের রস কফকাসে হিতকর (চি: ২২ অ:)।

সুশ্রুত—কাসশ্বাসে ভৃঙ্গরাজ—তেলের দশগুণ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত যথাবিধি পক্ক তিলতৈল সেবন করিলে কাসশ্বাস প্রশমিত হয় (উ: ৫১ অ:)।

চক্রদত্ত:—(১) অম্লপিত্তে ভৃঙ্গরাজ—ভুক্তদ্রব্য বিদাহ পাক হইয়া যে অম্লপিত্ত রোগীর আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগ পুরাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করাইবে (অম্লপিত্ত চি:)। (২) বরাহদশনাহ্ব বিসর্পে ভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গরাজমূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে ঘোর বরাহদশনাহ্ব বিসর্প প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্ররোগ চি:)। (৩) পলিতে ভৃঙ্গরাজ—দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ রস ৮ সের এবং যষ্টিমধু কল্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকাল পক্কতা নিবৃত্তি পায় (ক্ষুদ্ররোগ চি:)।

বঙ্গসেন :—প্রসবান্তযোনিশূলে ভৃঙ্গরাজমূল—আয়ুর্বেদোক্ত কোন মন্ত্রের সহিত বিল্বমূলত্বক্‌ এবং ভৃঙ্গরাজ মূল সমভাগে লইয়া পেষণপূর্বক পান করিলে প্রসবান্তের যোনিশূল প্রশমিত হয় (স্ত্রীরোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ : (১) উপদংশে ভৃঙ্গরাজস্বরস—ভৃঙ্গরাজ স্বরসে উপদংশক্ষত ধৌত করিবে (উপদংশ চি:)। (২) সূর্য্যাবর্ত্তে ভৃঙ্গরাজ—লৌহ বা প্রস্তর পাত্রে ছাগীদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্য পক্ক করিবে। ইহার নস্য সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ প্রশমক। বেলা বৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয় তাহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভৃঙ্গরাজের পত্র পক্ক কেশ বড় করিতে এবং কেশ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজ বীজ, মূল ও পত্রের কাথ বহু রোগের আক্রমণ নিবারণ করে (Ainslie)।

ইহার পত্র বলকারক। ইহা সর্দ্দি, শিরঃশূল, ইন্দ্রলুপ্ত ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজের কাথ জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব ও অতিরজঃ রোগে হিতকর।

Eclipta alba (কেহরিয়া) গাছকেও সংস্কৃতে ভৃঙ্গরাজ বলে। কেশবর্দ্ধনে ও পক্ক কেশ কলপ করিবার জন্য উক্ত গাছেরও শক্তি আছে, তবে উভয় গাছ ভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী গাছের পত্র কর্তিত, পত্রে ও কাণ্ডে লোম আছে, দ্বিতীয় গাছের কাণ্ডে লোম নাই। পত্রে শ্বেতবর্ণ অস্পষ্ট লোম আছে। Eclipta alba গাছের কাণ্ডের গোড়া হইতে কেঁকুড়ি বাহির হয়; কিন্তু ইহার গাঁইটের গোড়া হইতে প্রায়ই কেঁকুড়ি বাহির হয় না। প্রথম গাছটী প্রায়ই খাড়াভাবেই হয়, আর W. Calandulacea গাছ জমির উপর কতকটা গড়াইয়া গড়াইয়া যায়। অপরাপর গুণ দুইটী গাছের ভিন্ন প্রকার।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

পাতা :—রসায়ন, বলকারক, কাসিতে ও চর্মরোগে উপকারী।

পাতার কল্ক :—দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি বর্দ্ধক। অর্শ্বাদ্ হইতে রক্তস্রাবে উপকারী।

মন্তব্য : নিঘণ্টুতে ভৃঙ্গরাজের পর্য্যায়ে কেশরাজ শব্দ পঠিত হইয়াছে। রাজবল্লভ ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজের গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ভৃঙ্গরাজের ভেদের উল্লেখ নাই। পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ ভীমরেজ্ নামে প্রসিদ্ধ।

ভৃঙ্গরাজের পত্রের রস বলা ও রসায়ন, যমানীর সহিত ইহা প্রতিশ্যায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থিস্ফীতি, শ্লীপদ, এবং বিবিধ চর্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে কোষ্ঠহিত ক্রিমি পাতিত করে।

Fig :—Burm. Zeyl., 52, t. 22, Fig. I ; Wight, Ic., t. 1170 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 531.

Ref :—F. B. I., iii, 306 ; B. P., i, 611 ; Voigt, 414 ; Prain, H. H., 228.

Wedelia calendulacea Less. (ভীমরাজ)

Genus – SPHAERANTHUS Linn.

339. S. indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

ভাষানুসারী নাম :—মুণ্ডি, শ্রাবণী—সংস্কৃত ; মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী, ছাগলনাদী—বাংলা ; মুণ্ডী গোরক্ষমুণ্ডী—হিন্দি ; গোরক্ষমুণ্ডী—বোম্বে ; কোট্টকারন্তি, কারাণ্ডই—তামিল ; বোড়সরপুচেট্টু, বোড়াসোরম্ বেড়েতারাপু—তেলেগু ; কমাদরীযুস্—আরব ; অট্টকামন্নি—মালয়।

শ্রাবণী স্যান্মুণ্ডিতিকা ভিক্ষুঃ শ্রবণশীর্ষিকা।
শ্রবণা চ প্রব্রজিতা পরিব্রাজী তপোধনা॥
শ্রাবণী তু কষায়া স্যাৎ কটূষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
আমাতীসারকাসঘ্নী বিষচ্ছর্দ্দি বিনাশিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শ্রাবণী, মুণ্ডিতিকা, ভিক্ষু, শ্রবণশীর্ষিকা, শ্রবণা, প্রব্রজিতা, পরিব্রাজী ও তপোধনা—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় :—শ্রাবণী কষায় রস, বিপাকে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্ত নাশক। আম, অতিসার ও কাস নাশক। বিষদোষ, এবং বমন নিবারক।

জন্মস্থান :—কুমায়ুন হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চস্থানে দেখা যায়। আসাম শ্রীহট্ট, সিংহল, সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ধান্যক্ষেত্রে উচ্চ কলাইক্ষেতে জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট বর্ষজীবী গুল্ম, প্রায় ১ ফুট হয়। শাখাগুলি বিস্তৃত, পাতার কিনারাগুলি কর্তিত। ইহা ধান্যক্ষেত্রে ও কলাইয়ের ক্ষেত্রে জন্মে। কাণ্ড গোলাকার, পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়াটি কখন কখন ক্ষয়প্রাপ্ত, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ½-⅔ ইঞ্চি, গোলাকার, ইহার ফুল বেগুনে, ফল মসৃণ। ইহার আর এক জাতি আছে। তাহার Latin নাম S. africanus Linn. (B. P., i, 601 ; Voigt, 409)। উভয় গাছের গুণের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আলাদা লেখা হইল না। শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, শিকড়, ত্বক্ ও ফুল।

বৈদ্যকে মুণ্ডিতিকার ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) বাতরক্তে মুণ্ডিতিকা—গব্যঘৃত ও মধুসহ মুণ্ডিতিকা চূর্ণ সেবনপূর্বক

গুড়ূচীর কাথ পান করিলে দুস্তর বাতরক্ত বিনাশ পায় (বাতরক্ত চিঃ)। (২) গাত্রদৌর্গন্ধ্যে মুণ্ডিতিকা—বিমল কান্তির সহিত মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনাশ পায় (স্থৌল্য চিঃ)। (৩) অপচী ও গলমালা রোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকাপত্রের রস পান করিলে অপচী ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গলগণ্ড চিঃ)।

বঙ্গসেন—(১) পতিত স্তনে মুণ্ডিতিকা মুণ্ডিতিকা ও পিপ্পলীর কল্কসহ যথাবিধি পক্ক তিলতৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা স্তনে ধারণ এবং ঐ তৈলের নস্য লইলে বনিতাদিগের পতিত স্তন শ্রীফলাকৃতি প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। (২) শিশুর বিচ্ছিনাম চর্মরোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকার মূল এবং ধুনার কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিবে। যখন গাঢ় হইয়া গুড়ের মত হইবে তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। এই তৈল 'বিচ্ছিতে' প্রলেপ দিবে (বালরোগাধিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—আমবাতে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও শুঁঠ সমভাগে পেষণপূর্বক উষ্ণজল সহ পান করিবে। ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর (আমবাত চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ও শিকড় ক্রিমিনাশক। শিকড়ের গুঁড়া অম্লরোগ নিবারক এবং ছাল ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ একবারে সারিয়া যায় (Rheede)। যাভা দেশে ইহা মূত্রকর ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Mokhzan পুস্তকের লেখক বলেন, ইহা একটি বীর্য্যবান্ ও বলকারক ঔষধ এবং ত্রিদোষ-নাশক ; যে ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করে তাহার মূত্রে ও ঘর্মে গাছের গন্ধ অনুভূত হয়। পিত্তপ্রকোপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অনেকপ্রকার ফোড়া ও ব্রণের রক্ত সারাইয়া সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুরা এই গাছ কাটিয়া চিনি, ঘৃত ও ময়দা—সংযোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। কথিত আছে মুড়মুড়িয়ার রস প্রত্যহ খাইলে চুল শীঘ্র পাকে না এবং মাথার চুল পড়িয়া যায় না। ইহার শিকড় হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয় ; জলে ভিজাইয়া তিলতৈলে পাক করিতে হয়। জলীয় অংশ উপিয়া যাইলেই পাক করা হইল। ইহার কাথ একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন। অল্প পরিমাণ রস প্রত্যহ প্রাতে খালিপেটে ৪১ দিন ব্যবহারে শরীরের বেশ পুষ্টি হয় এবং কান্তি, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় (Dymock)। পাঞ্জাব দেশে ইহার মূল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও জ্বর নাশক বলিয়া কথিত আছে (Stewart)।

মন্তব্য :—চরকে 'দশেমানি'তে কিম্বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে মুণ্ডিতিকা পঠিত হয় নাই। চরকের বিমানস্থানে মধুরবর্গে 'অলম্বুষার' উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুণ্ডিতিকা রসায়ন বলিয়া ফিরঙ্গরোগে এবং স্ফোটক প্রশমনার্থ সেব্য। স্নিগ্ধ করিয়া মূত্রমার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার প্রলেপ অর্শ ও গ্রন্থিস্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূলচূর্ণ পাচক। Cachexia রোগে পীড়িত একজন লোক প্রষ্টেট্ গ্রন্থির প্রদাহ জন্য কষ্টকর মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে পীড়িত হইয়া মুণ্ডিতিকার জল পান করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ—রসায়ন, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি-বর্দ্ধক, বলকারক, ও কামোদ্দীপক।

মূল ও বীজ—ক্রিমি নাশক।

ফুল—বলকারক, স্নিগ্ধকারক, রসায়ন।

গাছের কল্ক—মূত্রযন্ত্রের যে কোন প্রকার ক্ষরণে প্রস্রাবকারক হইয়া উপকার দর্শে।

ফলের ছাল—মৎস্য বিষ।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 524.
Ref.—F. B. I., iii, 257 ; F. I., iii, 446 ; B. P., i, 601 ; Prain, H. H., 226 ; Voigt., H. S., 409.
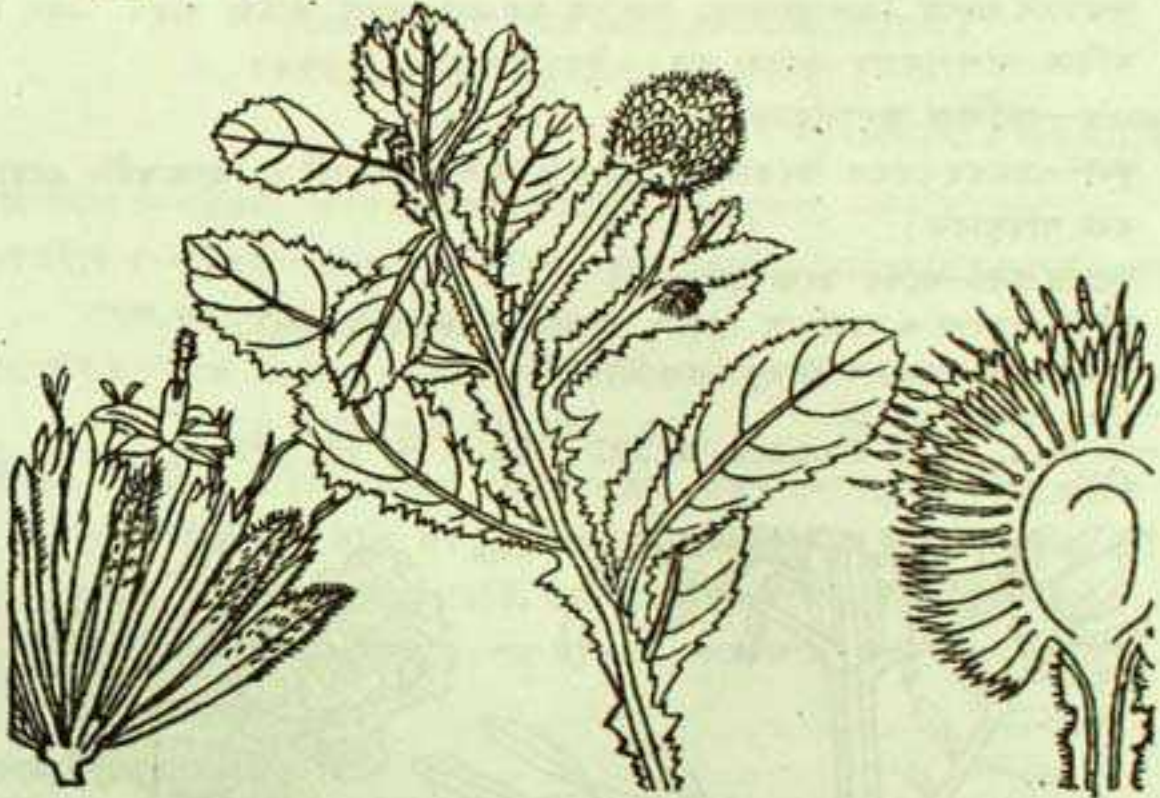
339. Sphaeranthus indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

Genus—TAGETES Linn.

340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

ভাষানুসারী নাম :—জন্দুগা—সংস্কৃত ; গেঁদা—বাংলা ; গেঁদা—হিন্দি ; বন্তি—তেলেগু ; তুরুক সামান্তি—মাদ্রাজ।

জন্মস্থান :—ইহা মেক্সিকো দেশীয় ফুলের গাছ। এক্ষণে বঙ্গদেশের বহুস্থানে বাগানে ও লোকের বাড়ীতে জন্মে।

বর্ণনা :—খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে এবং পক্ষাকারে বিভক্ত। ফুলের মস্তক বহু পাপ্‌ড়িযুক্ত, উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ, ফিকে হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি রং এর আছে। গাঁদার অনেক Variety আছে,

কোনটির ফুল বড়, কোনটীর ছোট, কোনটীর বেগুনে রং এবং কোনটীর হরিদ্রা প্রভৃতি রং হয়। ফুলের বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ। কখন কখন কাণ্ডের গাত্র হইতে শিকড় বাহির হয়। গাঁদা ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে ফুল বেশ বড় হয়। ফুল বর্ষার শেষে ও শীতকালে জন্মে। শীতকালের শেষভাগে বীজ পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গাঁদাফুলের পাপ্‌ড়ির রস ১ তোলা এবং ১ তোলা পরিমাণ মাখন ক্রমাগত তিনদিন খাইলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। কোনস্থান কাটিয়া যাইলে ইহার পত্র ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয় এবং বেদনা কমিয়া যায়। এমন কি কর্ত্তিত অংশ পুনরায় জুড়িয়া যায়। ইহা যক্ষ্মারোগে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল—চোখের রোগে উপকারী। দুষ্টক্ষতে বিশেষ উপকারী। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে রক্ত পরিষ্কারক।

ফুলের রস—অর্শের রক্তে উপকারী।

পাতা—ফোড়া ও কার্বাঙ্কলে পুল্‌টিস্ হিসাবে ব্যবহারে উপকারী।

পাতার রস—কানের কামড়ানিতে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 150.

Ref.—B. P., i, 607 ; Dymock, ii, 321 ; Prain, H. H., 227 ; Voigt, H. S., 417.
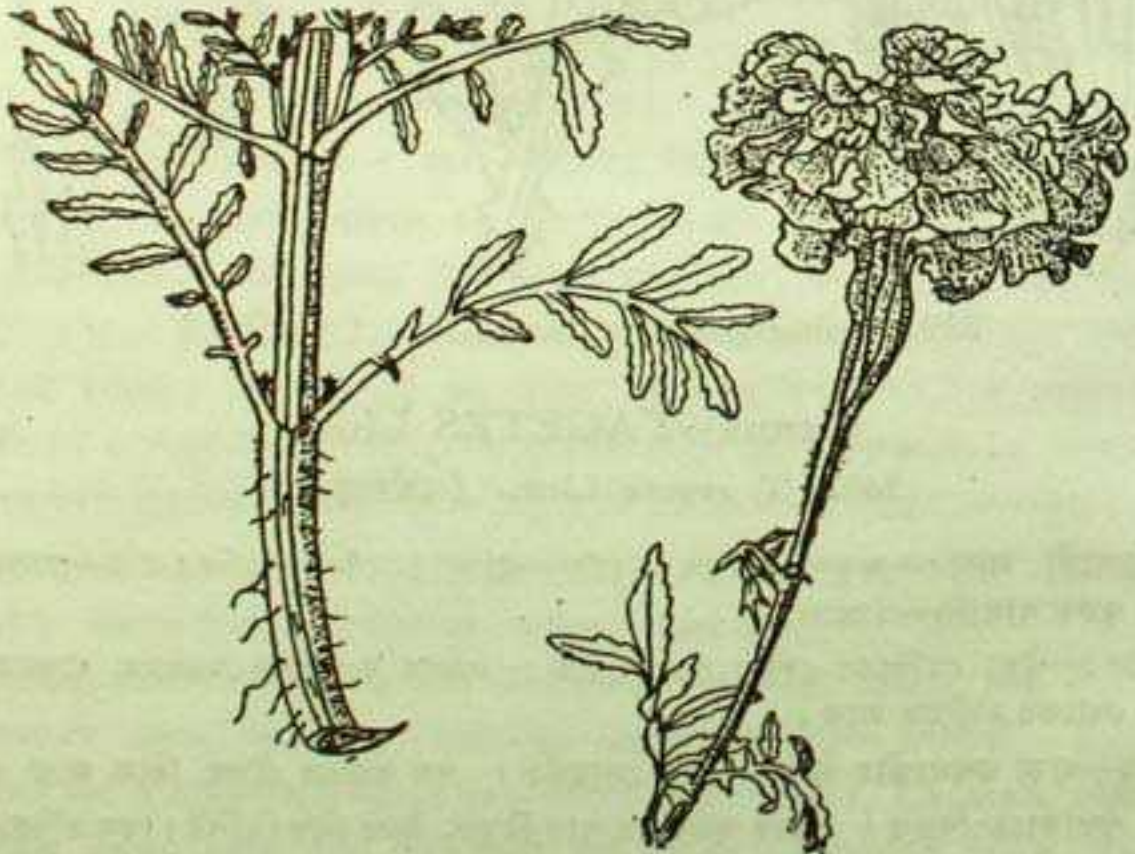
340. Tagetes erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Genus—CENTIPEDA Lour.

341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)

C. minima (Liun) A. Br. & Aschers.

ভাষানুসারী নাম :—ছিক্কনী—সংস্কৃত ; মেচেতা, হাচুত্তি—বাংলা ; নাক-চিকুনি—হিন্দি ; নাক্-শিকনী—মহারাষ্ট্র ; নাক্-হীকনী—গুজরাট ; উফবক্-বুড়ন—আরব।

ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ।
বাতরক্ত হরী কুষ্ঠ কৃমিবাতকফাপহা ॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা, ঘ্রাণদুঃখদা, এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ছিক্কনী—কটুরস, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি ও পিত্ত কারক। বাতরক্ত নাশক, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বাতশ্লেষ্মা নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা জেলার আর্দ্র জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে সর্বত্র দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, মাটীতে বিস্তৃত থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা অনেক হয়। কাণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, অবনত ও পত্র পরিপূর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, এক একটী হয়, ব্যাস $\frac{1}{10}$-$\frac{1}{6}$, বোঁটা ছোট। স্ত্রীপুষ্প স্তবক অতিশয় ক্ষুদ্র ও লম্বা। পত্র কর্তিত। ফলে কাঁটা কাঁটা লোম আছে। শীতের শেষ ভাগে জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছোট ছোট বীজের গুঁড়া হিন্দু বৈদ্যেরা হাঁচি বৃদ্ধিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শিরঃপীড়া ও শীতল বায়ু লাগিয়া সর্দি হইলে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

এই গাছ সিদ্ধ করিয়া এবং বাটিয়া গণ্ডদেশে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় (Stewart)।

হাচুত্তি অর্দ্ধ-শিরঃ শূল রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

ভারতীয় লেখকেরা ইহাকে উষ্ণবীর্য্য বলিয়া থাকেন। ইহা পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পিষ্টপত্র ও বীজ—হাচি আনায়। ইহার নস্য মাথায় ঠাণ্ডা লাগায় উপকারী।

গাছ—সিদ্ধ করিয়া ঘন অবস্থায় দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়।

- **Fig.**—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 538.

Ref.—F. B. I., iii, 317 ; Roxb., F. I., iii, 423 ; B.P., i, 620 ; Prain, H. H., 230 ; Voigt., H., S., 420.
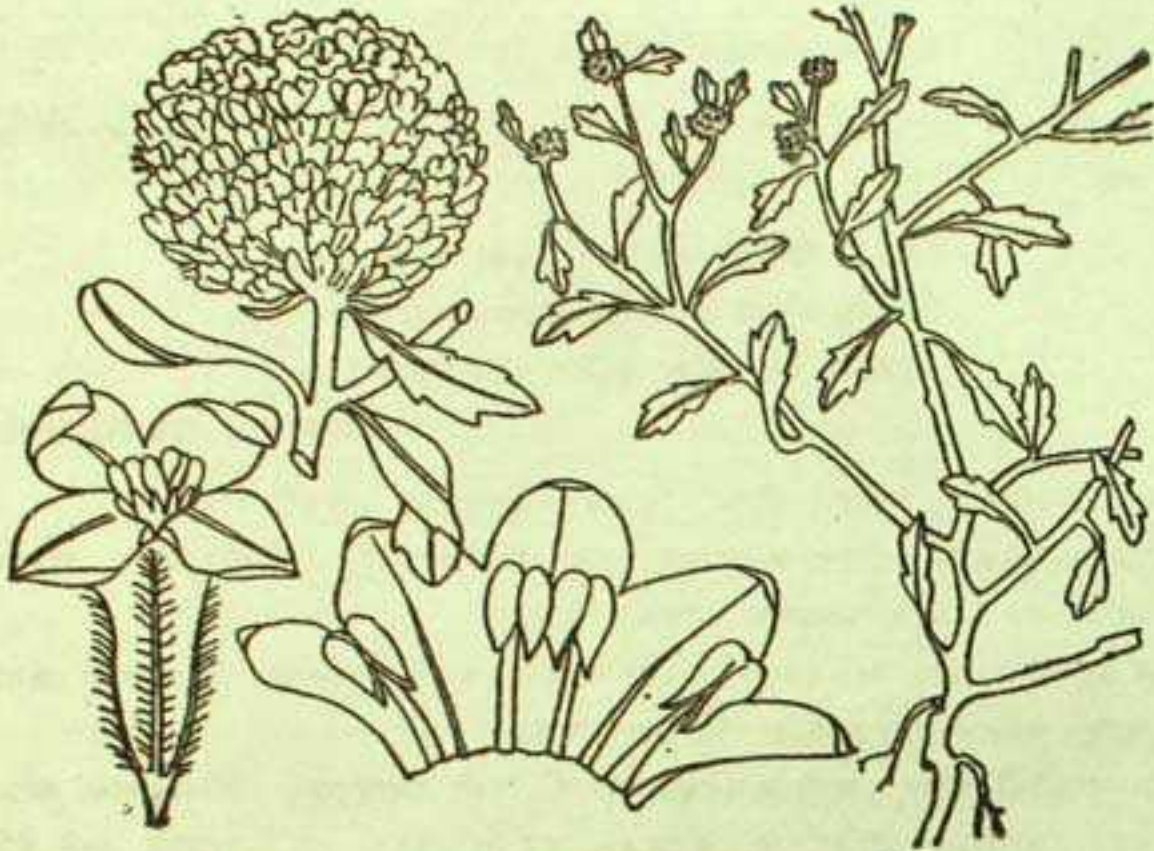
341, Centipeda orbicularis Lour. (মেচেতা)

Genus–SONCHUS Linn.

342. S. arvensis auch, non. Linn. (বনপালং)

S. brachyotes DC.

ভাষানুসারী নাম :—বনপালং—বাংলা ; সহদেবী-বাধি—হিন্দি ; ভজরা—পাঞ্জাব ; নল্লাটাপাটা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে বন্য অবস্থায় অথবা চাষ জমিতে জন্মে। খাসিয়া পাহাড় এবং হিমালয়ের ৪০০০ ফুট উচ্চে সাধারণতঃ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা এবং বর্দ্ধমান জেলার বাগানে কিম্বা পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর অধিক পরিমাণে জন্মে না।

বর্ণনা :—হুলের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা গুল্ম, মূলদেশ অনেকদিন থাকে, পুরাতন মূল হইতে আবার নূতন গাছ হয়। কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, চিকণ লোমযুক্ত ও ফাঁপা ; পত্র পক্ষাকার। ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রাংশ নীচের দিকে অবনত, দাঁতগুলি ছোট, গোড়াকার অংশ

গোলাকার। ফল সরু, চেপ্টা, প্রত্যেক দিকে শিরা আছে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্‌।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গরু ইহা খাইতে অতিশয় ভালবাসে। কাটিলে দুধের মত আঠা বাহির হয়, পরে উহা জমিয়া চাটুকা আফিং-এর মত হয় (Roxb)।

সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কামলা রোগে ব্যবহার করে। (Revd. Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—কামলা রোগে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—তিক্ততাকারক, প্রস্রাবকারক, প্রতিষেধক, প্রচুর ঘর্মকারক, শ্লেষ্মানিবারক, বক্ষরোগের কাস নিবারক, হাঁপানীতে উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 562.

Ref—F. B. I., iii, 414 ; Roxb., F. I., iii, 402 ; B.P., i, 629 ; Prain, H. H., 231.
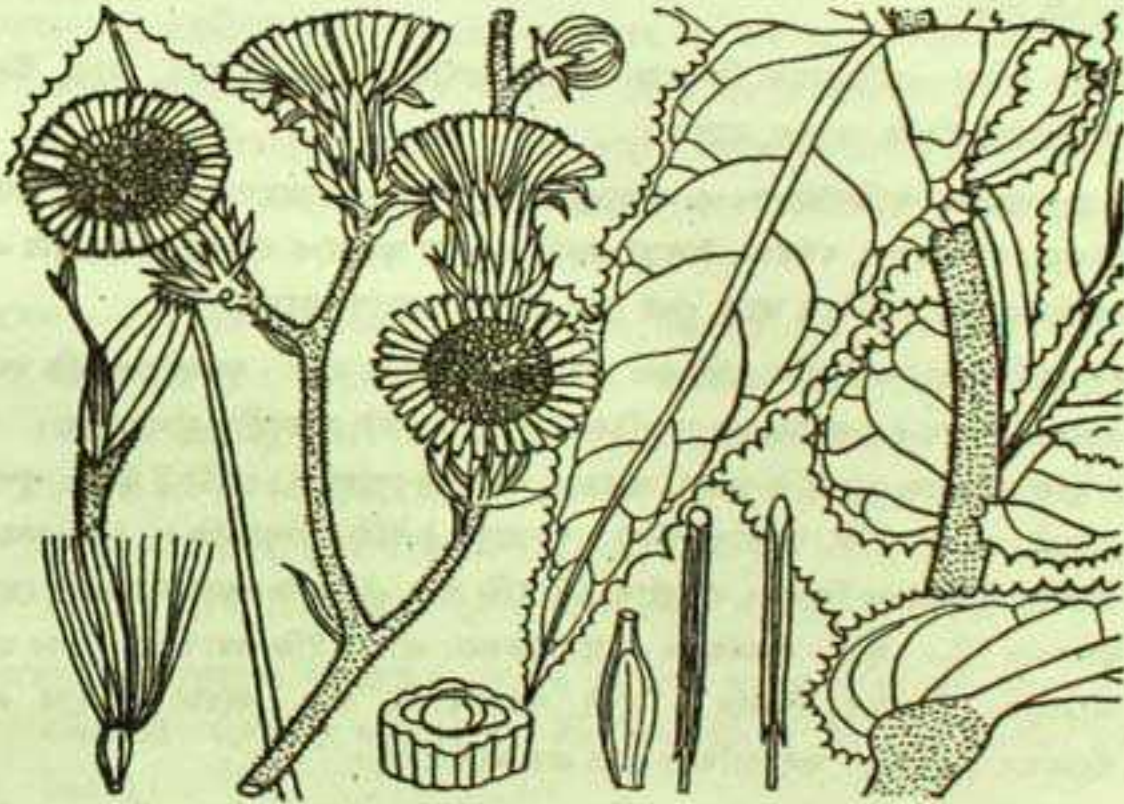
342. Sonchus arvensis Linn. (বনপালং)

LIX.. PLUMBAGINEAE

Genus--PLUMBAGO Linn.

343. P. zeylanica Linn. (চিতা)

ভাষানুসারী নাম :—চিত্রক, অগ্নি—সংস্কৃত ; চিতা—বাংলা ; চীতা—হিন্দি ; কথনেটুল—

সিংহভূম চিত্রক—মহারাষ্ট্র ; চিত্রমূল—কর্ণাট ; চিত্রো—গুজরাট ; বেনাচিত্তিরা, শিবপু—তামিল ; তেলচিত্র, চিত্রমূলম্—তেলেগু ; ধূব্ চিতা—উৎকল.

> চিত্রকোঽগ্নিশ্চ শার্দূলশ্চিত্রপালী কটুঃ শিখী।
> কৃশানুর্দহনো ব্যালো জ্যোতিষ্কঃ পালকস্তথা॥
> অনলো দারুণো বহ্নিঃ পাবকঃ শবলস্তথা।
> পাটী দ্বীপী চ চিত্রাঙ্গো জ্ঞেয়ঃ শূরশ্চ বিংশতিঃ॥
> চিত্রকোঽগ্নিসমঃ পাকে কটুঃ শোফকফাপহঃ।
> বাতোদরার্শোগ্রহণী-ক্রিমিকণ্ডূতি নাশনঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চিত্রক, অগ্নি, শার্দূল, চিত্রপালী, কটু, শিখী, কৃশানু, দহন, ব্যাল, জ্যোতিষ্ক, পালক, অনল, দারুণ, বহ্নি, পাবক, শবল, পাটী, দ্বীপী, চিত্রাঙ্গ, ও শূর—এই কুড়িটি নাম।

গুণপর্যায় :—চিতা—অগ্নিকারক, বিপাকে কটুরস, শোথ ও কফ নাশক। বাত, উদরি অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, ও কণ্ডু নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও কুমায়ুন্ প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও বাগানের কিনারায় এবং বহুদিনের পতিত জমিতে জন্মে, কেহ কেহ বাগানেও রোপণ করে।

বর্ণনা :—বহুজীবী বা অধিকদিন স্থায়ী গুল্ম ; গাছ ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। মূল হইতে প্রতি বৎসর গাছ বাহির হয়। গাছের মূল অঙ্গুলীবৎ মোটা, অনেকটা শতমূলীর মূলের ন্যায়। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; বোঁটা ¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড চট্‌চটে, ৪—১২ ইঞ্চি, বহুশাখাবিশিষ্ট ; পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ, গন্ধহীন, উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, দাঁতগুলি ছোট। পুষ্প নল ½-১ ইঞ্চি, অবনত, ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রী পুষ্পের মস্তক আঠাযুক্ত, দুইভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পরদাবিশিষ্ট, লম্বা, ধারাল। বীজ লম্বা, শীতকালে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক মাস লাগে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়। মূলচূর্ণ, ½-১ আনা। মাত্রা অধিক হইলে বিষবৎ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অতএব স্বাস্থ্য দেখিয়া মাত্রা ঠিক করা উচিত।

বৈদ্যকে চিত্রকের ব্যবহার।

চরক : (১) অগ্র্যাগ্রন্থে চিত্রকমূল—অগ্নিবৃদ্ধিকর, অর্শোহর ও শোথয় যত বস্তু আছে তন্মধ্যে চিত্রকমূল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্শে চিত্রকমূল—অর্শোরোগী শুষ্ঠী যুক্ত চিত্রকমূল শীধুযোগে (ইক্ষুরসকৃত মদ্য বিশেষকে 'শীধু' বলে) পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত:—(১) **কুষ্ঠে** চিত্রকমূল:—কুষ্ঠ রোগী চিতামূল গোমূত্রের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **সিকতা মেহে** চিত্রকমূল—সিকতা-মেহী চিতামূলের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। সাধারণ অনুশাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এস্থলে কাথ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

বাগ্‌ভট:—(১) **অর্শে** চিত্রকমূল—দুগ্ধে চিত্রকচূর্ণ নিক্ষেপপূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধিজাত তক্র পান এবং এই তক্রযোগে পথ্য সেবন করিলে অর্শ জয় করা যায় (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **রসায়নার্থ** চিত্রকমূল—রক্ত, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণ চিত্রকের মূল ছায়াশুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। হিতভোজী ও সংযত হইয়া এই চূর্ণ গব্যঘৃত, মধু ও গব্যঘৃত এবং দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে, নীরোগ, মেধাবী, বলবান্, কান্ত ও দীপ্তপাবক হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। চিত্রকচূর্ণ একমাস তিলতৈল যোগে সেবন করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়, গোমূত্র সহ পান করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠ দূর করে এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—(১) **গ্রহণীতে** চিত্রকমূল—চিতামূলের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্মশোথোদরাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয় (গ্রহণী চিঃ)। (২) **শ্লীপদে** চিত্রকমূল—চিতামূল ও দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক শ্লীপদে প্রলেপ দিবে (শ্লীপদ চিঃ)। (২) **ব্রণশোথদারণার্থ** চিত্রকমূল—অপক্ব ফোটকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে ফোটক বিদীর্ণ হইয়া যায় (ব্রণশোথ চিঃ)।

বঙ্গসেন:—(১) **গ্রহণীতে** চিত্রকক্ষার—বৃহতী ও চিত্রকের অর্দ্ধদগ্ধ ক্ষারদ্বারা ক্ষীরোদক প্রস্তুত করিবে। সপ্তবার পরিস্রুত এই ক্ষারোদক ঘৃতের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত যোগ্যমাত্রায় পান করিলে সত্বর অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (গ্রহণী চিঃ)। (২) **মেদোরোগে** চিত্রকমূল—হিতভোজী হইয়া মধুর সহিত চিত্রকমূল লেহন করিলে স্থৌল্য রোগ নিবৃত্তি পায় (স্থৌল্য চিঃ)। (৩) **শোথে** শাকার্থ চিত্রকপত্র—শোথ রোগী চিত্রকপত্র ও পুনর্ণবা শাক সেবন করিবে (শোথ চিঃ)।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—চিতার শিকড়ের ছালের অরিষ্ট জ্বর নাশক। Dr. Oswald বলেন যে অবিরাম জ্বরে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ঘর্ম্মকর (Pharm. Ind.)।

বাতের বেদনা ও পেটফাঁপায়, চিতামূল, আমলকী, ছোট কালহরীতকী, পিপুল, পিপুলের মূল এবং সৈন্ধব লবণ ৩ আনা পরিমাণ গুঁড়া গরমজলের সহিত সন্ধ্যায় শয়নকালে সেব্য (Dymock)।

Dy Taylor বলেন, ইহার আমনিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে। চিতার দুধের ন্যায় রস অপরিপক্ক ফোঁড়ায় ও পাঁচড়ায় দিলে উহা আরাম হয় (Watt)।

মুসলমান বৈদ্যগণ ইহাকে জ্বালাকর ও সন্ধিনাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা

বাত ও প্লীহানাশক এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকরণে হিতকর। চিতা গর্ভস্রাবকারক, চিতা দুগ্ধ ও লবণের সহিত বাটিয়া কুষ্ঠে ও চর্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র সারিয়া যায়। ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হইলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত (Dymock)।

চিতার শিকড়, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী এবং পিপুল সমভাগে লইয়া গুঁড়া করিয়া ৪০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, পাঠার শিকড় (Stephenia hernandifolia), কট্‌কী, আতইচ এবং হরীতকী, প্রত্যেক সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটফাঁপা ও অজীর্ণ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

গর্ভিনীকে উপযুক্ত মাত্রায় চিতামূল খাওয়াইলে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। শিশু জীবিত বা মৃত অবস্থায় বাহির হয়।

চিতা, শুঁঠ, হিঙ্গু, পিপুল, পিপুলমূল, চই বনযোয়ান ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা, স্বৰ্জিকাক্ষার (সাঁচিক্ষার), যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চল, বিটলবণ, সামুদ্রিক ও রোমক লবণ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণ দাড়িম্ব বা লেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, আমজনিত পীড়া ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও রুচিকর (শার্ঙ্গধর)। এই চূর্ণকে চিত্রকাদ্য চূর্ণ বলে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়

মূল—অগ্ন্যুদ্দীপক, চর্মরোগ, উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, উদরী রোগে উপকারী। মস্ত, দুগ্ধ অথবা লবণ ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্মরোগে বাহ্য প্রলেপ রূপে ব্যবহৃত হয়।

মূলের ছালের কল্ক—শক্তিশালী ঘর্মকারক এবং কোন রোগের পুনরাক্রমণ নিবারক।

দুগ্ধবৎ রস—পাঁচড়া ও দূষিত ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরক—লেখনীয়, ভেদনীয়, দীপন, তৃপ্তিঘ্ন, অর্শোঘ্ন ও শূলপ্রশমনবর্গে এবং সুশ্রুত—আরগ্বধাদি, বরুণাদি ও পিপ্পল্যাদিগণে চিত্রক পাঠ করিয়াছেন।

Fig. :—Rheede, Hort. Mal., x, t. 8 ; Wight, Ic., t. 179 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 574.

Ref.—F. B. I., iii, 480 ; Roxb., F. I. iii, 462 ; B. P., i, 639 ; Prain H. H., 232 ; Voigt, H. S., 438.

343. Plumbago zeylanica Linn. (চিতা)

344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)

ভাষানুসারী নাম :—রক্তচিত্র, কাল—সংস্কৃত ; রক্তচিতা—বাংলা ; লালচিতা—হিন্দি ; রক্তচিত্রক্—মহারাষ্ট্র ; কেম্পিনচিত্রমূল—কর্ণাট ; শিবপ্পুচিত্তিরম্, অক্কিনি—তামিল ; পয়্যচিত্র, এরাচিত্রমূলম্—তেলেগু ; চেত্তিকোটুবেলি—মালয় ; রক্তাচিতা—উৎকল।

কালো ব্যালঃ কালমূলোঽতিদীপ্যো
মার্জ্জারোঽগ্নির্দাহকঃ পাবকশ্চ।
চিত্রাঙ্গোঽয়ং রক্তচিত্রো মহাঙ্গঃ
স্যাদুড্ডারঃ শ্চিত্রকোঽন্যো গুণাঢ্যঃ ॥
স্থূলকায়করো রুচ্যঃ কুষ্ঠঘ্নো রক্তচিত্রকঃ।
রসে নিয়ামকো লোহে বেধকশ্চ রসায়নঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কাল, ব্যাল, কালমূল, অতিদীপ্য, মার্জ্জার, অগ্নি, দাহক, পাচক, চিত্রাঙ্গ, রক্তচিত্র, মহাঙ্গ—এইগুলি নাম। অন্য প্রকার রক্তচিতার নাম—উড্ডারক এবং গুণাঢ্য।

গুণপর্য্যায় :—রক্তচিত্রক মূত্রকারক, কটিকর এবং মূর্চ্ছানাশক। ইহা বলে শিরায়ক এবং দেহে বেধক ও রসায়ন।

জন্মস্থান :—সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কোচবিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে ও বহুদিনের পতিত জমিতে এবং বাগানে চাষ করে।

বর্ণনা :—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বর্ষজীবী বা অধিক দিনস্থায়ী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; ২-৪ ফুট উচ্চ। এই গাছ দেখিতে বড় মনোরম হয়। শিকড় বহু শাখাবিশিষ্ট, ধূসরের আভাযুক্ত পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ সবুজবর্ণ, টাট্কা অবস্থায় পীতবর্ণ, পক্ব অবস্থায় ইহার ভিতর কোঁপরা এবং মাটির ভিতর অনেক জোঁকড়ার মত শিকড় থাকে, শিকড় ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র প্রায় অপর চিতার ন্যায়, পত্রের বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস ছোট, গোলাকার, আঠাযুক্ত, ইহাতে লম্বালম্বি লাল দাগ থাকে। ৫-১০টী শিরা বিশিষ্ট, উপরের অর্দ্ধাংশ উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রায় গোলাপ ফুলের ন্যায়, নিম্নের অর্দ্ধাংশ ধূসরবর্ণ ও লাল, একটু শ্বেতের আভাযুক্ত। ৩টী আঠাযুক্ত ও চট্চটে, গায়ে চট্চটে লোম আছে। বীজ গোলাকার ও লম্বা, ইহাতে লম্বাভাবে ৫টী জোড়া আছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলপ্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ P. zeylanica এর মত, তবে ইহার গর্ভস্রাব করিবার শক্তি অধিক।

Dr. O' Shaughnessy বলেন রক্তচিতার শিকড়ের ছাল গুড়ের সহিত পিষ্ট করিয়া ও চর্ম্মে প্রলেপ দিয়া তিনি ৩৪ শত রোগীর Blister (ফোস্কা) তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহা Cantharides এর স্থানে সস্তায় ব্যবহার করা বেশ চলে এবং ইহাতে জনন ও মূত্রযন্ত্রের কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না, সমান মাত্রায় ইহা উত্তেজক; অধিক মাত্রায় বিষতুল্য। দেশীয় লোকেরা ইহা দ্বারা গর্ভস্রাব করায়, ইহার শিকড়ের ছাল যোনিদেশ হইতে গর্ভাশয়ের মুখে দিলেই গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। চিতার শিকড়ের লালাও আম নিঃসরণ করিবার শক্তি আছে। দক্ষিণভারতে ইহার শিকড় কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় একটী মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় (Pharm. Ind)।

চিতার মূলের মত রস পাঁচড়া রোগে স্থানীয় প্রয়োগ হয়। ইহাতে কয়েকটী ধবলকুষ্ঠ রোগী একেবারে আরাম হইয়াছে (Watt)।

ইহার শিকড় জননযন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে এবং ইহাতে গর্ভপাত হইয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—তিক্ত, পিচ্ছিল, উত্তেজক, তৈলের সহিত মিশাইয়া গরম করিয়া বাতে এবং পক্ষাঘাতে বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ সব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ মূল্যবান ঔষধ।

মূলত্বক্ রস—চোখের রোগে এবং পাঁচড়ায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 574 B.
Ref.—F. B. I., iii, 481 ; B.P., i, 639 ; Prain H. H., 232 ; Voigt. 439

344. Plumbago rosea Linn. (রক্তচিতা)

LX. MYRSINACEAE.

Genus—EMBELIA Burm.

345. E. ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—বিড়ঙ্গ, চৈত্রা-তণ্ডুলা, ক্রিমিহা—সংস্কৃত ; বিড়ঙ্গ—বাংলা ; বায়বিড়ঙ্গ, বাবিরঙ্—হিন্দি ; বলজসাগ—সিংভূম ; বাবড়িঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; বাবচীঙ্গ—গুজরাট ; বায়ুবিড়ঙ্গ—কর্ণাট ; বায়ুবিড়ঙ্গম্—তেলেগু ; বায়্‌বিলং—তামিল ; বরঙ্গকাবুলী—আরব ; হিমালয়েরী—নেপাল।

বিড়ঙ্গা ক্রিমিহা চৈত্রা-তণ্ডুলা তণ্ডুলীয়কা।
বাতারিস্তণ্ডুলা প্রোক্তা জন্তুঘ্নী মৃগগামিনী॥
কৈরলী গহ্বরারুহমোঘা কপালী চিত্রতণ্ডুলা।
বরা সুচিত্রবীজা চ জন্তুহন্ত্রী চ ষোড়শ॥
বিড়ঙ্গা কটুরুষ্ণা চ লঘুর্বাতকফার্তিনুৎ।
অগ্নিমান্দ্যারুচিভ্রান্তি-ক্রিমিদোষবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—বিড়ঙ্গ, ক্রিমিঘ্ন, চৈত্র-তণ্ডুলা, তণ্ডুলীয়কা, বাতারি, তণ্ডুলা, জন্তুঘ্নী, মৃগগামিনী, কৈবলী, গহ্বরা, অমোঘা, কপালী, চিত্রতণ্ডুলা, বরা, হচিত্রবীজা জন্তুহন্ত্রী—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বিড়ঙ্গ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বায়ু ও কফনাশক, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, ভ্রান্তি ও ক্রিমিদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী লতা। ছাল ¼ ইঞ্চি, খসখসে, কাঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ; এই লতা সরু প্রশাখাগুলি দ্বারা গাছে চড়িয়া থাকে। শাখা লম্বা। বিস্তৃত, প্রশাখাগুলি অবনত, গোলাকার ও লম্বা। নূতন শাখাগুলির ছাল শ্বেতবর্ণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক গোলাকার, পত্রের উভয় পিঠে সূক্ষ্মলোম আছে। ভিতরের পিঠের লোম শ্বেতবর্ণ। ফুল ছোট, ⅛ ইঞ্চি, একটি পুষ্পদণ্ডে অনেক হয়, হরিদ্রাভ পীতবর্ণ ; শ্বেত ও নরম লোমে আবৃত। পুষ্পদণ্ড উচ্চ ২ ফুট লম্বা। পুংকেশর ৫টি, সরল। ফল ⅛ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার। পাকিলে কোঁকড়াইয়া যায়। বসন্তে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—ঃ—ফল, বীজ।

বৈদ্যকে বিড়ঙ্গের ব্যবহার।

চরক :—ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন ভেষজের মধ্যে বিড়ঙ্গ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

সুশ্রুত :—রসায়নার্থ বিড়ঙ্গ—যষ্টিমধুচূর্ণ সহ বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে। এইরূপ একমাস কাল প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অল্প স্নেহান্বিত মুদ্গামলকীর যূষ এবং প্রচুর গব্য ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। ইহা অর্শোঘ্ন, ক্রিমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধক। এই বিড়ঙ্গ রসায়ন মাসে মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শতবর্ষ আয়ু অভিবর্দ্ধিত হয় (চিঃ ২৭ অঃ)।

বঙ্গসেন :—অর্দ্ধাবভেদকে বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণ বস্ত্রপূত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে "আধকপালে" নিবৃত্তি পায় (শিরোরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বিড়ঙ্গ ক্রিমিনাশক, পেটফাঁপা নিবারক, অম্লদোষ নাশক, পাকস্থলীর ক্রিমিনাশক, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Dutt)।

হাকিমেরা ইহাকে ফিতার ন্যায় ক্রিমিনাশক ও বিরেচক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

দক্ষিণভারতের ও বম্বে প্রেসিডেন্সীর লোকেরা ইহা ফিতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করিবার

জন্য ব্যবহার করে এবং ইহা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জানে। মাত্রা বালকের পক্ষে চা খাইবার চামচের এবং পূর্ণবয়স্কের পক্ষে মাঝারী চামচের এক চামচ গুঁড়া দিনে ২ বার সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ খাইবার পূর্বে রোগীকে জোলাপ দিতে হয়। সাধারণ লোক ইহার কয়েকটি ফল দুধের সহিত ছোট শিশুকে প্রয়োগ করে। ইহা পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া অনুমিত হয় (Dymock)।

বিড়ঙ্গের বমনকারক গুণ নাই (Dutt)।

একমাত্রা রেড়ির তৈল (castor oil) খাইবার পর ১ তোলা পরিমাণ বিড়ঙ্গের গুঁড়া ঘোলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতে ফিতার ন্যায় ক্রিমি বাহির হইয়া যায় (Sakharam Arjun)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কফল—ক্রিমিনাশক, উত্তেজক, বলকারক, রসায়ন, কাঁকড়াবিছা এবং সর্পবিষে উপকারী।

শুষ্কফলের কল্ক—জ্বর, উরঃরোগ এবং চর্মরোগে হিতকর।

মূলের ক্বাথ—কাস এবং উদরাময়ে উপকারী।

মন্তব্য :—**চরক** তৃপ্তিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, ক্রিমিঘ্ন ও শিরোবিরেচনোপগ বর্গে বিড়ঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন—'বড়ঙ্গের তৈল শিরোবিরেচক (চিঃ ৩১ অঃ)। **চারক** তৈল-যোনবর্গে বিড়ঙ্গের উল্লেখ নাই (সূঃ ১৩ অঃ)।

আর্দ্র বিড়ঙ্গস্বরস, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর এবং মৃদুরেচক। চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধে এবং তরুণ কাসবিশেষে (Acute Capillary bronchitis) ব্যবহার করা হয়। আমানহর ও বায়ুনাশক বলিয়া, বিড়ঙ্গ গ্রহণী এবং আমান রোগে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বাঙ্গ্যা ইহা বাত এবং বিবিধ চর্মরোগে সেব্য। দীর্ঘকাল বিড়ঙ্গ সেবন করিলে মূত্র কটু ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

Fig.—Lam., III., t. 133 ; Wight; Ic., t. 1207 ; Kartikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 577.

Ref.—F. B. I., iii, 513 ; Roxb., F. I. i, 586 ; Dymock., ii, 349 ; B. P., i, 643.
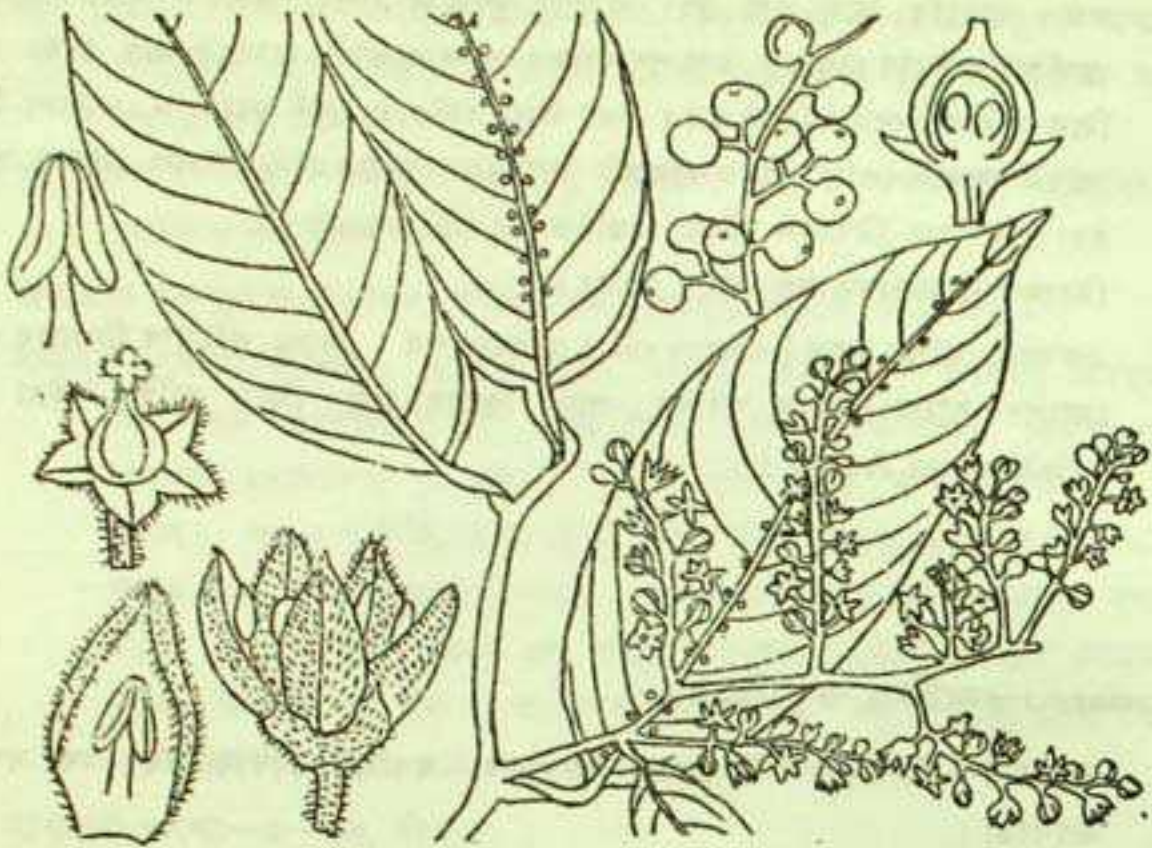
345. Embelia ribes Burm f. (বিড়ঙ্গ)

LXI. SAPOTACEAE.

Genus—ACHRAS Linn.

346. A. sapota Linn. (সপেটা)

ভাষানুসারী নাম :—সপেটা—বাংলা ; সপেটা—হিন্দি ; চিকানি—বোম্বে ; সিমাই-এলুপ্পাই—মাদ্রাজ ; সিমাই-এলুপ্পাই—তামিল ; সিমএপ্পা—তেলেগু ; সিমাই এলাপ্পাই—মালয়।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ আমেরিকা। সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার বাগানে রোপিত আছে।

বর্ণনা :—মাঝারি বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। সপেটার কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত। ইহার গুঁড়িতে লম্বাভাবে কাটা কাটা দাগ আছে (Gamble)। পত্র উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি। বোঁটা অবনত, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ৬টি পাপ্ড়ি বিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ৬টি এবং গর্ভাশয়ে ৬টি পরদা আছে। ফল কমলালেবুর মত বড়। কখন কখন ইহা অপেক্ষা ছোট হয়। ফলের খোসা খসখসে, ধূসরবর্ণ ও পাতলা। বীজ ৫টি কিম্বা অধিক থাকে। ½ ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ, আতা বীজের ন্যায় এবং উজ্জ্বল।

গ্রীষ্মকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে পাকে। এই গাছ আমেরিকা দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। সপেটা খাইতে অতি মিষ্ট বলিয়া অনেকে বাগানে চাষ করে। পাকা ফল একটু মজিলে বেশ মিষ্ট হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সপেটার বীজ মূত্রবিরেচক, মূত্রকর : গাছের ছাল বলকারক ও জ্বরনাশক : সপেটার ফল গলিত মাখমে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া প্রাতঃকালে খাইলে পৈত্তিক জ্বর নিবারণ হয় (Dymock)। ইহার আঠা হইতে Gutta-percha উৎপাদিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—পিত্তবিকারজনিত রোগ ও জ্বরের প্রতিষেধক।

ছাল :—রসায়ন ও জ্বরঘ্ন।

বীজ :—প্রস্রাবকারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 579.

Ref.—F. B. I., iii. 534 ; B. P., i. 648 ; Watt, i, 80 ; Prain, H. H., 233.
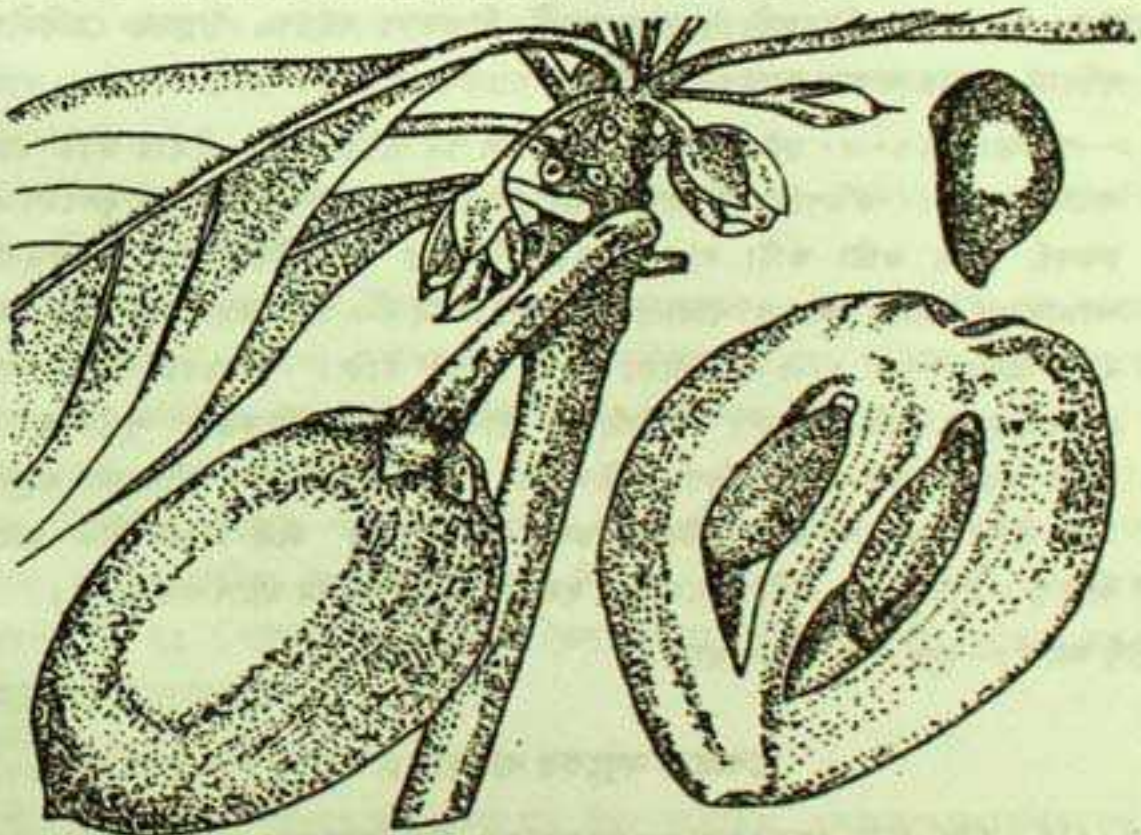
346. Achras sapota Linn. (সপেটা)

Genus—BASSIA Linn.

347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)

ভাষানুসারী নাম :—মধূক—সংস্কৃত ; মহুয়া, মউল—বাংলা ; মহুয়া—হিন্দি ; মোহাচাবৃক্ষ, মোহবৃক্ষ—মহারাষ্ট্র ; মহুড়ো—গুজরাট ; মহইপ্পে—কর্ণাট ; কট্‌—ইল্লুপি—তামিল ; ইপা, পিন্না—তেলেগু ; ইরিপ্পা—মালয়।

> মধুকো মধুবৃক্ষঃ স্যাৎ মধুষ্ঠীলো মধুস্রবঃ।
> গুড়পুষ্পো লোধ্রপুষ্পো বানপ্রস্থশ্চ মাধবঃ॥
> মধূকং মধুরং শীতং পিত্তদাহশ্রমাপহম্।
> বাতলং জন্তুদোষঘ্নং বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ

নামপর্য্যায় :—মধূক, মধুবৃক্ষ, মধুষ্ঠীল, (মধুপুষ্পগর্ভ যাহার) মধুস্রব, গুড়পুষ্প, লোধ্রপুষ্প বানপ্রস্থ (বনৈকদেশে জাত), মাধব—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মধূক—মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। ইহা বায়ুকারক। ক্রিমিদোষনাশক। বীর্য্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি কারক।

জন্মস্থান :—মধ্যভারত, পশ্চিমঘাট, কুমায়ুন, হুগলী, সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলে জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—পত্রাচ্ছাদিত ৪০-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ইহার গুঁড়ি ছোট, ও গোলাকার। কচিপাতা ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ, ছালে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লাল ও শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত। গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, লম্বাকৃতি, মাথা বলা, পত্রের শিরা ১০-১২টি থাকে, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ¾ ইঞ্চি লম্বা। শ্বেতবর্ণ, নরম ও মিষ্টরসযুক্ত। বহির্ব্বাস ⅝ ইঞ্চি, গোড়ায় বিভক্ত। পুংকেশর ২৪-২৬টি, স্ত্রীকেশর দণ্ড ১ ইঞ্চি কিম্বা অধিক লম্বা। ফল গোলাকার, শাঁসযুক্ত, সবুজবর্ণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা ; পাকিলে পটলের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। ফলে ১-৪টি বীজ থাকে ; বীজ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, ফল, পত্র ও ছাল।

বৈদ্যকে মধূকের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে মধূকত্বক্কাথ—মধূকত্বকের অন্তর্ধূমদগ্ধকার রক্তপিত্তী ঘৃতমধুযোগে সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) গ্রহণীতে মধূকপুষ্প—মধূকপুষ্পের রস মৃৎপাত্রে

জাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার ষ্ট অংশ মধু মিশ্রিত করিয়া আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। এই আসব পান করিয়া পথ্য সেবন করিলে গ্রহণীদোষ জয় করা যায় (চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—হিক্কায় মধূকপুষ্প—মধূকপুষ্প মধুযোগে উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (হিক্কা চিঃ)।

মুলদ্রব্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—মধূকের ফুল হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। উহা উষ্ণ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। ইহা "রাম্" নামক মদ্যের সমান। এদেশে মহুয়ার মদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগণা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মহুয়ার মদ্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহুয়ার মদ্য অতিসার ও গ্রহণীরোগে হিতকর। ইহার ফুলের কাথ চিনির সহিত পান করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, কাস ও শরীরের জড়তা বিনষ্ট হয় এবং ইহার তৈল শিরঃপীড়া, বাত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

পাকা মহুয়া ফলের বীজ পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়। উহা অতিশয় ঘন। যেখানে মহুয়া গাছ জন্মে তথাকার গরীব লোকেরা ইহার তৈল জ্বালানো ও রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করে। ইহার তৈল প্রথমে শ্বেতবর্ণ দেখায় পরে পীত ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। নারিকেল তৈলের ন্যায় ইহার তৈল শীতকালে জমিয়া যায় এবং শ্বেতবর্ণ দেখায়। সাঁওতালেরা মহুয়া ফুলের রুটি তৈয়ারী করিয়া খায় এবং সন্ধিবাতে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করে। মহুয়ার ফুল খাইলে মত্ততা আসে। ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও পুষ্টিকর। পাহাড়ী লোকেরা ইহার তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে। ইহা ঘৃতের সহিত দেওয়া চলে। ছালের কাথ উগ্র ও বলকারক (Irvine)।

Dr. Voigt বলেন ইহার তৈল গায়ে মাখিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মহুয়ার ফুল সর্দিতে ব্যবহার হয়।

মহুয়া উত্তেজক, শান্তিকর, উষ্ণবীর্য্য, ধারক ও বলকারক। ডাঃ উদয় চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা "রাম" অপেক্ষা পাকযন্ত্রের কম ক্ষতিকারক এবং শরীরের পুষ্টির পক্ষে Beer-এর সমান। মহুয়া হইতে অনেক শক্তিকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

মহুয়া ফুল, গাম্ভার ছাল, রক্তচন্দন, উশীর মূল (Andropogon muricatus), ধনে, কিস্‌মিস্ এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, পরে ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, মূর্চ্ছা এবং শরীরের জড়তা নষ্ট হয় (শার্ঙ্গধর)। মহুয়ার তৈল মাথায় দিলে মাথাধরা আরাম হয়। মহুয়ার খইল বমনকারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ

ফুল—ইহা হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয় উহা সঙ্কোচক, রসায়ন, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধকর, বলকারক, ধাতুশোধক।

ফুলের কল্ক—কাসে উপকারী।

শুষ্কফুল—'একশিরা' রোগে অনুলোম হিসাবে লেপরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ঘৃতে ভাজিয়া অর্শ রোগে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ছালের কল্ক—সঙ্কোচক এবং রসায়ন। সংজ্ঞা বিষ।

মন্তব্য :—চারক স্বাবরতৈলযোনিবর্গে মধূক পঠিত হইয়াছে (সূত্র ১৭ অ:)। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"মধূককাশ্মর্য্যপলাশতৈলানি কফপিত্ত প্রশমনানি" (সু: ৪৫ অ:)। চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে মধূক পঠিত হইয়াছে।

মৌয়া ফুলের রস রসায়ন এবং গণ্ডমালা ও বাতে প্রশস্ত। ইহার পুষ্প পোষক, বল্য, স্নিগ্ধ অপিচ মাদক। ইহার তৈল শির-পীড়া, ক্ষত, বাত এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচে এবং চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করা হয়।

Fig.—Bedd., Fl. Syl., t. 41 ; Kirtikar & Basu; Ind. Med. Pl., t. 580.

Ref.—F. B. I., iii, 544 ; Roxb., F. I., ii, 526 ; B. P., i, 649 ; Dymock, ii, 354.
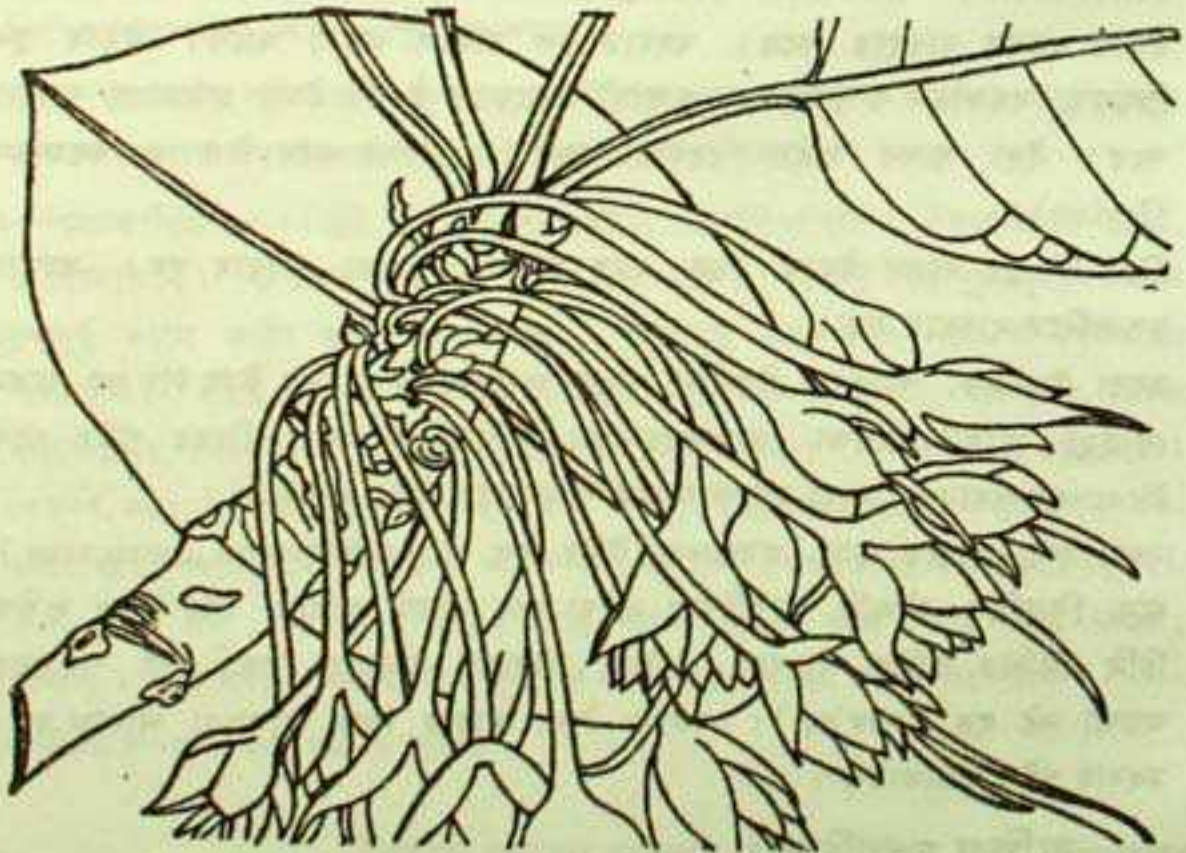
347. **Bassia latifolia Roxb.** (মহুয়া)

348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

ভাষানুসারী নাম :—জলমধুক—সংস্কৃত ; জলমহুয়া—বাংলা ; মহুয়া—হিন্দি ; ইলুপপাই, কাঠ্ ইলুপি—তামিল ; ইপ্পি, উব্বিইপ্পা—তেলেগু ; ইব্বিপ্পা—মালয় ; মউয়া—বোম্বে।

> অন্যো জলমধুকো মঙ্গল্যো দীর্ঘপত্রকো মধুপুষ্পঃ।
> ক্ষৌদ্রপ্রিয়ঃ পতঙ্গঃ কীরেষ্টো গৈরিকাক্ষশ্চ ॥
> জ্ঞেয়ো জলমধুকস্তু মধুরো ব্রণনাশনঃ।
> বৃষ্যো বান্তিহরঃ শীতো বলকারী রসায়নঃ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—জলমধুক, মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট, গৈরিকাক্ষ—এই কয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—জলমধুক—মধুররস, ব্রণনাশক, শুক্রজনক, বমননাশক, শীতবীর্য্য, বলকারক এবং রসায়ন।

জন্মস্থান :—কঙ্কন, মালাবার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট, সিংহল, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৪০-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের শিরা ১২টি ; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে একটি ফুল হয়, ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু বক্র ও মোটা। বহির্বাস ⅓-½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ইহার পাপ্ড়ি ৬টি, ১-২ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। পুংকেশর লোমযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় নারিকেল ফুলের ন্যায়। পক্ব ফল পীতবর্ণ, ইহাতে শাঁস আছে। ফল খাওয়া যায়, ফল মিষ্ট। ফলে একটি কিম্বা দুইটি বীজ থাকে, কখন বা ৩।৪টি থাকে। ইহার ফল মহুয়ার ফল হইতে কিছু ভিন্ন, ফল অধিক পরিমাণে জন্মে। কর্দ্দম মিশ্রিত পলিমাটিতে ইহা ভাল জন্মে ; এই কারণে ইহার সংস্কৃত নাম জলমধুক। নভেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল হয়, প্রায় দুইমাস পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফুল, বীজ ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জলমধুক ধারক ও পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। মহুয়ার মত ইহার ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। মহুয়ার বীজ পেষণ করিলে তৈল বাহির হয়, কিন্তু এই মহুয়ার ফুল হইতে চোয়াইয়া তৈল বাহির হয়। এই তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর। ফুল মৃদু বিরেচক। ইহার আঠা বাতের পক্ষে হিতকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছালের কাথ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহা হইতে তৈল ও মদ্য উভয়ই পাওয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের ছালের কল্ক :—সঙ্কোচক, স্নিগ্ধতাকারক, উকুনের বীজনাশক।

ফুল—বিরেচক, সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক, সর্পবিষে উপকারী, মৎস্যবিষ।

বীজের তৈল :—চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।

আঠার মত রস :—বাতে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 147 ; Bedd., Fl. Syl., t. 42 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 581.

Ref.—F. B. I., iii. 544 ; Roxb., F. I., ii, 523 ; Watt, i, Pt. II, 415.
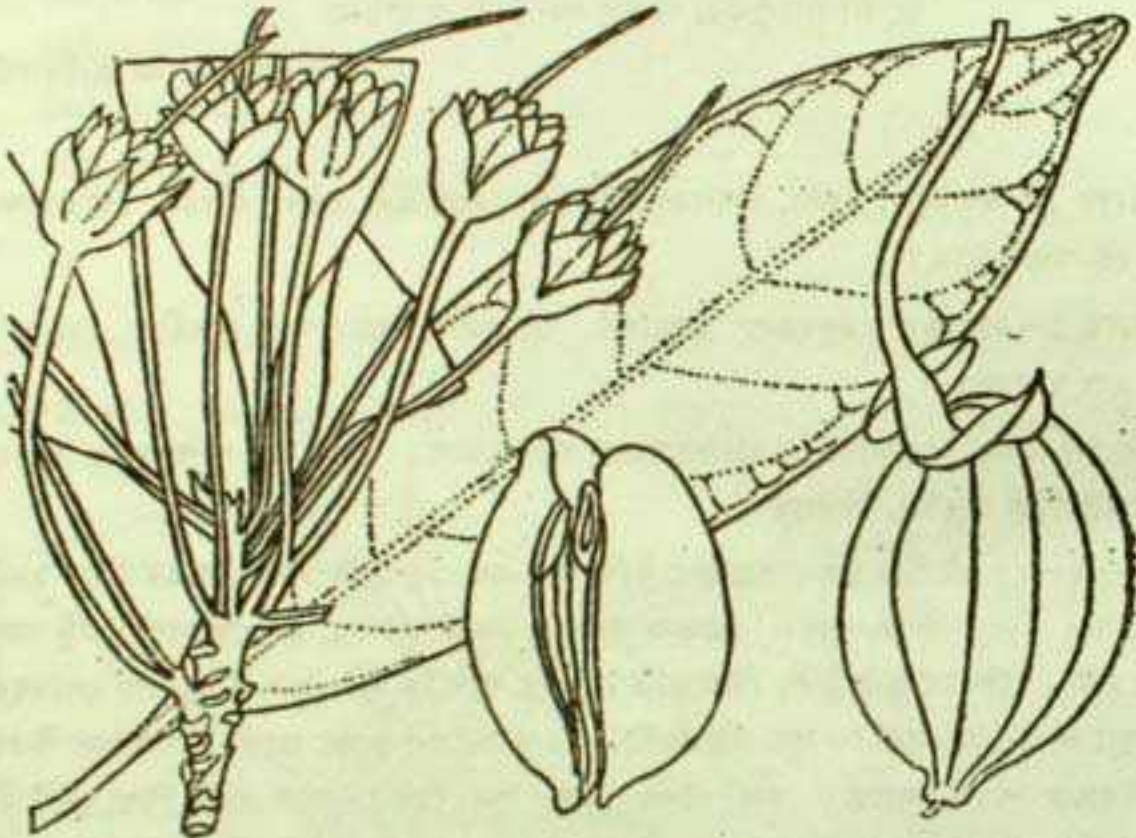
348. Bassia longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Genus—MIMUSOPS Linn.

349. M. elengi Linn. (বকুল)

ভাষানুসারী নাম :—বকুল—সংস্কৃত ; বকুল—বাংলা ; মৌলসিরী, বকুল—হিন্দি ; বকুঠ—মহারাষ্ট্র ; বোলসরী, বরসোলী—গুজরাট ; কবক—কর্ণাট ; মোগদম্, ম্যাগিলম্—তামিল ; পোগডচেট্টু, ভকুলামু, পগাদা-মারু—তেলেগু ; বকুল—কঙ্কন ; বকুলম্—মালয় ; বউল-কলি—উড়িয়া।

বকুলস্তু সীধুগন্ধঃ স্ত্রীমুখমধুদোহলশ্চ মধুপুষ্পঃ।
সুরভির্ভ্রমরানন্দঃ স্থিরকুসুমঃ কেসরশ্চ শারদিকঃ ॥
করকঃ সীধুসজ্ঞস্তু বিশারদো গূঢ়পুষ্পকো ধন্বী।
মদনো মত্তামোদশ্চিরপুষ্পশ্চেতি সপ্তদশসজ্ঞঃ ॥
বকুলঃ শীতলো হৃদ্যো বিষদোষবিনাশনঃ।
মধুরশ্চ কষায়শ্চ মদাঢ্যো হর্ষদায়কঃ ॥
বকুলকুসুমং চ রুচ্যং ক্ষীরাঢ্যং সুরভি শীতলং মধুরম্।
স্নিগ্ধকষায়ং কথিতং মলসংগ্রাহকারকং চৈব ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—বকুল, সীধুগন্ধ, স্ত্রীমুখমধুদোহল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, কেসর, শারদিক, করক, সীধুসজ্ঞ, বিশারদ, গূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মত্তামোদ, চিরপুষ্প—এই সতেরটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—বকুল—শীতবীর্য্য হৃদ্য, বিষদোষনাশক, মধুর রস, বিপাকে কষায় রস, মদাঢ্য এবং হর্ষদায়ক।

বকুল ফুল—রুচিকারক, ক্ষীরাঢ্য, সুরভি, শীতবীর্য্য, মধুর রস, বিপাকে মধুর কষায় রস, এবং মলসংগ্রাহক বলিয়া কথিত আছে।

জন্মস্থান:—পশ্চিম ঘাটের জঙ্গলে জন্মে; বর্মা, সিংহল, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা:—৪০–৫০ ফুট উচ্চবৃক্ষ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, ফাটা-ফাটা। কাষ্ঠ শক্ত ও ভারী, বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ; ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোড় বিষম চতুর্ভুজাকৃতি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। শুষ্ক হইলেও বহুদিন সৌগন্ধ থাকে। বহির্ব্বাস ৮ ভাগে বিভক্ত, ⅙ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। পাপ্‌ড়ি ১৬–২০টা, লম্বাকৃতি, ⅓-½ ইঞ্চ শ্বেতবর্ণ। শক্ত লোমযুক্ত। পুংকেশর ৮টি, সরু কব্বাতের ন্যায় কল্পিত। ফল ½-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ফলে একটা বীজ আছে। পীতবর্ণ, কষায় ও আঠাযুক্ত। বকুলের আর একটি নাম ভ্রমরানন্দ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—ত্বক্, শাঁস, বীজ।

বৈদ্যকে বকুলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত:—(১) চলদন্তে বকুল ফল—বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে চলিত দন্ত শক্ত হয় (দন্তরোগ—চঃ)। (২) চলদন্তে বকুলত্বক্—বকুলত্বকে কাথে পিপ্পলীচূর্ণ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক কবল করিলে, চলিতদন্ত সুদৃঢ় প্রাপ্ত হয়। দন্তরোগ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কঙ্কনদেশে ইহার মূল ও অপক্ব ফলের কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করে।

Makhzor লেখক বলেন যে, ইহার অপক্ব ফল ও বীজের ধারকতা শক্তি আছে। ছালের কাথ ধারক বলিয়া শ্লৈষ্মিক স্রাবে, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনালীর এবং মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে, ইহার শুষ্ক ফুলের গুঁড়ার নস্য লইলে Ahwah নামক নাসারোগ আরাম হয়। এই রোগে অতিশয় জর হয়, মাথা ধরে, গলায়, স্কন্ধে ও শরীরের অপরাপর স্থানে অতিশয় যন্ত্রণা হয় (Dymock)।

বালকদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ইহার ছালের কাথ ধারক ও বলকারক। বকুলছালের কাথে লালা বাহির করিবার শক্তি আছে (Dr. B. N. Basu)। বকুলের ফুল চোলাই করিয়া দক্ষিণভারতের লোকে ব্যবহার করে। ইহা উত্তেজক এবং সৌগন্ধযুক্ত (Pharm Ind.)।

পাকা ফলের শাঁস মিষ্ট ও ধারক ; ইহা পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (Watt)। বকুলছালের কাথে, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে কুলি করিলে শিথিলদন্ত বসিয়া শক্ত হয় ও দাঁত দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

বকুলছালের মধ্যভাগ শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া দিবসে ৩।৪ বার ৫।৭ দিন ধরিয়া দাঁতে লাগাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও নড়া দাঁত আরাম হয়। বকুল, বট, অশ্বথ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুরের ছালের কাথ দ্বারা কুলি করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়।

শুষ্ক বকুল ফুল চূর্ণ নাকে নস্য লইলে নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া কফজনিত জ্বর ও মাথাধরা আরাম হয়।

বকুলবীজ ১ তোলা, হস্তিদন্তের গুঁড়া ৩ তোলা একত্র পোড়াইয়া গুহ্যদ্বারে ধূম দিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব আরাম হয়।

বকুলের ছাল অথবা বকুলবীজের শাঁস দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা আরাম হয়।

বকুলবীজ ৫টি, কাঁকরোল বীজ ৫টি এবং উক্ত পরিমাণ নীলবড়ি, সমুদ্রফেনা, শুঠ, পিপুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, রসসিন্দুর ও ধানীলঙ্কা ২টী, একত্র বাসি হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূল প্রদাহ ও কর্ণমূল ফোলা আরাম হয়।

বকুলছাল, আদা, পান, পেঁয়াজ, সোডা ও খেসারীর ডাইল সমভাগে লইয়া টাট্‌কা গোমূত্রে বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইয়া যায়।

বকুলবীজের শাঁস কাঁজিতে বাটিয়া তিল তৈলের সহিত ফুটাইয়া মস্তকে ও কপালে লাগাইলে উন্মাদ আরাম হয়।

Glossary : —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল :—সঙ্কোচক, রসায়ন, জ্বরে উপকারী।

পাতা :—সর্পদংশনে উপকারী।

পাকা ফলের খোসা :—সঙ্কোচক, পুরাতন আমাশয়ে বিশেষ উপকারী।

বীজ—বালকদের কোষ্ঠবদ্ধতায়, বীজ চূর্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়।

মন্তব্য :—বকুলের কোমল শাখা, পত্র এবং পত্রবৃন্ত ভাজিলে আঠা বাহির হয়, কিন্তু ইহা ক্ষীর বৃক্ষের মধ্যে পঠিত হয় নাই। চরক—আসবযোনি ফলবর্গে বকুল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ২৫ অঃ)। বকুলফুল চূর্ণ মল সংগ্রাহক।

Fig.—Wight. Ic., t. 158 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 40 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583.

Ref.—F.B.I., iii, 548 ; Roxb., F.I., ii. 236 ; B.P., i. 649 ; Prain, H.H., 233.
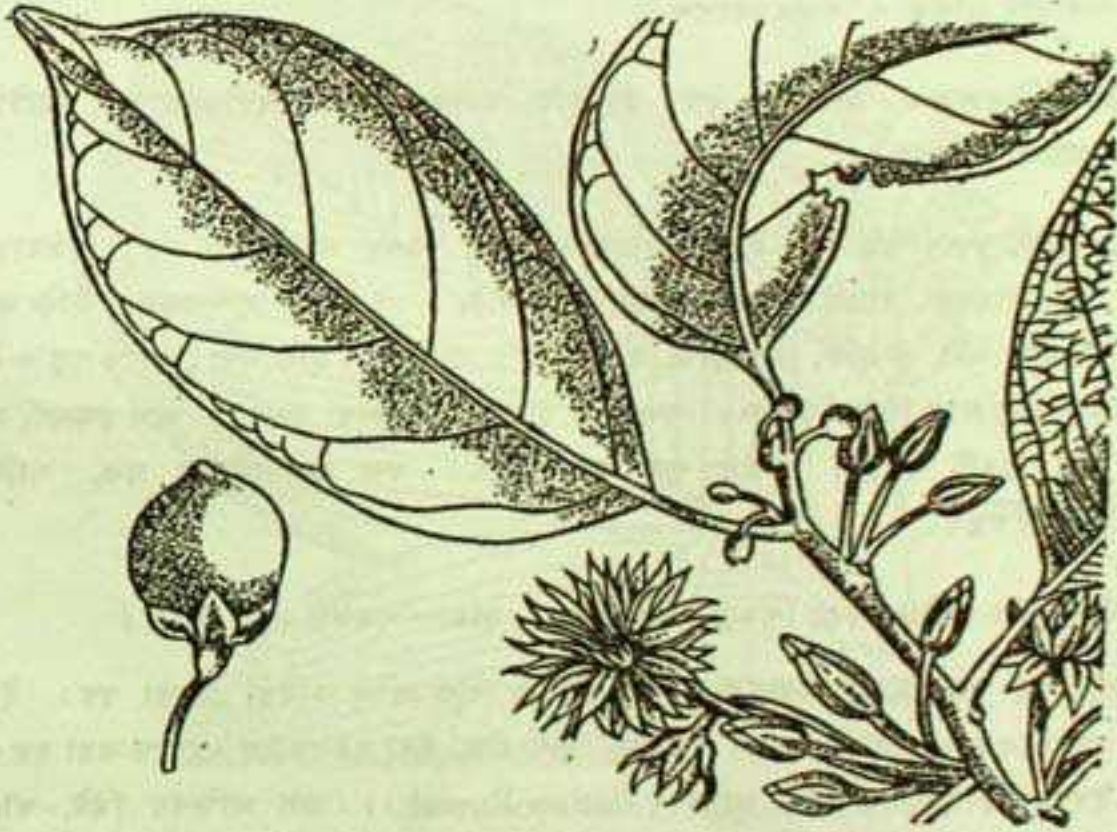
349. Mimusops elengi Linn. (বকুল)

350. M. kauki Linn. (খিরনী)

ভাষানুসারী নাম :—ডলবৃন্ত, ক্ষিরিকা—সংস্কৃত ; খিরনী—বাংলা ; খিরনি—হিন্দি ; কৌকি—মহারাষ্ট্র ; পালাই—তামিল ; মনিলাকারা—মালয় ; খিরনি—বোম্বে।

ক্ষীরিণী কাঞ্চনক্ষীরী কর্ষণী কটুপর্ণিকা।
তিক্তদুগ্ধা হৈমবতী হিমদুগ্ধা হিমাবতী।
হিমাদ্রিজা পীতদুগ্ধা যবচিঞ্চা হিমোদ্ভবা।
হৈমী চ হিমজা চেতি চতুরেকগুণাহ্বয়া॥
ক্ষীরিণী কটুতিক্তা চ রেচনী শোফতাপনুৎ।
ক্রিমিদোষকফঘ্নী চ পিত্তজ্বরহরা চ সা॥

রাজনিঘন্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—ক্ষীরিণী, কাঞ্চনক্ষীরী, কর্ষণী, কটুপর্ণিকা, তিক্তদুগ্ধা, হৈমবতী, হেমদুগ্ধা, হিমাবতী, হিমাদ্রিজা, পীতদুগ্ধা, যবচিঞ্চা, হিমোদ্ভবা, হৈমী, হিমজা,—এই চৌদ্দটী নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—ক্ষীরিণী—কটুতিক্তরস, বিরেচক, শোথের তাপনাশ কারক। ক্রিমিদোষ, কফদোষ নাশক ও পিত্তজ্বরনাশক।

জন্মস্থানঃ—মুলতান, লাহোর, বর্মা, রত্নগিরি, হসিয়ারপুর, গুজরানওয়ালা ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—বৃহৎ বৃক্ষ ; পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা, কখন কখন সরু হয়। ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমযুক্ত, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্বাস ৬টী, ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও ধূসরবর্ণ। পাপ্ড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা ; পুংকেশর ৬-৮টি, করাতের ন্যায় কিম্বা বিভক্ত। ফল ⅔-১ ইঞ্চি, গোলাকার, মসৃণ। ফলে কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ বীজ ৩।৪টি থাকে। বসন্তে ফুল ও ফল হয়। ফল জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—বীজ, ফল, শিকড় এবং ছাল। মাত্রা—পত্রকল্ক ১-৪ আনা।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—চক্ষু উঠিলে বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জ্বর নাশক ও বলকারক গুণ আছে। বীজ উগ্র, ইহা কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ করা হয় এবং ইহার ক্রিমিনাশক শক্তি আছে (Baden-Powel)। ফল অতিশয় মিষ্ট, গাছের আঠা কানের বেদনা ও গলার বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Dr. Emerson)।

শিকড়ের ছাল ধারক। পত্র পেষণ করিয়া হরিদ্রা ও আদার সহিত ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (Drury)।

ইহা একটি বলকারক ঔষধ, কাস ও শ্বাসনালীর প্রদাহে ব্যবহৃত হয়।

ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়।

খিরনী ফল ও কয়েৎবেল একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের মেচেতা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—রসায়ন, জ্বরনাশক, ক্রিমিনাশক, গুঁড়া চক্ষুরোগে উপকারী। কুষ্ঠ, পিপাসা, প্রলাপ এবং নানাপ্রকারের অনিয়মিত স্রাবে উপকারী।

মূল ও ছাল—সঙ্কোচক, বালকদিগের উদরাময়ে জলের সহিত বাটিয়া মধুসহ ব্যবহারে উপকারী।

পত্র—ইহা তিলতৈলের সহিত ফুটাইয়া ছালের গুঁড়ার সহিত ব্যবহারে বেরি বেরি আরাম হয়।

Fig.—Hook., Bot. Mog., t. 3157 ; Rumph., Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583 B.

Ref.—F. B. I, iii, 549 ; Wall. Cat., 4149.
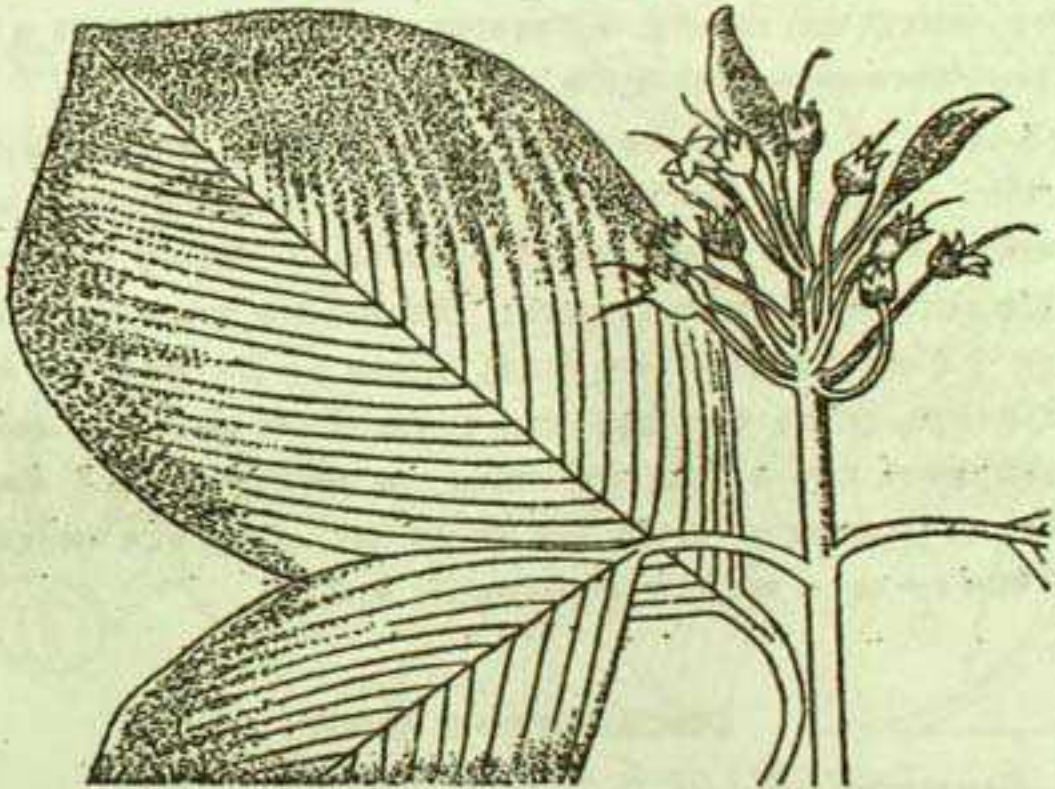
350. Mimusops kauki Linn. (খিরণী)

351. M. hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

ভাষানুসারী নাম :—রাজাদন—সংস্কৃত ; ক্ষীরখেজুর—বাংলা ; ক্ষীরী—হিন্দি ; রায়নী—মহারাষ্ট্র ; কেণী—বোম্বে ; পালা—তামিল ; মাবিলে, পালা—তেলেগু ; রেবলে—কর্ণাট ; পালা—মালয়।

রাজাদনো রাজফলঃ ক্ষীরবৃক্ষো নৃপদ্রুমঃ ।
নিম্ববীজো মধুফলঃ কপীষ্টো মাধবোদ্ভবঃ ॥
ক্ষীরী শুকফলঃ প্রোক্তঃ শুকেষ্টো রাজবল্লভঃ ।
শ্রীফলোঽথ দৃঢ়স্কন্ধঃ ক্ষীরশুক্লস্ত্রিপঞ্চধা ।
রাজাদনী তু মধুরা পিত্তহৃদ্গুরুতর্পণী ।
বৃষ্যা স্থৌল্যকরী হৃদ্যা সুস্নিগ্ধা মেহনাশকৃৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—রাজাদন রাজফল, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপদ্রুম, নিম্ববীজ, মধুফল, কপীষ্ট, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরী, শুকফল, শুকেষ্ট রাজবল্লভ, শ্রীফল, দৃঢ়স্কন্ধ ও ক্ষীরশুক্ল—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—রাজাদনী—মধুররস, পিত্তনাশক, গুরুপাক, তর্পণী, বলকারক, স্থূলতাকারক, হৃদ্য, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং মেহরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—গুজরাট, বম্বে, দাক্ষিণাত্য ও উত্তরভারত। বাঙ্গলায় বাঁকুড়া জেলায় ও বিহারের বহড়াগোড়াঅঞ্চলে ও পশ্চিম ভারতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—২৪-২৫ ফুট উচ্চ, চির পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ অথবা গুল্ম। গাছের গুঁড়ি সরল ও দেখিতে অতি সুন্দর। ছাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, বড় গাছে বিস্তর কোটর হয়। কাষ্ঠ শক্ত, লাল অথবা বেগুনের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (Gamble)। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, চর্মবৎ, উভয় পৃষ্ঠা সবুজবর্ণ। বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট। ফুল ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ, পুংকেশর ৬-৮ টি। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা ও ¼ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে একটি কিংবা দুইটী কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ বীজ আছে। পক্ক ফল খাইতে মিষ্ট। বীজ হইতে তৈল হয়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ফল। মাত্রা, পত্রকল্ক ১-৪ আনা।

বৈদ্যকে রাজাদনের ব্যবহার।

চরক :—পিত্তপ্রদরে রাজাদন পত্র—রাজাদন ও কয়েতের পাতা সমভাগে পেষণ পূর্বক গব্যঘৃতে ভাজিয়া পিত্তপ্রদর রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—রাজাদন ফল এবং কয়েত, একত্র পেষণপূর্বক মুখে লেপন করিলে, মুখের মেচেতা আরাম হয় (চিঃ ২০ অঃ)।

মূলপ্রাচ্যদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের গুণ বকুল ছালের ন্যায়। কঙ্কনদেশে সোঁদাল পাতা, গরুর চোনা এবং Caloplyllum inophyllum এর বীজের সহিত ইহার আঠা যোগে মলম করিয়া ফোড়ার আরাম করিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—সংকোচক, রসায়ন, তিক্ততাকারক, বেদনা নাশক ও বলকারক।

মন্তব্য :—চরকের 'দশেমানি'তে রাজাদন পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে পক্ককারি বর্গে পাঠ করিয়াছেন। রাজাদন শব্দের অর্থ রাজভোজন যোগ্য। ইহার ফলকে লক্ষ্য করিয়াই রাজাদন নাম রাখা হইয়াছে। রাজাদনের ঠিক বাংলা নাম নাই। কেহ কেহ ক্ষীরখেজুর বলেন।

Fig.—Wight, Ic., t. 1587 ; Rumph., Herb. Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 584.

Ref.—F. B. I., iii., 5149; Wall. Cat., 4148, A. B ; Roxb., F. I, ii. 238 ; Brandis, For. Fl., 291 ; Dalz. & Gibs, Bomb. Fl., 140.
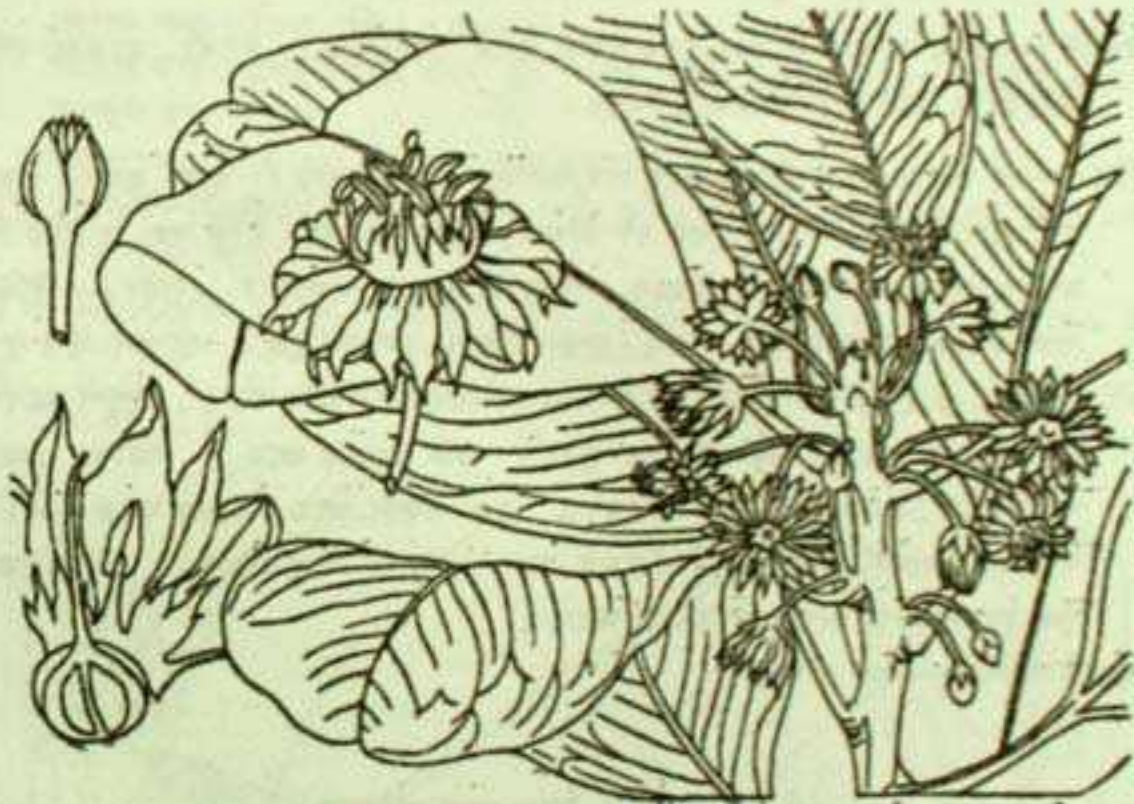
351. Mimusops hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

LXII. EBENACEAE.

Geuns—DIOSPYROS Pers.

352. D. embryopteris Pers. (গাব)

ভাষানুসারী নাম :—তিন্দুক—সংস্কৃত ; গাব—বাংলা ; গাব, মাকুরকেন্দী—হিন্দি ; টেম্বূ—বোম্বে ; তুম্বিক, তুম্বিক্—তেলেগু ; পানিচিকা, তুম্বিক, কাট্টাত্তি—তামিল ; বানাচি—মালয় ; টেম্বুর্নি আপন—মহারাষ্ট্র ; টিমবো—গুজরাট ; কপ্‌ক—কর্ণাট।

তিন্দুকো নীলসারশ্চ কালস্কন্ধোঽতিমুক্তকঃ।
স্ফূর্জকো রামণশ্চৈব স্ফূর্জনঃ স্যন্দনাহ্বয়ঃ ॥
তিন্দুকস্য কষায়ঃ স্যাৎ সংগ্রাহী বাতকৃত্ পরঃ।
পক্বস্তু মধুরঃ স্নিগ্ধো দুর্জরঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—তিন্দুক, নীলসার, কালস্কন্ধ, অতিমুক্তক, স্ফূর্জক, রামণ, স্ফূর্জন, স্যন্দন—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—তিন্দুক—কষায় রস, মলসংগ্রাহক, অতিশয় বায়ুকারক। পাকা ফল—মধুর রস, স্নিগ্ধতাকারক, দুর্জর। শ্লেষ্মাকারক ও গুরুপাক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট সবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি গাছ। ছাল মসৃণ, গাঢ় ধূসর বর্ণ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসর বর্ণ কাল দাগযুক্ত। পত্র ৫½ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, কোমল লোমাবৃত, উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ মোটা। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পুংপুষ্প ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে থাকে, ১-½ ইঞ্চি, ৩টি হইতে ৬টি ফুল হয়। বহির্বাস বাটির মত। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, প্রায় জোড়া, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র, ১—৫টি একত্রে জন্মে। গর্ভাশয় লোমযুক্ত, আট ভাগে বিভক্ত। ফল সাধারণতঃ এক একটা জন্মে; ফলের ব্যাস ১—২ ইঞ্চি, পাকিলে পীতবর্ণ, মিষ্ট, ইহার শাঁসের মধ্যে ৪—৮টি বীজ থাকে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও ফল।

বৈদ্যকে তিন্দুকের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট :—গাত্রসবর্ণকরণে তিন্দুকফল—ক্ষত আরাম হইলেও কখন ক্ষতস্থান গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—শুভ্র থাকে, এস্থলে কাঁচা গাব ফলের রস লেপন করিলে, শুভ্রবর্ণ অপগত হইয়া গাত্র সাবর্ণ্য জন্মিয়া থাকে (উঃ ৩২ অঃ)।

হারীত :—অতিসারে তিন্দুকবল্ক—দুইটি গাব গাছের ছাল গাম্ভারীপত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া রস নিষ্কাশন করিবে। এই রস মধুযোগে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয় (চিঃ ৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—অগ্নিদগ্ধে তিন্দুকফল - অপক্ব তিন্দুক ফলের ক্বাথ পুনঃপাকে ঘনীভূত করিয়া গব্যঘৃত যোগে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে লেপন করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে (আগন্তুব্রণ—চিঃ)।

রক্তসেনঃ—শিশুর হিক্কায় তিন্দুক পুষ্প ও ফল—তিন্দুকের পুষ্প বা ফল মধুযোগে শিশুকে লেহন করাইলে, শিশুর হিক্কা প্রশমিত হয় (বালরোগাদি :—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল ও ত্বক ধারক। অপক্ক ফলের রস চর্ম পরিষ্কার করিবার জন্য এবং মৎস্য ধরা জালে রং দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহার বীজ উদরাময়ে ব্যবহারের জন্য সাধারণ লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে (Dymock)।

ভারতীয় ভৈষজ্যে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল ও কাণ্ডের ছাল—সঙ্কোচক।

বীজের তৈল—উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে উপকারী।

অপক্ক ফল—তিক্ত, কটু। তৈলাক্ত।

ফলের রস—মুখের ঘায়ে এবং মুখ ধৌত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আঘাত এবং ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

ছাল—আমাশয়ে এবং অবিরাম জ্বরে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক উর্দ্ধপ্রশমনবর্গে তিন্দুক পাঠ করিয়াছেন। অপক্ক ফলের রসে নৌকার তলদেশ রং করে।

Fig :—Bently & Trim., Med. P., iii, t. 168 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 586 ; Talbot. For, Fl, Bombay , ii, 171 (1911).

Ref · F. B. I., iii, 556 ; Roxb., F. I, ii, 533 ; B. P. I., 653 ; Prain, H. H., 233.
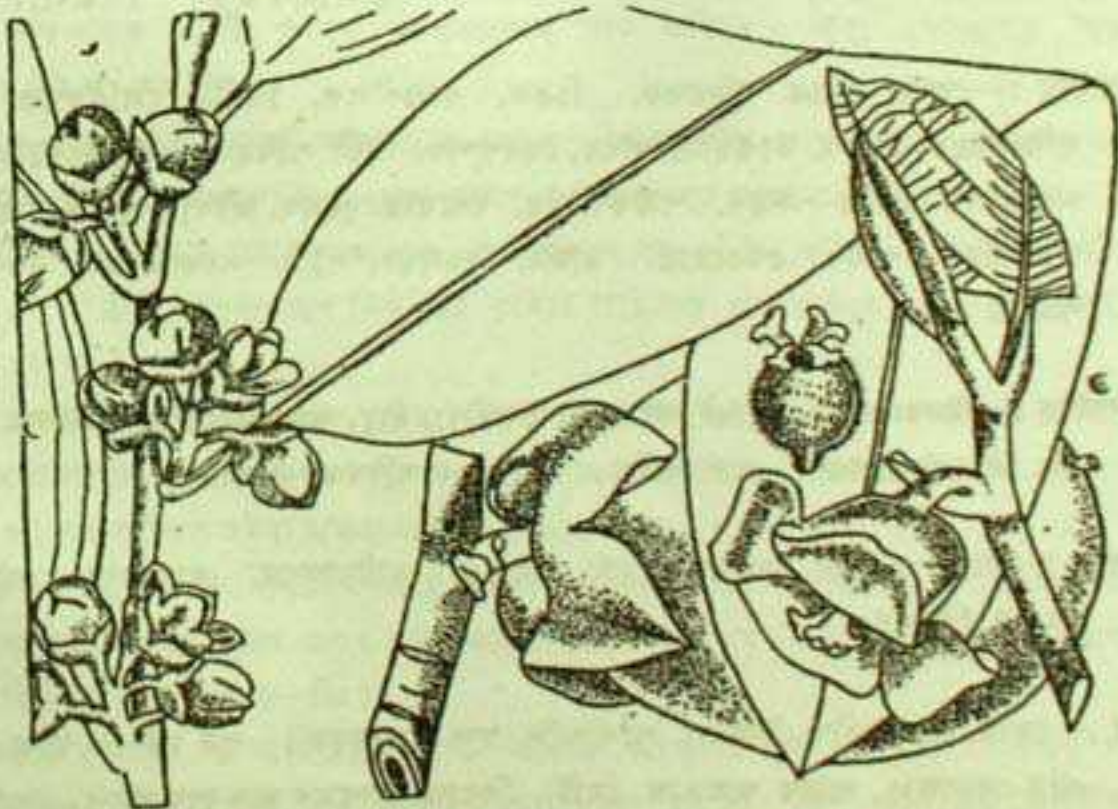
352. Diospyros embryopteris Pers. (গাব)

LXIII. STYRACEAE.

Genus– SYMPLOCOS Roxb.

353. S. racemosa Roxb. (লোধ)

ভাষানুসারী নাম :—লোধ্র —সংস্কৃত ; লোধ—বাংলা ; লোধ—হিন্দি ; লোধ—মহারাষ্ট্র ; লোধ—কর্ণাট ; লোদর—গুজরাট ; লোডুগা, ভেরলোডুগচেট্টগ—তেলেগু ; লোধ—বোম্বে , ভোম্রতি—আসাম ; লোৎসম্বুলু—সিংহল।

> লোদ্ধ্রো রোদ্ধ্রো তিল্বতরুশ্চিল্লকঃ কাণ্ডকীলকঃ।
> তিরীটো লোধ্রকো বৃক্ষঃ শম্বরী হস্তিরোধ্রকঃ॥
> তিল্বকঃ কাণ্ডহীনশ্চ শাবরো হেমপুষ্পকঃ।
> তিল্লী শাবরকশ্চৈব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহ্বয়ঃ॥
> ক্রমুকঃ পট্টিকারোধ্রো বৃক্ষরোধ্রো বৃহদ্দলঃ।
> জীর্ণবুধ্নো বৃহদ্বল্কো জীর্ণপত্রোঽক্ষিভেষজঃ॥
> শাবরঃ শ্বেতরোধ্রশ্চ মার্জনো বহুলত্বচঃ।
> পট্টী লাক্ষাপ্রসাদশ্চ বল্কলো বাণভূহ্বয়ঃ॥
> লোধ্রদ্বয়ং কষায়ং স্যাৎ শীতং বাতকফাস্রনুৎ।
> চক্ষুষ্যং বিষহৃত্তত্র বিশিষ্টো বল্করোধ্রকঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—লোধ্র, রোধ্র, তিল্বতরু, চিল্লক, কাণ্ডকীলক, তিরীট, লোধ্রকবৃক্ষ, শম্বর, হস্তিরোধ্রক, তিল্বক, কাণ্ডহীন, শাবর, হেমপুষ্পক, তিল্লী, শাবরক,—এই পনেরটী নাম। অন্যপ্রকার লোধ্র--ক্রমুক, পট্টিকারোধ্র, বৃক্ষরোধ্র, বৃহদ্দল, জীর্ণবুধ্ন, বৃহদ্বল্ক, জীর্ণপত্র, অক্ষিভেষজ, শাবর, শ্বেতরোধ্র, মার্জন, বহুলত্বচ, পট্টী, লাক্ষাপ্রসাদ, বল্কল এই পনেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—উভয় প্রকার লোধই কষায়রস, শীতবীর্য্য, বায়ু, কফ এবং রক্তদোষনাশক, চাক্ষুষ্য এবং বিষদোষনাশক। তবে দ্বিতীয় প্রকার লোধ অধিকগুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, বিহার, ছোটনাগপুর, মালাবার ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ,—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি হ্রস্ব লোমযুক্ত ; পত্র ১½—৫ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলকার, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, শিরাগুলি অনেক দূরে দূরে থাকে। বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। গর্ভাশয়ে

৩টি বিভাগ আছে, লোমযুক্ত। কস ½ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া। আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী এই (Symplocos) জাতীয় গাছকে Symplocaceae family ভুক্ত করা বিধেয়।

লোধ্র গাছ বঙ্গদেশে দেখা যায় না। আজকাল বাজারে যে লোধ্র দেখা যায় উহার কতকগুলি ইষ্টকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আর কতকগুলি ফিকে শ্বেতবর্ণ। শেষোক্তগুলিকে শাবর লোধ্র বলে। কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের ২৯ শ্লোকে লালবর্ণ শরক্ষ উপবিষ্ঠিত সিংহকে পর্বতের ধাতুময় উপত্যকায় প্রফুটিত লোধ্র বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শীতের প্রারম্ভে ফল ও বসন্তকালে ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, পত্র। মাত্রা—ছালচূর্ণ ২—৮ আনা। ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে লোধ্রের ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে** লোধ্র—লোধ্রকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন সমভাগ, শর্করাসহ পেষণ পূর্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** লোধ্র—লোধ্রকাষ্ঠ পেষণ পূর্বক, কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দন করিবে বা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **ব্রণে** লোধ্র—লোধ্রকাষ্ঠ চূর্ণ দ্বারা ব্রণ অবধূলিত করিলে সত্বর ব্রণ পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **কাস ও আমাতিসারে** লোধ্রপত্র—আর্দ্র লোধ্রপত্র পেষণ পূর্বক গব্যঘৃতে ভাজিবে, পরে শর্করা ও জলসহ পেয়া বা উৎকারিকা (কাই) প্রস্তুত করিয়া কাস ও আমাতিসারীকে সেবন করাইবে। ইহা দধি ও তৃষ্ণারোগেও প্রশস্ত (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) **শ্বেতপ্রদরে** লোধ্র—বটবৃক্ষের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট লোধ্রত্বক্ পান করিবে। ইহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—**অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়ে** লোধ্র—লোধ্রকাষ্ঠের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা মুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, ব্যঙ্গাদিরোগ ও নেত্রবিকার জন্মে না (চিঃ ২৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—**শুষ্কশুক্ররোগে** বল্কলোধ্র—বল্কলোধ্রের ত্বক্ কুট্টিত করিয়া পোট্টলীবদ্ধ করিবে। এই পোট্টলী ঈষদুষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিয়া তন্নিঃসৃত জল চক্ষুতে সেচন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

হারীত :—**চলিতগর্ভে** লোধ্র—অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে গর্ভিণীকে লোধ্রকাষ্ঠ, পিপুল এবং মধু গব্যদুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া সুস্থতা জন্মিবে (চিঃ ৪৯ অঃ)।

চক্রদত্ত :—**অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে** লোধ্র—শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ পেষণ পূর্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ নেত্ররোগে হিতকর (নেত্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **প্রবাহিকায়** লোধ্র—যাহার আমাশয় হইয়াছে সে লোধ্রত্বক্ দধির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে (প্রবাহিকা—চিঃ)। (২) **প্রসূতির যোনিক্ষতে**

লোধ্র—লাউয়ের পাতা এবং লোধ্রকাষ্ঠ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ-পূর্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রসূতির যোনিক্ষতের আরাম হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

মূলপ্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—লোধছাল লাল রং করিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়। ইহা শান্তিকর, ধারক ও উদরাময় নিবারক। লোধের সহিত বেল ও কুর্চি ছালের যোগে উদরাময়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়। লোধছাল, যষ্টিমধু, পোড়া ফট্‌কিরি এবং রসাঞ্জন (Rasot) সমপরিমাণে লইয়া পেষণপূর্বক চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। শ্বেতলোধ চক্ষুরোগে হিতকর। লোধ্রকাষ্ঠ কষায় ও বলকারক। ইহার গুণ বেলেতোনা ও নক্সভূমিকার তুল্য।

লোধ্রকাষ্ঠ পেষণপূর্বক ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (R. N. Khory ii, 43)।

আর্ত্তব রক্তঃ অধিকদিন স্থায়ী হইলে ও অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে ইহার ছালচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই পীড়া আরাম হইয়া যায় (Dr. Charles)।

কাঁচা লোধ্রপত্র পেষণ করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—স্নিগ্ধতাকারক, সঙ্কোচক, অতি রক্তঃস্রাবে উপকারী। পেটের যাবতীয় পীড়ায়, চক্ষুরোগ ক্ষত প্রভৃতি রোগে উপকারী।

ছালের কাথ :—দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপাতে ইহার কুলি বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, সন্ধানীয়, পুরীষসংগ্রহণীয় এবং শোণিতস্থাপনবর্গে লোধ্র পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, লোধ্রাদি ও শ্যামাদিবর্গে লোধ্র এবং অম্বষ্ঠাদি ও ন্যগ্রোধাদিবর্গে লোধ্র ও শাবর লোধ্র পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত সংশোধন ও সংশমনীয় বর্গে অধোভাগহর দ্রব্যের মধ্যে তিল্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন "অত্র তিল্বকাদীনাং পাটলান্তানাং ত্বচঃ"; সুতরাং লোধ্রত্বকের রেচনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়েছে। নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন "লোধ্রো গ্রাহী" এবং শাবরলোধ্র "চাক্ষুষ্যো মৃদুরেচনঃ" সুতরাং সুশ্রুতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। চরকোক্ত তিল্বককল্প (কল্পস্থান ৯ অঃ) পাঠেও তিল্বকের রেচকত্ব অবগত হওয়া যায়। কোনও নিঘণ্টুতে শাবর লোধ্রের পর্য্যায়ে তিল্বক ও তিরীটক শব্দ পঠিত হয় নাই।

লোধ্র কাষ্ঠের কাথের কবল বর্দ্ধিত আলজিবে বিশেষ উপকারী।

Fig—Brandis, Ind. Tree, 439 (1906); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 587 B.

Ref—F.B.I., iii, 576; Roxb., F.I., ii., 539; B.P., I, 655.
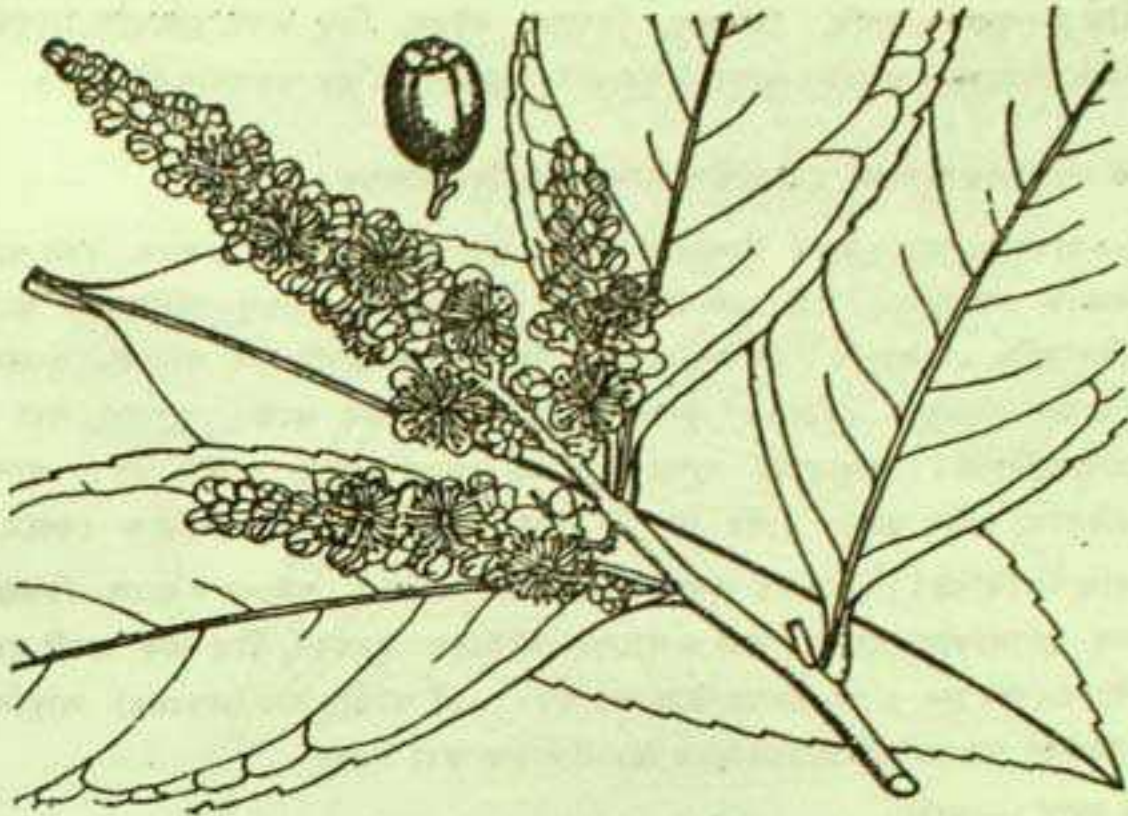
353. Symplocos racemosa Roxb. (লোধ)

Genus—STYRAX. Dryand.

354. S. benzoin Dryand. (লবান)

ভাষানুসারী নাম :—তুরুষ্ক, যাবন—সংস্কৃত ; লবান—বাংলা ; লুবান—হিন্দি : লবান—বোম্বে : শধীরণী—মহারাষ্ট্র ।

তুরুষ্কো যাবনো ধূম্রো ধূম্রবর্ণঃ সুগন্ধিকঃ।
সিহ্লকঃ সিহ্লসারশ্চ পীতসারঃ কপিস্তথা ॥
পিণ্যাকঃ কপিজঃ কল্কঃ পিণ্ডিতঃ পিণ্ডতৈলকঃ।
কয়েবরঃ কৃত্রিমকো লেপনো মুনিভূষণঃ ॥
তুরুষ্কঃ সুরভিস্তিক্তঃ কটুস্নিগ্ধশ্চ কুষ্ঠজিৎ।
কফপিত্তাশ্মরী মূত্রাঘাতভূতজ্বরার্ত্তিজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—তুরুষ্ক, যাবন, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লক ; সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক কপিজ, কল্ক, পিণ্ডিত, পিণ্ডতৈলক, কয়েবর, কৃত্রিমক, লেপন—এই সতেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—তুরুষ্ক—সুগন্ধি, তিক্তরস, বিপাকে কটুরস, স্নিগ্ধ এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। কফ, পিত্তদোষ, অশ্মরী (পাথুরী) মূত্রাঘাত, ভূতগ্রহদোষ জন্য জ্বর রোগ নিবারক।

জন্মস্থান :—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রাদ্বীপ, যাভা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, মস্তক ঘনশাখায় আবৃত, ত্বক্ ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও মসৃণ, নূতন শাখা রক্তাভ লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। শাখার উভয় দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার; বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতাভ। ফুল বৃহৎ, একস্থানে অনেক জন্মে। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও প্রশাখাবিশিষ্ট। সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুষ্পের বর্হিবাস বাটীর মত। ফুলের পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত, অভ্যন্তর দিকে বেগুনে ও লাল রং বিশিষ্ট। পুংকেশর এক সারিতে ১০টি থাকে। গর্ভাশয় ৩ ভাগে বিভক্ত। ফল গোলাকার, চেপ্টা, শক্ত ও লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বীজ এক একটি হয়। শীতের শেষে ফুল ও পর বৎসর শীতে ফল হয়। এই জাতীয় গাছ (styrax) আধুনিক নামকরণ অনুসারে Styracaceae family ভুক্ত করা বিধেয়।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা উত্তেজক, সর্দি নিঃসারক এবং শরীরের কোনস্থানে লাগাইলে সেই স্থানের উত্তেজনা আনয়ন করে। ইহা পুরাতন সর্দি এবং ফুস্‌ফুসের পুরাতন ব্যাধি দূর করে। ইহার ধূম লাগাইলে কিম্বা সেবন করিলে উভয় প্রকারেই উপকার হয়। ইহা pyrosis এবং মূত্রযন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক রোগে বিশেষ হিতকর (Pharm. Ind.)।

কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য পালিশ করিতে লবান rectified spirit-এর সহিত ব্যবহার করা হয়। লবান দেখিতে বাব্‌লা আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও চক্‌চকে, এক একটি মু্ক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। দেবালয় সৌগন্ধ করিবার জন্য ধুনার ন্যায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিকগণ ইহা জ্বালাইয়া থাকেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

আঠা—বাহ্য প্রয়োগে রোগ প্রতিষেধক; আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উত্তেজক।

Fig.—Wood, Med. Bot., i. t. 72 (1792); Bentley & Trim., iii. t. 169 (1905).

Ref.—F. B. I., iii, 589; Roxb., F.I., ii, 416; Trop. Agric., xxv, No. 3, p. 496 (1905).
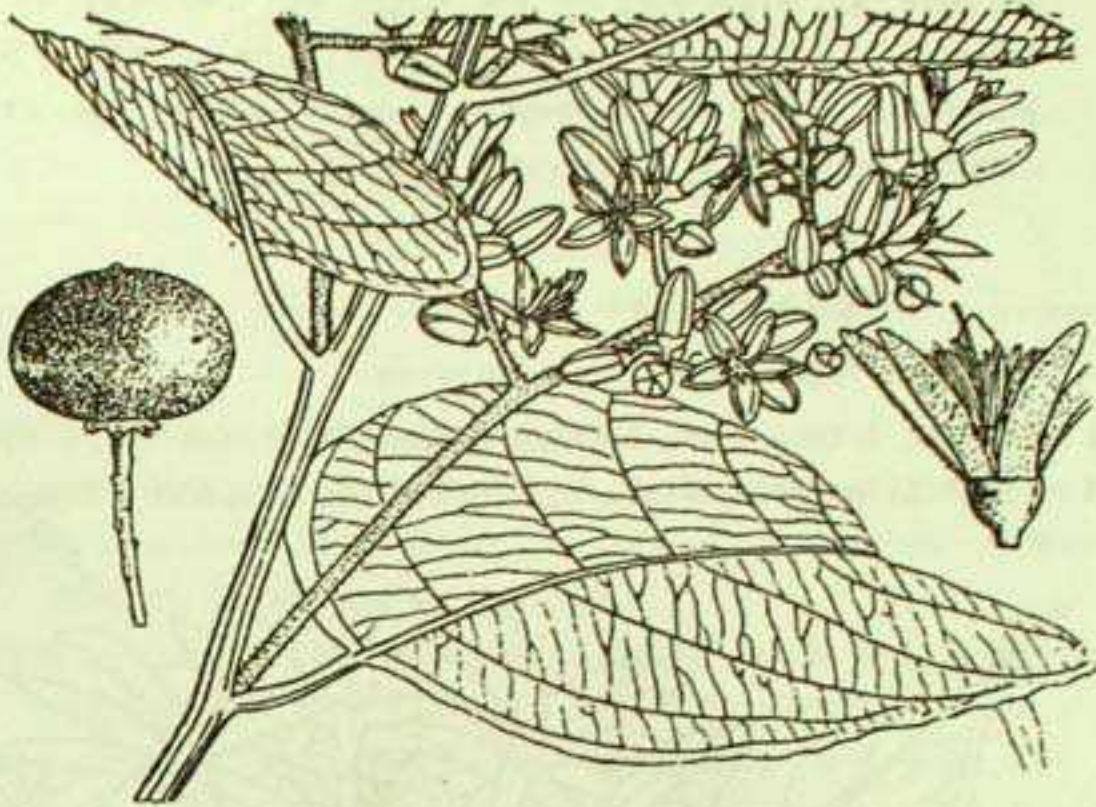
354. Styrax benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. OLEACEAE.

Genus—JASMINUM Linn.

355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

ভাষানুসারী নাম :—মাধবী—সংস্কৃত ; বড়কুঁদ—বাংলা ; চামেলী—হিন্দী ; নাগমল্লী—তামিল ; নাগমল্লে, আদিবিমুল্লী—তেলেগু ; কুসর—বোম্বে ; গন্দহন্দবাহা—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—ত্রিহুত, বিহার, ছোটনাগপুর ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি লোমযুক্ত। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক্ অধিক চওড়া, কতকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি ; প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল হয়, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নহে। পুষ্পত্বক ½ ইঞ্চি। বীজকোষ এক একটা থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ইহার আরও ২টি জাতি আছে ; যথা—J. latifolia Roxb. J. montana Roxb. (F. B. I., iii, 594)।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

সাঁওতালগণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার সহিত রসুন, গোলমরিচ, ও অপরাপর উত্তেজক

দ্রব্য যোগে সেবন করিলে বুকের বসা সর্দি আরাম হয়। ৭টি পত্রের রস সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট বালকদের পক্ষে একটি পত্রের অর্দ্ধেক ও অগস্তি (Sesbania grandiflora) গাছের ৪টি পত্র মিশাইয়া ২ গ্রেণ গোলমরিচের গুঁড়া এবং ২ গ্রেণ সোহাগা (Borax) ও মধুর সহিত সেব্য (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—অম্ল তিক্ত, সঙ্কোচক, রসায়ন, অগ্ন্যুদ্দীপক।

Fig :—Wight, I. C., t. 699 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 590.

Ref :—F. B. I., iii, 594 ; Roxb., F. I., i, 95 ; B. P., i, 658 ; Dymock, ii, 379.
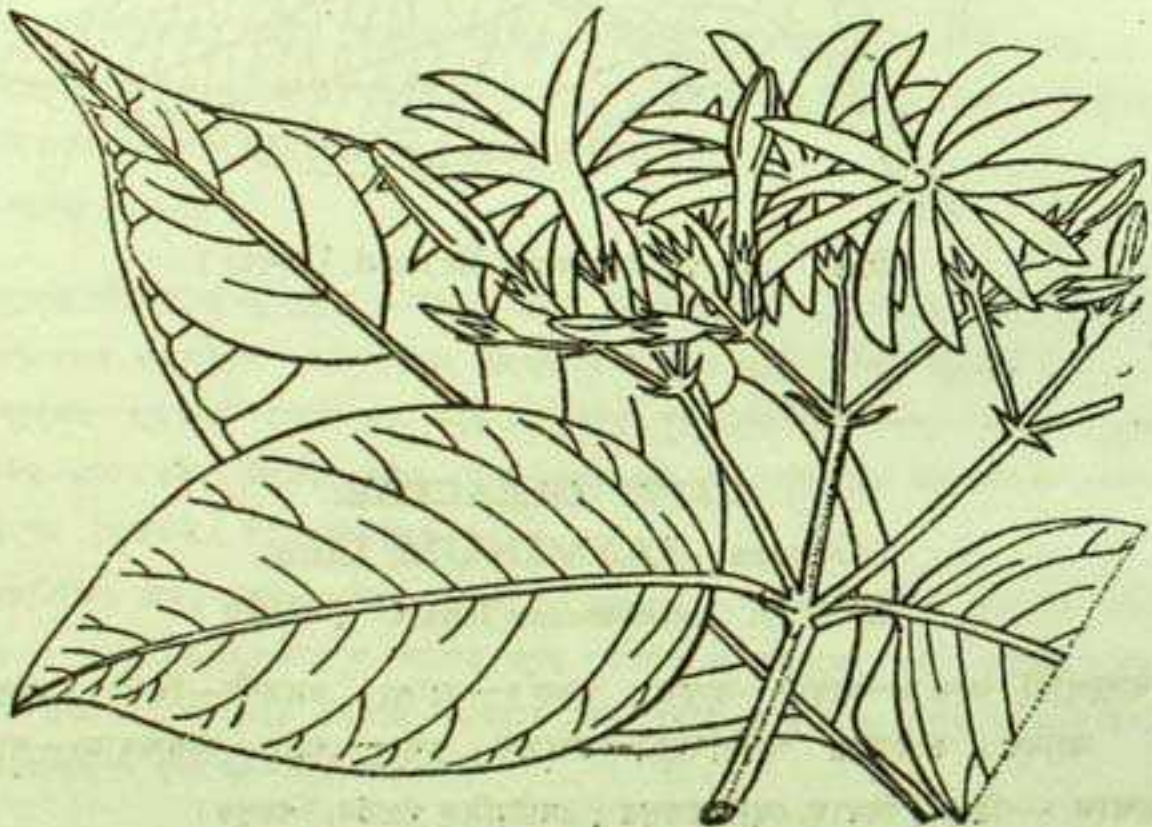
355. Jasminum arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

356. J. grandiflorum Linn. (জাতি)

ভাষানুসারী নাম :—জাতি—সংস্কৃত.; জাতি—বাংলা ; চামেলী, জাতি—হিন্দি ; চামেলি—বোম্বে ; পিচি—তামিল ; জাজি—তেলেগু ; চামেলি, মালতি—গৌড় ; পিচাক্কম্—মালয়।

জাতি সুরভিগন্ধা স্যাৎ সুমনা তু সুরপ্রিয়া।
চেতকী সুকুমারা তু সন্ধ্যাপুষ্পী মনোহরা॥
রাজপুত্রী মনোজ্ঞা চ মালতী তৈলভাবিনী।
জনেষ্টা হৃদ্যগন্ধা চ নামান্যস্যাশ্চতুর্দশ॥
মালতী শীততিক্তা স্যাৎ কফঘ্নী মুখপাকনুৎ।
কুড্মলং নেত্ররোগঘ্নং ব্রণবিস্ফোটকুষ্ঠনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ

নামপর্যায়ঃ—জাতি, সুরভিগন্ধা, সুমনা, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, জনেষ্টা, হৃদ্যগন্ধা—এই চৌদ্দটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—জাতি—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, কফনাশক, ও মুখ-ক্ষত নাশক। দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, ব্রণ, বিস্ফোট, এবং কুষ্ঠ রোগনাশক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে; বাঙলায় অনেক বাগানে রোপিত আছে; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—শাখাগুলি শক্ত, কোণযুক্ত; পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে বাহির হয়। পত্রিকা সাধারণতঃ ৩ জোড়া, অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। বৃহর্বাশের দাঁত ½ ইঞ্চি। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি। ইহার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, গন্ধতৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্নানের পূর্বে ধনীলোকে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশঃ—পত্র ও মূল।

বৈদ্যকে জাতির ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ:—(১) **পুতিকর্ণে** জাতি পত্র রস—'কাণ-পাকিলে' তিলতৈলে জাতির পাতা ভাজিয়া, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে (কর্ণরোগ—চিঃ)। (২) **মুখপাকে** জাতিপত্র—জাতির পাতা চর্ব্বণ-করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয় (মুখরোগ-চিঃ)।

হারীতঃ—মূত্রের উষ্ণতা, দাহ ও বেদনায় জাতিমূল—ছাগীদুগ্ধে পিষ্ট জাতিমূল পান করিলে, প্রস্রাবকালীন দাহ, বেদনা ও মূত্রের উষ্ণতা প্রশমিত হয়, (চিঃ ৩০ অঃ)।

মূলপ্রস্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—যোনি সন্নিহিত স্থানে অথবা কটিদেশে জাতি পত্র ও ফুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও সরলভাবে ঋতুস্রাব হয়।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পত্র—চর্বণ করিলে মুখের 'ঘা' ও ক্ষত আরাম হয়। পত্রের টাট্‌কা রস পায়ের অঙ্গুলীর 'কড়া' হইলে উহা নরম করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাতার রসে তৈল পাক করিয়া কাণে দিলে কাণের পুঁজ আরাম হয়।

মন্তব্য :—স্নিগ্ধ, শীত ও পিচ্ছিল। ভাবমিশ্র জাতির হিন্দিনাম চামেলী লিখিয়া, জাতিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকার মালতীর পর্য্যায়ে জাতি পাঠ করিয়াছেন, জাতির পৃথক উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে ভাবমিশ্র বং চামেলি অর্থে জাতিশব্দ গৃহীত হইল। জাতি ফুলের দ্বারা সুগন্ধীকৃত তিলতৈল বহু প্রসিদ্ধ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 52 ; Wight, lc., t. 1257 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 593.

Ref :—F. B. L. iii, 603 ; Dymock, ii, 378 ; Roxb., F. I., i, 98.
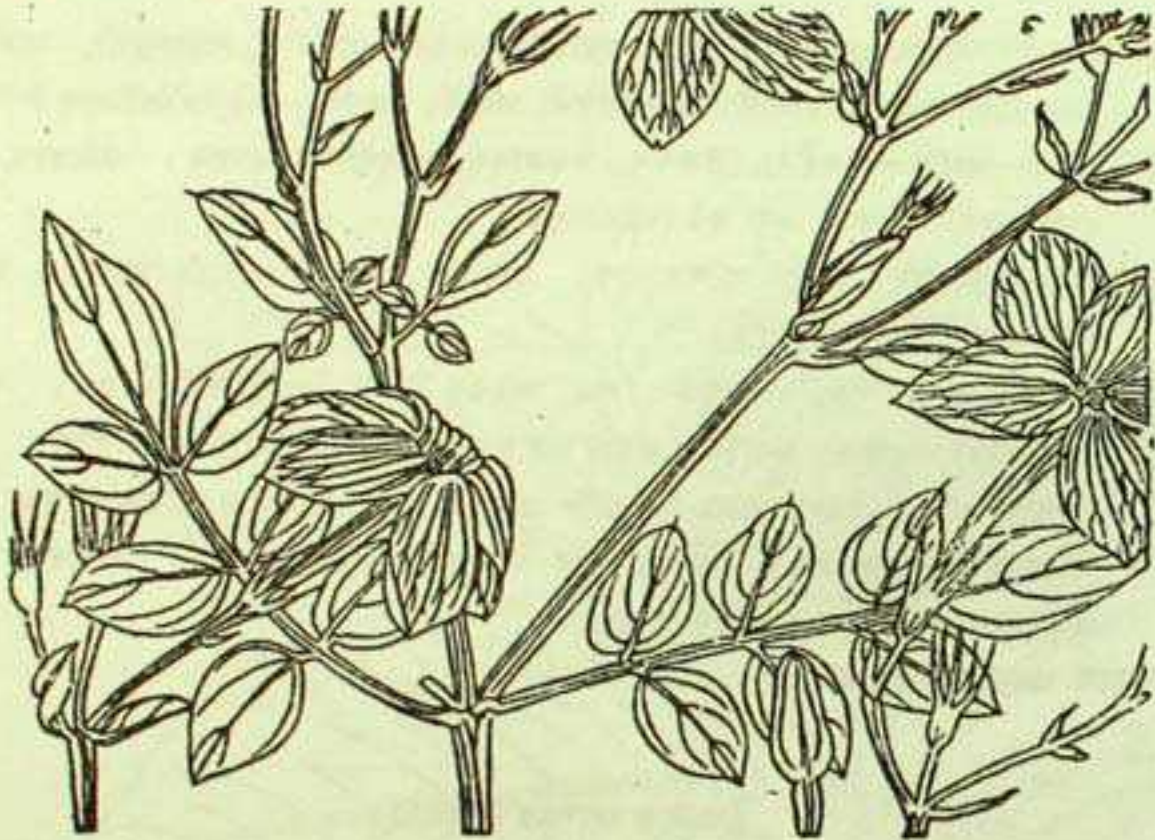
356. Jasminum grandiflorum Linn. (জাতি)

357. J. sambac Ait. (বেল)

ভাষানুসারী নাম :—মল্লিকা, বার্ষিকা—সংস্কৃত ; বেল, মতিয়া, বনমল্লিকা—বাংলা ; মুগ্রা, মতিয়া, চাম্বা—হিন্দি ; বট্‌মোগরা—বম্বে ; দুন্দুভিমল্লিগে-কর্ণাট ; মল্লিগাই—তামিল ; বন্দুমল্লি—তেলেগু ; মুল্লা—মালয়।

মল্লিকা মোদিনী চান্ডা বটপত্রা কুমারিকা।
সুগন্ধাঢ্যা বৃত্তপুষ্পা মুক্তাভা বৃত্তমল্লিকা ॥
বার্ষিকা ত্রিপুটা ত্র্যস্রা সুরূপা সুলভা প্রিয়া।
শ্রীবল্লী ষট্‌পদানন্দা মুক্তবন্ধা নবাস্তিকা ॥

নেত্ররোগাপহন্ত্রী স্যাৎ কটূষ্ণা বৃত্তমল্লিকা।
ব্রণঘ্নী গন্ধবহুলা দারয়ত্যাস্যজান্ গদান্॥
বার্ষিকা শিশিরা হৃদ্যা সুগন্ধিঃ পিত্তনাশনী।
কফবাত বিষস্ফোট—ক্রিমিদোষামনাশনী।
সা দীর্ঘবর্ত্তুলপুষ্পা বিশেষাদনেকনির্দেশা।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—বল্লিকা, মোদিনী, বটপত্রা, কুমারিকা, সুগন্ধাঢ্যা, বৃত্তপুষ্পা, মুক্তাভা ও বৃত্তমল্লিকা—এইগুলি বল্লিকার নাম।

বার্ষিকা, ত্রিপুটা, অম্রা, সুরূপা, সুলভা, প্রিয়া, শ্রীবল্লী, ষট্পদানন্দা ও মুক্তবন্ধা—এই নয়টি বার্ষিকার নাম।

গুণপর্যায়ঃ—বল্লিকা—চক্ষুরোগ নাশক, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণনাশক। গন্ধবহল, এবং মুখ রোগ বিনাশক।

বার্ষিকা—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, সুগন্ধি এবং পিত্তনাশক। কফ, বায়ু, বিষদোষ, বিস্ফোট, ক্রিমিরোগ এবং আমদোষ নাশক। দীর্ঘবর্ত্তুল পুষ্প জাতীয় এবং বহুগুন সম্পন্ন।

জন্মস্থান:—সমস্ত বঙ্গদেশে বাগানে ও বাড়িতে রোপণ করে।

বর্ণনা:—লতানে গাছ, বনে জন্মে। যেগুলি বাগানে চাষ হয় তাহা ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়, ডালগুলি অধিক বাড়িয়া যাইলে লতাইয়া পড়ে। পত্রের বোঁটা ½ ইঞ্চি, পত্র ডালের বিপরীত দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পুষ্পদণ্ডে ৩টিফুল হয়, কিন্তু যেগুলি বাগানে জন্মে, উহাতে আরও অধিক ফুল ও অধিক পাপ্‌ড়িযুক্ত ফুল হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ: সৌগন্ধ যুক্ত। ফুলে অনেক পাপ্‌ড়ি থাকে, পাপ্‌ড়ির মস্তক মোটা। ফল ½ ইঞ্চি, বীজকোষ গোলাকার, বীজ ১—২টি থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। এই ফুলের আর এক জাতি আছে, উহার নাম J. Heyneana Wall. (F. B. I. iii, 592 এবং Wallich, Cat., 2871)। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার গুণ জাতি ফুলের মত। বন মল্লিকার পাতার রস খাইলে প্রথম ঋতু সকাল হয় (Rheede, vi, 56)। ইহা অতিশয় শান্তিকারক।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

গাছ—স্নিগ্ধতাকারক, পাগল, অল্পদৃষ্টি ও মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।

মূল—ঋতুস্রাব কারক।

ফুল—ছেঁচিয়া স্তনে লাগাইলে প্রসূতি স্ত্রীলোকের 'ঠুন্‌কা জ্বর', স্তনের যন্ত্রণা আরাম হয়। এই প্রলেপ দিবসে দুইবার বদ্‌লাইয়া দিলে এবং ক্রমাগত দুইদিন ব্যবহার করিলে স্তনদুগ্ধ কমাইয়া দেয় ও ফুলা আরাম করে। ইহাতে স্তন পাকিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, tt. 50, 51, 55 ; Wight, Ic., t. 704 ; Bot, Mag. t. 1785.

Ref.—F. B. I. iii, 591; Roxb., F. I., i, 88 ; B. P., i. 659 ; Prain., H. H., 234.

357. Jasminum sambac Ait. (বেল)

358. J pubescens Willd. (কুন্দ)

ভাষানুসারী নাম :—কুন্দ—সংস্কৃত ; কুন্দফুল—বাংলা , কুন্দফুল, কুন্দচামেলী—হিন্দি ; কুন্দে—মহারাষ্ট্র ; সুরগি—কর্ণাট ; কুন্দমু, মোল্ল—তেলেগু ; মগরন্ ভাম্—তামিল ; কুন্দম—মালয় ।

কুন্দস্তু মকরন্দশ্চ মহামোদো মনোহরঃ ।
মুক্তাপুষ্পঃ সদাপুষ্পস্তারপুষ্পোঽট্টহাসকঃ ।
দমনো বনহাসশ্চ মনোজ্ঞো রুদ্রসম্মিতঃ ॥
কুন্দোঽতিমধুরঃ শীতঃ কষায়ঃ কৈশ্যতাবহঃ ।
কফপিত্তহরশ্চৈব সরো দীপনপাচনঃ ।।

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কুন্দ, মকরন্দ, মহামোদা, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, সদাপুষ্প, তারপুষ্প, অট্টহাসক, দমন, বনহাস, মনোজ্ঞ—এই এগারটি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—কুন্দ—অতিমধুর রস, শীতবীর্য্য, বিপাকে কষায় রস, কৈশ্যভাবন (কেশের পক্ষে উপকারী)। কফ ও পিত্ত দোষ নাশক। সর, অগ্ন্যুদ্দীপক ও পাচক (পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক)।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্ব্বত্র ; বর্ম্মা ও চীন দেশে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় বহুবিস্তৃত উদ্ভিদ্। গাছের গোড়া হইতে ডালপালা বহুবিস্তৃত হয় ও একটী কুঞ্জবনের আকার ধারণ করে। শাখা মোচড়ান ও লোমযুক্ত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। গোড়া গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। প্রধান শিরা ৪-৬ জোড়া। পত্রবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, বোঁটা ছোট। বীজাধার ১-২, গোলাকার, ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ও বসন্তকালে ফুল হয়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া দুষ্টক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল—বমন কারক।

মূল—সর্পবিষের প্রতিষেধক।

Fig—Wight, Ic., t. 702 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 589 ; Burm, Fl. Ind. v. t. 3, Fig. I.

Ref—F. B. I, iii, 592 ; Roxb., F. I., i, 91 ; B. P., i, 659.
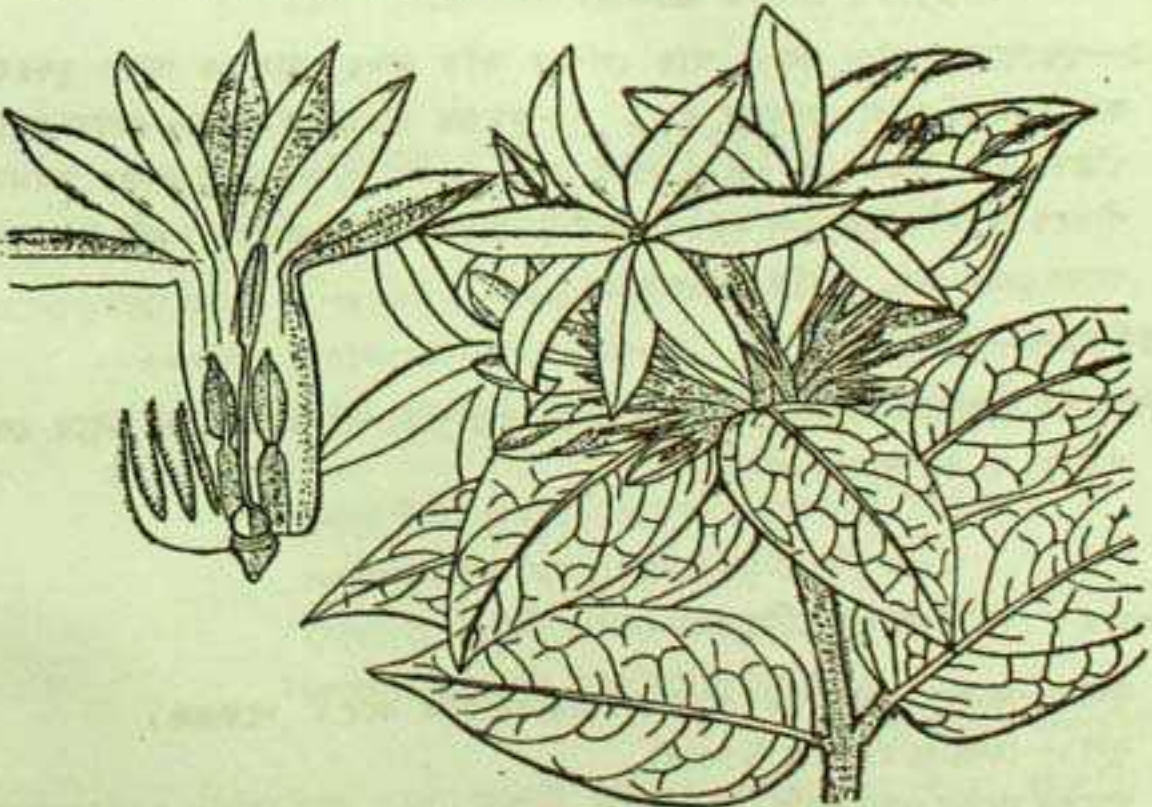
358. Jasminum pubescens Willd. (কুন্দ)

359. J. humilis Linn (স্বর্ণযুঁই)

ভাষানুসারীনাম :—হেমযূথিকা, হেমপুষ্পিকা—সংস্কৃত ; স্বর্ণযুঁই—বাংলা ; পিঠমালতি—হিন্দি ; স্বর্ণ যুঁই—বোম্বে ; সোনেজুই—মহারাষ্ট্র ; যবড়ুমোল্লে—কর্ণাট ; সেম্মালিগাছ—তামিল ; পিতা—মালয় ।

অন্যা যুথী সুবর্ণাহ্বা সুগন্ধা হেমযূথিকা ।
যুবতীষ্টা ব্যক্তগন্ধা শিখণ্ডী নাগপুষ্পিকা ॥
হরিণী পীতযুথী চ পোতিকা কনকপ্রভা ।
মনোহরা চ গন্ধাঢ্যা প্রোক্তা ত্রয়োদশাহ্বয়া ॥
যূথিকা যুগলং স্যাচ্চ শিশিরং শর্করার্ত্তিনুৎ ।
পিত্তদাহতৃষাহারি নানাত্বগ্দোষনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—স্বর্ণযুঁই এর সুবর্ণাহ্বা, সুগন্ধা, হেমযূথিকা, যুবতীষ্টা, ব্যক্তগন্ধা, শিখণ্ডী, নাগপুষ্পিকা, হরিণী, পীতযুথী, পোতিকা, কনকপ্রভা, মনোহরা, গন্ধাঢ্যা—এই তেরটী নাম ।

গুণপর্যায় :—যূথিকাদ্বয়—শীতবীর্য্য, মধুমেহ নাশক । পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা নাশক ; এবং নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ নিবারক ।

জন্মস্থান :—ভারতের পার্ব্বতীয় দেশ ; কাশ্মীর, ভূপাল, আবু, নীলগিরি । বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে ।

বর্ণনা :—সূক্ষ্মলোমযুক্ত খাড়া গুল্ম । গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ছাল ও পাতা ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শাখা কোণযুক্ত, বক্র । পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে জোড়া জোড়া জন্মে । পত্রিকা ৫টী, উভয়দিকে ৪টী ও সম্মুখে একটী থাকে । পুষ্পস্তবক $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, অবনত । পীতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত ফুল হয় । ফুল $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, লম্বা, একস্থানে ১-৩টী ফুল হয় । পক্বফল গোলাকার, $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, শাঁস আছে ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা পুরাতন ক্ষত ও উহার শোথ কমাইয়া ঘা শীঘ্র আরাম করিয়া দেয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল :—হৃদ্‌রোগ, এবং পেটের পীড়ায় রসায়নের কাজ করে । সঙ্কোচক ।
মূল :—ফিতাক্রিমির পক্ষে উপকারী ।
গাছের দুধের ন্যায় আঠা—ভগন্দরে উপকারী ।

Fig.—Bot. Mag., t. 1731 ; Bot. Reg., t. 178 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl,, t. 592.

Ref.—F. B. I,, iii. 602.
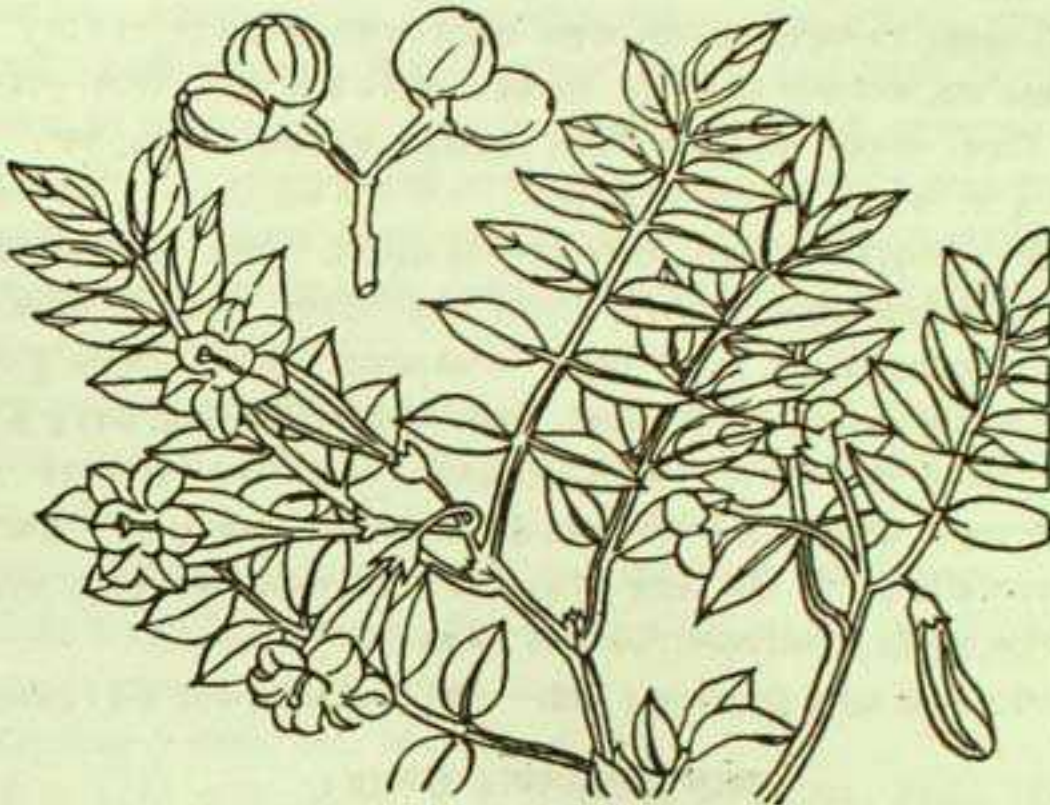
359. Jasminum humilie Linn. (স্বর্ণযূঁই)

Genus—NYCTANTHES Linn.

360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শেফালিকা—সংস্কৃত ; শেফালিকা—বাংলা ; হরশিঙ্গার—হিন্দি ; পারিজাত—গুজরাট্ ; হরশিঙ্গার—বোম্বে ; মন্জপ, পভলা, মল্লিগাই—তামিল ; শেপালি, পগলমূলী—তেলেগু ; মান্নাপু—মালয় ; বিলিয়লোকে—কর্ণাট ; পারিজাত-নিগুণ্ডী—মহারাষ্ট্র।

শেফালিকা তু সুবহা শুক্লাঙ্গী শীতমঞ্জরী প্রোক্তা।
অপরাজিতা চ বিজয়া বাতারির্ভূতকেশী চ ॥
শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রূক্ষ বাতক্ষয়াপহা।
স্থাদজসন্ধিবাতঘ্নী গুদবাতাদিদোষমুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—শেফালিকা, সুবহা, শুক্লাঙ্গী, শীতমঞ্জরী, অপরাজিতা, বিজয়া, বাতারি, ভূতকেশী—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শেফালি—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বাত এবং কফরোগ নাশক। অস্থিসন্ধি-বাত (গৃধ্রসী) নাশক, এবং গুদবাতাদি দোষ নাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, সমগ্র বঙ্গদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সমগ্র ভারতে, চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—ছোট গাছ, কখন কখন ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ছাল পুরু। ফিকে ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ এবং ফিকে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মাঝারি, শক্ত। পত্র ডাঁটার বা কাণ্ডের বিপরীত দিকে থাকে। ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, উভয়দিক লোমাবৃত। পত্রের উপর পিঠ সবুজবর্ণ, নিম্নপিঠ শ্বেতের আভাযুক্ত। কিনারা অখণ্ডিত, কোন কোনটায় খণ্ডিত। পত্র অতিশয় খস্‌খসে। পত্রবৃন্ত ⅓-½ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, নেবুরং বিশিষ্ট, ৩-৭টি একত্রে থাকে। বহির্বাস ½ ইঞ্চি, ৪-৫টি দাঁতযুক্ত। ফুলের পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ, বিস্তৃত, ৫-৮টি পাপ্‌ড়ি আছে, উহা ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের গন্ধ অতিশয় মনোহর, রাত্রিকালে ফোটে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পড়িয়া যায়। বীজকোষ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা ও পুরু। বীজকোষ দুই পরদাবিশিষ্ট ; ২টি বীজ থাকে। বৎসরের সকল সময়ই ফুল হয়। বঙ্গদেশে বর্ষাকালে ফুল হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ত্বক্‌ ও মূলের ছাল ; মাত্রা—স্বরস, ১-২ তোলা, কাথ, ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে শেফালিকার ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) **সর্ব্বজ্বরে** শেফালিকাপত্র—শেফালিকা পাতার রস মধুসহ পান করিলে বিষম ও অবিষম জ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর—চিঃ)। (২) **গৃধ্রসীতে** শেফালিকাপত্র—মৃদু অগ্নিতে শেফালিকা পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, দুর্বার গৃধ্রসী রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের টাট্‌কা রস মধুর সহিত খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় এবং কাথ কোমরের বাতবেদনায় (Sciatica) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (Datta)।

শেফালিকা ফুলের ৬টি কিম্বা ৭টি পাতা জলের সহিত বাটিয়া টাট্‌কা আদার রস দিয়া খাইলে বিষম জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। ঔষধ সেবনকালে উদ্ভিজ্জ আহার ব্যবস্থেয়। শেফালিকা বীজের গুঁড়া ব্যবহার করিলে মাথার খুস্‌কী আরাম হয় (Dymock)।

ঘন সর্দ্দি বাহির করিবার জন্য কঙ্কন দেশে ইহার ৫ গ্রেণ ছালের সহিত পান ও সুপারি দিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। শেফালিকা পিত্ত ও কফ নাশক, উহা পৈত্তিকজ্বরে ব্যবহৃত হয় (K. L. Dey)।

ইহার পাতার রস ধারক ও মৃদু বলকারক, উষ্ণ ও পিত্ত নাশক (Watt)। শিউলি পাতার রস চিনি দিয়া বালকদিগকে খাওয়াইলে, তাহাদের পেটের বড় ক্রিমি বাহির

হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে মরা ক্রিমি বাহির হইতে দেখা যায়। ইহা santonin-এর স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে (B. D. B.)।

এরূপ 'কিংবদন্তী' আছে যে, পারিজাত নামক এক নাগরাজের পারিজাতক নামে এক কন্যা ছিল; সূর্যদেব তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। পরে সূর্যদেব অপর এক সুন্দরীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করেন। এমন একজন ব্যক্তির এই আচরণ খুব ঘৃণাত্মক। আর তাহার মুখ দেখিব না বলিয়া এই পারিজাতক প্রাণত্যাগ করে এবং যেস্থানে কন্যাটি প্রাণত্যাগ করে সেখানে শেফালি ফুলের গাছ হয়: কন্যাটি সূর্যদেবকে ঘৃণা করিত বলিয়া, জন্মান্তরে সূর্য্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য শেফালী ফুল প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি কাণ্ড, পারিজাত খণ্ড)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—জ্বরে ও বাতে উপকারী। টাট্‌কা পাতার রস মধু সহ পুরাতন জ্বরে উপকারী।

পাতার কাথ :—মৃদু অগ্নিতে প্রস্তুত করিয়া গৃধ্রসীতে বিশেষ উপকারী।

পাতার রস :—পিত্ত নিঃসারক, বিরেচক, অল্প তিক্ত, রসায়ন, অল্প চিনির সহিত ব্যবহারে বালকদিগের ক্রিমিতে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 594,

Ref.—F. B. I., iii, 603 ; Roxb., F. I., i, 86 ; B. P., i, 660 ; Prain, H. H., 234.

360. Nyctanthes arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Genus—SCHREBERA Roxb.

361. S. swietenioides Roxb. (ঘন্টাপারুল)

ভাষানুসারী নাম :—মুষ্কক, পাটলি, ঘন্টাপাটলি—সংস্কৃত ; ঘন্টাপারুল—বাংলা ; মোখা—হিন্দি ; মোখে—মহারাষ্ট্র ; মোখদলাই—কর্ণাট ; মগলিঙ্গাম—তামিল ; মোক্কপুচেট্টু, মোক্কতুড়ু-চেট্টু, মগলিঙ্ক—তেলেগু। ঘন্টাপারুল—গৌড়।

মুষ্ককো মোচকো মুষ্কো মোক্ষকো মুষ্ককস্তথা।
গৌলিকো মেহনশ্চৈব ক্ষারবৃক্ষশ্চ পাটলিঃ ॥
বিষাপহো জটালশ্চ বনবাসী সুতীক্ষ্ণকঃ।
শ্বেতঃ কৃষ্ণশ্চ স দ্বেধা স্যাৎ ত্রয়োদশসঞ্জ্ঞকঃ ॥
মুষ্ককঃ কটুকোঽম্লশ্চ রোচনঃ পাচনঃ পরঃ।
প্লীহগুল্মোদরার্ত্তিঘ্নো দ্বিধা তুল্যগুণান্বিতঃ ॥

রাজনিঘন্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মুষ্কক, মোচক, মুষ্ক, মোক্ষক, মুষ্কক, গৌলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ পাটলি, বিষাপহ জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষ্ণক—এই তেরটি নাম। শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই প্রকারের ঘন্টাপারুল আছে।

গুণপর্যায় :—মুষ্কক—কটু, অম্লরস, রুচিকারক, ও পাচক। প্লীহা, গুল্ম, উদর রোগ নাশক। দুইপ্রকার ঘন্টাপারুলই সমগুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা।

বর্ণনা :—৪০-৫০ ফুট উচ্চ গাছ। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু। পকপত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত ; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প দণ্ডে ১০০ ফুল হয়। ফুলের বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ ও ধূসরবর্ণের দাগবিশিষ্ট। পুষ্পনল ⅕-⅙ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি চওড়া, অত্যন্ত শক্ত। বীজ সাধারণতঃ ৩-৪টি থাকে ; বীজ ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও লম্বা পক্ষযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই গাছের আর একজাতি আছে, উহার নাম, S. pubescens Kurz বলে (Kurz. For Fl, 398)। ইহার পত্র কোমল লোমাচ্ছাদিত ; পুষ্পদণ্ড শক্তলোমাবৃত। ইহার ফল কিছু ছোট। গ্রীষ্মের প্রথমে ফুল হয়। পত্র পক্ষাকার, দুইদিকে ৩৪ জোড়া থাকে এবং সম্মুখে একটা পত্র থাকে। ফুল ছোট, শ্বেত ও ধূসরবর্ণ, রাত্রিতে অতিশয় সৌগন্ধ বিতরণ করে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ হইতে তাঁতের মাকু প্রস্তুত হয়।

ঘন্টাপারুলের ফুল শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহাকে সিতপুষ্প-পাটলা বলে। ইহার আরও দুইটি নাম আছে—যথা কাষ্ঠ-পাটলা ও মুষ্কক। ভাবমিশ্র ঘন্টাপরুলকে সিতপাটলা, মুষ্কক ও কাষ্ঠ-পাটলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলা অর্থে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প বা পীতপুষ্প

পাটলাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার ল্যাটিন্ নাম—Stereospermum Suaveolens Dc. ইহার আর একটা জাতি আছে, তাহাকে S. chelonoides Dc. বলে। উহার পুষ্প পীতবর্ণ। বঙ্গদেশে পীতপুষ্প পাটলা অপেক্ষা রক্তপুষ্প পাটলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বোটানিক্ গার্ডেনে ত্রিবিধ পাটলাই আছে। ত্রিবিধ গাছের প্রভেদ স্বচক্ষে দেখিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়। শুধু বর্ণনা পড়িয়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। ইহা পার্বত্য উপত্যকায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, ফুল।

মূলগ্রহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ঘন্টাপারুলের মূলত্বকের কাথদ্বারা পক্ক সরিষার তৈল লেপন করিলে দদ্রুব্রণ আরাম হয়।

পটোল ও পারুল ছালের কাথ ধনে ও শুঁঠযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।

পারুল ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে হিক্কা আরাম হয়।

পাচনে যে পাটলা ব্যবহার হয় তাহা ঘন্টাপারুল বা ঘন্টাপাটলা নহে। উহা Bignoniaceae order এর অন্তর্গত।

Glossory :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল——কুষ্ঠে উপকারী।

Fig.—Bedd. Fl. sylv. t. 248 ; Wight, III., t. 162.

Ref—F. B. I., iii, 604 ; Roxb., F. I., i, 109 ; B.P., i, 660 ; Brandis, For. Fl., 305.

361. Schrebera swietenioides Roxb. (ঘন্টাপারুল)

LXV. SALVADORACEAE.

Genus—AZIMA Lamk.

362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

ভাষানুসারী নাম :—কুণ্ডালি—সংস্কৃত ; ত্রিকাঁটাগাঁতি—বাংলা ; কাঁটাগুড়কামাই—হিন্দি ; সাগনজোদি—মহারাষ্ট্র ; ইচান্‌কা , সুবেলি—তামিল ; তেল্লাউপি—তেলেগু।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্য, সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশ, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত গুল্ম। শাখা সবুজবর্ণ; ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, খস্‌খসে, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। ডালের প্রত্যেক গাঁইটে ১-৩টী কাঁটা আছে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র উজ্জ্বল, অগ্রভাগ ধারাল, ½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, এক একটি অথবা অধিক হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটি অথবা ২টি হয় ; পাপ্‌ড়ি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, বীজ সাধারণতঃ একটি করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও রস।

মূলপ্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র উত্তেজক, প্রসূতি স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর দেওয়া হয়। ইহার পত্র, নিমপাতা ও ইটের গুঁড়া সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়াইয়া প্রসবের পর দিবসে ২ বার ২ দিন দিবে ; তৎপরে প্রসূতিকে ভাত ও মরিচের গুঁড়া খাইতে দিবে ও আহারের পর একটু গরম জল খাইতে দিবে, দিবাভাগে ঘুমাইতে দিবেনা। ইহা প্রসূতির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ind. Med. Gazette, Oct. 1889)। গ্রাম্যলোকে প্রসূতিকে একটু ভাজা হিং এর সহিত নিমতৈল দেয় ; তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ দিন হইতে ১ মাস ধরিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ দেয়, ইহাতে প্রসূতি শীঘ্র সারিয়া উঠে ও কার্য্যক্ষম হয়। এই প্রথা ভারতের অনেকস্থানে আছে। পত্রের ন্যায় শিকড়েরও গুণ আছে। ইহা মূত্রকর ও শোথ রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা হয়।

এই গাছের শিকড় ও ছালের ক্বাথ এবং সমপরিমাণ বচ (Acorus calamus), জোয়ান এবং লবণ, একযোগে ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় আরাম হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের ছালের রস ১-২ আউন্স এবং ছাগীদুগ্ধ ৩ আউন্স পরিমাণ একত্রে দিবসে ২ বার সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ হইয়া শোথ আরাম হয় (Dym., Pharm. Ind., ii, 385)। শিকড়ের ক্বাথ বমন নিবারক,

ধারক ও বলকারক। ইহার পাতা বসন্তের ক্ষতে এবং অপরাপর ক্ষতরোগে উপকারী এবং শিকড়ের ছাল বাতের পক্ষে হিতকর।
ইহার ফল শ্বেতবর্ণ এবং লোকে খায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—প্রস্রাবকারক, বাত এবং উদররোগে ব্যবহৃত হয়।

মূলের ছাল—বাতে উপকারী।

পত্র—উত্তেজক, খাদ্যদ্রব্যের সহিত ব্যবহারে বাতে উপকারী।

পাতার রস—যক্ষ্মার সর্দি এবং হাঁপানির ও কাশিতে উপকারী।

ছাল—শ্লেষ্মানিঃসারক।

Fig :—Wight, Ill., t. 1522 ; Gaertn, Fruct, t. 225.
Ref:—F. B. I., iii, 620 ; Roxb., F. I., iii, 765 ; B. P., i, 663 ; Prain, H. H., 234 ; Voigt, 348.

362. Azima tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাশাঁতি)

Genus—SALVADORA Linn.

363. S. persica Linn. (পীলু)

ভাষানুসারী নাম :—পিলু, করম্ভপ্রিয়—সংস্কৃত ; পিলু—বাংলা ; জল—হিন্দি ; লঘুপীলু, খোর পিলু, কিকুনেচা বৃক্ষ—মহারাষ্ট্র ; খারীজালা—গুজরাট ; মিরিয়ে, উগনি—কর্ণাট ; ফাল—রাজপুতনা ; গোল্গুচেট্টু, পিন্নবরগোগু, ভারাগও—তেলেগু ; কোহু, উঘাই-পটাই—তামিল ; ককুহন্—বোম্বে ; ঈরাক্—আরব ; মোর—সিংভূম ।

পীলুঃ শীবঃ সহস্রাংশী ধানী গুড়ফলস্তথা ।
বিরেচনফলঃ শাখী শ্যামঃ করম্ভবল্লভঃ ॥
অক্ষাহ্বঃ কটুকঃ পীলুঃ কষায়ো মধুরাম্লকঃ ।
সরঃ স্বাদুশ্চ গুল্মার্শঃশমনো দীপনঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—পীলু, শীব, সহস্রাংশী, ধানী, গুড়ফল, বিরেচনফল, শাখী, শ্যাম, করম্ভবল্লভ, এবং অক্ষাহ্ব—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—পীলু-কটুরস, বিপাকে কষায় ও মধুরাম্লরস । সর, এবং স্বাদু । গুল্ম, ও অর্শ নাশক এবং বিশেষ অগ্নুদ্দীপক ।

জন্মস্থান :—পশ্চিম বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, দক্ষিণভারত, গুজরাট, কঙ্কন, উত্তর ও দক্ষিণ সরকার ।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ ; বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হয় । সাধারণতঃ উত্তর ও দক্ষিণ সরকারে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায় । ইহার কাণ্ড বক্র, ৮-১০ ফুট উচ্চ হয় । বৃক্ষের ত্বক কর্ত্তিত, শাখা অনেক, শাখার বিপরীত দিকে পত্র হয় । পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ । শাখার অগ্রভাগে ফুল হয় । ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ । বহির্বাস ৪টি, দাঁতবিশিষ্ট । পুংকেশর ৪টি, পুষ্পনলের মধ্যে থাকে । ফল অতিশয় ক্ষুদ্র, কাল মরিচের দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, লালবর্ণ, রসযুক্ত । ফলে একটি বীজ থাকে । গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, মূল ।

বৈদ্যকে পীলুর ব্যবহার ।

চরক :—(১) মদাত্যয়ের পিপাসায় পীলু ফল—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারণার্থ পীলুফলের স্বরস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ) । (২) আনাহে পীলুফল—পীলুফলের

কল্ক দ্বারা পক্ব ঘৃত পান করিলে, আনাহ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৮ অঃ)। চরকের সূঃ ২য়/৪র্থ অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে শিরোবিরেচনে।

সুশ্রুত ঃ—গুল্মে পীলুফল—পিষ্ট পীলুফল সৈন্ধবলবণযোগে, গোমূত্র, দুগ্ধ, মদ্য কিম্বা দ্রাক্ষা কাথের সহিত পান করিবে। ইহা গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। তা ছাড়া সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৯ ও ৪৬ অঃ শিরোবিরেচনে এর উল্লেখ আছে।

বাগ্ভট ঃ—অর্শোরোগে পীলু—অর্শোরোগী তক্র অনুপান সহ পীলুফল সেবন করিবে (চিঃ ৮ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার ফল পরিপাক কারক, উষ্ণবীর্য্য এবং রসায়ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বর্দ্ধিত প্লীহা ও বাতরোগে হিতকর। মাড়ওয়ার দেশে ইহার ফল শুষ্ক করিয়া খায়। শুষ্ক হইলে উহা কিস্‌মিসের ন্যায় মিষ্ট লাগে। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, ইহা প্রসূতির পক্ষে উত্তেজক ও বাতরোগে হিতকর। ইহার পত্র এবং নিশিন্দা (Vitex trifolia) পত্রের যোগে বাতের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

আরবেরা ইহাকে Solvadoras Arak অর্থাৎ দাঁতন গাছ বলে। ইহার শিকড়ের ৩৪ ইঞ্চি পরিমিত অংশ দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও শক্ত হয়। কথিত আছে যে, এই গাছ মহিষে ও উষ্ট্রে খাইলে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় হয়। ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ইহার পাতা অর্শে ও ফোড়ায় পুল্‌টিস্ দিলে ফোড়া ও অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

ইহার শিকড়ের ছালে ফোস্কা, হয় (Met. Med. Ind, ii, 66)। পীলু বীজ সর্পবিষ নিবারক। ইহার বীজ খাওয়াইয়া অনেকগুলি সর্প দষ্ট ব্যক্তি আরাম হইয়াছে (Dr. Imlach's Report on Snakebites in Sind, Bombay, Med & Phys. Trans. New Series, iii, 80)।

ইহার বীজ উৎকৃষ্ট জোলাপের কাজ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা ঃ—বাতে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস ঃ—পুষ্টিঅভাব জনিত রোগে উপকারী।

পাতা ও আগ্‌ডাল ঃ—বিরেচক, সর্ব্বপ্রকার বিষের প্রতিষেধক।

ফল ঃ—উদরাধ্মান নাশক, প্রস্রাবকারক। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক।

গুঁড়ির ছাল ঃ—সিদ্ধ করিয়া মূত্রন্থরে ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তেজক। ঋতু ও অর্শরোগে বলকারক।

মূলের ছাল—থেৎলাইয়া চামড়ার উপর লাগাইলে শীঘ্রই ফোস্কা উঠে।

মন্তব্য :—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ইহাকে 'বৃহৎপীলু' বলিয়াছেন। বৃহৎপীলুর একটি নাম 'মহাফল'। সুশ্রুত পীলু তৈলকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন পীলুফল—"পক্বাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রয়োজয়েৎ" (সূঃ ২)।

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 247 ; Roxb., Cor. Pl. t. 26 ; Lamk., Ill., t. 81 ; Wight, Ill., ii, 229, t. 181.

Ref.—F. B. I., iii, 619 ; B. P. i. 663 ; Roxb., Fl. I., i, 389.
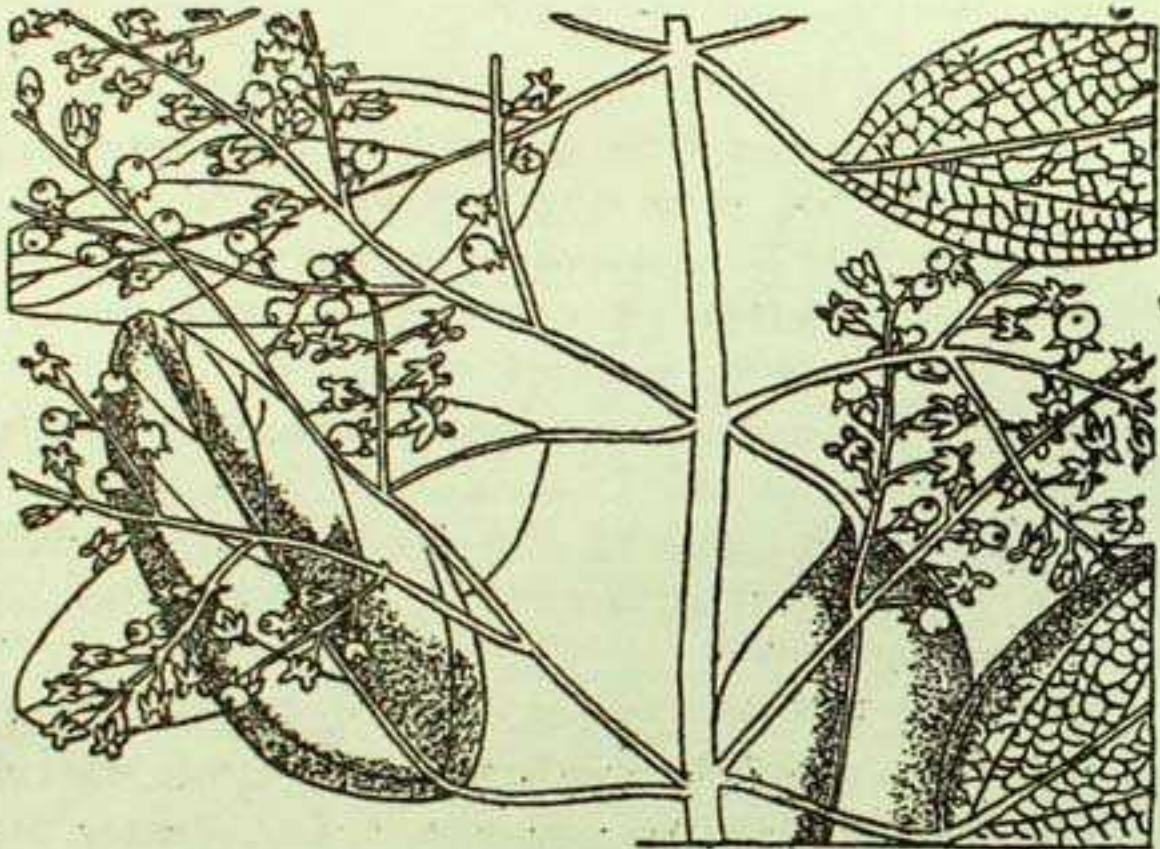
363. Salvadora persica Linn. (পীলু)

LXVI. APOCYNACEAE.

Genus—CARISSA Linn.

364. C. carandas Linn. (করমচা)

ভাষানুসারীনাম :—করমর্দ, সুষেণ—সংস্কৃত ; করমচা—বাংলা ; করৌঁদা—হিন্দি ; করৌঁদা—বম্বে ; করবন্দে—মহারাষ্ট্র ; করিঞ্জিনে—কর্ণাট ; কালাকাই—তামিল ; ভাকা, কালভিকেরা—তেলেগু ; কারাক্কা—মালয়।

করমর্দ্দঃ সুষেণশ্চ করাম্লঃ করমর্দ্দকঃ।
অবিগ্নঃ পাণিমর্দ্দশ্চ কৃষ্ণপাকফলো মুনিঃ॥
করমর্দ্দঃ সতিক্তাম্লো বালো দীপনদাহকঃ।
পকস্ত্রিদোষশমনোঽরুচিঘ্নো বিষনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—করমর্দ, সুষেণ, করাম্ল, করমর্দ্দক, অবিগ্ন, পাণিমর্দ্দ, কৃষ্ণপাকফল, মুনি—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—করমর্দ্দ—তিক্ত অম্লরস। কাঁচাফল—অগ্নুদ্দীপক ও দাহক। পাকাফল—ত্রিদোষ নাশক, অরুচিনাশক এবং বিষদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতের বালুকাময়, শুষ্ক ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে, পাঞ্জাব বর্মা, সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বাগানে চাষ হয় ও কখন কখন জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বড় গুল্ম ও ছোটগাছ, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ ও বিস্তৃত। প্রশাখাগুলিতে ও ডালের গাঁইটে কাঁটা আছে। কখনও ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড শক্ত, ½-১ ইঞ্চি। ডালের অগ্রভাগ হইতে ফুল বাহির হয়। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টী, একসঙ্গে অনেকগুলি হয়; পুষ্প শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে গোলাপী, বহির্বাস ৫টি। ফল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বকুলের ন্যায়, প্রথমে লালবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বেশ মসৃণ। ফলে ৪টি বা অধিক বীজ থাকে। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার নাম C. Congesta Bedd.। বসন্তকালে করমচার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার অপক্বফল ধারক ও উগ্র। ইহার শিকড় তিক্ত এবং পাকযন্ত্রের দোষ শোধক। কঙ্কন দেশে ইহার শিকড় গুঁড়াইয়া, অশ্বমূত্র, লেবুর রস ও কর্পূর দিয়া পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত করে (Dymock)। কটকে ইহার পত্রের ক্বাথ অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করে। ইহার ফলে চর্ম্মরোগ নিবারণ হয় বলিয়া অনেক কবিরাজের অভিমত।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—পুষ্টির অভাব জনিত রোগের প্রতিষেধক।

অপক ফল—সঙ্কোচক।

পক্বফল—স্নিগ্ধতাকারক, অম্লজনক।

মূল—তিক্ত, অগ্নুদ্দীপক, ক্রিমিনাশক।

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., 156, t. 19,Fig. 6 ; Wight, Ic., Fl, 426 & 1289.

Ref.—F. B. I., iii, 630 ; Roxb., F. I., i, 687 ; B. P., ii, 668 ; Prain. H. H., 235
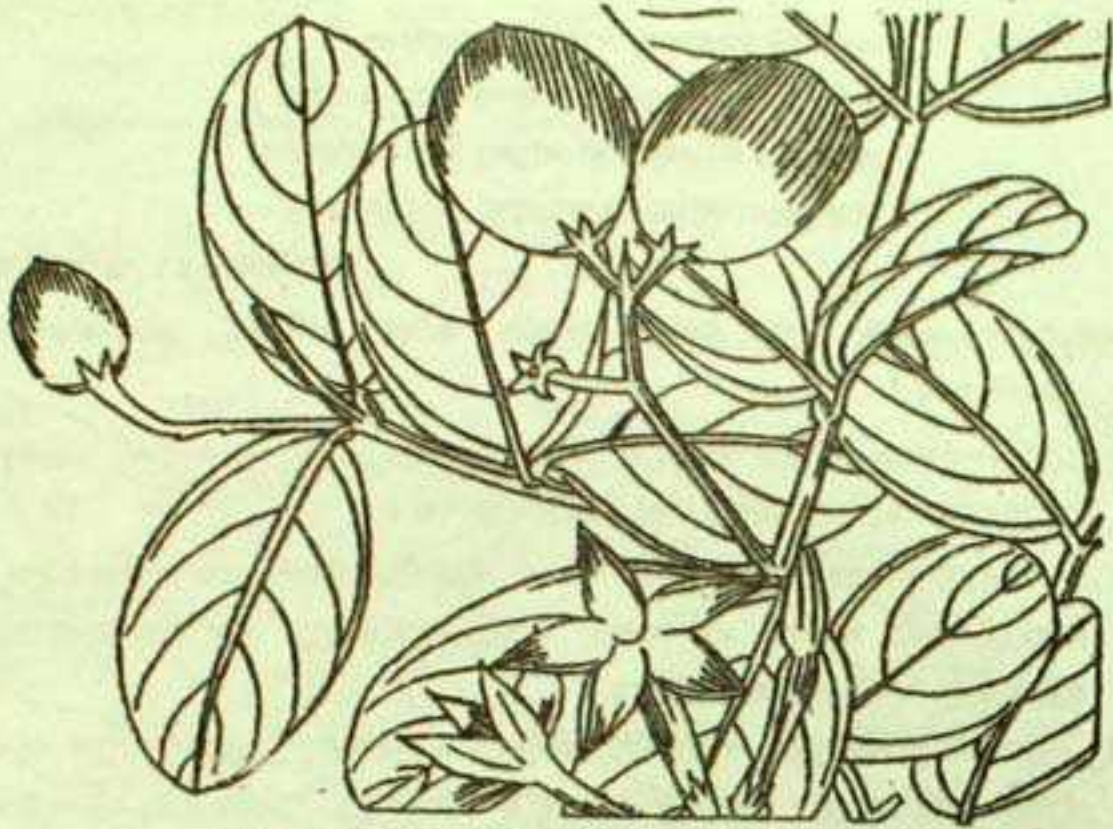
364. Carissa carandas Linn. (করমচা)

Genus—AGANOSMA G. Don.

A. dichotoma (Roth) K. Schum.

365. A. caryophyllata. G. Don. (গন্ধমালতী)

ভাষানুসারী নাম :—মালতী—সংস্কৃত ; গন্ধমালতী, মালতী—বাংলা : গন্ধ মালতী—হিন্দি : মালতী—তেলেগু।

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধমালতী।

ভাবপ্রকাশঃ। কর্পূরাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়—গন্ধমালতী।

গুণপর্য্যায় :—গন্ধমালতী—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, তিক্তরস, ও সুগন্ধ যুক্ত।

জন্মস্থান :—বিহার, সিংহভূম, মুঙ্গের, খড়্গপুরের পাহাড়ে অনেক জন্মে। দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহৎ লতানে গাছ। কাণ্ড শক্ত, প্রশাখাগুলি কোমল লোমযুক্ত, পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নীচের শিরাগুলি অতিশয় দৃঢ়। পত্রের বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়, ফুল বিস্তৃত। শ্বেতবর্ণ ও শক্ত লোমাবৃত। পুষ্পস্তবক লম্বা, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি।

স্ত্রীপুষ্পদণ্ড নত, গর্ভকেশর কোমল লোমাবৃত। বীজ ডিম্বাকৃতি, ২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা। বর্ষাকালে ও শরৎকালে ফুল হয়। ফল শীতের শেষে পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণের মতে এই গাছ উত্তেজক, বলকারক। ইহা পিত্ত প্রকোপে ও শরীরের রক্ত শোধনে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt.)।

Aganosma calycina A. Dc. গাছকেও কেহ কেহ মালতী গাছ বলেন। ইহা বর্মার অন্তর্গত ট্যাভয় নামক স্থানে দেখা যায় (F. B., I. iii, 665 ; Wight, Ic., t. 440.)। ইহার পত্র ৩-৪ ইঞ্চি; বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ইহাতে শক্ত লোম আছে। ইহার ফল সম্বন্ধে বিশেষ জানা নাই। ভেষজগুণ উপরোক্ত গাছটীর সমান। ইহাকেও বাংলায় ও সংস্কৃতে মালতী বলে, এইজন্য ইহার সম্বন্ধে আর বেশী লিখিবার আবশ্যক নাই।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—বমনকারক।

পাতা—যকৃতের দোষজাত রোগে উপকারী।

ফুল—চক্ষুরোগে উপকারী।

Fig.—Wight., Ic. t. 1305 ; Bot Mag., t. 1919.

Ref.—F.B.I., iii., 664 ; B.P., ii, 679 ; Watt, i, Pt. I, 129.

365. **Aganosma caryophyllate, G. Don.** (গন্ধ মালতী)

Genus—ALSTONIA R. Br.

366. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

ভাষানুসারী নাম :—সপ্তপর্ণ—সংস্কৃত ; ছাতিম—বাংলা ; ছাতিবন্, ছাতিয়ান্—হিন্দি ; সাতবর্ণা, সাত্বিন—মহারাষ্ট্র ; এলেলপ, এড়াকুল, অধিটাকু—কর্ণাট ; সপ্তপর্ণ—গুজরাট ; এড়াকুলাপালা—তেলেগু ; পালা—তামিল ; পালা—মালয়।

সপ্তপর্ণঃ পত্রবর্ণঃ শুক্তিপর্ণঃ সুপর্ণকঃ।
সপ্তচ্ছদো গুচ্ছপুষ্পোঽযুগ্মপর্ণো মুনিচ্ছদঃ।।
বৃহত্ত্বগ্ বহুপর্ণশ্চ তথা শাল্মলিপত্রকঃ।
মদগন্ধো গন্ধিপর্ণো বিজ্ঞেয়ো বহ্নিভূমিতঃ।।
সপ্তপর্ণস্তু তিক্তোষ্ণস্ত্রিদোষঘ্নশ্চ দীপনঃ।
মদগন্ধো নিরুদ্ধেঽয়ং ব্রণরক্তাময়ক্রিমীন্॥
অপিচ
শারদী বিনদোবিদ্ধ বিস্তাকঃ গ্রহনাশনঃ

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—সপ্তপর্ণ, পত্রবর্ণ, শুক্তিপর্ণ, সুপর্ণক, সপ্তচ্ছদ, গুচ্ছপুষ্প, অযুগ্মপর্ণ, মুনিচ্ছদ, বৃহত্ত্বগ্, বহুপর্ণ, শাল্মলিপত্রক, মদগন্ধ, গন্ধিপর্ণ- এই তেরটি নাম। তাছাড়া শারদী বিনদ, বিদ্ধ, বিস্তাক এবং গ্রহনাশন আরও পাঁচটি নাম।

গুণপর্যায় :—সপ্তপর্ণ তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষ নাশক এবং অগ্নুদ্দীপক। মদগন্ধ (ফুলের গন্ধ গজমদের গন্ধের ন্যায়) বিশিষ্ট। ব্রণ, রক্তামাশয় এবং ক্রিমি নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ ; জাম্ হইতে পূর্বদিকে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে ; বঙ্গদেশ, বর্মা, দক্ষিণভারত, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়।

বর্ণনা :—বৃহৎ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৬০ ফুট কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। ছাল ঘন, ধূসরবর্ণ, কতকটা খস্খসে। কাঠ, শ্বেতবর্ণ ও নরম। গাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিলে, কাঠের রং খারাপ হয়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জল ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ ; বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্বাস ⅒-⅛ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমাবৃত ও ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল ১ ফুট লম্বা, কিছু বক্র, গাছে ঝুলিয়া থাকে, ইহা দেখিতে চেপ্টা। বীজ ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দুই দিকে পশমের মত

আছে। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় ও বীজ বায়ু যোগে অন্যত্র উড়িয়া পড়ে; এবং সময় মত আবার অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করে। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক, ফুল, আঠা; মাত্রা—ছাল ও ফুলের রস ½-২ তোলা, কাথ—৫-১০ তোলা; আঠা ½-১ আনা; ত্বক্‌চূর্ণ ½-২ আনা; পুষ্পচূর্ণ ½-৩ আনা।

বৈদ্যকে সপ্তপর্ণের ব্যবহার।

চরক :—(১) **কুষ্ঠে** সপ্তপর্ণ—ছাতিমের ছালের কাথ কুষ্ঠঘ্ন। এই কাথ কুষ্ঠ রোগী স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)। (২) **স্তন্য শুদ্ধ্যর্থ** সপ্তপর্ণ—গুলঞ্চ ও ছাতিমের ছালের কাথ পান করিলে স্তন্যশুদ্ধি হয় (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **সান্দ্রমেহে** সপ্তপর্ণ—যাহার সান্দ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিম ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দন্তকাষ্ঠগতবিষে** সপ্তপর্ণ—বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিলে দন্তমাড়ীস্ফীতি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিয়া থাকে, তৎপ্রতিকারার্থ ছাতিম ছালের চূর্ণ মধুযোগে মুখকুহরে এবং মাড়িতে ঘর্ষণ করিবে (কঃ ১ অঃ)। (৩) **শ্বাসকাসে** সপ্তপর্ণ—যাহার শ্বাসকাস আছে সে ছাতিমের ফুল এবং পিপ্পলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির মাতের সহিত সেবন করিবে (উঃ ৫১ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) **হিক্কাশ্বাসে** সপ্তপর্ণ :—পিত্তকফানুগত হিক্কাশ্বাসে ছাতিমছালের রস পিপুল ও মধুযোগে পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **দন্তক্রিমিতে** সপ্তপর্ণ—দাঁতের ক্রিমি জন্য বেদনায়, দন্তগহ্বর ছাতিমের আঠায় পূরণ করিলে শূলশান্তি হয় (উঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—**দুষ্টব্রণে** সপ্তপর্ণ—ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত পূরণ হয় (ব্রণ-শোথ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—**সুশ্রুত** বলেন, ছাতিম, নিম, গুলঞ্চ, ভূর্জপত্রের (Bitulautilis Don.) ছাল সমপরিমাণ, একুনে ২ তোলা লইয়া উহার কাথ ব্যবহার করিলে জ্বর, চর্মরোগ, অজীর্ণ আরাম হয়। ইহা একটি বলকারক ঔষধ।

Dr. Rheede এবং Dr. Rumphius বলেন যে, দেশীয় লোকেরা ইহার ছাল লবণ ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করে। ইহা জ্বরের সহিত উদরাময় আরাম করে এবং ইহার স্থানীয় প্রলেপে গেঁটেবাত ও ক্ষত আরাম হয়। ইহার ছালের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ কিম্বা ত্বকের কাথ ব্যবহার করিলে আমাশয়িক অজীর্ণ রোগের উপশম করে।

ছাতিমের ছাল Pharmacopoeia of India-তে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা বলকারক এবং ছোট ও ফিতার ন্যায় ক্রিমি নাশক।

ইহার টাট্‌কা শিকড়ের রস দুধের সহিত খাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় এবং পেটের ক্রিমি নাশ হয়।

ছাতিমের টাট্‌কা ছালের রস আদার সহিত প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহার শরীর শীঘ্র সারিয়া যায় (Dymock)।

ছাতিম পাতার ভাজা গুঁড়া ফোড়ার উপর পুল্‌টিস্ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (Surg. Thomson)। ইহা জ্বর, রক্তামাশয় ও উদরাময়ের একটি বিশেষ ঔষধ এবং জ্বরের পক্ষে কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—তিক্ত, রসায়ন, বলকারক স্বরয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে, উদরাময়ে এবং আমাশয়ে উপকারী। সর্পদংশনেও উপকারী।

ছালের দুগ্ধের ন্যায় রস—ক্ষতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, কুষ্ঠরবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিগণে সপ্তপর্ণ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত বিষমজ্বরঘ্ন ঘৃত তৈলের পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **ভাবমিশ্রের** মতে সপ্তপর্ণ জীর্ণজ্বরহর।

ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া আমবাত, বাত এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। সঙ্কোচক বলিয়া চিরজাত উদারময় এবং সংগ্রহগ্রহণীতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত ও বল্য বলিয়া জ্বরাদি পীড়ার অবসানের জন্য সেব্য।

Fig.—Wight. Ic., t, 422 ; Bedd, Fl. Sylv., t, 242 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 45 ; Bentl & Trim., t. 173.

Ref.—F. B. I., iii, 642 ; B. P., ii, 672 ; Dymock, ii, 386 ; Prain, H. H., 236 ; Voigt, 526.
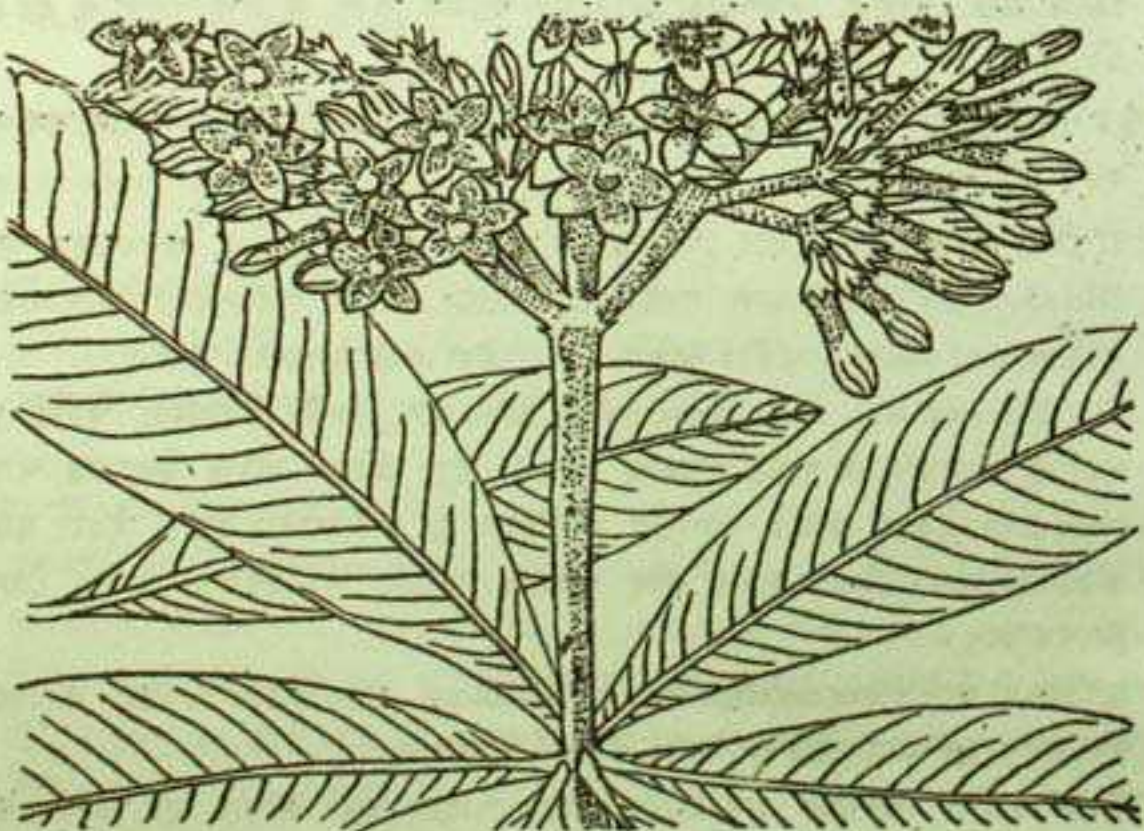
366. Alstonia scholaris R. Br. (ছাতিম)

Genus—ICHNOCARPUS R. Br.

367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শারদা, সারিবা—সংস্কৃত ; শ্যামালতা—বাংলা ; কলিদুধি—হিন্দি ; দুধ, শ্যামালতা—বোম্বে ; ইন্নুকট্টি—তেলেগু ; উদারগদি—তামিল ; পল্‌ভাল্লি—মালয়।

সারিবা শারদা গোপা গোপবল্লী প্রতানিকা।
গোপকন্যা লতাঽস্ফোতা নবাহ্বা কাষ্ঠসারিবা ॥
সারিবা তু মধুরা কফবাতাস্রনাশনী।
কুষ্ঠকণ্ডূজ্বরহরা মেহদুর্গন্ধিনাশনী।
অপিচ
অম্বুপত্রা দুগ্ধগর্ভা সুগন্ধা কলঘটাচ।

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায় ঃ—সারিবা, শারদা, গোপা, গোপবল্লী, প্রতানিকা, গোপকন্যা, লতা, অস্ফোতা, কাষ্ঠ সারিবা—এই নয়টি নাম।
তাছাড়া, অম্বুপত্রা, দুগ্ধ-গর্ভা, সুগন্ধা, কলঘটা এই চারটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—সারিবা মধুররস, কফ, বায়ু এবং রক্তদোষ নাশক। কুষ্ঠ, কণ্ডু, জ্বর, মেহ এবং দুর্গন্ধ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—পশ্চিম হিমালয়ের সিরমোর হইতে নেপাল, ১০০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, আসাম, শ্রীহট্ট, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে বহুল পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—বহুদূর বিস্তৃত লতানে গাছ, কখন কখন জড়াইয়া গাছের উপরে উঠে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র সবগুলি সমান নহে ; ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা ছোট, অগ্রভাগে ৩টি ফুল একত্রে হয়। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে। স্ত্রীকেশর অতিশয় ছোট। শুঁটির আচ্ছাদন ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অতিশয় অবনত। বীজ ⅔ ইঞ্চি। লতায় গো-মহিষাদি বাঁধিলে ছিঁড়িয়া যায় না। এই লতায় জেলেরা ঘানুই বোনে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র। ক্বাথ—৫—১০ তোলা, মূলকল্ক ২-৮ আনা।

সুশ্রুত :—(১) **অর্শে** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূল পেষণ করিয়া মৃৎকলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। এই কলসীতে ঘোল রাখিয়া সেই ঘোল টক্ হউক বা না হউক, অর্শরোগীর পান ভোজনার্থ ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **ব্রণ শোধনার্থ** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ পান এবং তদ্বারা ব্রণ ধৌত প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **মূষিকবিষে** শ্যামালতা—শ্যামালতা মূলের কাথ ও কল্ক সহ পক্ব ঘৃত পান করিলে মূষিকবিষ প্রশমিত হয় (কঃ ৫ অঃ)। (৪) **পুতনাপ্রতিষেধে** শ্যামালতা—শ্যামালতার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থ ব্যবহার করিলে পুতনাগ্রহগ্রস্ত শিশু সুস্থতা লাভ করে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত :— **নেত্ররোগে** শ্যামা—শ্যামালতার মূলের কাথ পরিষেচন করিলে কুহমনামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **বাতব্যাধিতে** শ্যামা—বাসকের পত্র সহিত শ্যামালতার মূল পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে উর্দ্ধবাত নিবৃত্তি পায় (২) **ব্রণশুক্র** নামক নেত্ররোগে—যাহার ব্রণশুক্র নামক নেত্ররোগ হইয়াছে তাহার নেত্রে; শ্যামালতার রস বা কাথ মধুসহ বিন্দু বিন্দু পাতিত করিবে (নেত্ররোগ—চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় বলকারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—বলকারক, ঘর্ম্মকারক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন। **অজীর্ণ,** ধাতব ব্যাধিতে, অনিদ্রায়, জ্বরে, চর্ম্ম রোগে, রক্তদুষ্টিতে, প্রদরে, সিফিলিসে, বাতে, কাঁকড়াবিছা দংশনে এবং সর্প দংশনেও উপকারী। সারসাপারিলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

পাতার ডগার রস ও পাতার রস :—স্বেদম্ব।

মন্তব্য :—চরক :—বর্ণ, কণ্ঠ্য, বিষঘ্ন, পুরীষসংগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও জ্বরহরবর্গে এবং সুশ্রুত—বিদারিগন্ধাদিগণে ও সারিবাদিগণে সারিবা এবং বিষঘ্ন "একসর" গণে শ্যামালতা পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Wight, Ic., t., 430 ; Burm, Fl. Zeyl., 23, t. 12. Fig. I ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 617.

Ref—F.B.I., iii, 669 ; Roxb. F.I., ii, 12 ; B.P., ii, 680 ; Watt, vi, Pt. ii, 326 ; Prain, H.H., 237.

367. Ichnocarpus frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Genus—HOLARRHENA R. Br.

368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

ভাষানুসারী নাম :—কুটজ, গিরিমল্লিকা, বৎসক—সংস্কৃত ; কুরচি—বাংলা ; কুরচি, কুড়া, কৌরৈয়া—হিন্দি ; পণ্ডাকুড়া—গুজরাট ; কুরো, কওয়ার—পাঞ্জাব ; ভেপ্পালরিসি, ভেলায়েই, কুদাসপ্পালই—তামিল ; কোদিসেপালা, পালাকোড্সা, অমকুডু, অঙ্কুডুচেট্ট—তেলেগু ; কুড়িয়া—উড়িষ্যা ; তিবাজ—আরব ; কুর্চি—বোম্বে।

কুটজঃ কৌটজঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কলিঙ্গো মল্লিকাপুষ্পঃ প্রাবৃষ্যঃ শক্রপাদপঃ ॥
বরতিক্তো যবফলঃ সংগ্রাহী পাণ্ডুরদ্রুমঃ।
প্রাবৃষেণ্যো মহাগন্ধঃ স্যাৎ পঞ্চদশধাভিধঃ ॥
কুটজঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ কষায়শ্চাতিসারজিৎ।
তত্রাসিতোঽস্ত্র পিত্তঘ্নস্বগ্দোষার্শোনিকৃন্তনঃ।

অপিচ

শক্রাশনঃ মহাগন্ধঃ কালিঙ্গশ্চা তিক্তকঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কুটজ, কৌটজ, শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কলিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, বরতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, পাণ্ডুরদ্রুম, প্রাবৃষেণ্য, মহাগন্ধ—এই পনেরটি নাম। এ ছাড়া শক্রাশন, মহাগন্ধ কালিঙ্গ ও তিক্তক এই চারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুটজ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কষায় রস। অতিসার নাশক। অসিত কুটজ—রক্তপিত্তনাশক, চর্ম্মদোষ এবং অর্শ নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, বঙ্গদেশ, বর্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। হুগলী হাওড়া, ২৪-পরগণা, সুন্দরবন, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ও জঙ্গলে প্রচুর গাছ জন্মে।

বর্ণনা :—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ; বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়: কোমল ও শক্ত-লোমযুক্ত, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসর বর্ণ, খস্‌খসে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্রের বোঁটা ক্ষুদ্র; পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ: সরু; পত্রের শিরা ১০-১৬ জোড়া এবং শক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, অল্প গন্ধযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। ফল, দুইটি আচ্ছাদনে আবৃত, ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা, ¼-⅓ ইঞ্চি চওড়া, ভিতর ভাগে বক্র, মসৃণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও লম্বাকৃতি, সুক্ষ্ম লোমাবৃত, বীজের গায়ে পশম আছে, ধূসরবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার বীজ Wrightia tinctoria বীজের মত। ইহার বীজের নাম ইন্দ্রযব। বাজারে দুই প্রকার ইন্দ্রযব আছে একটির বীজ মিষ্ট, আর একটির বীজ তিক্ত। দেশীয় লেখকগণ এবং কবিরাজগণ এই দুই প্রকার ইন্দ্রযবকে একই W. tinctoria গাছ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু বস্তুত: উভয় ইন্দ্রযব এক গাছের বীজ নহে। W. tinctoria গাছ মাদ্রাজ, বর্মা ও মধ্য ভারতে এবং দক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে দেখা যায়, ইহার বীজ মিষ্ট কিন্তু Holarrhena গাছের বীজ মিষ্ট নহে পরন্তু তিক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হইয়া থাকে।

কুটজ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়া জীবিত করেন তখন হনুমানের গাত্র হইতে এক ফোটা অমৃত ভূমিতে পড়িয়া যায়, উহা হইতে কুরচি গাছ উৎপন্ন হয়।

চরক বলিয়াছেন যে পুরুষ ও স্ত্রীভেদে কুরচি দুই প্রকার। যে গাছের ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পত্র স্নিগ্ধকর তাহা পুং কুটজ এবং যাহার কাণ্ড ও ত্বক শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যামবর্ণ, ফল ও বোঁটা ছোট, তাহা স্ত্রী কুটজ। H. antidysenterica এবং W. tinctoria গাছের প্রভেদ এই যে প্রথমটার ছাল ধূসর বর্ণ, দ্বিতীয়টির ছাল কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটির পত্র শুষ্ক হইলে উহার রঙ ঠিক থাকে, দ্বিতীয়টির পত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমটির শুঁটি পৃথক পৃথক, দ্বিতীয় শুঁটি জোড়া জোড়া; উহা কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমটির ফুল শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয়টির ফুল বড়, মোটা ও সৌগন্ধ যুক্ত। এক্ষণে প্রথম কুটজকে শ্বেত কুটজ দ্বিতীয়টিকে কৃষ্ণ কুটজ বলা যাইতে পারে। শ্বেতকুটজ বঙ্গদেশে

বহুল পরিমাণে দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণকুটজ (W. tinctoria) বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না। শ্বেতকুটজ বীজকে ইন্দ্রযব বলে। ইহা দেখিতে যই (oat) এর মত ও তিক্ত। W. tinctoria এর বীজকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা নকল ইন্দ্রযব। ইহার গুণ আসল ইন্দ্রযবের ন্যায় ; কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগে ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার পাওয়া যায় না। অতএব বিশেষ দেখিয়া ইন্দ্রযব খরিদ না করিলে ঔষধে ফল হয় না।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক, বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও বীজের কাথ—৫-১০ তোলা। বীজচূর্ণ—১/২-২ আনা।

বৈদ্যকে কুটজের ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব**—ইন্দ্রযব কল্কের সহিত যথাবিধি পক্ক গব্য ঘৃত রক্তপিত্তহর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে ইন্দ্রযব**—ইন্দ্রযবের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **যক্ষ্মারোগীর অতিসারে ইন্দ্রযব**—ইন্দ্রযব কল্ক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে যক্ষ্মারোগীর অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (৪) **অর্শের রক্তস্রাবে কুটজ**—অর্শরোগীর পিচ্ছিল রক্তস্রাব প্রতীকারার্থ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কুটজত্বক্কৃত কাথ পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **রক্তপিত্তাতিসারে ইন্দ্রযব**—৮ তোলা ইন্দ্রযবের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে মাংসযূষ পথ্য করিলে, সত্বর পিত্ত উদরাময় জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৬) **ব্রণরোপণে কুটজ**—কুটজত্বক্কৃত কাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণরোপণ হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৭) মাংসগত **বিষদোষে কুটজ**—বিষদোষ নিবৃত্ত্যর্থ কুটজমূলত্বক্, জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। ২৯

সুশ্রুত :—(১) **কফপিত্তানুবদ্ধ রক্তজার্শে কুটজত্বক্**—আর্দ্র কুটজত্বক্কৃত কাথ পুনঃ পাকদ্বারা গুড়ের মত গাঢ় করিয়া সেবন করিলে কফপিত্ত প্রধান রক্তজ অর্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **সর্ব্বপ্রকার অর্শে কুটজ**—খদির এবং পিয়াল যেমন সর্ব্ব কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে তদ্রূপ কুটজ এবং ভল্লাতক সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনষ্ট করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) **বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসারে কুটজফাণিত**—কুটজত্বক্কৃত কাথ পুনঃ পাকে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে ঝটিতি বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসার (আমরক্তাতিসার) প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**শর্করারোগে কুটজত্বক্**—দধির সহিত কুটজত্বক্ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে শর্করা মূত্রস্রোতঃ দ্বারা নির্গত হইয়া যায় ; শর্করা রোগীর মূত্রের সহিত বালুকাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া থাকে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুটজ বমনকারক এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগ নিবারক। পেটের যন্ত্রণা নিবারণে ইহা একটী অদ্বিতীয় মহৌষধ এবং বায়ু পিত্ত ও কফের সংশোধক (Dymock)।

কুরচিছাল, অতিবিষার ছাল, পাঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প (ধাইফুল), লোধছাল, বালা (Pavonia odorata), বেদানার খোসা এবং মুথা, প্রত্যেক ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে যে কোন প্রকার আমাশয় ও কঠিন দাহ, রক্তশূল, রক্তআমাশয় আরাম হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ ধারক ও ক্রিমিনাশক বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা ইহা পুরাতন হাঁপানি রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা মধু ও জাফরাণের সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে এবং স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার করিতে বলেন। মাত্রা ১½ আউন্স কিংবা ২ আউন্স দিবসে দুইবার কিংবা তিনবার সেব্য।

কুরচির বীজ ভাজিয়া জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই জল পান করিলে পেটের দোষ দূর হয়। ইহা ধারক ও কলেরার বমন নিবারণের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie, Met, Med. Ind., ii, 483)।

কুটজ শিকড় গুলঞ্চ রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বহুদিন স্থায়ী জ্বর ছাড়িয়া যায়। ইহার রস এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনির সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে আমাশায় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

শোথরোগে সাঁওতালেরা ইহার ছাল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া থাকে। কুরচি ফল সর্পবিষের মূল্য ও যন্ত্রনা নিবারক। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় (Rev. A. Campbell)।

কাল কুরচির ত্বক্ জ্বরঘ্ন, পাচক ও বলকারক এবং শুক্রক্ষয়জনিত অবসাদ নিবারক। ইহার পত্র দাঁতের বেদনা নিবারক (R. N. Khory, ii, 392)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

ছাল—আমাশয়ে উপকারী। শোথে ছাল শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া গায়ে মাখিলে উপকার হয়।

বীজ—সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন। জ্বরে, আমাশয়ে, উদরাময়ে এবং পেটের পীড়াতে উপকারী।

মন্তব্য:—চরক—অর্শোঘ্ন ও ক্রিমিঘ্ন বর্গে কুটজ এবং আস্থাপনোপগবর্গে ইন্দ্রযব পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত আরগ্বধাদি এবং লাক্ষাদি বর্গে কুটজ এবং আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি বচাদি ও বৃহত্যাদি বর্গে ইন্দ্রযবের উল্লেখ করিয়াছেন। বাগ্‌ভট বলেন "কুটজো রক্তার্শঃ প্রশমনানাম্" (অষ্টাঙ্গহৃদয়—সূঃ ১৩ অঃ)।

Fig.—Brandis, For, Fl., 226 & 40; Wight, Ic., tt. 1297, 1298 & 439; Rheede, Hort, Mal., i, t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 644; Watt., vi, Pt. vi, 316; B. P.: ii, 674; Dymock, ii, 391.
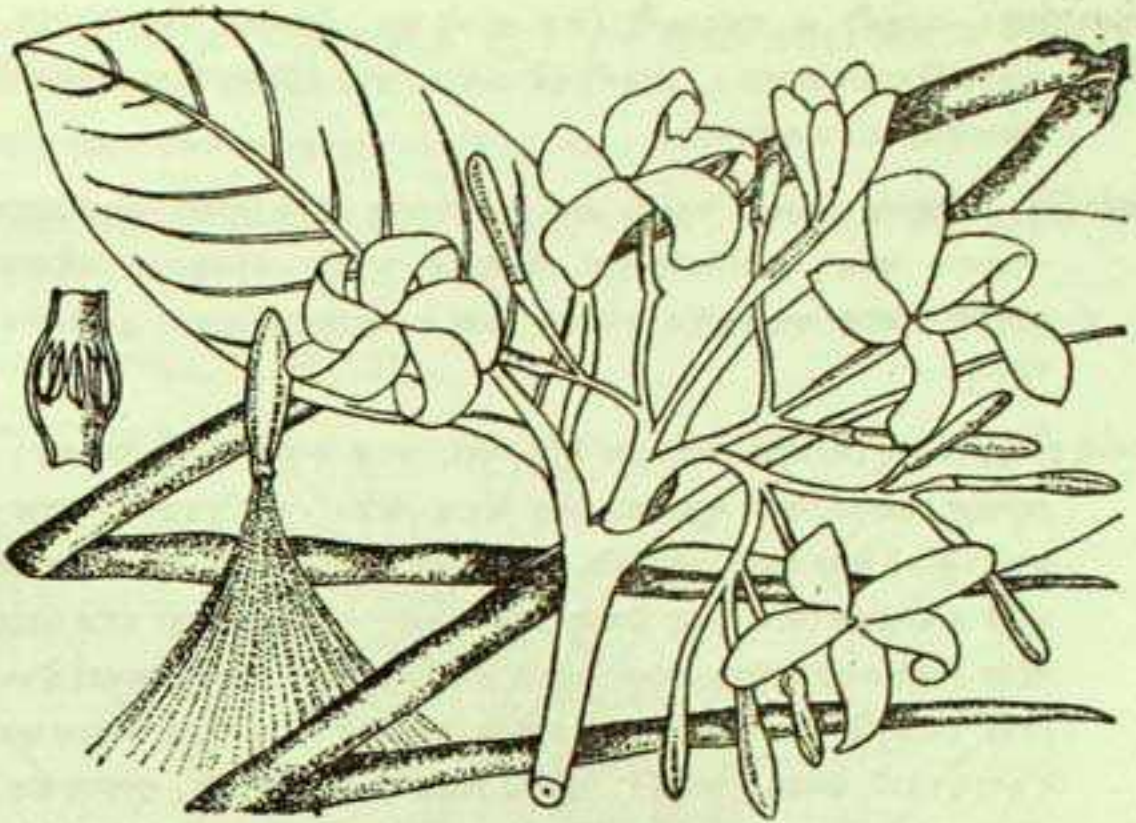
358. Holarrhena antidysenterica Wall. (কুরচি)

Genus RAUWOLFIA Benth.

369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

ভাষানুযায়ী নাম :—সর্পগন্ধা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রপুষ্পা—সংস্কৃত ; চন্দ্রা, ছোট চাঁদ—বাংলা ; ছোট চাঁদ—হিন্দি ; চৌভান্নাভিল্পুরি—মালয় ; পাট্‌লা-গন্ধি—তেলেগু ; কোভান্না-মিল্ পোরি—তামিল ; চুবান্না-অবিল-পোরী—মালাবার ; শ্বেতবিজনী—মহারাষ্ট্র ; শেতকটকটেরা, বিলিয়নেলগুন্নু—কর্ণাট।

নাকুলী সর্পগন্ধা চ সুগন্ধা রক্তপত্রিকা।
ঈশ্বরী নাগগন্ধা চাপ্যহিভুক্ সরসা তথা॥
সর্পাদনী ব্যালগন্ধা জ্ঞেয়া চেতি দশাহ্বয়া।
নাকুলীযুগলং তিক্তং কটুকং চ ত্রিদোষজিৎ।
অনেকবিষ বিধ্বংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—নাকুলী, সর্পগন্ধা, সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সরসা, সর্পাদনী, ব্যালগন্ধা—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—নাকুলী ও গন্ধনাকুলী তিক্ত ও কটু রস, উষ্ণবীর্য, ত্রিদোষনাশক। নানা-প্রকার বিষদোষ নাশক। নাকুলী দুই প্রকার, অপর নাম বয়স্থা ও গন্ধনাকুলী তন্মধ্যে গন্ধনাকুলী অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান:—হিমালয় প্রদেশ : সিরহিন্দ এবং মোরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্য্যন্ত স্থানে পর্বতের পাদদেশে জন্মে; খাসিয়াপাহাড়, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ছায়াপূর্ণ জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায় কিন্তু সকল স্থানে নহে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কখন কখন ২।৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছগুলি দেখিতে তেজস্কর, কখন লতাইয়া অন্য গাছে উঠে। ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, কিংবা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিকে ফিকে সবুজ ও উপরের দিকে মসৃণ, উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ ; পত্রের কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, পত্রের শিরা ৪-১২ জোড়া থাকে ; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, কিম্বা গোলাপী রং বিশিষ্ট, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল থাকে। বহির্বাস ছোট, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুষ্পের অন্তর্ব্বক ½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পনল বক্র, পাপ্ড়ি ৫টি থাকে। ফল জোড়া জোড়া কিম্বা এক একটি জন্মে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, বিস্তৃত শুঁড়িম্বাকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র ও রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে ; কিন্তু কোন বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা জ্বর নাশক ও বলকারক, ক্রিমিনাশক।

বম্বে প্রদেশের মজুরেরা ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখে ; তাহারা বলে যে, এই শিকড় কাছে থাকিলে, পাকযন্ত্রের কোন পীড়া হয় না। ইহার শিকড় ও ঈশের মূলের (Aristolochia indica) শিকড়, কঙ্কন-দেশে কলেরার পেট বেদনায় ব্যবহার করে। পেটবেদনায় ইহার শিকড় ১ ভাগ, ২ ভাগ কুরচি ও ৩ ভাগ বাগাভেরেণ্ডার শিকড় (Jatropha curcas) দুধের সহিত সেব্য। বিহার ও আরও পশ্চিমে ইহা "পাগলা দওয়াই" বলিয়া খ্যাত। অনেক স্থানে ইহা উন্মত্ততায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। বিহারে ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্রার শিকড়, কালমেঘ, আদা ও বীটলবণ জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্র—৩-৪ তোলা (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—মোহ এবং নিদ্রাকারক, স্নিগ্ধকারক, অপস্মারে বিশেষ উপকারী। রক্তের চাপ

প্রশমক, পেটের যন্ত্রণার উপকারী। ইহার কাথ সেবনে জরায়ুর সংকোচন বাড়াইয়া প্রসবকালীন বেদনা বাড়াইয়া দেয়।

পাতার রস—চক্ষুতারকার ঝাপ্‌সা দৃষ্টি নষ্ট করে।

Fig.—Wight. Ic., t, 849; Bot, Mag., t. 784; Burm., Fl. Zeyl., t. 64; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 602 B.

Ref.—F. B. I., iii, 632; Roxb., F. I., i, 694; B. P., ii, 671; Dymock., ii, 414; Prain, H. H., 235.

369. Rauwolfia serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Genus—NERIUM Soland.

N. indicum Mill.

370. N. odorum Soland. (করবী)

ভাষানুসারী নাম :—করবীর, অশ্বঘ্ন, অশ্বমারক—সংস্কৃত; করবী—বাংলা; কণের, কণৈলী—হিন্দি; কণের, কহ্লের—মহারাষ্ট্র; বাকণলিকে—কর্ণাট; কণের—গুজরাট; কাণেরচেট্টু, করভিরম্, জাল্লেরড—তেলেগু; আলারী, করভিরম্—তামিল; করভিরম্—মালয়; করবী—বোম্বে।

করবীরো মহাবীরো হয়মারোঽশ্বমারক :।
হয়ঘ্নঃ প্রতিহাসশ্চ শতকুন্দোঽশ্বরোধকঃ ॥
হয়ারির্বীরকঃ কুন্দঃ শকুন্দঃ শ্বেতপুষ্পকঃ।
অশ্বান্তকস্তথাঽশ্বঘ্নো নখরাহ্বোঽশ্বনাশকঃ ॥
স্থলাদিকুমুদঃ প্রোক্তো দিব্যপুষ্পো হরপ্রিয়ঃ।
গৌরীপুষ্পঃ সিদ্ধপুষ্পো দ্বিকরাহ্বঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
করবীরঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ কুষ্ঠকণ্ডুতিনাশনঃ।
ব্রণার্ত্তিবিষবিস্ফোট-শমনোঽশ্বমৃতিপ্রদঃ ॥

অপিচ

শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণৈ র্ভেদা-স্ত্যস্তে চতুর্বিধাঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—করবীর, মহাবীর, হয়মার, অশ্বমারক, হয়ঘ্ন, প্রতিহাস, শতকুন্দ, অশ্বরোধক, হয়ারি, বীরক, কুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, অশ্বান্তক, অশ্বঘ্ন, নখরাহ্ব, অশ্বনাশক, স্থলাদি-কুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরপ্রিয়, গৌরীপুষ্প, সিদ্ধপুষ্প—এই বাইশটি নাম। শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে করবীর চার প্রকার।

গুণপর্য্যায় :—করবীর—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। ব্রণরোগ, বিষদোষ ও বিস্ফোটনাশক। ইহা অশ্বমারক (অর্থাৎ বিষকারক)।

জন্মস্থান :—মধ্য ভারতবর্ষ, সিন্ধুদেশ, আফগানিস্থান এবং হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে। সমগ্র বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, বিহার, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—সরল বিস্তৃত ডাল যুক্ত ছোট গাছ, ১০-১৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের মূলদেশ হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, সরু, পুরু, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা অতিশয় ছোট। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপী ও শ্বেতবর্ণ। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও কতকটা গোলাকার; ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ সিকির মত গোলাকার; চেপ্টা, এক গোছা শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ পশম-ময় লোমে আবৃত। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। করবীর ডাল ভাঙ্গিলে প্রচুর শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে করবীর ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূলের ছাল ; মাত্রা—মূলের ছালচূর্ণ, ⅛-¼ আনা।

বৈদ্যকে করবীরের ব্যবহার।

চরক:—(১) **কুষ্ঠে** করবীরত্বক্—কুষ্ঠরোগী করবীর মূলত্বক্ সাধিত জল স্নান ও পানার্থে ব্যবহার করিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **পালিত্যে** করবীর মূলত্বক্—চুর্ণিকা কিম্বা করবীর মূলত্বক্ দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক, শিরঃস্থিত পক্বকেশ উৎপাটন করিয়া তদ্বারা শিরঃ প্রলিপ্ত করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে কেশ পুনঃপক্বতা প্রাপ্ত হয় না (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **অশ্মরীতে** করবীর ক্ষার—শুষ্ক করবীর মূলত্বক্ রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে অন্তর্ধূমদগ্ধ করিবে। এই ক্ষার ⅛ আনা - ¼ আনা মাত্রায় অশ্মরী রোগী মধু সহ সেবন করিবে। ঔষধসেবী মধুর রস, ঘৃত ও দুগ্ধবহুল ভোজন করিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **উপদংশে** করবীর পত্র—করবীর পত্র সিদ্ধ জল দ্বারা উপদংশ ধৌতি প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **ব্রণদারণার্থ** করবীর মূলত্বক্—পক্ব ফোটক, জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **পামারোগে** করবীর মূলত্বক্—করবীর মূল ত্বক দ্বারা পক্ব তিলতৈলের লেপ দিলে, পামা অর্থাৎ পাঁচড়া, খোস্ আরাম হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) **নেত্ররোগে** করবীর—করবীরের কোমল পত্র ভগ্ন করিলে যে রস নির্গত হয়, তদ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিলে, বহু অশ্রুপাতান্বিত নেত্র-কোপ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**উপদংশে** করবীর মূলত্বক্—জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্ দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় (উপদংশ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—করবীর কচি পাতার টাট্‌কা রস চক্ষে দিলে চক্ষুউঠা আরাম হয়। ইহার শিকড় বিষাক্ত, অতএব ইহা খাওয়া উচিত নহে।

পত্রের কাথ ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং উহার শিকড়ের ছাল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহা চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠনাশক।

ডাঃ মীরমহম্মদ হোসেন বলেন যে, ইহা পোকার পক্ষে বিষ। এই কারণে ইহা পাঁচড়া আরাম করে। করবীর বিষক্রিয়া হৃদযন্ত্রের উপর প্রকাশ পায় এবং ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের অবসন্নতা আনয়ন করে বলিয়া, ইহা Digitalis-এর স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Watt)। করবীমূল প্রলেপ ছাড়া অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ ইহা বিষ। **ধন্বন্তরী নিঘণ্টুকার** কেবল প্রলেপ কার্যে ইহার ব্যবহার বিধি দিয়াছেন। ইহা কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব প্রভৃতির পক্ষে বিষ।

করবীর শিকড় রবিবারে তুলিয়া কাণে বাঁধিলে জ্বর আরাম হয়। দষ্টস্থানে ইহার প্রলেপে বিছা, ভীমরুল, প্রভৃতির বিষ, এমন কি সর্পবিষ নষ্ট হয়।

করবীর শিকড় গুঁড়া করিয়া মাথায় মর্দন করিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার পত্রের রসের কাথ অল্প পরিমাণে ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায়। পত্রের রস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষাক্ত প্রাণীর বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর বিষক্রিয়া শরীরে প্রকাশ পাইলে গব্যঘৃত ব্যবহার করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্বেত করবীর ফুল শুষ্ক করিয়া উহার গুঁড়া ও এলাচ গুঁড়া একত্র করিয়া নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর শিকড় গর্ভস্রাব কারক। করবীর শিকড় বাটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও লিঙ্গমুণ্ডের ক্ষত আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ—বিষাক্ত।

মূল—শক্তিশালী স্রাবক এবং স্রবকারক। জলের সহিত ঘষিয়া সিফিলিসের নূতন ও পুরাতন ক্ষত উপশমের জন্য পুরুষাঙ্গে লেপন করা হয়।

পাতার কাথ—ফোলা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

মূলের ছালের তৈল—মাছের আঁশের মত চর্মরোগে এবং কুষ্ঠরোগে উপকারী।

মন্তব্য :—**চরক** (চিঃ ২৫ অঃ) ও **সুশ্রুত** (কঃ ২ অঃ) করবীরকে "মূলবিষ" বলিয়াছেন। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচক বর্গে করবীর পাঠ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার** কেবল প্রলেপাদি কার্যো করবীরের ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। **ভাবপ্রকাশ** ও বলিয়াছেন "ভক্ষিতং বিষবন্মতম্"। **চরক** কেবল 'কুষ্ঠে' এবং **সুশ্রুত** কেবল 'অশ্মরীতে' সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার করিয়াছেন।

করবীর মূল ও মূলত্বক্ উভয়ই অমোঘ মূত্রকারক। ইহার কাথ 'হৃৎ বৈকল্য' বিশেষে (Cardiac Systole) ও শোথরোগে প্রযোজ্য। গর্ভপাতন কিম্বা আত্মঘাতার্থ করবীর মূল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। নবজ্বর ও বিষমজ্বরে পীতকরবীর ত্বক্ উপকারী। **বীজজাত তৈল** বান্তিকর ও বিরেচক।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix. t. 132 ; Bot. Reg., t. 74 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 613 B.

Ref.—F. B. I., iii. 655 ; Roxb., F. I., ii. 2 ; B. P., ii, 676 ; Dymock, ii, 398 ; Prain, H. H., 237.

370. Nerium odorum Soland. (করবী)

Genus—WRIGHTIA R. Br.

371. W. tomentosum Roem and Schult. (দুধকরবী)

ভাষানুসারীনাম :—কৃষ্ণকুটজ—সংস্কৃত ; দুধকরবী—বাংলা ; ধরৌলি, মিঠাইন্দ্রজো—হিন্দি ; ধৈরা—বোম্বে ; আংকুরি—আসাম ; কিলাওরা—পাঞ্জাব ; কডুনাগল্—কর্ণাট ; পালাই—তামিল ; কোলামুখি—তেলেগু ; কবিরি—নেপাল।

জন্মস্থান :—এই গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। সিকিম, সাহারাণপুরের জঙ্গলে, রাজপুতনার আবু পাহাড়ের নিকট, বিহার, বর্মা, গোদাবরী নদীর তীর ও আসামে এবং বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট গাছ ; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। ফুল ১ ইঞ্চি পরিমাণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ফুলের অন্তঃস্তবক পীতবর্ণ ও নেবু রং বিশিষ্ট। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। ফুল প্রথমে শ্বেত, পরে বেগুণে রং-এ পরিবর্ত্তিত হয়। ফল শুঁটির মত, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া, সরল ও চেপ্টা, ফলে বীজ অনেক হয়। বীজে শ্বেতবর্ণ রেশমের মত লোম আছে। নভেম্বর মাসে ফুল ও পরে ফল হয়। Dr. Brandis বলেন, ফুল ফুটিবার পর ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছও সর্পবিষ নাশক। ইহার ছাল হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। উহা স্ত্রীলোকদিগের আর্তব ব্যাধি ও পুরুষদের জনন-যন্ত্রের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

Mr. Manson বলেন যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার দুধের মত আঠা উহা বন্ধ করিয়া দেয় (Gamble)।

ইহার বীজ শুক্রক্ষয় জন্য দৌর্বল্যনাশ করে। পত্র দন্তশূল নিবারক ও উদরাময় নাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—স্ত্রীলোকদিগের মাসিকদোষ এবং পুরুষদের জননযন্ত্রের রোগে উপকারী।

মন্তব্য :—ইহার বীজকে 'মিষ্ট ইন্দ্রযবের' এক প্রকার বলে।

Fig.—Wight. Ic., t. 443, 1296 ; Wight, Ill., ii, t. 154 ; Rheede, Hort, Mal., ix, t. 384.

Ref.—F.B.I., iii, 653 ; B.P., ii, 674 ; Roxb., F. I., ii, 6.

371. Wrightia R & S ! (দুধকরবী)

372. W. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

ভাষানুসারী নাম :—ইন্দ্রযব, হয়মারক—সংস্কৃত ; ইন্দ্রযব—বাংলা ; মিঠাইন্দ্রাব, ইন্দ্রযৌ—হিন্দি ; ইন্দ্রযব—বোম্বে ; মিঠা ইন্দ্রযব—মারহাট্টা ; মিঠা ইন্দ্রযব—গুজরাট ; কিড়িকোড়াসিগি—কাণপুর ; কোটাপ্পাকালা—মালয় ; ভেট্‌পালাই—তামিল ; জেড্ডাপালা, এনদুহুকোদিশা—তেলেগু ; লিসনুল-অসকীরলমুর—আরব।

> ইন্দ্রযবা তু শক্রাহ্বা শক্রবীজানি বৎসকঃ।
> তথা বৎসকবীজানি ভদ্রজা কুটজাফলম্ ॥
> জ্ঞেয়া ভদ্রযবা চৈব বীজাত্তা কুটজাভিধা।
> তথা কলিঙ্গবীজানি পর্য্যায়ৈর্শধাভিধা ॥
> ইন্দ্রযবা কটুস্তিক্তা শীতা কফবাতরক্তপিত্তহরা।
> দাহাতিসারশমনী নানাজ্বরদোষশূলমূলঘ্নী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গ :

নামপর্য্যায় :—ইন্দ্রযবা, শক্রাহ্বা, শক্রবীজ, বৎসক, বৎসকবীজ, ভদ্রজা, কুটজাফল, ভদ্রযবা, বীজাত্তা, কুটজাভিধা, কলিঙ্গবীজা—এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ইন্দ্রযব কটুতিক্ত রস, শীতবীর্য্য, কফ, বায়ু এবং রক্তপিত্ত নাশক। দাহ, অতিসার, নানাপ্রকার জ্বর দোষ এবং পরিণামশূল নাশক।

জন্মস্থান :—মধ্য-ভারতবর্ষ, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ বোম্বে, করমণ্ডল ও গোদাবরী প্রভৃতি স্থানে ও বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুরে জন্মে।

বর্ণনা :—ছোটগাছ, প্রশাখাগুলি নরম লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, পত্রে ৬-১২ জোড়া শিরা আছে, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড কুরচীর ন্যায় শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ; পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ৩০টি ফুল হয়। প্রশাখার গাঁইট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ব্যাস $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেশর দণ্ড নরম। শুঁটি ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ফল পাকিলে ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। বীজ $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ত্বক্‌।

বৈদ্যকে ইন্দ্রযবের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্কের সহিত যথাবিধি পক্ব ঘৃত রক্তপিত্তহর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) কুষ্ঠে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযবের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) যক্ষ্মা রোগীর অতিসারে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্ক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, যক্ষ্মারোগীর অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (৪) পিত্তাতিসারে ইন্দ্রযব—৮ তোলা ইন্দ্রযবের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে মাংস যুষ পথ্য করিলে, সত্বর পিত্তজ উদরাময় জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের ছাল এবং বীজ কুরচির সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। বাজারে ইহার বীজ ইন্দ্রযব বলিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রযব, কুরচী বীজ ভিন্ন অন্য বীজ নহে। তবে উভয়ের বহুল পরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার ছাল কুরচি ছালের ন্যায়, তবে কুরচি অপেক্ষা একটু কৃষ্ণবর্ণ। বাজারে ইহার ছাল Conessi of Tellichery Bark বলিয়া বিক্রয় হয়। কিন্তু Conessi Bark বলিতে কুরচির ছাল বুঝায়। ইহার ছাল বলকারক ও বীজ কামোত্তেজক।

ইহার পত্র ও ছালের কাথ (১ : ১০) পরিমাণ ½–২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে বল হয় এবং জ্বর নাশ হয়। ইহা পেটের দোষ নিবারক। ইহার বীজ শুক্রাল্পতায় ব্যবহৃত হয়। পত্র দাঁতের বেদনা নিবারণ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ছাল :—রসায়ন।

বীজ :—কামোদ্দীপক।

মন্তব্য :—ইহা পেটের পীড়ায় রসায়ন, অন্যান্য তিক্তদ্রব্যাদির যোগে জ্বরে বিশেষ উপকারী। জ্বরের আক্ষেপে এবং অন্যান্য যাপ্য রোগে উপকারী। ইহার বীজ "মিষ্ট ইন্দ্রযবের', এক প্রকার।

Fig.—Bot. Reg., xi, t. 933 (1825) ; Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 154 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 611 (1918) ; Beddome, Fl. Sylv., t. 241.

Ref.—F. B.I., iii, 653 ; Roxb., F. I., ii, 4 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 223 ; Brandis, For. Fl., 324 ; Dallz & Gibbs, Bomb. Fl. 145.
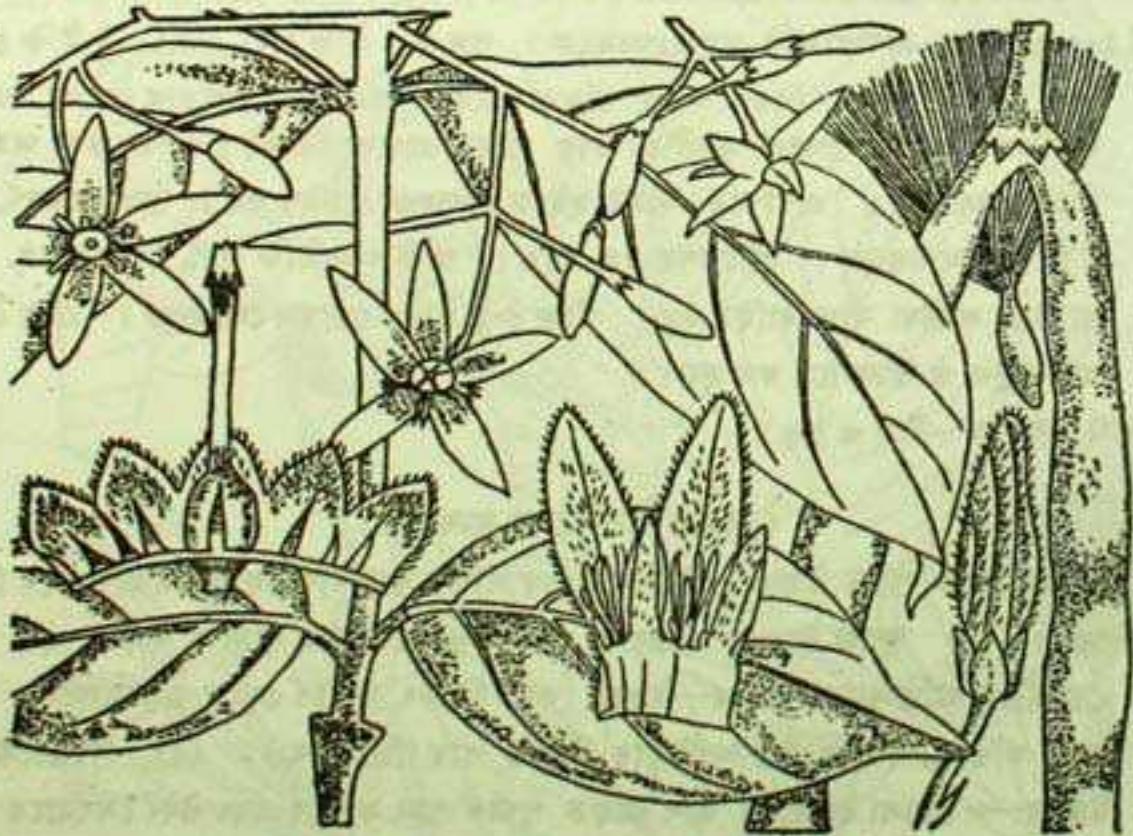
372. Wrightia tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

Genus THEVETIA Juss.

T. peruviana (pers) K. Schum.

373. T. nerifolia Juss. (কল্কেফুল)

ভাষানুযায়ী নাম ঃ—পীতকরবীর—সংস্কৃত ; কল্কেফুল, হলদে করবী—বাংলা ; পীলাকনের—হিন্দি : পীলা-কণের—বোম্বে ; পাচাইআলারি—তামিল : পাচ্চাগেনের—তেলেগু ; পাচ্চাআরালি—মালয়।

> পীতকরবীরকোঽন্যঃ পীতপ্রসবঃ সুগন্ধিকুসুমশ্চ।
> পীতশ্চ কটুস্তীক্ষ্ণঃ কুষ্ঠকণ্ডূতিনাশনঃ।
> ব্রণার্ত্তিবিষবিস্ফোট-শমনোঽশ্বমৃতিপ্রদঃ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—পীতকরবীরক, পীতপ্রসব, সুগন্ধি কুসুম—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—পীতকরবীরক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নাশক। ব্রণদোষ, বিষদোষ এবং বিস্ফোট নাশক এবং হয়-মারক।

জন্মস্থান ঃ—ইহার আদিম বাসস্থান আমেরিকা ; এখন ভারতের বহুস্থানে জন্মে। বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও গ্রামের পতিত জমিতে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—ছোট বিস্তৃত গাছ, ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র এক শিরাবিশিষ্ট, সরু ও লম্বা। ফুল পীতবর্ণ, শাখার অগ্রভাগে কয়েকটিমাত্র ফুল হয়। ফুলের বহির্বাস ৫টি, ফুল ধুতুরার ন্যায় অথবা কল্কের ন্যায়। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টি, পাকান, হলদে, সাদা বা ফিকে লালবর্ণ। পুংকেশর ৫টি, পুষ্পনলের উপরে থাকে ; স্ত্রীকেশরের মস্তক ছোট। ফল শাঁসযুক্ত, লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় দিকে বেশী বিস্তৃত, চেপ্টা, সমকোণী ও শক্ত। বীজ শক্ত, উহার দুই পার্শ্বে সরু, মধ্যস্থলে বলিরেখায় ন্যায় দাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ ঃ—ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার ছাল তিক্ত, বিরেচক, ফল বমনকারক এবং ইহার অরিষ্ট অবিরাম জ্বর নাশক। ইহার ফল খাইলে শীতজনিত ঘর্ম, উন্মত্ততা, প্রলাপ ও অপরাপর স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং বমন, সূতার মত নাড়ীর স্পন্দন, সময়ে সময়ে আক্ষেপসহ গান, হাসি ও ক্রন্দন আরম্ভ হইয়া, শেষে দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়। অবশেষে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বমনকারক ঔষধ সত্বর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কল্‌কে ফুলের বীজ খাইলে পক্কাশয়ের প্রদাহ হয় এবং মস্তিষ্ক, শিরদাঁড়ার ও পাকযন্ত্রে পক্ষাঘাত আনয়ন করে এবং অবশেষে মৃত্যু হয়।

Dr. Damonties বলেন যে, ইহার একটিমাত্র বীজ খাইয়া একটি ৩ বৎসরের বালক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

Dy Leyon বলেন যে, একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের পক্ষে ৮-১০টি বীজ অতিশয় সাংঘাতিক। মানুষ মারার উদ্দেশ্যে ইহার বীজ এদেশে ব্যবহার হইতে অল্প দেখা যায়। কিন্তু বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ইহার দ্বারা গো, মহিষ মারিবার অনেক মোকর্দমা হইয়া থাকে।

ইহার ছালের জ্বরনাশক শক্তি আছে এবং নানাবিধ অবিরাম জ্বর ইহার দ্বারা আরাম হয় (Medical Journ., V. 178)। ইহার টাট্‌কা শুষ্ক ছাল ১ আউন্স পরিমাণ, ৫ আউন্স rectified Spirit এ ৮ দিন ভিজাইয়া ১০-১৫ ফোঁটা দিবসে তিনবার খাইলে জ্বর আরাম হয়। উক্ত আরক (৩০-৬০ ফোটা) বমনকারক ও বিরেচক। ইহা অতি শক্তিসম্পন্ন বিষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পীতকরবীর ছাল চূর্ণে, সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৫ গুণ জ্বরঘ্ন শক্তি বিদ্যমান আছে।

কল্‌কে ফুলের বীজ তিক্ত, ইহার ছালের অরিষ্ট ২ গ্রেণ পরিমাণ খাইলে অবিরাম জ্বরের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ইহার ছালের রস বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dr. A. J. Amadu, Porto Rico, Pharm. Indica)।

কল্‌কেফুলের মূলের ত্বক্ জ্বরের মহৌষধ। Dr. Shortt ইহা অবিরাম জ্বরে প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ইহা জ্বর নাশক। তিন আনা পরিমাণ ত্বক্‌চূর্ণ ১৬ আনা পরিমাণ সিন্‌কোনা ত্বকের সমান, নূতন জ্বরে ইহার ত্বক্ খাওয়াইয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অধিক খাওয়াইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—আমাশয়ে উপকারী। শোথে শুষ্ক এবং গুড়া করিয়া গায়ে মর্দ্দনে উপকার হয় এবং ইহা রসায়ন।

বীজ—সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন। জ্বরে, আমাশয়ে, উদরাময়ে এবং ক্রিমিতে উপকারী। ইহা কামোদ্দীপক।

Fig.—Bot. Mag., t, 2309 ; Pflanzenfam., iv, ii, 157(1895).
Ref.—B.P., ii, 669 ; Dymock, ii, 407 ; Prain, H. H., 235 ; Voigt, H.S., 531.
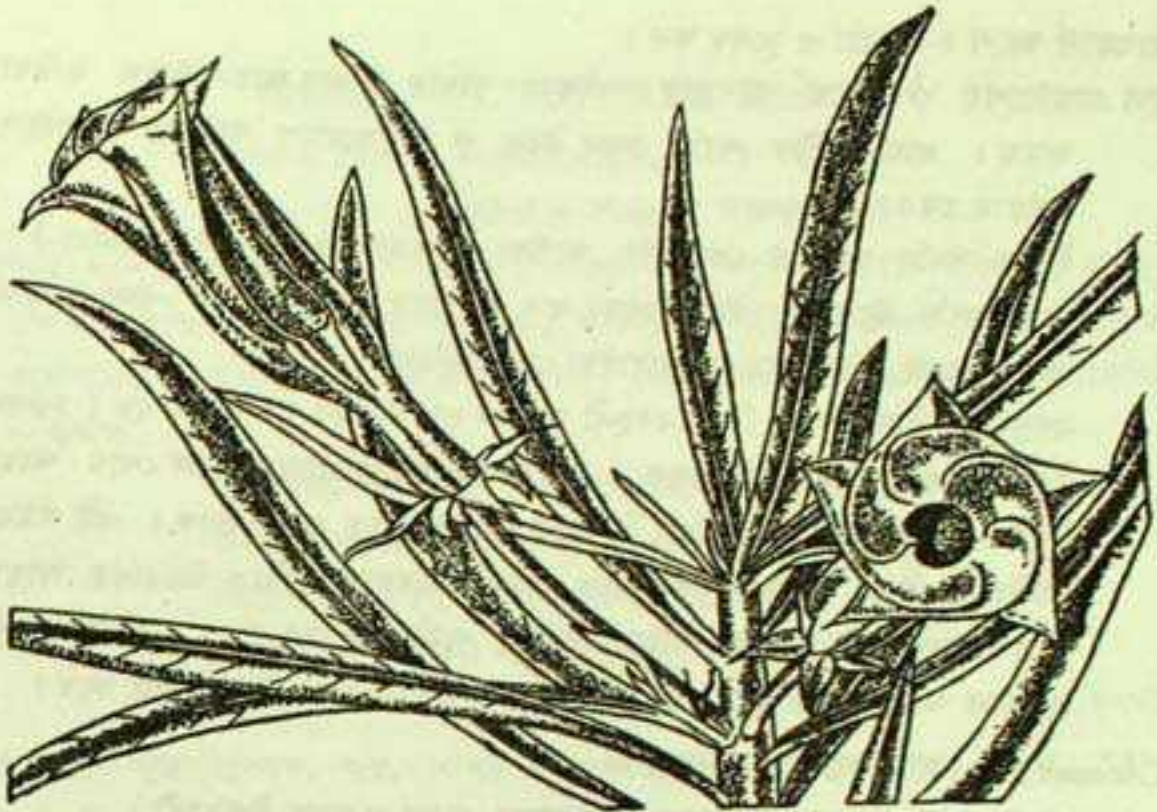
373. Thevetia neriifolia Juss (কল্কেফুল)

Genus—VALLARIS Spreng.

V. Solanecea (Roth) O. kntze.

374. V. heynei Spreng. (হাপরমালী)

ভাষানুসারীনাম :—ভদ্রবল্লী, আস্ফোতা—সংস্কৃত ; হাপরমালী—বাংলা ; রামসর—হিন্দি ; পুট্টাপোডাবাইবালা, পলা-মাল্লী-তিব্বা—তেলেগু ; হাপরমালি—উড়িয়া।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে জঙ্গলের ধারে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থান হইতে হিমালয়প্রদেশ, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারত।

বর্ণনা :—লম্বা লতানে গুল্ম, ছাল ফিকে, পত্র ১১/২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২-১১/২ ইঞ্চি চওড়া ; সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বোঁটা ১/৪-১/২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩-১০টি শাখাবিশিষ্ট। ফুল ছোট, ১/২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, কতকটা বকুল ফুলের ন্যায় ; ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, স্থূলকোণী ও বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড কোমল লোমযুক্ত। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া, সরল, গোড়ার দিকে গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঠোঁটের মত। ফলের খোল পুরু এবং আঁশপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক জমিতে জন্মে। শাখার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। ইহার পাতা কাটিলে ছাগলবেঁটের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ফুল গ্রীষ্মকালে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা ও মূলের ত্বক।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শাখায় চিতার ন্যায় গর্ভপাত করিবার শক্তি আছে। হাপরমালীর আঠা, চন্দন তৈল ও কর্পূরযোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়।

ইহার আঠা ক্ষতে ও কোনস্থান কাটিয়া গেলে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। দুধের ন্যায় আঠা উত্তেজক, ইহা পুরাতন ক্ষত ও শোথে ব্যবহৃত হয়। ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথমে প্রদাহ হইয়া শীঘ্র ঘা সারাইয়া দেয় (Watt)।

নখকুনীতে ইহার আঠা দিলে নখকুনী আরাম হয় ও নূতন নখ উৎপন্ন হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার ছাল গণোরিয়া নিবারক। ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়। ইহার আঠা বাতের বেদনা নিবারক। শিকড়ের ছাল ভেদক। এই গাছের ছাল, নারিকেল তৈল, ঘৃত ও চাউলের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের অগ্রভাগ পানের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয়। একটি মুড়িতে যে পরিমাণ আঠা ভরিয়া যায় সেই পরিমাণ রস খাইলে জোলাপের কাজ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

দুধের ন্যায় রস :—উত্তেজক। পুরাতন ব্যাথা ও ঘায়ে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 438 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 610.

Ref.—F. B. I., iii, 650 ; Roxb., Fl. I.. ii, 19 ; B. P., ii, 675 ; Brandis, For. Fl., 327 ; Prain, H. H., 237.

374. Vallaris heynei Spreng. (হাপরমালী)

Genus—PLUMERIA Linn.

P. rubra forma acutifolia (Poir) Woodson.

375. P. acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)

ভাষানুসারী নাম :—ক্ষুদ্রাদিচম্পক—সংস্কৃত ; গরুড়চাপা, গবুরীর চাঁপা—বাংলা ; গোবুর-চম্পক—হিন্দি ; খয়ির চম্পক—বোম্বে ; কাঠচাপা—উড়িষ্যা ; কেলা চম্পক—মালয় ; ভাদাগয়েরু—তেলেগু ; পেরুণগল্লি—তামিল ; গোলাঞ্চবাহা—সাওতাল ; গোলাঘণিনি—কম্বল।

ক্ষুদ্রাদিচম্পকস্থলঃ স জ্ঞেয়ো নাগচম্পকঃ।
ফণিচম্পক নাগাহ্বশ্চম্পকো বনজঃ শরাঃ॥
বনচম্পকঃ কটূষ্ণো বাতকফধ্বংসনো বর্ণ্যঃ।
চক্ষুষ্যো ব্রণরোপী বহ্নিস্তম্ভং করোতি যোগগুণাৎ।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ক্ষুদ্রাদিচম্পক, স্থল, নাগচম্পক, ফণিচম্পক, নাগাহ্বচম্পক, বনজ, শরা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বনচম্পক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও কফনাশক, বর্ণের উৎকর্ষতাপ্রদ, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, ব্রণপূরক, এবং অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহারে অগ্নিমান্দ্যকারক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে বহু বাগানে রোপণ করে, বিশেষতঃ দেবমন্দিরের নিকট। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে ইহার অনেক জাতীয় আছে।

বর্ণনা :—২০-২৫ ফুট উচ্চ বিস্তৃত গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায় ; ইহার গুঁড়ি বক্র, শাখা মোটা ও নরম। শাখা হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটি প্রশাখা বাহির হয়। ডাল ভাঙ্গিলে দুধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল। কাঠ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ছত্রাকারে শাখার অগ্রভাগে থাকে, ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, মাথা মোটা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। একটি পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল কতকটা কল্কে ফুলের ন্যায়, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ভিতরদিকে হরিদ্রাবর্ণ অথবা ফিকে লাল বা রক্তবর্ণ। এই জাতীয় কোন কোন গাছের ফুল লালবর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের রেখা থাকে। গাছে যখন পত্র থাকে না তখন উহার পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টি ; শুঁটী লম্বা ও বক্র, ভিতরে বীজ থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ফল হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, পত্র, রস, শাখা ও ফলের কুঁড়ি।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় বিরেচক ; ইহা গণোরিয়া ও জননযন্ত্রের অপরাপর ঘায়ে বিশেষ উপকারী। শিকড় ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভেদ হইলে ঘোল খাইলে উহা নিবারণ হয়। ইহার ছাল লইয়া পুল্‌টিস দিলে শক্তব্রণ ও আব আরাম হয় (Pharm. Ind. ii. 421)।

এই গাছ সবিরাম জ্বর নাশক ; মালাবার দেশের লোকেরা ইহাকে Cinchona-র স্থানে ব্যবহার করে। এই গাছের পাতার পুল্‌টিস্ দিলে ফোড়ার ফুলা কমিয়া যায়। ইহার দুধের ন্যায় আঠা বাতনাশক ও চর্মরোগ নাশক। ইহার ভোঁতা শাখা যোনি-দেশে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয়।

ফুলের কুড়ি পানের সহিত খাইলে বমি নিবারণ হয় এবং ইহার আঠা, চন্দনতৈল ও কর্পূরের সহিত প্রয়োগ করিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)।

ছোটনাগপুরে ইহার পাতা ও শিকড় অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মানভূমের লোকেরা ইহার কচি কাণ্ডের মধ্যভাগ প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের তৃষ্ণা ও সর্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Campbell)।

উত্তরবঙ্গে ইহাকে "দলনাফুল" বলে, ইহার আঠা অতিশয় বিরেচক। মাত্রা একটি মুড়ি ব. যে যে পরিমাণ আঠা শোষণ করে সেই পরিমাণ ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল— বিরেচক, চর্মরোগনাশক, গণোরিয়াতে এবং উপদংশের ক্ষতে উপকারী।
ছাল :—নারিকেল, ঘৃত এবং চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

দুধের ন্যায় আঠা :—বাতে উপকারী। বিরেচক।

Fig.—Wight Ic., t. 471 ; Bot, Reg., t. 114 ; Bot, Mag., t. 3952.

Ref.—F. B. I., iii, 641 ; Roxb., F. I., ii. 20 ; B. P. ii, 570 ; Prain, H. H., 235.

375. Plumeria acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)

Genus—ERVATANIA R. Br.

376. T. Coronaria R. Br. (টগর)
Evatarnia coronarici Stapf.

ভাষানুসারীনাম :—তগর, কুটিল—সংস্কৃত ; টগর—বাংলা ; তগরচন্ডী, টগ্গর—হিন্দি ; নন্দিবর্দ্ধনচেট্টু, গন্ধিতগরচেট্টু—তেলেগু ; পাণিফুলরা—উড়িষ্যা ; নন্দীইয়াভাট্টাম—তামিল ; গোড়েতগর—মহারাষ্ট্র ; অশাক্ল—আরব ; চম্পা—নেপাল ; তগর—গুজরাট ; তগর—কর্ণাট।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্ব্বত্র বাগানে চাষ হয়। হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে সর্ব্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে জন্মে।

বর্ণনা :—বড় গুল্ম জাতীয় গাছ, ৬-৮ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে জন্মে, পত্র ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, মসৃণ, সবুজবর্ণ। পাতার কিনারা ঢেউ খেলান, শিরা ৬-৮ জোড়া ; বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ডালের অগ্রভাগে হয়। ফুল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। পুষ্পনল অবনত, ফুলের পাপ্ড়ি ডানদিকে একটির পর আর একটি জন্মে। পুংকেশর নলের উপরিভাগে থাকে ; স্ত্রী-কেশর দণ্ড উপরিভাগে অধিক মোটা। ফল, দুইটি লম্বা ও নরম আচ্ছাদনে আবৃত। বীজ লম্বা, বীজকোষ ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, বিস্তৃত ও বক্র। একটি ফলে ৩-৬টি বীজ হয়। ইহা লম্বা ও সোজা। গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড় ও রস।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাথ শান্তিকর। দুধের মত আঠা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। তগরের শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় এবং জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাকযন্ত্রের ক্রিমি মরিয়া যায়। ইহা চক্ষু উঠা রোগে বিশেষ হিতকর (Ainslie)। ইহার আঠা ক্ষতস্থানে দিলে উহার প্রদাহ কমিয়া স্নিগ্ধ হয় এবং ক্ষত শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাষ্ঠ :—উত্তাপনাশক।

দুধের ন্যায় রস :—চক্ষুরোগে ব্যবহার্য্য।

মূল :—উত্তেজক, তিক্ত, স্থানীয় বেদনায় শান্তিকারক ; ইহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

Fig :—Bot. Mag., 186 ; Wight, Ic., t. 477 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 609.

Ref :—F. B. I., iii, 646 ; Roxb. F. I., ii, 23 ; B. P., ii, 573 ; Prain, H. H., 236.

376. Tabernaemontana coronaria R.. Br. (টগর)

LXVII. ASCLEPIADACEAE.

Genus—MARSDENIA Br.

377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)

Marsdenia Volubilis (Linn f.) Cooke.

ভাষানুসারী নাম :—মধুমালতী—সংস্কৃত ; তিত্‌কুঙ্গী, নাকচিকনী—বাংলা ; নাকচিকনী—হিন্দি ; লোথি—বোম্বে ; কোদিয়ালাই—তামিল ; দুদিপালা—তেলেগু ; ভাট্টাকক্কোটি—মালয়।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ফুলের জন্য রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় এবং জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা : বৃক্ষারোহী লতা। ত্বক্ মসৃণ এবং ধূসরবর্ণ। পত্র ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের গোড়ার দিকে গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার ; শিরা ৪-৫ জোড়া ; বোঁটা ১—৩ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, নরম ও অবনত। পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি, বীজাধার ২টি, ৩—৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ¾-⅞ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল, দুইদিকের কিনারা ধারাল। বীজের আকৃতি শ্বেতবর্ণ, পশমের মত লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, সমগ্র গাছ ও ফল।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিকড় ও ডালের নরম অগ্রভাগ ঘর্মকারক ও সর্দি নিবারক (Dymock, Pharm. Ind)।

ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক এবং প্রসূতি স্ত্রীলোকদিগের মাথা বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Rheede)। ইহার শিকড় ও নরম অগ্রভাগ শোথ রোগ আরাম করে (Ainslie)। ইহার পাতা হিন্দুবৈদ্যেরা ফোড়ায় পুয উৎপাদনে ব্যবহার করেন।

সর্দিতে হাঁচি উৎপাদনের জন্য এই গাছ ব্যবহার করে এই জন্য ইহার হিন্দী নাম "নাকচিক্নী"। ফল সিদ্ধ করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করে ; রন্ধন করিলে ইহার তিক্ততা নষ্ট হইয়া যায় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়।

শিকড় ও ডালের অগ্রভাগ—বমনকারক। সর্দি নিঃসারক।

গাছ—ঠাণ্ডা লাগিলে এবং চোখের অসুখে উপকারী। হাঁচি উৎপাদন করে। সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 586 ; Rheede, Hort. Mal., 9, t. 15 ; Kirtikar & Basu,Ind. Med. Pl., t. 629A,

Ref.—F.B.I., iv, 45 ; B.P., ii. 697 ; Dymock, ii. 444 ; Prain. H.H., 239.
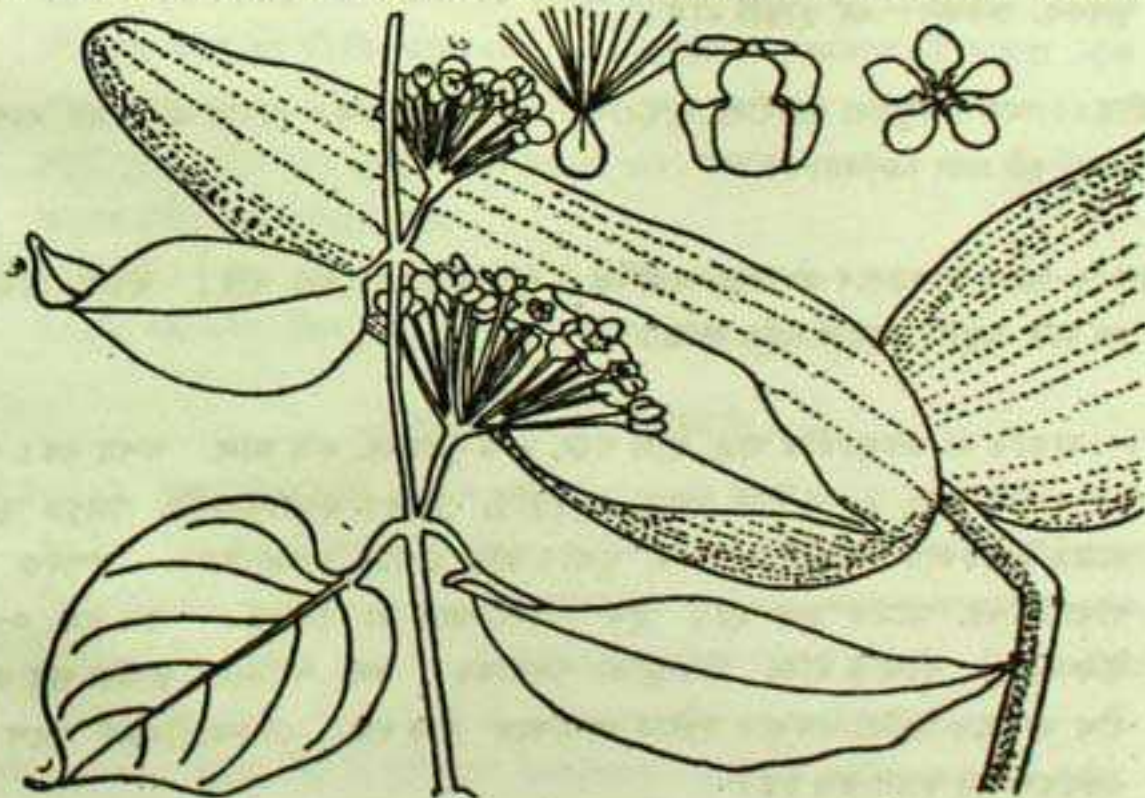
377. Dregea volubilis Benth. (নাকচিক্নী)

Genus—CALOTROPIS R. Br.

378. C. gigantia R. Br. (বড় আকন্দ)

ভাষানুসারীনাম :—অর্ক, অলর্ক—সংস্কৃত ; বড় আকন্দ—বাংলা ; মন্দার, আকন্—হিন্দি ; আকন্দ—বোম্বে ; অর্কম্—তামিল ; জিল্লেট্টুংচেট্টু, যোগী, মন্দারাম্, নীল জিল্লোডে—তেলেগু ; অকে—কর্ণাট ; রুই—মহারাষ্ট্র ; আক্ডো, ডোলো—গুজরাট ; খুর্ক, দুধ—ফ্রান। উষর—আরব ; ওরারা—সিংহল ; এরিকু—মালয়।

> অর্কঃ ক্ষীরদলঃ পুচ্ছী প্রতাপঃ ক্ষীরকাণ্ডকঃ।
> বিক্ষীরো ভাস্করঃ ক্ষীরী খর্জুঘ্নঃ শিবপুষ্পকঃ॥
> তুল্লনঃ ক্ষীরপর্ণী স্যাৎ সবিতা চ বিকীরণঃ।
> সূর্য্যাহ্বশ্চ সদাপুষ্পো রবিরাস্ফোটকস্তথা।
> তুলফলঃ শুকফলো বিংশতিশ্চ সমাহ্বয়ঃ॥
> অর্কস্তু কটুরুষ্ণশ্চ বাতাজিদ্দীপনীয়কঃ।
> শোফব্রণহরঃ কণ্ডূ-কুষ্ঠক্রিমিবিনাশনঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় : অর্ক, ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীরকাণ্ডক, বিক্ষীর, ভাস্কর, ক্ষীরী, খর্জুঘ্ন শিবপুষ্পক, তুল্লন, ক্ষীরপর্ণী, সবিতা, বিকীরণ, সূর্য্যাহ্ব, সদাপুষ্প, রবির, অস্ফোটক, তুলফল, শুকফল—এই কুড়িটি নাম।

গুণপর্য্যায় : অর্ক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক। শোথ এবং ব্রণ নাশক, কণ্ডু, কুষ্ঠ এবং ক্রিমিনাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধানতঃ অকর্ষিত ও পতিত স্থানে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—শাকরি বা গুল্মজাতীয় গাছ, কাণ্ড শক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, কচি ডাল পশম ময়। পত্র ৪—৮ ইঞ্চি লম্বা, ১—৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নীচের দিক তুলার ন্যায় লোমে আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড বহু শাখা বিশিষ্ট, অনেক ফুল হয়। ফুল ফিকেবেগুনে রং বিশিষ্ট। ফল বক্র, ৩—৪ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পশম-ময়। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ বাতাসে উড়িয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ফুল এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

Makhzon-el-Adu iya পুস্তক লেখক বলেন যে, আকন্দ তিনপ্রকার :—

প্রথম :—বড় গাছ, ফুল শ্বেতবর্ণ, পত্র বৃহৎ এবং ইহা হইতে অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ তুলের ন্যায় আঠা বাহির হয়। এই গাছ সাধারণতঃ বিহার ও বঙ্গদেশের গ্রামের বাহিরে ও লোকের বসতবাটীর নিকটে দেখা যায়।

দ্বিতীয় :—গাছ ছোট, পত্র ছোট, ফুল শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর।

তৃতীয়—খুব ছোট গাছ, ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ফুল হয়। এই গাছ বালুকাময় মরুভূমিতে জন্মে। তিনটির গুণ সমান কিন্তু প্রথমটীর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ ইহা হইতে অধিক পরিমাণে আঠা বাহির হয়।

হিন্দু লেখকেরা শ্বেত আকন্দকে অলর্ক ও বেগুনে ফুল ধারী গাছকে 'অর্ককান্তা' বলিয়া থাকেন।

রাজনিঘণ্টুতে রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেত মন্দারককে 'দীর্ঘপুষ্প' বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের আকন্দ সদাপুষ্প নহে, উহার ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হয়। বসন্ত ছাড়া অন্য ঋতুতেও যে শ্বেত আকন্দের ফুল হয় তাহাই সদাপুষ্প বা 'রাজার্ক' নামে অভিহিত। যে শ্বেত আকন্দের ফুল অতি বৃহৎ তাহই 'শ্বেত মন্দারক'। লাল আকন্দ অপেক্ষা শ্বেত আকন্দে আঠা বেশী।

দক্ষিণ ভারতের লোকের এই বিশ্বাস যে যদি স্ত্রীলোকেরা পর্ব উপলক্ষে আকন্দ গাছের গোড়ায় পান, সুপারি এবং কিছু পয়সা দিয়া গাছের নিকট অনুমতি লইয়া ইহার পত্র তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে যে কাজের জন্য পাতা তুলিয়া আনে সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ হয়। কার্য্য সিদ্ধ হইলে উক্ত পত্র পুনর্বার গাছের তলায় রাখিয়া আইসে।

হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি আছে যে যদি কোন পুরুষের তিনবার স্ত্রী মরিয়া যায় তবে চতুর্থ বারে আকন্দ গাছের সহিত বিবাহের পর নূতন বধূর সহিত বিবাহ হয়। উহাতে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর আর কোন বিপদ হয় না এবং পুরুষের দুরদৃষ্ট গাছের উপর পড়িয়া তাহার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, ছাল, পত্র এবং রস। মাত্রা—মূলত্বক্ ½-১ আনা। আঠা ¼-১ আনা, পত্রের রস ২-৩ বিন্দু, অঙ্কুর, পুষ্প ও মূলের কাথ ½ ছটাক।

বৈদ্যকে অর্কের ব্যবহার।

চরক :—(১) আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বমন ও বিরেচন হয় (সূঃ ১ অঃ)। (২) **অর্শে** অর্কমূল—অর্শের বলির পক্ষে আকন্দের মূল ও শমীপত্রের ধূম হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **ব্রণপ্রচ্ছাদনে** অর্কপত্র—অর্কপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **উরুস্তম্ভে** রোগীর শাকার্থ অর্কপত্র—উরুস্তম্ভ রোগীকে, তৈলাক্তজলে সিদ্ধ অলবণ অর্কপত্র সেবন করাইবে (চঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **কুষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে** অর্কমূলত্বক্—আতসব অর্থাৎ যাহার কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে অর্ক, অলর্ক (শ্বেতপুষ্প অর্ক) এবং ছাতিমের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **কর্ণশূলে** অর্কাঙ্কুর—আকন্দের পুষ্প ও পত্রাঙ্কুর

কাঞ্জিতে বাটিয়া, কিঞ্চিৎ তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযোগ করিয়া, একটী মনসার (স্নুহীর) ডাঁটাকে কুরিয়া উহার ভিতর রাখিবে। এই ডাঁটাকে আকন্দের পত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। স্নুহী কাণ্ডগর্ভ হইতে নিঃসারিত অর্কাঙ্কুরের রস ঈষদুষ্ণাবস্থায় বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে, কান কটকটানি (কর্ণশূল) নিবৃত্তি পায় (উঃ ২১ অঃ)। (৩) শ্বাসে অর্কপত্র ও পুষ্প— আকন্দের পাতা ও ফুলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বারবার (সাতবার) খোসা ছাড়ান ভর্জ্জিত যব ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া মধু সহ (২ আনা হইতে ৪ আনা মাত্রায়) শ্বাস রোগীকে সেবন করাইবে (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) কুকুর দংশন বিষে অর্কক্ষীর— উত্তমরূপে কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের আঠা একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক কুকুর দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কল্প ৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—দন্তগত ক্রিমিশূলে অর্কক্ষীর—কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত দন্তবিবরে আকন্দের কিম্বা ছাতিমের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া পূরণ করিবে, রোগীকে নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করিতে নিষেধ করিবে। ইহা দন্তশূল নাশক (উঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) বৃদ্ধিরোগে অর্কমূল— আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া মুষ্কে প্রলেপ দিলে অতি প্রবৃদ্ধ মুষ্কও বিনষ্ট হয় (বৃদ্ধিচিঃ)। (২) শ্লীপদে অর্কমূল—আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া, প্রলেপ দিলে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ বিনাশ পায় (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) বৃশ্চিকদংশনে অর্কপত্র—বৃশ্চিক দংশন করিলে প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ্‌গুলের ধূম লাগাইয়া পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া লেপ দিলে দংশন জন্য জ্বালা নিবৃত্তি পায় (বিষ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) প্লীহায় অর্কপত্র—মাটীর হাঁড়িতে শুষ্কীকৃত অর্কপত্র এবং পাতার ⅓ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। এই ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবনে বৃহৎ ও দৃঢ় প্লীহা কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় (প্লীহাধিকার)। (২) মেঢ্রপাকে অর্কপত্র—মেঢ্রপাকে আকন্দ পাতার কাথ দ্বারা মেঢ্র প্রক্ষালন করিবে (উপদংশ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) বাতজ অর্শে অর্কপত্র—আকন্দের কুট্টিত কোমল পত্র বত, মিলিত পঞ্চ লবণ উহার ⅓ ভাগ, কিঞ্চিৎ তিলতৈল এবং আমরুল শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার উষ্ণোদকের সহিত, বাতজ অর্শরোগী পান করিবে (অর্শ চিঃ)। (২) মুখকার্ষ্ণ্যে অর্কক্ষীর—হরিদ্রাচূর্ণের সহিত আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া মুখের কালদাগ লিপ্ত করিবে। যদি ঐ কাল দাগ দীর্ঘ কালের হয় তাহা হইলেও ভাল হইবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। (৩) নয়নাময়ে অর্কমূল—১ তোলা আকন্দের মূলের ছাল কুটিয়া একপোয়া জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। চক্ষু লাল, ভারি, বেদনান্বিত, ক্লেদবহুল এবং চুলকাইতে ইচ্ছা থাকিলে, এই জল ফোটা ফোটা করিয়া চক্ষুর ভিতর দিবে (নেত্ররোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু বৈদ্য মতে ইহার শিকড়ের ছালের আভ্যন্তরীণ স্রাব নির্গত করিবার শক্তি আছে বলিয়া কথিত আছে। আকন্দের আঠার প্রয়োগে গর্ভপাতও হইয়া থাকে। ইহা চর্মরোগ, পাকযন্ত্র বিবৃদ্ধি, পাকাশয়ের ক্রিমি নিঃসারণ, সর্দি ও সর্বাঙ্গীন শোথে বিশেষ ফলপ্রদ।

আকন্দের মূল হজমীকারক, বলকারক ও ইহা সর্দি, হাপানি ও অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়।

আকন্দ শিকড়ের শুষ্ক ছালের গুঁড়া উহার দুধে ভিজাইয়া, উহার 'নাস' নাসিকা দ্বারা টানিলে সর্দিজনিত শ্বাসকার্য্যের টান কমিয়া যায়।

আকন্দ আঠা ১৬ ভাগ, তিলতৈল ৮ ভাগ ও হরিদ্রা ১ ভাগ লইয়া মলম তৈয়ারী করিয়া ব্যবহারে কাউর ও চর্মরোগ আরাম হয়। ইহার আঠা ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া কঙ্কন দেশের লোকেরা বাতে মালিশ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল—আমাশয়ে উপকারী। প্রচুর ঘর্ম কারক, কফনিঃসারক ও বমনকারক। প্রলেপ হিসাবে ব্যবহারে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয়।

পাতার রস - অবিরাম জ্বরে উপকারী।

দুধের মত আঠা—উত্তেজক, মনসাসীজের আঠার সহিত ব্যবহারে বিরেচক।

শুষ্কফুলের গুঁড়া—ঠাণ্ডালাগা, কাসি, শ্বাস এবং অজীর্ণে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক অর্ককে ভেদনীয়, স্বেদোপগ এবং বমনোপগ বর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূ: ৩ অ:)। স্বেদোপগ, বমনোপগ শব্দের অর্থ, যে সকল বস্তু স্বেদন ও বমন ক্রিয়ার সহায়তা করে। সুশ্রুত ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে অর্থাৎ বামকদ্রব্যের তালিকায় অর্কের উল্লেখ করেন নাই। অধোভাগহর বর্গে অর্থাৎ বিরেচক দ্রব্যের তালিকায় অর্ক পাঠ করিয়াছেন (সূ ৩৯ অ:)। অর্কের ভেদ চরকে একপ্রকার। সুশ্রুতে অর্ক, ও অলর্ক—দুই প্রকার। ধন্বন্তরীয় নিঘন্টুতে অর্ক ও রাজার্ক। রাজনিঘন্টুতে অর্ক: শ্বেতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক—এই চারি প্রকার এবং ভাবপ্রকাশে শ্বেতও রক্ত ভেদে দুই প্রকার অর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আকন্দ মূলত্বক্ চূর্ণ আকন্দের আঠার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া অগ্নিসংযোগে ইহার ধুম পান করিলে শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পায়। অর্কমূলত্বক্ অহিফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে আমরক্তাতিসারে উপকার হয়। কোন অঙ্গ অর্কপত্র দ্বারা অধিকক্ষণ আচ্ছাদিত করিলে, ঐ অঙ্গ লাল হয় কিন্তু ফোস্কা পড়ে না। এই কারণে উদরাধ্মান কিম্বা উদরের শূলবৎ বেদনায়, উদরে তৈলাক্ত অর্কপত্র স্থাপন করিলে, শান্তি লাভ হয়। অর্কপত্রের প্রলেপ বেদনা ও স্ফীতির পক্ষে উপকারী। আকন্দের আঠা যোনিতে প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হয়। ফিরঙ্গ রোগে (Syphilis) আকন্দের ক্ষীরের ভূয়সী প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সিজের আঠা ও

দারুহরিদ্রা ছালের সহিত আকন্দ আঠার বর্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে অতি কুন্থনের সহিত বার বার মলত্যাগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়। লোম উৎপাটনের জন্য চর্ম ব্যবসায়ীরা অর্কক্ষীর ব্যবহার করে। অর্কক্ষীর দ্রব্যান্তরের সহিত, ভগন্দর কিম্বা নাড়ীব্রণের মুখবন্ধ হইলে, সেই রুদ্ধমুখ খুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্কক্ষীর অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, অতিবমন ও অতিবিরেচন হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করে।

Fig :—Griff., Ic., R. Asiat., t. 397 ; Wight, Ill., t. 155 & 156A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621 A.

Ref :—F. B. I., iv, 17 ; Roxb., F. I., ii, 30 ; B. P., ii, 688 ; Prain, H. H., 238.
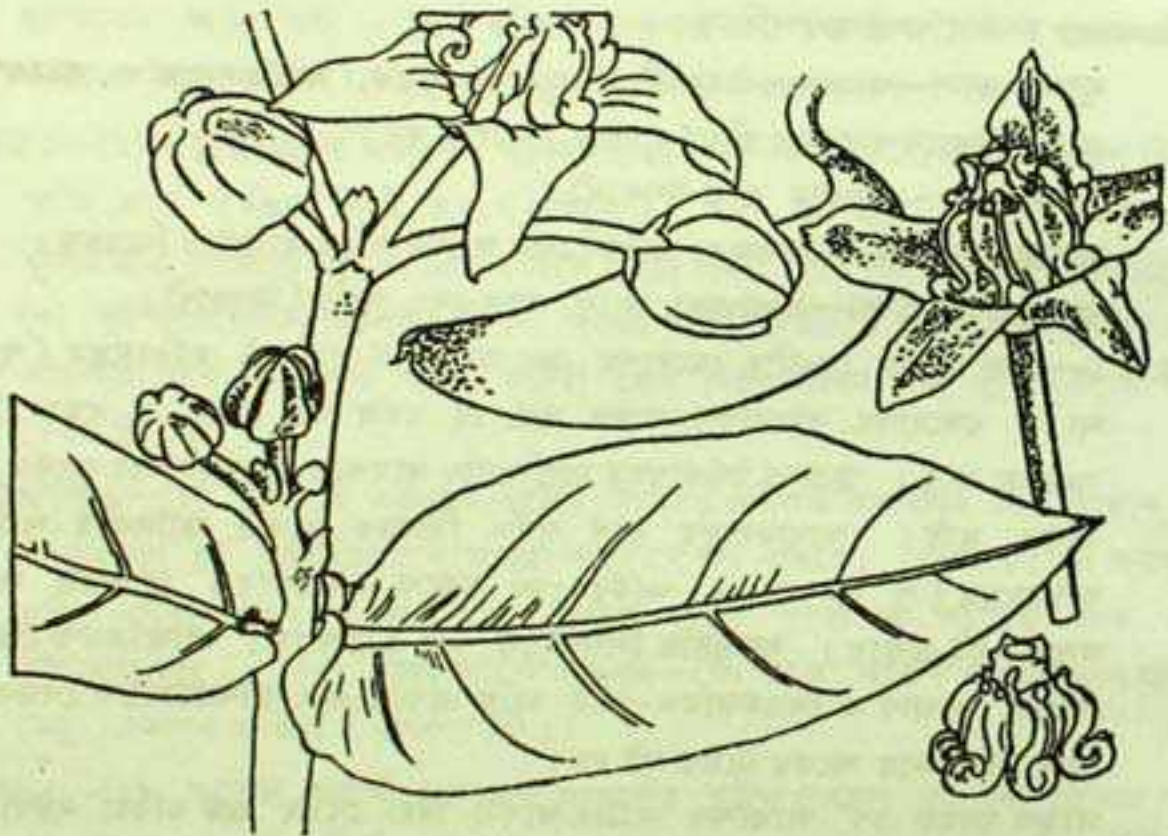
378. Calotropis gigantia R. Br. (বড় আকন্দ)

379. C. procera R. Br. (শ্বেত আকন্দ)

ভাষানুসারী নাম :—শুক্লার্ক, অলর্ক—সংস্কৃত ; শ্বেত আকন্দ, ছোট আকন্দ—বাংলা : আকন্দো, মদর—হিন্দি ; আক্—পাঞ্জাব : মন্দারা—মহারাষ্ট্র ; ভেল্লেরুক্কা—তামিল।

শুক্লার্কস্তপনঃ শ্বেতঃ প্রতাপশ্চ সিতার্ককঃ।
সুপুষ্পঃ শঙ্করাদিঃ স্যাদক্ক্যর্কো বৃত্তমল্লিকা ॥
শ্বেতার্কঃ কটুতিক্তোষ্ণো মলশোধনকারকঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাস্রশোকার্ত্তি-ব্রণদোষবিনাশনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শুক্লার্ক, তপন, শ্বেত, প্রতাপ, সিতার্কক, সুপুষ্প, শঙ্করাদি, অক্ক্যর্ক, বৃত্তমল্লিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শ্বেতার্ক—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলশোধনকারক। মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, শোথরোগ ও ব্রণ দোষ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বাগানে সযত্নে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র C. gigantea (বড় আকন্দ) গাছের মত, কিন্তু কিছু লম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু, কখন বা ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফল ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। ফুল বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধময় ও গোলাকার। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল, পত্র, আঠা ও রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ বড় আকন্দের গুণের মত। দুধের ন্যায় আঠা Blister দিবার একটী উপকরণ। টাট্‌কা শিকড়ের দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত শক্ত হয় (Watt)।

ফুলের বিরেচন-শক্তি আছে (S. Arjun)। ইহার টাট্‌কা আঠা পাঞ্জাবে শিশু হত্যায় ব্যবহার করে। ১৫ গ্রেণ পরিমাণ রস মুখে দিলে ফেনা উঠিয়া বালকের মৃত্যু হয় (Watt)।

আকন্দের ফুল কখন কখন কলেরায় ব্যবহৃত হয় এবং রস রক্ত-আমাশয় নাশক।

Col. G. F. A. Harris বলেন যে, ১৬ নং লক্ষ্ণৌ রেজিমেণ্টে যখন Ipecacuanha ফুরাইয়া যায় তখন সামান্য রক্ত আমাশয়ে, ইহার শিকড়ের গুঁড়া দিয়া অনেক রক্ত-আমাশয় গ্রস্ত রোগী আরাম হইয়াছে। আকন্দের ১৫ ফোটা পরিমাণ অরিষ্ট দিবসে ৪ বার সেবন করাইয়া Dr. F. X. de Attaides একটী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে রক্ত আমাশয়ে আকন্দ দিবার মাত্রা Tincture ½-১ ড্রাম, গুঁড়া ৫-১০ গ্রেণ। ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ খাওয়াইলে ইহা অতিশয় বমনকারক (emetic) হয়।

Cap. K. Prosad বলেন যে, ইহার গুঁড়া রক্ত আমাশয়ে অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

Civil Sur. Maddon. বলেন যে আকন্দের গুঁড়া ৫ গ্রেণ বমনকারক ও ভেদক, অতএব প্রথমে অল্প মাত্রায় দিয়া পরে মাত্রা বাড়ান উচিত, ২০ গ্রেণ অরিষ্ট কোন অপকার করে না। ক্রমে মাত্রা ৩০ গ্রেণ করিলে অনিষ্ট হয় না।

আকন্দের অরিষ্ট এবং গুঁড়া সর্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহ ও আমাশয়ে হিতকর। Major Powel বলেন যে ইহার ২০ ফোটা পরিমাণ অরিষ্ট বলকারক, পেটের বেদনা নিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (I. d. Committee).

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূলের ছাল :—আমাশয়ে উপকারী। ঘর্মকারক, কফনিঃসারক, বমনকারক। প্রলেপে রূপে শ্লীপদে উপকারী।

পাতার রস :—অবিরাম জ্বরে উপকারী।

দুগ্ধবৎ রস :—উত্তেজক, বিরেচক।

শুষ্কপাতার গুঁড়া :—কাস, শ্বাস ও অজীর্ণে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 1278 ; Bot. Reg., t.1792 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621 B.

Ref.—F. B. I., iv, 18 ; B. P., ii, 688.
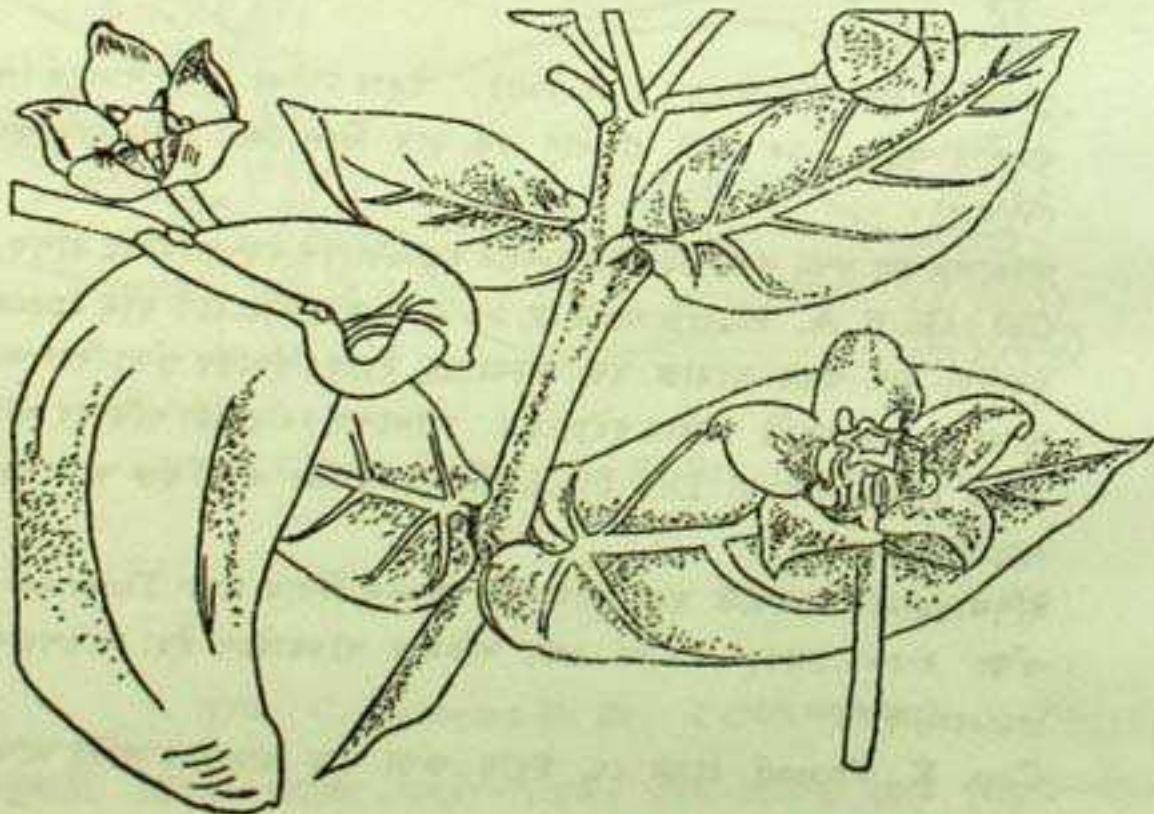
379. Calotropis procera R. Br. (শ্বেত আকন্দ)

Genus—PERGULARIA. Linn.

380. D. extensa. R. Br. (ছাগল বেটে)

Peranlaria dacmia (Forsk.) Chiov.

ভাষানুসারী নাম :—যুগফল, ফলকণ্টক,—সংস্কৃত ; ছাগল বেটে—বাংলা ; উৎরান্, সেগোবানী—হিন্দি ; উরিয়ম্বর—কর্ণাট ; উত্তমানি—তামিল ; গুরুটি চেট্টু,—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বহুস্থানে বনজঙ্গলের ধারে ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী লতা, ইহার ডাঁটায় লোম আছে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বিস্তৃত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ২-৮ ইঞ্চি, ফুলের পাপ্ড়ি ছোট, ডিম্বাকৃতি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজ ও লালবর্ণ। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, চওড়া ও কোমল লোমযুক্ত। শীতের আগে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও সমগ্রলতা, শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার ক্বাথ বালকদের ক্রিমিতে দেয়। ইহার রস হাঁপানি নিবারক এবং চূণের সহিত বাতের বেদনায় দিলে বাত ভাল হয় (Ainslie)। পশ্চিমভারতে এই লতার বমনকারক ও সর্দিনিবারক গুণ আছে বলিয়া খ্যাতি আছে। গোয়া নামক স্থানে ইহার পাতার রস বাতের ফুলায় ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার ২০ গ্রেণ পরিমাণ রস সর্দি রোগে হিতকর (Dr. Oswald)। ছাগলবেটের টাট্কা পাতা বাটিয়া পুষ্টব্রণে প্রলেপ দিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায় (S. Arjun)।

ছাগলবেটে বালকদের পক্ষে বমনকারক, ইহার পত্র এবং তুলসীপত্র একত্রে হাতে রগড়াইয়া খাইলে বেশ বমনকারক (Watt)। ইহার রস আদার সহিত ব্যবহার করিলে বাতের বেদনা নিবারিত হয়।

শিকড়ের ছাল ১-২ ড্রাম পরিমাণ গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাধক, ঋতুনাশ ও বাতরোগ আরাম হয়। ইহা একটি বমনকারক ঔষধ (Dymock ii, 443)।

ইহার লতা হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়। ইহা দেখিতে উজ্জ্বল ও শক্ত। এই গাছের পত্র ছাগলে খায়। ফল ছাগলের বাঁটের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'ছাগলবেটে' বলে।

বঙ্গদেশে ইহার আঠা নথ-কুনিতে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছ—শ্লেষ্মানিঃসারক, বমনকারক।

পাতার রস—শ্লেষ্মানিঃসারক, শিশুদের উদরাময়ে উপকারী। শ্বাসে উপকারী। চুণের জল অথবা আদার সহিত মিশাইয়া বাতে উপকারী।

পাতার টাট্কা রস—রগড়াইয়া প্রলেপে 'কারবাঙ্কলে' বিশেষ উপকারী।

মূলের ছাল—দুধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বাতে বিরেচকের কাজ করে।

Fig.—Bot. Mag., t. 5704 ; Wight. Ic., t. 596 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 623.

Ref.—F. B. I., iv, 20 ; Roxb., F. I., ii, 44 ; B. P., ii,692 ; Prain, H. H., 238.
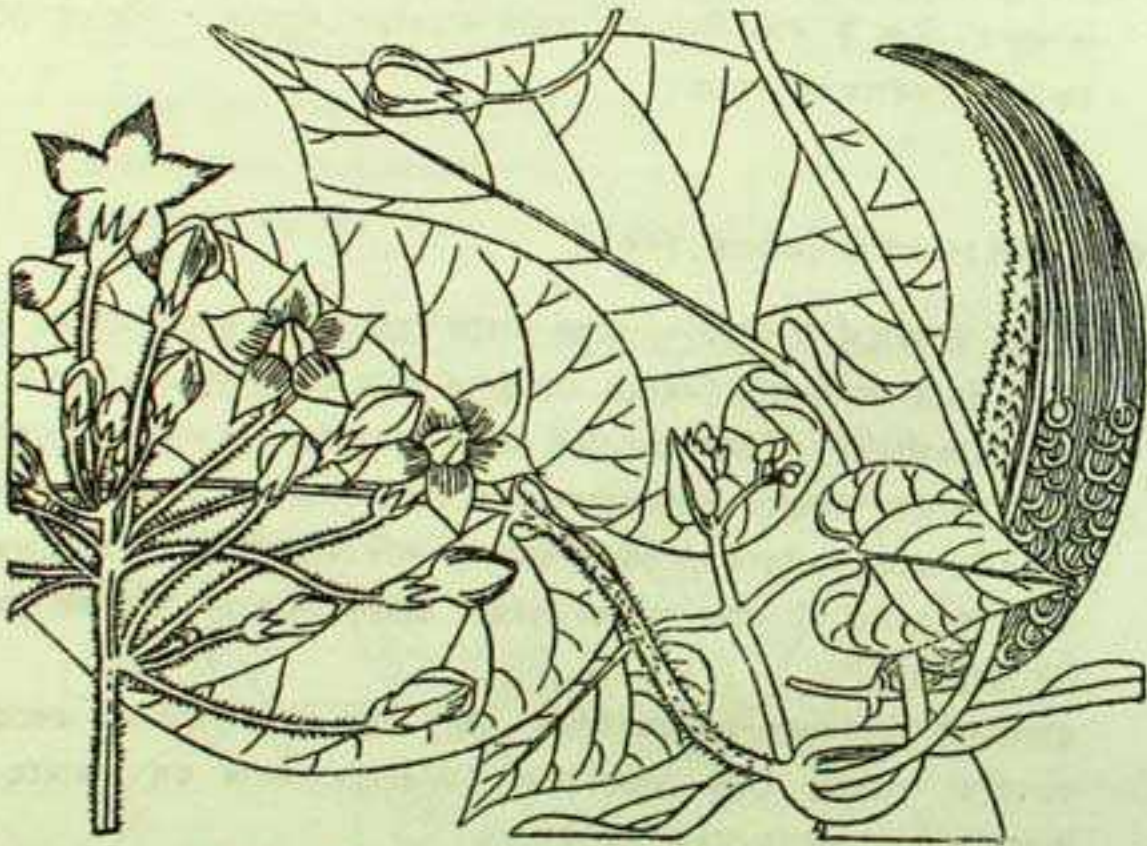
380. Daemia extensa. R. Br. (ছাগল বেটে)

Genus—OXYSTELMA R. Br.

381. O. esculentum. R. Br. (দুধলতা)

ভাষানুসারী নাম :—দুগ্ধিকা, দুগ্ধা—সংস্কৃত ; দুধলতা, কিরণী—বাংলা ; দুধিয়ালতা—হিন্দি ; দুধিকা—বোম্বে ; ঘারোটা—পাঞ্জাব ; উশিপ্পালাই—তামিল ; দুধিপালা—তেলেগু।

হুদ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
হুদ্ধিকোষ্ণা গুরুরুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী ॥
স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রমিপ্রণুৎ ॥
ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—হুদ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা, বিক্ষীরিণী এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়—হুদ্ধিকা—উষ্ণবীর্য, গুরুপাক, রুক্ষ, বাতজনক ও গর্ভপ্রদ। ইহার দুগ্ধ (আঠা) স্বাদু। ইহা কটুতিক্তরস, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক ও নিবারক, স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ণিয়া, কিষনগঞ্জ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ার পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, তবে সচরাচর নহে।

বর্ণনা :—নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বর্ষজীবী বৃক্ষারোহী লতা। বসন্তে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বহুশিরা বিশিষ্ট। বোঁটা ½ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। পুষ্পদণ্ড কয়েকটি শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, গোলাপী এবং বেগুনে রং-এর শিরা-বিশিষ্ট। ফল ২-৩ ইঞ্চি, সরু পরদাবিশিষ্ট। বীজ ফলে অনেক থাকে ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা। বর্ষার শেষে ফুল এবং শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, ত্বক্, আঠা, চূর্ণ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার ক্বাথে কুলি করিলে গলার ঘা ও মুখের ঘা আরাম হয়। হুধিলতার দুধের ন্যায় আঠা সিন্ধুদেশে ক্ষত ধৌতকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠার সহিত তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত হয় (Murray)। ইহার স্বাদ তিক্ত। ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। উড়িষ্যাদেশে ইহার টাট্‌কা মূল কামলারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (W. W. Hunter)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপর্যায় :—

গাছের ক্বাথ—কুলি করিলে গলার এবং মুখের ঘায়ে উপকার হয়।
মূল—কাম্‌লারোগে বিশেষ উপকারী।
দুধের ন্যায় আঠা—ক্ষত ধৌতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 13, t. 11 ; Hook., Camp. Bot. Mag., t. 22.
Ref.—F. B. I., iv, 17 ; Roxb., F. I., ii, 40 ; B. P., ii, 688.

381. Oxystelma esculentum. R. Br. (দুধলতা)

Genus—GYMNEMA. R. Br.

382. G. sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙ্গে)

ভাষানুসারী নাম :—মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, সর্পদংষ্ট্রা—সংস্কৃত ; মেড়াশিঙ্গে—বাংলা ; মেঢ়াশীঙ্গী, মেড়াশিঙ্গে—হিন্দি ; মেণ্ডকঠ্‌ঠী, মেণ্ডফল্লী, মেষশেংগ্‌—মহারাষ্ট্র ; মেংড়াশিঙ্গি—গুজরাট ; উরিয়মর—কর্ণাট ; বক্তিত্ত—আরব ; মেড়হগু—সিংভূম। শিক্তকরঞ্জা—তামিল ; পাট্‌লা-পদরা—তেলেগু।

অজশৃঙ্গী মেষশৃঙ্গী বর্ত্তিকা সর্পদংষ্ট্রিকা।
চক্ষুষ্যা তিক্তদুগ্ধা চ পুত্রশ্রেণী বিষাণিকা॥
অজশৃঙ্গী কটুস্তিক্তা কফার্শঃশূলশোফজিৎ।
চক্ষুষ্যা শ্বাসহৃদ্রোগ-বিষকাসাতিকুষ্ঠজিৎ॥
অজশৃঙ্গীফলং তিক্তং কটূষ্ণং কফবাতজিৎ।
জঠরানলকৃৎ হৃদ্যং রুচিরং লবণাত্মকম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অজশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী, বর্ত্তিকা, সর্পদংষ্ট্রিকা, চক্ষুষ্যা, তিক্তদুগ্ধা, পুত্রশ্রেণী ও বিষাণিকা—এই কয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অজশৃঙ্গী কটুতিক্ত রস। কফ, অর্শ, শূল এবং শোথ রোগ নিবারক। ইহা চক্ষুর পক্ষে হিতকর, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিষদোষ, কাস এবং তীব্র কুষ্ঠরোগ নাশক। অজশৃঙ্গীফল—তিক্তরস, বিপাকে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ এবং বায়ুনাশক। অগ্নিদীপক, হৃদ্য, রুচিকারক এবং লবণাম্লরস।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের কঙ্কন, ত্রিবাঙ্কুর, বান্দা।

বর্ণনা :—দৃঢ় কাষ্ঠময় লতানে গাছ, উচ্চবৃক্ষে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার শাখা ও প্রশাখাগুলি সরু, লম্বা, গোলাকার, নরম ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র ১-২½ ইঞ্চি, এবং ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে লুপ্ত, বোঁটার দিক্ গোলাকার, প্রায় হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, শিরায় লোম আছে। বোঁটা ½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি, চেপ্টা। ফুল ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ। ফল ছোট ১½-২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ লম্বা; বীজ সরু, ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও পাতলা, পক্ষ আছে। ইহার মূল কতকটা অনন্তমূলের ন্যায়। শরৎকালে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, পত্র ও সমগ্র উদ্ভিদ্। মাত্রা ½-২ আনা।

বৈদ্যকে মেড়াশিঙ্গের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—(১) **বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনে** মেষশৃঙ্গী—অঞ্জন বিষদূষিত হইলে ব্যবহারে অন্ধত্ব পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ মেষশৃঙ্গীমূলের রস নেত্রে অঞ্জন করিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) **কফজাত শিরোরোগে** মেষশৃঙ্গী—মেষশৃঙ্গীর মূলত্বকে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে কফজাত শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়।

বাগ্ভট :—**অর্শে** মেষশৃঙ্গীমূল—সিদ্ধার্থাদ্য, গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ মেষশৃঙ্গীমূলের ত্বক্চূর্ণ ছাগীমূত্রের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৮ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু বৈদ্যগণের মতে ইহার মূল বাহিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Ainslie)। বীজ—সর্দি নিবারক ও বমনকারক।

কঙ্কনদেশে ইহার শুষ্ক ও গুঁড়া পাতা নাসা-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)।

মেষশৃঙ্গীর পাতা চিবাইয়া কুইনাইন খাইলে জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদ লাগে না, জিহ্বায় খড়ি চিবাইলে যেরূপ আস্বাদ হয় সেইরূপ আস্বাদ হইয়া থাকে (Hooper)।

মূলের ত্বক রেড়ির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ ও কীটদষ্টবিষ নষ্ট হয়। যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার পাতার পটী লাগাইলে বা প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃৎ কমিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—বহুমূত্রে উপকারী, চিবাইলে প্রস্রাবের শর্করা অংশ কমিয়া যায়।

মূল :—বমনকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক।

Fig :—Wight, Ic., t. 349 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 626.
Ref. :—F. B. I., iv, 29.

382. Gymnema sylvestre R.Br. (মেড়াশিঙ্গে)

Genus—SARCOSTEMMA Wight.

383. S. brevistigma Wight. (সোমলতা)

S. acidurr (Roxb) Voigt.

ভাষানুসারী নাম :—সোমবল্লী, দ্বিজপ্রিয়—সংস্কৃত ; সোমলতা—বাংলা ; সোমলতা, সোমবল্লী—হিন্দি ; খোর সোমবল্লী, রাণসের—মহারাষ্ট্র ; সোমবল্লী—কর্ণাট ; সোমবল্লী—বোম্বে ; পল্লটীজী, টিগটম্মুডু, পুল্লতোগে, মুহু—তেলগু।

সোমবল্লী মহাগুল্মা যজ্ঞশ্রেষ্ঠা ধনুর্লতা।
সোমার্হা গুল্মবল্লী চ যজ্ঞবল্লী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমক্ষীরা চ সোমা চ যজ্ঞাঙ্গা রুদ্রসংখ্যয়া॥
সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহনুৎ।
তৃষ্ণাবিশোষশমনী পাবনী যজ্ঞসাধনো॥

রাজনিঘন্টুঃ। গুড় চ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—সোমবল্লী, মহাগুল্মা, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধনুর্লতা, সোমার্হা, গুল্মবল্লী, যজ্ঞবল্লী, দ্বিজপ্রিয়া, সোমক্ষীরা, সোমা, যজ্ঞাঙ্গা এই ১১টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—সোমবল্লী—কটুরস, শীতবীর্য্য, বিপাকে মধুর রস, পিত্ত ও দাহ নিবারক। তৃষ্ণা ও শোষনাশক, পাবন ও রসায়ন।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্য এবং শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। সিংভূম, ছোটনাগপুর ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—পত্রহীন গুল্ম, শাখায় অনেক গাঁইট আছে। কাণ্ড পেনকলমের ন্যায় মোটা; গাঁইট ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের পাপড়ি ¼ ইঞ্চি, নরম লোমযুক্ত। ফুল ফিকে সবুজবর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ কিম্বা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ½ ইঞ্চি, উহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজ-কোষ ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ⅓ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। বীজ চেপ্টা, ¼-⅓ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। এই গাছকে ও Periploca aphylla গাছকে বৈদিক সময়ের সোমলতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই লতা জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে শস্যক্ষেত্রের উই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার রস বালি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত করিতেন, উহাকে সোমরস বলে (Birdwood)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুক্ষগাছ :—বমনকারক।

গাছ :—তিক্ত, বলকারক, স্নিগ্ধ।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 625.

Ref :—F. B. I., iv. 26 ; Roxb., F. I., ii. 31 ; B. P., ii. 692 ; Prain, H. H., 238.
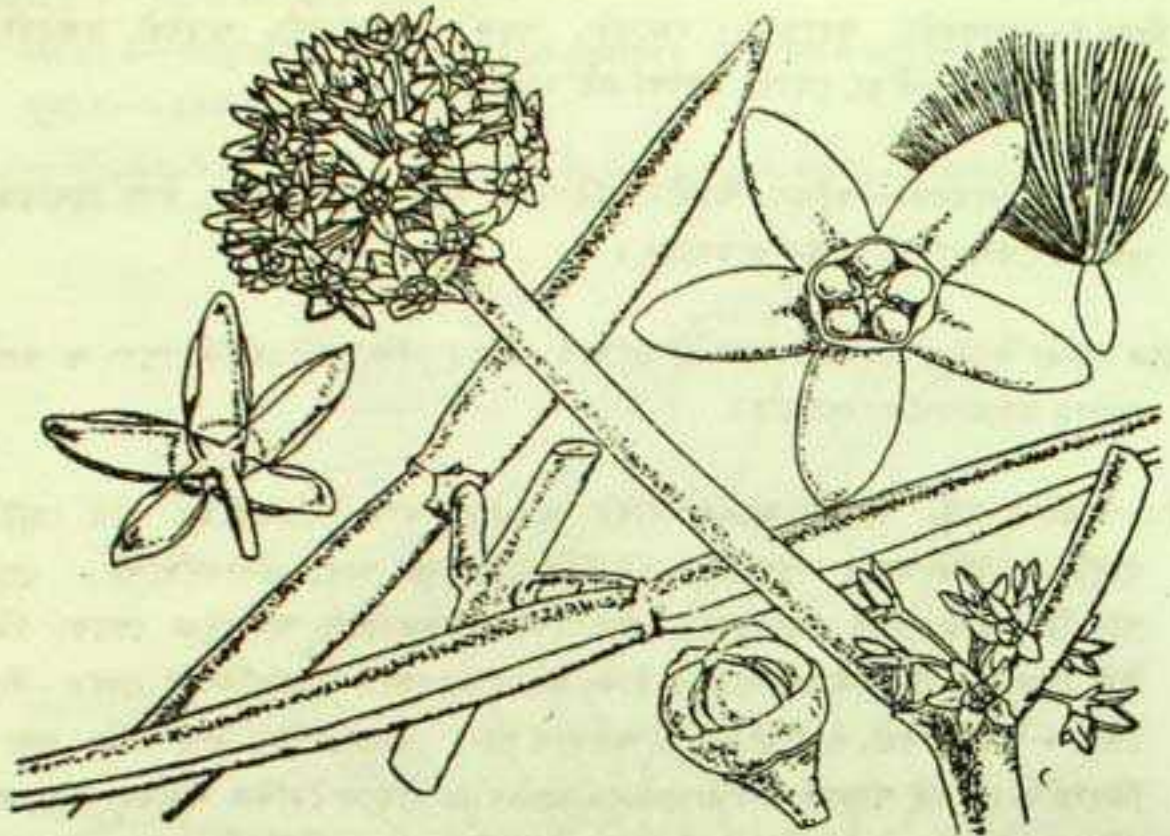
383. Sarcostemma brevistigma Wight. (সোমলতা)

Genus—HEMIDESMUS. R. Br.

384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

ভাষানুসারী :—শারিবা, শ্যামা, গোপবধূ—সংস্কৃত ; অনন্তমূল—বাংলা ; মাগরাবু, শারুমা, ছুধি, কালীসর—হিন্দি ; অনন্তমূল—মহারাষ্ট্র ; উপরসর—বোম্বে ; কপরী—গুজরাট ; সরিবা—কর্ণাট ; গুপাপানমূল—উৎকল ; গাদি-সুগন্ধি, নীলতিগ-বলে, মুক্কাপুলগাম—তেলেগু ; নান্নারি—তামিল ; নান্নারি—মালয় ।

কৃষ্ণাতু শারিবা শ্যামা গোপী, গোপবধূশ্চ সা ।
ধবলা শরিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী ॥
স্ফোতা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা ।।
শারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু ।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্ ।
দোষত্রয়াস্রপ্রদর—জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ, গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—শারিবা, শ্যামা, গোপী, গোপবধূ—এইগুলি কৃষ্ণ অনন্তমূলের নাম। গোপা, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, অস্ফোতা, ও চন্দনা—এইগুলি শ্বেত অনন্তমূলের নাম।

গুণপর্য্যায় :—অনন্তমূলদ্বয়—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরুপাক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমদোষ, বিষদোষ, ত্রিদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বর ও অতিসার নাশক;

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—সরু, লতানে উদ্ভিদ্। পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয়দিকে জন্মে। পত্রগুলি সব সমান নহে, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বা, অগ্রভাগ মোটা। কোনও পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া; কোনটি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ¼ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ¼ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট; বহির্ভাগ সবুজবর্ণ, ভিতর দিকে বেগুনে রং বিশিষ্ট, পুষ্পনল ছোট। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ¼ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। অনন্তমূলের পত্রের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। পত্রে লোম নাই, ইহার ডাঁটা সরু, মূল ভাঙ্গিয়া শুঁকিলে একপ্রকার সৌগন্ধ বাহির হয়। মূল মোটা, ভিতরে কাঠ আছে। ফুল বর্ষাকালে হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও রস; মাত্রা—কাথ, ৫—১০ তোলা। মূলকল্ক—২—৮ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার দুগ্ধের ন্যায় রস চক্ষে ঢালিয়া দিলে চক্ষের প্রদাহ নষ্ট হয়, এবং জল বাহির হইয়া চক্ষু শীতল করে। ইহার শিকড় ও কলার শিকড় একত্র করিয়া গরম ছাইয়ের মধ্যে ঝলসাইয়া তাহা হইতে গরম রস বাহির করিবে; জীরা, চিনি ও ঘৃতের সহিত সেই গরম রস সেবন করিলে মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ ও জ্বালা নিবারিত হয়। চক্ষু ফুলিলে ইহার প্রলেপ ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

দুগ্ধ ও চিনির সহিত ইহার গরম রস খাইলে বালকদের জ্বর নষ্ট হয় এবং শরীরে বল হয় (Watt)।

ইহার মূল British Pharmacopoeia তে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা Sarsa parilla এর স্থানে ব্যবহৃত হয় (Dutt, Met. Med.)।

কুরচি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং পর্পটক (Hedyotis biflora) এই কয়েকটী মূলের কাথ পিপুলচূর্ণ দিয়া সেবন করিলে চর্ম্মরোগ, উপদংশ, শ্লীপদ এবং পক্ষাঘাত জনিত জ্ঞানশূন্যতা আরাম হয়।

অনন্তমূল, বালাশিকড় (Pavonia odorata), কট্‌কী, মুথা এবং আদা সমপরিমাণ একত্র ২ তোলা, জল দিয়া প্রাতে খাইলে জ্বর আরাম হয়।

রক্তপিত্ত নাশকারী ঔষধ মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ (চরক)।

অনন্তমূলের সর্ব্বপ্রকার ব্রণনাশ করিবার শক্তি আছে (চক্রদত্ত)।

একছটাক অনন্তমূল ১ পাইণ্টজলে একরাত্রি ভিজাইয়া পরদিন পান করিলে মূত্র ৩ ৪ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহা মূত্ররোধ রোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—স্নিগ্ধ, বলকারক, ঘর্মকারক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, খাইতে অনিচ্ছা, জ্বর, চর্মরোগ, শ্বেতপ্রদর, উপদংশ, বাত, বিছা দংশন এবং সর্পবিষে উপকারী। ইহা রক্তপরিষ্কারক।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., x. t, 34 ; Wight, Ic., t. 594 , Kirtikar. & Basu., Ind. Med,. Pl., t. 618 A.

Ref :—F. B. I., iv, 5 ; Roxb, F. I., ii. 39 ; B.P., ii, 686 ; Watt., iv. Pt. i, 219.
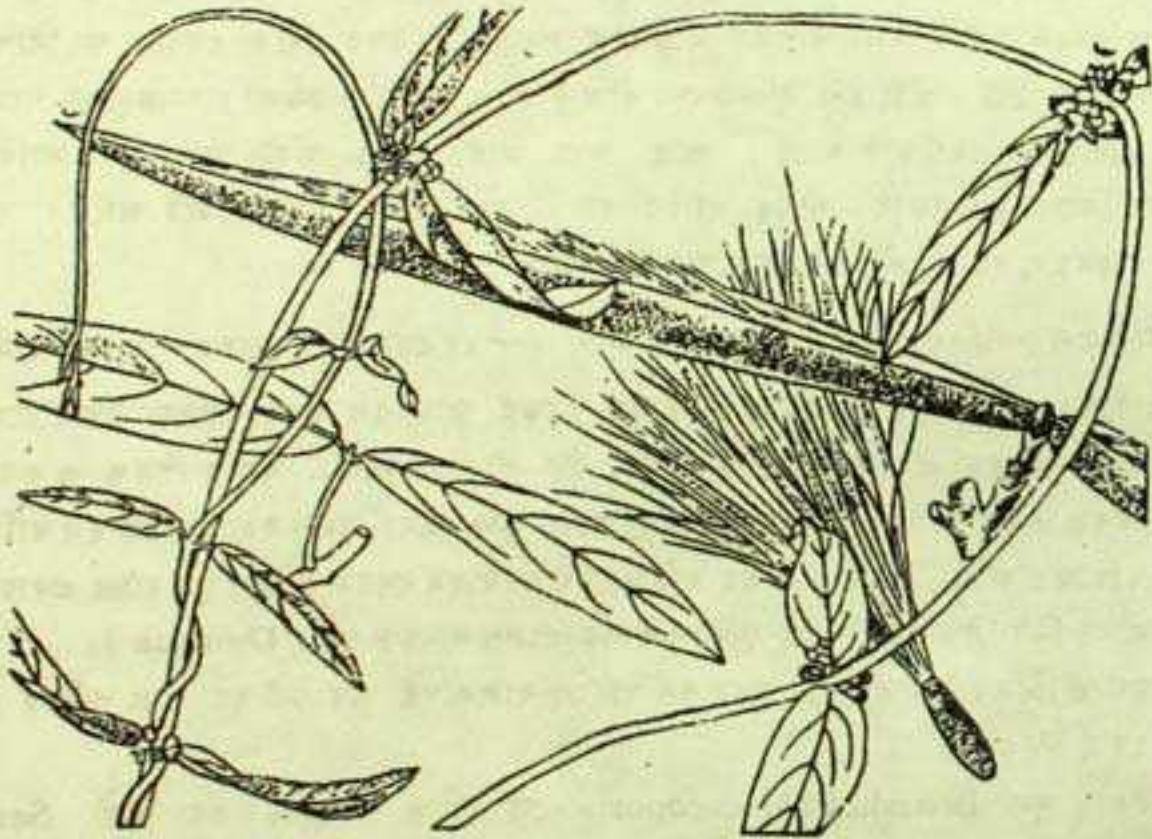
384. Hemidesmus. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Genus—ASCLEPIAS. Linn.

385. A. curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

ভাষানুসারীনাম :—ভারদ্বাজী, অরণ্য, কার্পাসী—সংস্কৃত ; কাকতুণ্ডী, বনকাপাস—বাংলা ; কাকতুণ্ডী—হিন্দি ; কাকতুণ্ডী—পাঞ্জাব ; কুরকি, রাণকাপুসী—মহারাষ্ট্র ; কাড্‌হাও—কর্ণাট।

বনজাহরণ্য-কার্পাসী ভারদ্বাজী বনোদ্ভবা।
ভারদ্বাজী হিমা রুচ্যা ব্রণশস্ত্রক্ষতাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বনজা, অরণ্যকার্পাসী, ভারদ্বাজী, বনোদ্ভবা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কাকতুণ্ডী—শীতবীর্য্য, রুচিকারক, ব্রণ এবং শস্ত্রক্ষতনাশক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অধুনা ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া জেলার জঙ্গলের ধারে, বহু পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্। পত্র দেখিতে অনেকটা লঙ্কাপাতার ন্যায় লম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। পত্রের কিনারাগুলি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পস্তবক বিস্তৃত, নেবু রং বিশিষ্ট। স্ত্রীকেশরের চতুর্দিকে পুংকেশর থাকে। পুংকেশর শিঙ্গার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ফল মসৃণ, লম্বা, দেখিতে লঙ্কার ন্যায়। বীজকোষে অনেক বীজ আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

বৈদ্যকে অরণ্যকার্পাসীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—স্তন্যবর্দ্ধনার্থ অরণ্যকার্পাসীমূল—বনকাপাস ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, প্রসূতির স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—অপচীতে অরণ্য কর্পাসীমূল—অরণ্যকার্পাসী মূল আনিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চিঃ।)

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও পাতার রস।

মূলপ্রত্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জামেকা দেশে এই গাছকে Blood flower বলে। কারণ ইহার রক্তআমাশয় আরাম করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড় বিরেচক এবং ধারক। ইহা অর্শ এবং গণোরিয়া আরাম করে (Baden Powell)।

U.S. Dispensatoryর মতে ইহার শিকড়ের রস বমনকারক ও সর্দ্দিনাশক। পাতার রস ক্রিমিনাশক এবং Dr. W. Hamilton বলেন যে ইহা অর্শ ও প্রবল গণোরিয়া রোগনাশক।

মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপর ইহার বেশ ক্রিয়া আছে। উহা উদরাময় নাশক ও বমন কারক (Dymock)।

ইহার শিকড়ের বমনকারক শক্তি আছে বলিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ ইহাকে Bastard কিম্বা Wild-Ipecacuanba বলে। ইহার পাতার পিষ্ট রস ক্রিমিনাশক। ফুলের রস রক্তপাতরোধক বলিয়া খ্যাত।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—বমনকারক, বিরেচক, অর্শে ও গনোরিয়ায় উপকারী।

পাতার রস :—ক্রিমিনাশক, ঘর্মকারক, অর্শ ও গণোরিয়ায় উপকারী।

গাছ :—যক্ষারোগে উপকারী এবং বিষ নাশক।

Fig.—Bot. Reg., t. 81 ; Kirtikar &Basu, Ind. Med. Pl., t. 622 B.
Ref.—F.B., I., iv, 18 ; Dym. ii, 427 ; Watt, i Pt, 2, 343 ; B.P., ii, 689 ; Prain, H. H., 238.

385. Asclepias curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

Genus—TYLOPHORA W. & A.

386. T. asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

T. irrdica (Burm. f.) Merr.

ভাষানুসারী নাম :—অন্তমূল—বাংলা ; অন্তমূল—হিন্দি ; পিটকারী—বোম্বে ; নেঞ্চালাই, নাকুক্কপ্পান—তামিল ; কেট্টিপালা, কুক্কাপলা—তেলেগু ; মেন্দি—উড়িয়া ; ভেল্লিপ্পালা, —মালয়।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী লতা। শিকড় নরম ও বহুশাখাবিশিষ্ট। লতার কাণ্ড নরম। লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পশমময়। পত্র কোমল লোমাবৃত, চর্মের ন্যায় শক্ত, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। বিস্তারে সকল পত্র সমান নহে, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার কিম্বা লম্বা অথবা অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রবৃন্ত ⅛-⅛ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ২।৩টী শাখাবিশিষ্ট। ফুল পীতাভ, অভ্যন্তর দেশ বেগুনে রং বিশিষ্ট, ফুলের পাপ্‌ড়ি লম্বা, বর্শাকৃতি। ফল চেপ্টা, ৩-৪ ইঞ্চি। বীজ ⅛-⅛ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং পশমময়। মে মাসে ফুল এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, পত্র ও ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্কপত্রের গুঁড়া ঘর্মকর এবং ইহা ইপিকাকুয়ানার কাজ করে। জ্বরের সহিত উদরাময় ও রক্তআমাশয় থাকিলে জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহার পাতার গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স জলে দিয়া দিবসে ৩/৪ বার সেবন করিলে জ্বর ত্যাগ হয় ও রক্ত আমাশয় সারিয়া যায়। যদি ইহাতে সারিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে ½ গ্রেণ কুইনাইন ও অল্প পরিমাণ পাতার রস সেব্য। অবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার সহিত কুইনাইন দেওয়া যায়।

বক্ষঃপ্রদাহ ও ঘুংড়ি কাসির প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিনবার অথবা উহার সহিত ½ আউন্স জলে যষ্টিমধু সহ সেবন করিতে হয়। ইহার জ্বরনাশক ও রক্ত-সংশোধক গুণ বিদ্যমান আছে বলিয় বাতে প্রযুক্ত হয়। ইহা তিক্ত, সৌগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। প্রসূতি স্ত্রীলোকদের প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করাইবার জন্ম ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বাত ও উপদংশ ঘটিত বাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একভাগ মূল দশভাগ জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাঁপানী, রক্ত আমাশয় ও কাসে উপকার পাওয়া যায়।

পাতার ২।৩ তোলা রস কঙ্কনদেশে বমনকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শুষ্কলতার বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্ত-আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

করমণ্ডল উপকূলের লোকেরা ইহার মূল ইপিকাকের বদলে ব্যবহার করে। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, বমনকারক। অল্প মাত্রায় সর্দ্দি ও জ্বর নাশক। ৩ ৪ ইঞ্চি পরিমাণ মূলের টাট্‌কা ছাল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে বেশ জোলাপের কাজ করে।

সংক্রামক রক্ত আমাশয়ে ইহার মূল একটি অমোঘ ঔষধ। Dr. D. Anderson মাদ্রাজ হাসপাতালে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (Notes by Dr. P. Russell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ-পরিচয় :—

গাছ :—ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

পাতা :—বমনকারক, ঘর্মকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক, পক্কাশয়ের পরিপূর্ণতায় উপকারক এবং যে কোন ক্ষেত্রে বমনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

মন্তব্য ঃ—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার ব্যবহারের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে, বোম্বাই, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে ইহার বহুল ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে সুবিদিত। বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলাদেশের বৈদ্যগণের ইহার প্রয়োগবিধি জানা থাকিলে ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যবহারও চলিতে পারে। বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে এবং ভারতের সর্ব্বত্র এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ গুণসম্পন্ন ঔষধি আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618 A ; Bentl. & Trim., Med. Pl., iii., t. 177 ; Wight , Ic., Ind. Or., iv. t. 1277.

Ref.—F. B. I., iv., 45 ; B. P., ii, 698 ; Roxb., F. I., ii. 33 ; Prain H. H., 240.
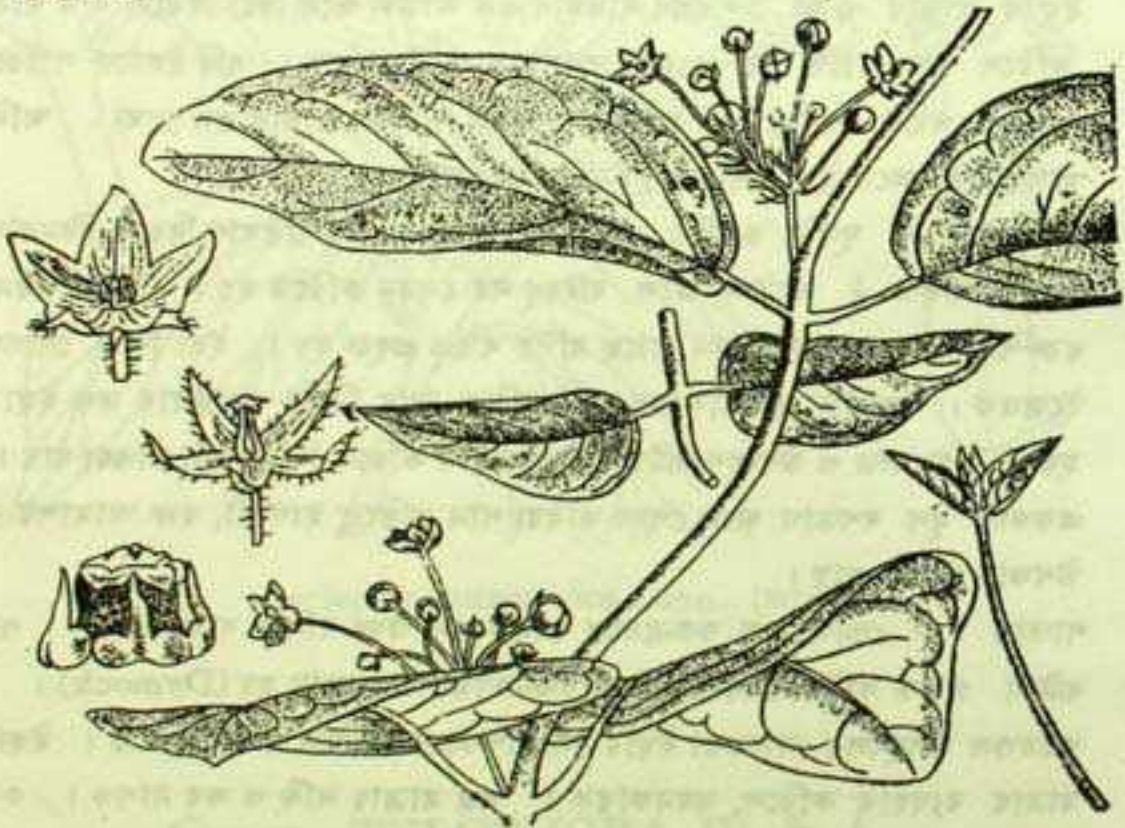
386. Tylophora asthmatica W & A. (অন্তমূল)

LXVII. LOGANIACEAE.

Genus—STRYCHNOS Linn.

387. S. Nux-Vomica Linn. (কুচিলা)

ভাষানুসারী নাম :—বিষতিন্দু, রম্যফল, কুপাক—সংস্কৃত ; কুঁচিলা—বাংলা ; বিষতেন্দ,

হুঁচ্‌লা—হিন্দি ; কাজিরা—মহারাষ্ট্র ; কাজিবার—কর্ণাট ; ঝের কোচলাং—গুজরাট ; মুষ্টিগিঞ্জা—তেলেগু ; এট্টি—তামিল , কঞ্জিরাম্—মালয় ; কাতিলুলকল্‌ব ফলুজমাহী—আরব।

কারস্করস্তু কিম্পাকো বিষতিন্দু র্বিষদ্রুমঃ।
গরদ্রুমো রম্যফলঃ কুপাকঃ কালকূটকঃ॥
কারস্করঃ কটূষ্ণশ্চ তিক্তঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ।
বাতাময়াস্রকণ্ডূতি-কফামার্শোব্রণাপহঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কারস্কর, কিম্পাক, বিষতিন্দু, বিষদ্রুম, গরদ্রুম, রম্যফল, কুপাক, কালকূটক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কারস্কর—কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, কুষ্ঠনাশক, বাত, রক্তদুষ্টি, কণ্ডু, কফ, আমাশয়, অর্শ এবং ব্রণ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে এবং ৪০০০ ফুট উচ্চস্থানে দেখা যায়। মাদ্রাজ ও টেনাসরিম প্রদেশে প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে ২৮টী গাছ আছে।

বর্ণনা :—বহুশাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বড় গাছ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে শ্বেতবর্ণ পরে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ হয়। ছাল পাতলা, গাঢ় ধূসরবর্ণ কিম্বা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। পত্র ২-৩½ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ স্থূল; বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহার ফুল হইতে বেশ সৌগন্ধ বাহির হয় (Gamble)। পুষ্পনল ⅓-⅔ ইঞ্চি, ইহার অংশগুলি ⅓ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, নীচে কয়েকটি কেশ আছে। পুংকেশর ৫টী, গর্ভাশয় ২ ভাগে বিভক্ত। স্ত্রীকেশর লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহার মস্তক ছোট। ফল গোলাকার, মসৃণ, আপেলের মত, পাকিলে নেবু রং বিশিষ্ট হয়। ফলের খোসা শক্ত, ইহার মধ্যে নরম শ্বেতবর্ণ লিচুর মত শাঁস আছে। উহা অতিশয় তিক্ত। প্রত্যেক ফলে ২-৫টি বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ½ ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জ্বল ফিকে, শ্বেতাভ ধূসর বর্ণ, পশমময়, দেখিতে বোতামের ন্যায়, শক্ত, সহজে চূর্ণ করা যায় না। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ত্বক্, মূল ও সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা—বীজ ১⁄১৬ ৫ আনা; অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার কাষ্ঠ, রক্তআমাশয়ে, জ্বরে ও অজীর্ণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার বীজ এক প্রকার মাদকদ্রব্য, এই কারণে কোন কোন লোক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার বীজ অজীর্ণ নাশক ও স্নায়বিক রোগ নাশক (Hindu, Met. Med.)।
ইহার বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগত রোগনাশক, বলকারক ও উত্তেজক (Pharm. Ind.)। অতিমাত্রায় ইহার বীজ বিষবৎ। ইহা পক্ষাঘাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, রক্তআমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ও লালামেহের পক্ষে হিতকর।

ইহা অবিরাম জ্বর, মৃগী বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন দেশে ইহার বীজ অল্পমাত্রায় অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পেট বেদনায় ব্যবহার করে। ইহার ছালের টাট্‌কা রস, কলেরা ও পুরাতন রক্তআমাশয়ে ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ আফিং এর পরিবর্ত্তে উত্তেজক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

পাতার পুল্‌টিস্ দিলে ঘা ও ক্ষত আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বক গুঁড়াইয়া নেবুর রসের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে কলেরা রোগে বিশেষ ফল প্রদান করে (Watt)।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ এবং বুকে সর্দ্দি জমিলে ইহার সর্দ্দি বাহির করিবার শক্তি আছে (Watt)। পেটফাঁপা এবং আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ হইলে কুচিলার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা স্নায়ু সকলের উত্তেজক, এই জন্য পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শরীরে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চর্ম্ম হইতে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। কুচিলা, অহিফেন ও গোলমরিচ প্রত্যেক ২ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্নায়বিক রোগ নাশ করে।

হরীতকী, পিপুল, গোলমরিচ, আদা, কুচিলা, হিং, গন্ধক ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া গরম জলের সহিত আহারের পর সেবন করিলে উদরাময়, পেটবেদনা এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

কুচিলামূলের ত্বকের সহিত পাতিনেবুর রস মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা (কলেরা) নষ্ট করে।

কুচিলা অল্পমাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্র ও পিত্তকোষ হইতে রস নির্গত হইয়া পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা গর্ভাশয়, জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজক বলিয়া ঋতুস্রাব বাড়াইয়া দেয়।

অধিকমাত্রায় কুচিলা ব্যবহার করিলে আক্ষেপ বাড়াইয়া দেয় এবং আক্ষেপের সময়ে ধমনীর সঙ্কোচ করাইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, চক্ষের তারা স্থির হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পড়িতে থাকে এবং শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ নিশ্বাস বাহির হয় না। অতিমাত্রায় ব্যবহার করিলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তাপ বাড়িতে থাকে। রক্তের উত্তাপ বাড়িয়া জ্ঞান শক্তি নষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ইহার বীজ উত্তেজক, নার্ভের পুষ্টিকারক, বাত, গ্রহণী, বিসূচিকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রমেহ, কফ ও কাসি নাশ করে।

কুচিলাবীজ অত্যন্ত তিক্ত এবং বিষাক্ত. ইহাতে শতকরা $\frac{1}{2}$ হইতে $\frac{3}{4}$ অংশ পরিমাণ Strychnine এবং brucine আছে। ইহা অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, বহুমূত্র ও রক্তহীনতা রোগে বিশেষ হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল :—গুঁড়া করিয়া চূনের জলের সহিত মিশাইয়া বড়ি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে কলেরায় বিশেষ উপকার হয়।

পাতা :—বেতো ব্যথা এবং ক্ষতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

বীজ :—সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া ধূপে ব্যবহৃত হয়।

কাষ্ঠ :—আমাশয়, জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—নরহরি কুচিলাকে কারস্কর এবং ভাবমিশ্র কপীলু বলিয়াছেন।

Fig—Rheede, Hort, Mal., i, t. 37 ; Bentl & Trim, t. 178 ; Bedd.. Fl. Sylv., 243 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 633 A.

Ref—F. B. I., iv, 90 ; Roxb., F. I., 575 ; B. P., ii. 704.
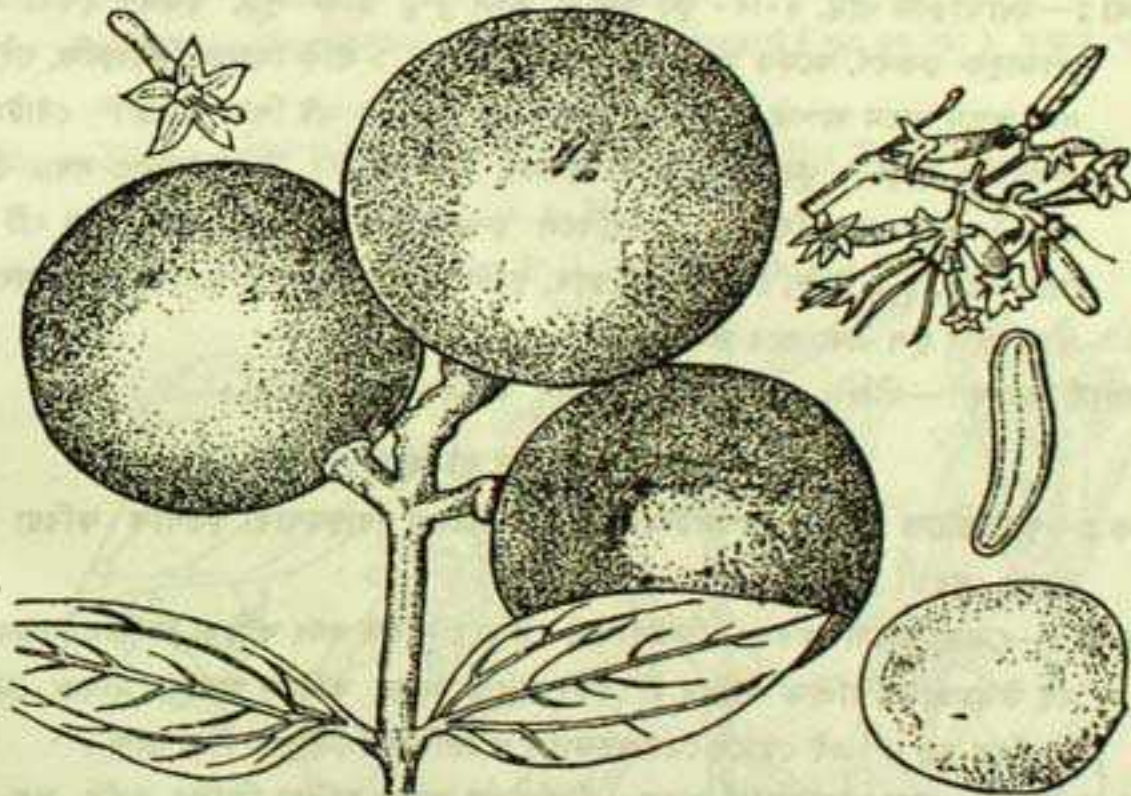
387. Strychnos Nux-Vomica Linn. (কুচিলা)

388. S. potatorum Linn. (নির্মলী)

ভাষানুসারীনাম :—কতক, অম্বুপ্রসাদ—সংস্কৃত ; নির্মলী—বাংলা ; নির্মলী—হিন্দী ; চোলু, নিবলীচ্যাবিয়', চিল্লার—মহারাষ্ট্র ; চিলু—কর্ণাট ; নির্মলী—গুজরাট ;

তেতান্-কোট্টাই—তামিল ; কাটাকাম্, চিল্লাজিল্লালু—তেলেগু ; কাটাকাম্—মালয় ;
কুচিলা—আসাম।

কতকোঽম্বুপ্রসাদশ্চ কতস্তিক্তফলস্তথা।
রুচ্যস্তু ছেদনীয়শ্চ জ্ঞেয়ো গুড়ফলঃ স্মৃতঃ।
প্রোক্তঃ কতফলস্তিক্ত মরীচশ্চ নবাহ্বয়ঃ।
কতকঃ কটুতিক্তোষ্ণশ্চক্ষুষ্যঃ কৃমিদোষনুৎ।
রুচিকৃচ্ছূলদোষঘ্নো বীজমম্বুপ্রসাদনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কতক, অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুড়ফল, কতফলাস্তিক্ত, মরীচ—এই নয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কতক—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, ক্রিমিদোষবিনাশক, ইহার বীজরুচিকারক ও শূলদোষ নিবারক।

জন্মস্থান :—পশ্চিম বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িয়া, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলদ্বীপে জন্মে।

বর্ণনা :—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। ছাল ½-¾ ইঞ্চি পুরু, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কর্কের মত। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, দুই দিকে সরু, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত, গোড়ায় ৩টি শিরা আছে। বোঁটা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেত অথবা পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেশরদণ্ড লম্বা, মোটা। ফল ¾ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ১টি কিম্বা ২টি হয় ; গোলাকার, ½-⅓ ইঞ্চি, বোতামের ন্যায়, কুচিলার বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বীজের স্বাদ নাই। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ। মাত্রা ১-২ আনা ; বমনের জন্য ৩ আনা।

বৈদ্যকে কতকের ব্যবহার।

চরক :—অশ্মরীতে কতক—নির্ম্মলীফলের রস ও অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া অশ্মরী রোগে সেব্য (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—নেত্ররোগে কতক—নির্ম্মলীফল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহা নেত্রে অঞ্জন করিলে অর্জ্জুন নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে নেত্রশুক্লভাগে শশরুধিরবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্ন জন্মে।

ভাবপ্রকাশ :—নেত্রপ্রসাদনার্থ কতক—নির্ম্মলিফল মধুতে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। এতদ্বারা চক্ষু হইতে জল ও পিচুটি পড়া নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং দৃষ্টিপ্রসাদ জন্মে।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ঘোলা জল পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সুশ্রুত)। ইহার বীজ জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মাড়িয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Hind. Met. Med.)। ইহার বীজ বিষাক্ত নহে, এই কারণে ইহা

বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ইহা বহুমূত্র ও গণোরিয়া নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রুক্ষ ও শান্তিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উদরে মালিশ করিলে পেট বেদনা আরাম হয়। ইহা সর্পবিষের একটা ঔষধ (Dymock)। মাদ্রাজ দেশে ইহার বীজ বহুমূত্র ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয় (Drury)। যে উদরাময় বহুদিন ধরিয়া আরাম হয় নাই এবং বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল হয় নাই, ইহার একটি কিম্বা অর্দ্ধখানি বীজ গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত উদরাময় একেবারে আরাম হয় (Watt)।

ইহার শীতকষায় সোমরোগ ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—চক্ষুরোগে হিতকর। মধু এবং অল্প কর্পূরের সহিত ব্যবহারে চোখের জলস্রাব আরাম হয়। আমাশয়ে বমনকারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুমূত্রে ও গণোরিয়াতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—বিষঘ্নবর্গে কতক পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)।

চরক বমনোপবর্গে, কিম্বা সুশ্রুত, উর্দ্ধভাগহরবর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) কতক পাঠ করেন নাই।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633 B ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 5 Wight., Ill. Ind. Bot., ii. t. 156.

Ref.—F. B. I., iv. 90 ; Roxb., F. I., i. 576 ; B. P., ii. 704.
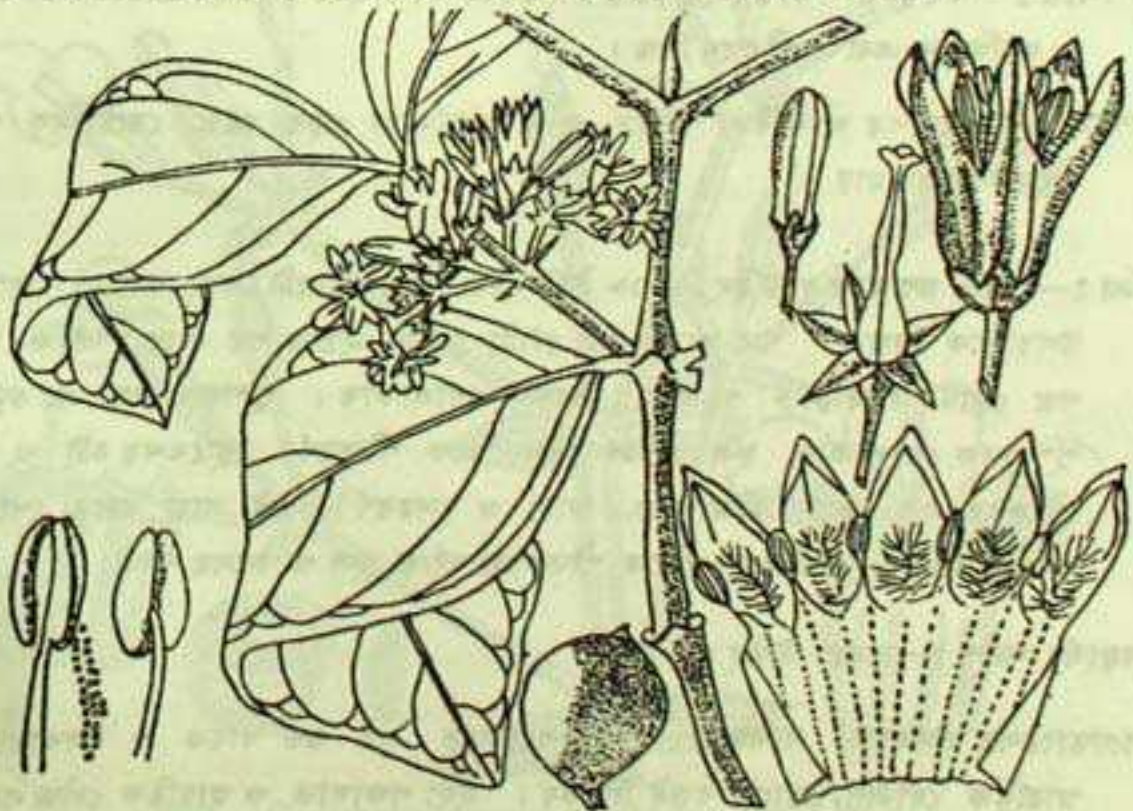
388. Strychnes potatorum Linn. f. (নির্মলী)

LXIX. GENTIANACEAE.

Genus—CANSCORA. Roem.

389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

ভাষানুসারী নাম :—শঙ্খপুষ্পী—সংস্কৃত ; ডানকুনি—বাংলা ; শঙ্খাহলী—হিন্দি ; শঙ্খাবল—গুজরাট ; শঙ্খপুষ্পী—কর্ণাট ; শঙ্খোনী—বোম্বে ; শঙ্খুলী—মহারাষ্ট্র।

শঙ্খপুষ্পী সুপুষ্পী চ শঙ্খাহ্বা কম্বুমালিনী।
সিতপুষ্পী কম্বুপুষ্পী মেধ্যা বনবিলাসিনী॥
চিরিণ্টী শঙ্খকুসুমা ভুলগ্না শঙ্খমালিনী।
ইত্যেষা শঙ্খপুষ্পী স্যাদুক্তা দ্বাদশনামভিঃ॥
শঙ্খপুষ্পী হিমা তিক্তা মেধাকৃৎ স্বরকারিণী।
গ্রহভূতাদিদোষঘ্নী বশীকরণসিদ্ধিদা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শঙ্খপুষ্পী, সুপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা, কম্বুমালিনী, সিতপুষ্পী, কম্বুপুষ্পী, মেধ্যা, বনবিলাসিনী, চিরিণ্টি, শঙ্খকুসুমা, ভুলগ্না, শঙ্খমালিনী—এই বারটি নাম।

গুণপর্যায় :—শঙ্খপুষ্পী—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, মেধা, স্বরকারক, ভূতগ্রহাদিদোষ নাশক। স্মৃতি ও কান্তিপ্রদ, এবং বশীকরণ সিদ্ধ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের আর্কদিক, পতিত ও আর্দ্রভূমিতে প্রচুর জন্মে, বোটানিক্ গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে চারটী শিরা আছে। শাখাগুলি উপরদিকে বিস্তৃত। পত্র অনেক হয়, বোঁটা ছোট, নীচের পত্র প্রায় ১ ইঞ্চি, উপরের পত্র ছোট, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও চতুষ্কোণ। পুষ্পস্তবক গোলাকার, ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা ফিকে পীতবর্ণ। পুংকেশর ৪টী ও ছোট। স্ত্রীকেশর দণ্ড ছোট, বীজ বড়, কাল ও ধূসরবর্ণ। এই গাছ বর্ষার শেষে উচ্চ জমিতে জন্মে। শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দুশাস্ত্রমতে এই গুল্ম ধারক ও বলকারক এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে বড়ই হিতকর। ইহা পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাট্‌কা রস ১ আউন্স পরিমাণ প্রয়োগ করিলে পাগল রোগ আরাম

হয় (Dutt)। ইহার টাট্কা রস ১ আউন্স মধু এবং পুষ্করমূল (কুড়) সহ পাগলকে পান করাইলে পাগলামি আরাম হয়।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কুষ্ঠমূল, শতমূলী, বচ, হরীতকী, ডানকুনি (শঙ্খপুষ্পী) সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত গুঁড়া ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেধা বৃদ্ধি হয় এমন কি ছাত্রেরা একদিনে ১০০০ শ্লোক মুখস্থ করিতে পারে বলিয়া কথিত আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :–

গাছ :—বিরেচক, বলকারক, রসায়ন।

গাছের টাট্কা রস :—মস্তিষ্ক বিকৃতি, অপস্মার এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যে উপকারী।

মন্তব্য :—উপরোক্ত শ্লোকটীতে পর্য্যায় নাম "ভূলগ্ন" থাকাতে এটী সন্দিগ্ধ committee কর্ত্তৃক সমর্থিত "Evo-family—Convol Vulancy এর কোনটা হওয়াই সম্ভব।

Fig:—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 638 A.

Ref :—F. B. I., iv. 104 ; Roxb, F. I., i. 403 ; B. P,. ii, 708 ; Prain, H. H., 233.
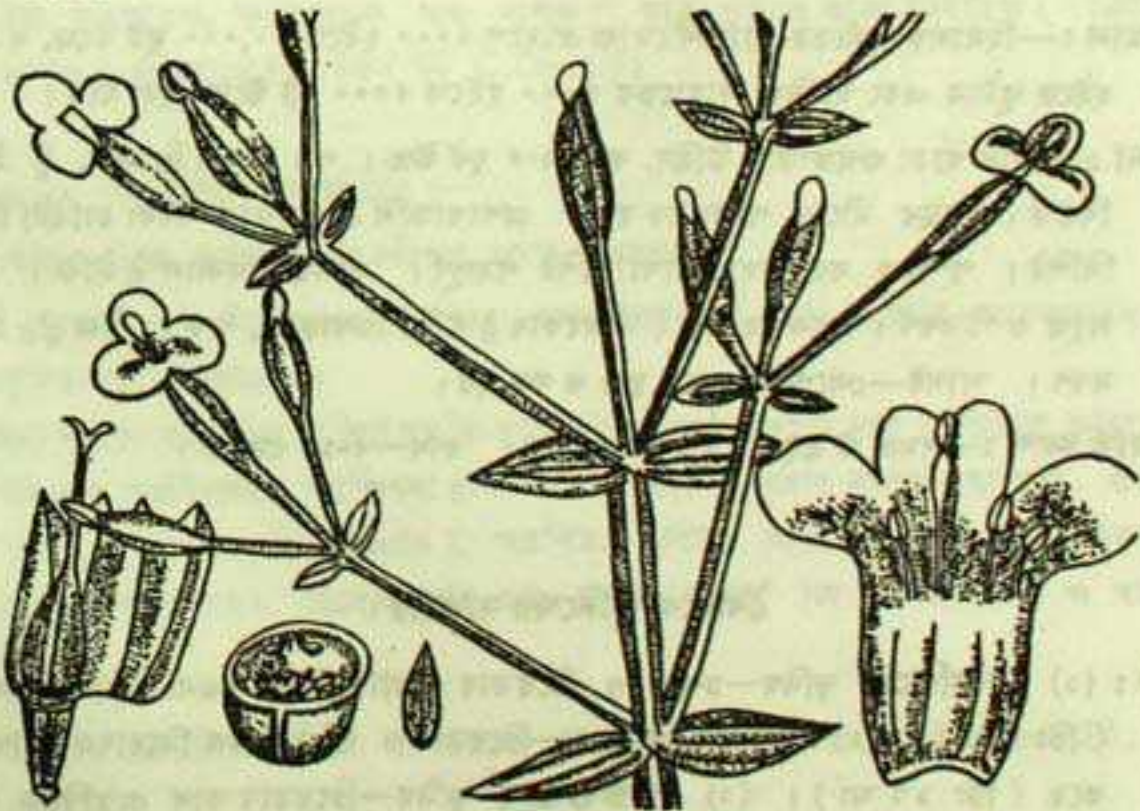
389. Canscora decussata Roem. (ডানকুনি)

Genus—SWERTIA Ham.

390. S. Chirata Ham. (চিরেতা)

ভাষানুসারী নাম :—ভূনিম্ব, কিরাততিক্ত—সংস্কৃত ; চিরেতা—বাংলা ; চিরায়তা—হিন্দি ; কিরাইত, কাড়োকিরাইত,—মহারাষ্ট্র ; কারিয়াতু—গুজরাট ; নেলবং উচু—কর্ণাট ; নীলবেপ্পা—মালাবার ; নেলানেমু, নিলাভেম্বু—তেলেগু ; নীলভেম্বু—তামিল ; কিরাত—বোম্বে।

ভূনিম্বো নার্য্যতিক্তঃ স্যাৎ কৈরাতো রামসেনকঃ।
কৈরাততিক্তকো হৈমঃ কাণ্ডতিক্তঃ কিরাতকঃ ॥
ভূনিম্বো বাতলস্তিক্তঃ কফপিত্তজ্বরাপহঃ।
ব্রণসংরোপণঃ পথ্যঃ কুষ্ঠকণ্ডূতিশোফনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভূনিম্ব, নার্য্যতিক্ত, কৈরাত, রামসেনক, কৈরাততিক্তক, হৈম, কাণ্ডতিক্ত, কিরাতক—এই আটটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ভূনিম্ব—বাতকারক, তিক্তরস, কফ ও পিত্তজ্বর নাশক, ব্রণসংরোপক, পথ্য, কুষ্ঠ, কণ্ডূ এবং শোথ নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় পর্ব্বতের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে, কাশ্মীর হইতে ভূটান এবং খাসিয়া পাহাড়ের ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত ; গাছের নীচের পাতা বড় হয়। প্রশাখাগুলি গোলাকার অথবা চারিটা শিরা বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট পত্রপূর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সবুজ ও পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা ; বীজকোষ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম। বীজ ১/২০ ইঞ্চি, মসৃণ। আগষ্ট—সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ। চূর্ণ-১-৪ তোলা। ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভূনিম্বের ব্যবহার।

চরক : (১) **রক্তপিত্তে** ভূনিম্ব—চন্দন ও চিরেতার ক্বাথাদি বিবিধ কল্পনা রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪অঃ)। (২) **শোথে** ভূনিম্ব :—চিরেতা ও শুঁঠের কল্ক ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট করে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** ভূনিম্ব—চিরেতার ক্বাথ প্রসূতিকে পান করাইলে প্রসূতির স্তন্যের বিশুদ্ধতা জন্মে (চিঃ ৩০ অঃ)।

হারীত :—গর্ভোপদ্রবভূত বমনে ভূনিম্ব—চিনি ও চিরেতাচূর্ণ সমভাগে লইয়া সেবন করিলে কিম্বা চিরেতাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, গর্ভাবস্থায় বমন প্রশমিত হয় (চিঃ ৫০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বান্ডিল বাজারে বিক্রয় হয়। সমগ্র গাছটা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ ইহার মূল অধিক মূল্যবান। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে পাকযন্ত্র শোধক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করেন। Dr. Drury বলেন যে, ইহার কাথ খাওয়া উচিত নহে, গাছের কাণ্ড জলে ভিজাইয়া সেই জল খাওয়াইতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে চিরেতা সিদ্ধ করিলে উহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। চিরেতা বলকারক ও তিক্ত এবং বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অজীর্ণে বড়ই উপকারী। চিরেতা প্রধানতঃ নেপাল হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয়। নেপাল হইতে আসে বলিয়া ইহার একটি নাম নাইপাল। চিরেতা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং পিত্ত নিঃসরণ করিয়া দেয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা বলকারক, জ্বরনাশক, ধারক, গাত্রদাহ, ক্রিমি ও চর্ম্মরোগ নিবারক বলিয়া বর্ণিত আছে। চিরেতার সহিত আরও ৫০টি মসলাযোগে যে সুদর্শনচূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা পৈত্তিক জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। Dr. Moodeen Sheriff বলেন যে প্রকৃত চিরেতার সহিত S. angustifolia. S. decussata এবং S. elegans প্রভৃতি কয়েকটি গাছ ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

ইহা বলকারক, মৃদুবিরেচক, জ্বর নাশক। হাত পায়ের জ্বালা নিবারক। ক্রিমি-নাশক ও চর্ম্মরোগে হিতকর (W.C.Dutt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, রসায়ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, জ্বরঘ্ন, বিরেচক।

মন্তব্য :—চরক—লেখনীয়, স্তন্যশোধন এবং তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে ভূনিম্ব পাঠ করিয়াছেন।

ইহা পাচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তি-দাতা কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধকারী নহে। চিরেতা আধ্মান-হর এবং অন্নবিদাহের আতিশয্য হ্রাস করে। ইহা পিত্তদোষ নাশক এবং যকৃৎ, গ্রহণী বিশেষ (Atonic dyspepsia), অম্লপিত্ত, আধ্মান, বাত, জীর্ণজ্বর এবং অন্যান্য জ্বরে ব্যবহৃত হয়। চিরেতা ক্ষার এবং সুগন্ধি ভেষজ সহ পিত্তবিকার ও দাহে সেব্য।

Fig.—Bentl & Trim., iii, t. 183 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 641 B.

Ref.—F. B. I., iv. 124 ; Dym., ii, 511 ; Roxb., F. I., ii. 71.
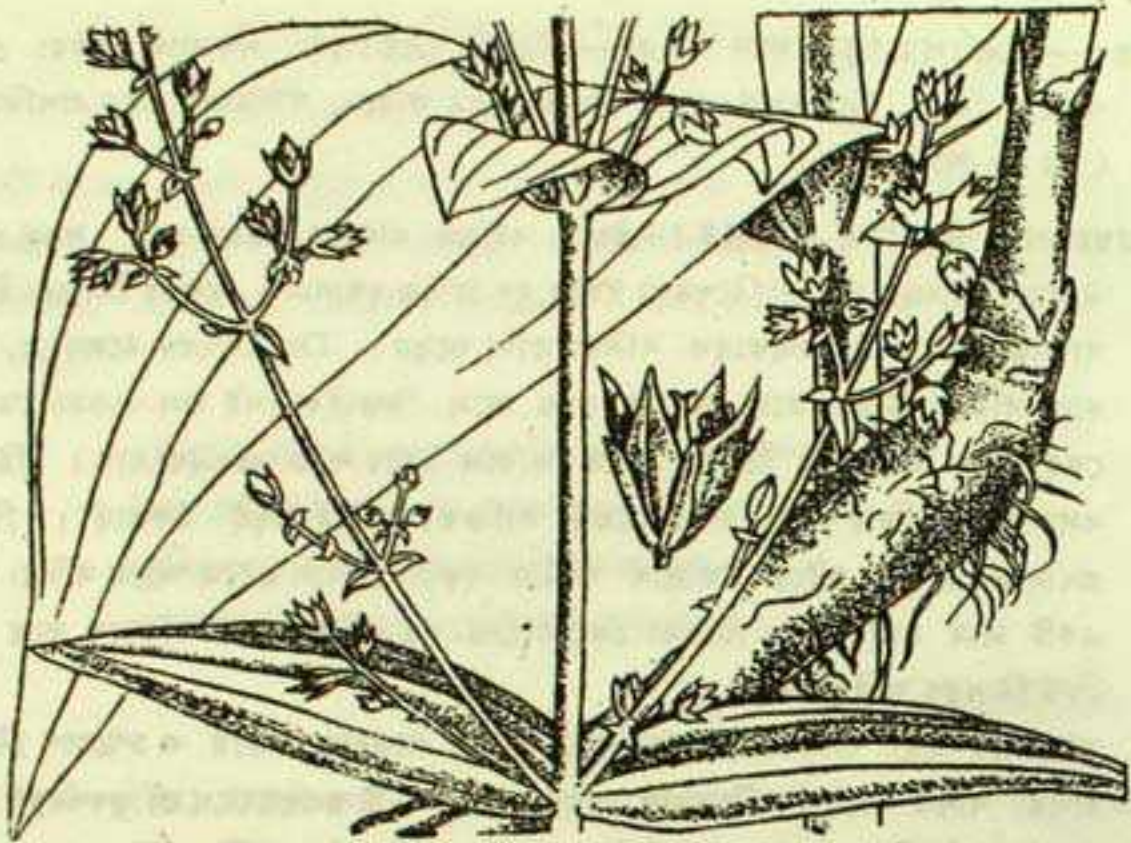
390. Swertia Chirata Ham. (চিরেতা)

Genus—NYMPHOIDES

391. L. cristatum. Griseb. (চাঁদ মালা)

N. Cristatum (Roxb.) O Kntze.

ভাষানুসারী নাম :—কালাহুসরক, তগর—সংস্কৃত ; চাঁদমালা, পিউলিছোপ—বাংলা : তগর-চণ্ডী—হিন্দি ; পিণ্ডীতগর—কন্নর ; নন্দিবর্দ্ধনচেট্টু, গান্ধিতগরপুচেট্টু—তেলেগু ; পানিফলরা—উড়িয়া।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের পুষ্করিণী ও ঝিলে সচরাচর দেখা যায়। কাশ্মীর দেশীয় হ্রদে বহুল পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—সতানে উদ্ভিদ, জলে ভাসিয়া থাকে, গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে শালুক ফুলের পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত ১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের উপবিভাগ মসৃণ, নিম্নের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার। ফলে ১-২টি বীজ থাকে, বীজ গোলাকার 1/16 ইঞ্চি। বর্ষা-কালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে যে, দুগ্ধবতী গাভীকে ইহা খাইতে দিলে দুধ বাড়িয়া যায়। অনেক কবিরাজী ও হেকিমী ঔষধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ :—চিরেতার পরিবর্তে জ্বরে এবং কামলায় ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 29 (1692) ; Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 157 ; Roxb., Cor. Pl., ii, 3. t. 105.

Ref.—F. B. I.. iv. 131 ; Dalz & Gibs., Bomb, Fl., 158.
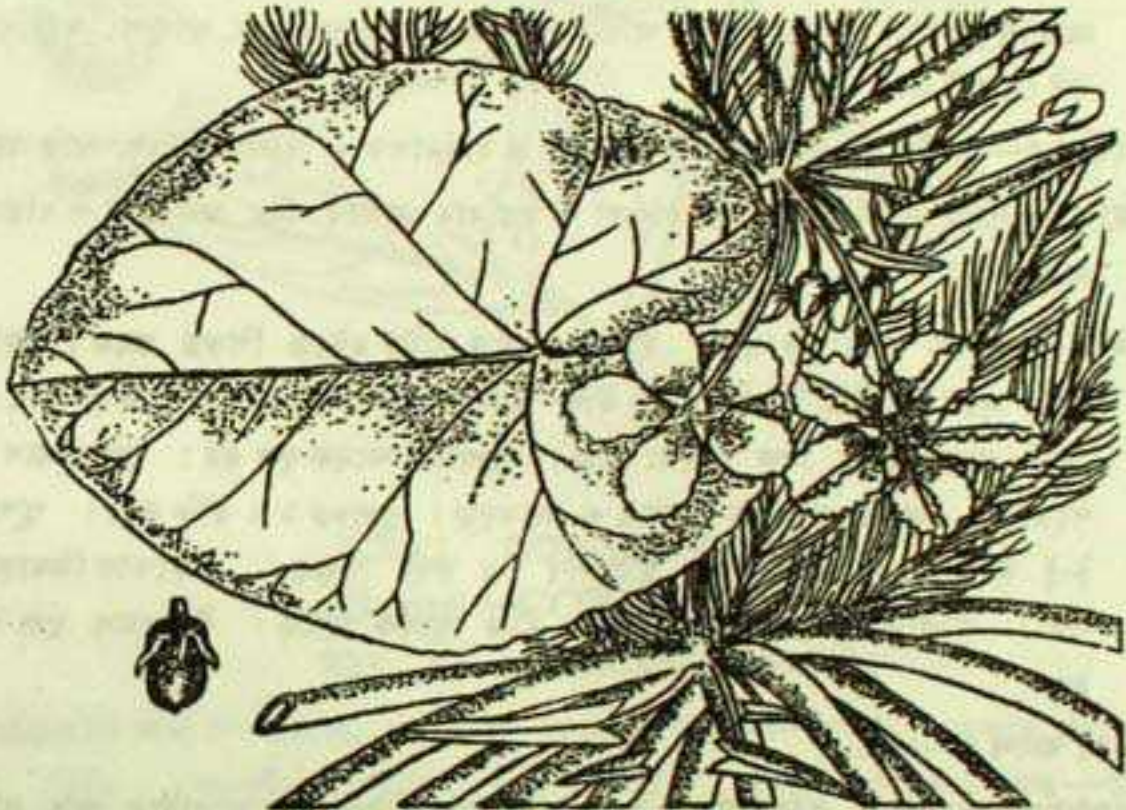
391. Limnanthemum cristatum. Griseb. (চাঁদ মালা)

LXX. HYDROPHYLLACEAE.

Genus—HYDROLEA. Vahl.

392. H. zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

ভাষানুসারী নাম :—কলিকারী, লাঙ্গলিনী, হলিনী—সংস্কৃত ; ঈষলাঙ্গলা, বিষলাঙ্গলা, কাঁকড়া—বাংলা ; কলিহারী, কলিয়ারি—হিন্দি ; চগমোতা, খজানাগ—মহারাষ্ট্র ; ভুখিয়ো-বছনাগ—গুজরাট ; রাতাগারী—কর্ণাট ; চেরুকরেলি—মালয়।

কলিকারী লাঙ্গলিনী হলিনী গর্ভপাতিনী।
দীপ্তির্বিশল্যাঽগ্নিমুখী হলী নক্তেন্দুপুষ্পিকা॥
বিদ্যুজ্জ্বালাঽগ্নিজিহ্বা চ ব্রণহৃৎ পুষ্পসৌরভা।
স্বর্ণপুষ্পা বহ্নিশিখা স্যাদেষা ষোড়শাহ্বয়া॥
কলিকারী কটূষ্ণা চ কফবাতনিকৃন্তনী।
গর্ভান্তঃ শল্যনিষ্কাস-কারিণী সারিণী পরা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কলিকারী, লাঙ্গলিনী, হলিনী, গর্ভপাতিনী, দীপ্তি, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, হলী, নক্তোন্দুপুষ্পিকা, বিদ্যুৎ, জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা, বহ্নিশিখা—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্যায় :—কলিকারী, কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ুনাশক। গর্ভপাতকারক, অতি সারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন জলাভূমি ও ধান্যক্ষেত্রে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী কাঁটাশূন্য গুল্ম। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় জন্মে। কাণ্ড ও শাখা নরম ও ছোট, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা। দেখিতে বেলপাতার ন্যায় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল উজ্জ্বল ফিকে সবুজবর্ণ। ফুলের পাপ্‌ড়ি কোমল ও লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ½-¾ ইঞ্চি। পুংকেশর স্বল্প, স্ত্রীকেশর দণ্ড লম্বা, বিস্তৃত। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষে ছোট ছোট লম্বা বীজ অনেক থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র পেষণ করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পরিষ্কার হইয়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। ক্ষতে কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ হইলে ইহা দোষ নষ্ট করিয়া ক্ষত সারাইয়া আনে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—বিষদোষ নাশক। পুরাতন ক্ষতে পুলটিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamk, Ill., t. 184 ; Bot. Mag., ii, 193, t. 26 ; Wight, Ill., t. 167 & Ic. t. 601 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 644.

Ref.—F. B. I., iv. 133 ; Roxb., F. I. ii. 73 ; B. P., ii. 711 ; Watt. iv. Pt. I, 315 ; Prain, H. H., 241.
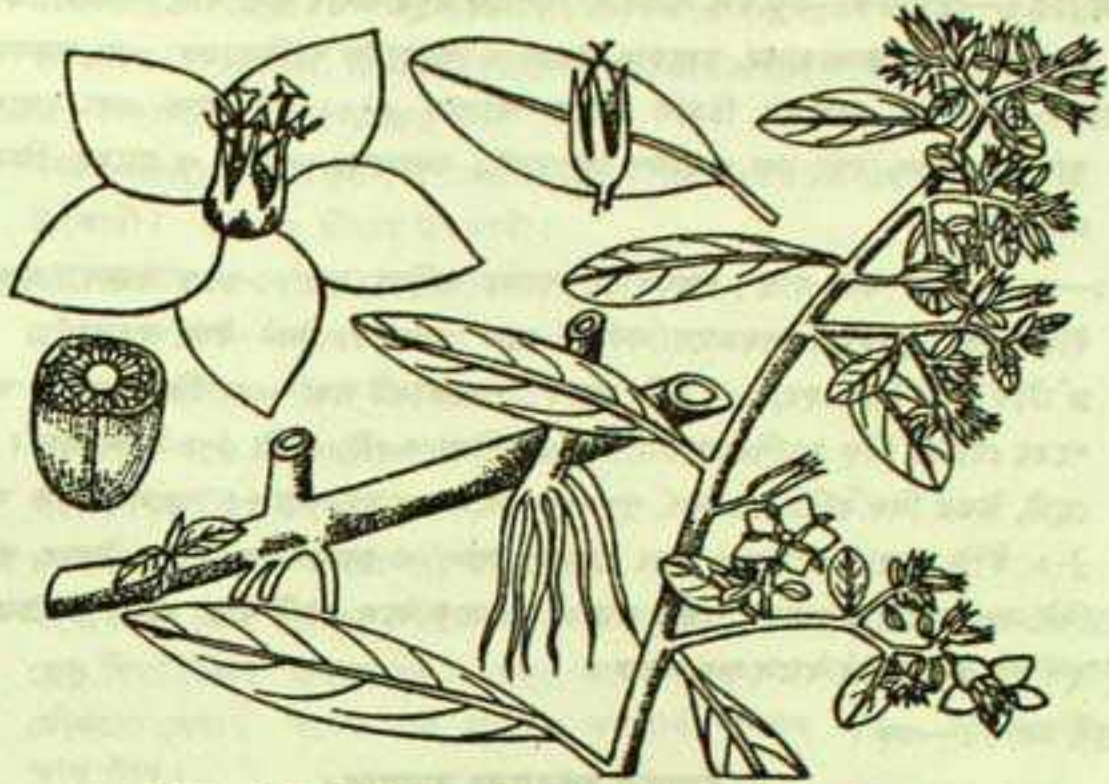
392. Hydrolea zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

LXXI. BORAGINACEAE.

Genus—CORDIA Linn.

393. C. dichotoma (বহুনারী)

ভাষানুসারী নাম :—বহুবার, শ্লেষ্মাতক—সংস্কৃত ; বহুনারী—বাংলা ; বহুআর, লিসোরা—হিন্দি ; সেলবটি—মহারাষ্ট্র, চেন্—কর্ণাট ; ভোকর—বোম্বে ; অভ্—উৎকল ; তগ্‌পিস্তন্—পারস্য ; বিড়ি—তামিল ; নাকেরা—তেলেগু ; সেফিস্তান্—আরব।

শ্লেষ্মাতকো বহুবারঃ পিচ্ছলো দ্বিজকুৎসিতঃ।
শেলুঃ শীতফলঃ শীতঃ শাকটঃ কর্বুদারকঃ।
ভূতদ্রুমো গন্ধপুষ্পঃ স্যাৎ একদশাহ্বয়ঃ।।
শ্লেষ্মাতকঃ কটুর্হিমো মধুরঃ কষায়ঃ
স্বাদুশ্চ পাচনকরঃ ক্রিমিশূলহারী।
আমাস্রদোষমলরোধ বহুব্রণার্ত্তি
বিস্ফোটশান্তিকরণঃ কফকারকশ্চ।।

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শ্লেষ্মাতক, বহুবার, পিচ্ছিল, দ্বিজকুৎসিত, শেলু, শীতফল, শীত, শাকট, কর্বুদারক, ভূতদ্রুম, গন্ধপুষ্প—এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শ্লেষ্মাতক—কটু রস, শীতবীর্য, বিপাকে মধুর কষায় রস, স্বাদু, পাচক, ক্রিমি ও শূলনাশক। রক্তআমাশয়, মলরোধ, বহুব্রণ ও বিস্ফোটক শান্তিকারক এবং কফকারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের চিনাব হইতে আসাম ৫০০০ ফুট উচ্চে এবং বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও গ্রামের কিনারায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ; শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। কাণ্ড বক্র। ত্বক ½-¾ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, লম্বভাগে কর্ত্তিত দাগ আছে। কাষ্ঠ ঈষৎ ধূসরবর্ণ। পত্র ডাঁটার উভয় দিকে হয়, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রকোণটি লম্বা এবং কিনারাগুলি অস্পষ্ট, পত্রের বোঁটার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের শিরা ৩-৫টি, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা আছে। ফলে শাঁস আছে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, লাল ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল উজ্জ্বল, শক্ত ও মিষ্ট, ফল দেখিতে প্রায় সুপারীর মত। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ থাকে। চৈত্রমাসে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্।

বৈদ্যকে বহুবারের ব্যবহার।

চরক :—কফজবিসর্পে বহুবারত্বক—অল্পঘৃতসংযুক্ত পিষ্ট বহুবার ত্বকের প্রলেপ কফবিসর্পে হিতকর (চিঃ ১১ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) দশবিধলূতাবিষে শেলুত্বক্—বাহ্য ও আভ্যন্তর দশবিধলূতাবিষের পক্ষেই বহুবার ত্বকের প্রয়োগ হিতকর (কঃ ৮ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে শাকার্থে শেলুদল**—ঘৃতভর্জ্জিত কোমল বহুবার পত্র রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **মসূরিকায় শেলুত্বক্**—মসূরিকা রোগীর স্ফীত প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির কমিবার জন্য বহুবার ত্বকের শীতকষায় তদঙ্গে সেচন করিবে (মসূরিকা চিঃ)। (২) **কেশ-কৃষ্ণীকরণে বহুবারফলমজ্জা**—একটি ছিদ্রবহুল লৌহপাত্র কাঞ্জিকপিষ্ট বহুবার ফলমজ্জা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, রৌদ্রে রাখিবে। সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া উহা হইতে যে তৈল, পতিত হইবে, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে শুভ্রকেশ নীলভ্রমর তুল্য হয়। এই তৈল নয়ন, শ্রবণ ও দন্তরোগের পক্ষেও প্রশস্ত (ক্ষুদ্ররোগ-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ:—**দৃগ্‌জাত মসূরিকায় বহুবার**—চক্ষুতে মসূরিকা জন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থ কিম্বা চক্ষুতে মসূরিকার্ত্তার প্রতিষেধার্থ, চক্ষুতে শেলুত্বকের প্রলেপ দিবে (মসূরিকা চিঃ)।

বঙ্গসেন :—বিস্ফোটে বহুবারত্বক্—বহুবার ত্বকের প্রলেপ কিম্বা কাথ সেচন বিস্ফোটের পক্ষে হিতকর (বিস্ফোট চিঃ)।

মূলগ্রন্থাদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার ছাল শর্দ্দি নিবারক। পাকা ফল মিষ্ট ও স্নিগ্ধকর। ইউরোপীয়দের মতে ইহা হৃদযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উপর

কাজ করে। ইহার ১০-১২ গ্রাম পরিমাণ শাঁস বিরেচক। ছাল জ্বর নাশক ও বলকারক (Dymock, ii, 519)। ইহার বীজ ক্রিমিনাশক, ছাল বলকারক(Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সংকোচক, ক্রিমিনাশক, প্রস্রাবকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মানিঃসারক, মূত্রনলের যন্ত্রণায় উপকারী। যকৃৎ ও প্লীহায় উপকারী।

ছালের রস :—মোচড়ানো যন্ত্রনায় উপকারী।

ছালের কাথ :—অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বরে উপকারী।

ফলের খোলা :—ফিতা ক্রিমিতে উপকারী।

পাতা :—ক্ষতে এবং মাথার যন্ত্রনায় উপকারী।

গাছ :—সর্পবিষে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক বিষঘ্নবর্গে বহুবার পাঠ করিয়াছেন।

বহুবার ফল স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ; ইহা কফ, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তমূত্রতা রোগে এবং মৃদুরেচক হেতু পিত্তবিকারে ব্যবহৃত হয়। ত্বক্—সংকোচক, বল্য। ইহা দৌর্বল্য ও পীড়াবসানজ দৌর্ব্বল্যে দেয়া। ত্বকের কাথ মুখক্ষতে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলের শস্য দাদের ভাল ঔষধ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 37 ; Wight, Ill., t. 169 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 645.

Ref.—F. B. I., iv. 136 ; Roxb., F. I. i. 590 ; B. P., ii. 714 ; Prain. H. H., 241.

393. Cordia. myxa Tinn. (বহুবারী)

394. C. obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

ভাষানুসারী নাম :—সূক্ষ্মফল, ভূকর্বুদারক, ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাতক—সংস্কৃত ; ছোটবহুনারী—বাংলা ; ছোটলাসোর, লভেড়া—হিন্দি ; গেন্ধিনি—মহারাষ্ট্র ; গোন্দান—বোম্বে ; নারুভিলি, শিরুনারুবিলি—তামিল ; চিন্না নাবের, সিন্নাবটকু—তেলেগু ; গুন্দীনাংনী—গুজরাট।

ভূকর্বুদারকশ্চান্যঃ ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাতকস্তথা।
ভূশেলুর্ঘুশেলুশ্চ পিচ্ছলো লঘুপূর্বকঃ।
লঘুশীতঃ সূক্ষ্মফলো লঘুভূতক্রমশ্চ সঃ॥
ভূকর্বুদারো মধুরঃ ক্রিমিদোষবিনাশনঃ।
বাতপ্রকোপণঃ কিঞ্চিৎ সশীতঃ স্বর্ণমারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়:—ভূকর্বুদারক ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাতক, ভূশেলু, লঘুশেলু, পিচ্ছল, লঘুপূর্বক, লঘুশীত, সূক্ষ্মফল, লঘু-ভূতক্রম—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়:——ভূকর্বুদারক—মধুর রস। ক্রিমিদোষ নাশক, বায়ুবৃদ্ধিকারক। অল্প শীতবীর্য্য। এবং স্বর্ণমারক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর ; পশ্চিমভারত, পাঞ্জাব হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে দৃষ্ট হয়।

বর্ণনা :—৪০ ফুট উচ্চ গাছ। ইহা দেখিতে অনেকটা C. myxa গাছের তুল্য। পত্র দণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, ডিম্বাকৃতি। পাতার পার্শ্বশিরা ৫টি। পাতায় কোমল লোম আছে। কিনারাগুলি কর্তিত। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, বকুলের ন্যায় দুইদিকে ক্রমশঃ সরু, ফলে ১টি বীজ থাকে, বীজ হইতে শাঁস পৃথক করা যায়। ইহার বীজ করাত দিয়া কাটিলে একপ্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় (Dymock)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল এবং বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল সন্ধি নিবারক এবং ধারক। সিন্ধু দেশের লোকেরা ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার কাঁচা ফল হইতে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। উহা গণোরিয়া নিবারক (Watt)। C. obliqua এর আর একরকম জাতি আছে। উহার গুণ এই গাছের সমান বলিয়া আর পৃথক লেখা হইল না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—সঙ্কোচক। ক্রিমিনাশক, প্রস্রাবকারক।
পাতা :—ক্ষতে ও মাথার যন্ত্রনায় উপকারী।
গাছ :—সর্প দংশনের বিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar. Basu. Ind. Med. Pl., t. 646 ;
Ref.—F. B. I., iv. 137 ; Roxb., F. I., ii, 330; B. P., ii. 714 ;
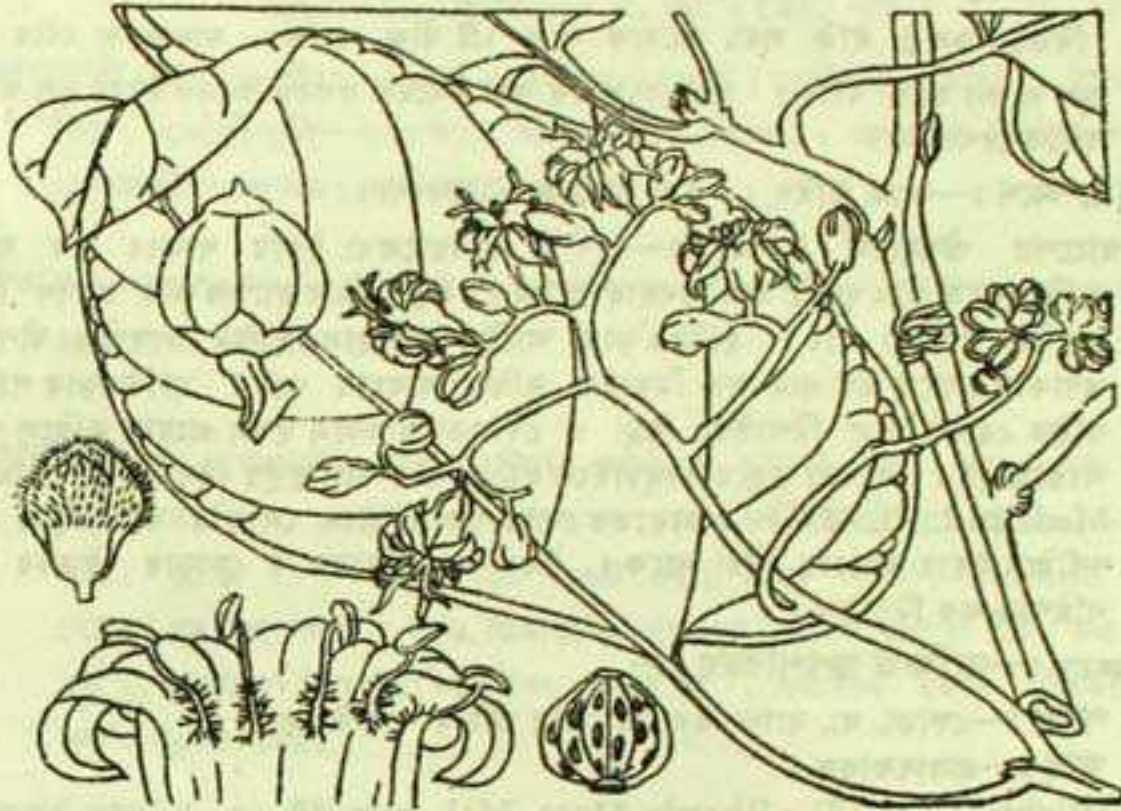
394. Cordia obliqua Willd. (ছোট বহনারী)

Genus—HELIOTROPIUM Linn.

395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

ভাষানুসারী নাম :—হস্তিশুণ্ডী—সংস্কৃত ; হাতিশুঁড়া—বাংলা ; হাতিশুঁড়—হিন্দি ; তুলমানি, নাগদন্তী—তামিল ; তেলকটুকা—তেলেগু ; নেলবাল—মহারাষ্ট্র ; নদুবাবার—কর্ণাট ; হাতি-শুতনা—গুজরাট।

হস্তিশুণ্ডী মহাশুণ্ডী শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা।
হস্তিশুণ্ডী কটূষ্ণা স্যাৎ সন্নিপাতজ্বরাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :— হস্তিশুণ্ডী, মহাশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—হস্তিশুণ্ডী—কটুরস, উষ্ণবীর্য, সন্নিপাত জ্বর নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের অকর্ষিত জঙ্গলের ধারে ও সুরকীর গা এবং আবর্জনাপূর্ণ স্থানে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম ; ১-২ ফুট উচ্চ, কাণ্ড ফাঁপা ও নরম। শাখাগুলি খাড়া হইয়া থাকে। গাছে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি , অগ্রভাগ সরু, নিম্নদিকে লোমযুক্ত,

গুচ্ছদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, অগ্রভাগ অবনত, ১/৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুণে ও ছোট। পাপ্ড়ি ৫।৬ ভাগে বিভক্ত, ফল ১/৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক ফলে ১টি বীজ থাকে। সাধারণতঃ বর্ষার পরে ফুল ও ফল হইয়া থাকে। তবে বৎসরের অন্য সময়েও কখনও কখনও ইহার ফুল ও ফল হইতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্। রস, মাত্রা ১/২—১ তোলা।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস দন্তের মাড়ির ক্ষতে এবং মুখের ব্রণে ব্যবহার করেন। চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা সারিয়া যায়। হাতিশুঁড়ার আদিম বাসস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, তথাকার লোকে এই গাছ ক্ষত নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। হাতিশুঁড়ার পাতার সহিত রেড়ির তৈল মিশাইয়া বিছা ও বোল্তা কামড়ান স্থানে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আরাম হয়। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে হাতিশুঁড়ার রসে কুকুর বিষ নষ্ট হয় (Met, Med, Ind., ii, 414)। ভারতের কোন কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে এবং সর্পবিষে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ক্ষত নিবারক ও ফোড়ায় হিতকর এবং সন্নিপাত-জ্বর নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—ফোড়া, ঘা, ব্যাথা এবং যে কোন কীট দংশনে উপকারী।

গাছ :—স্রাবকারক।

Fig—Wight III. t. 171 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 48.
Ref.—F.B.I. iv, 152 ; Roxb., F.I., i. 454 ; B.P., ii. 716 ; Prain, H. H., 242.
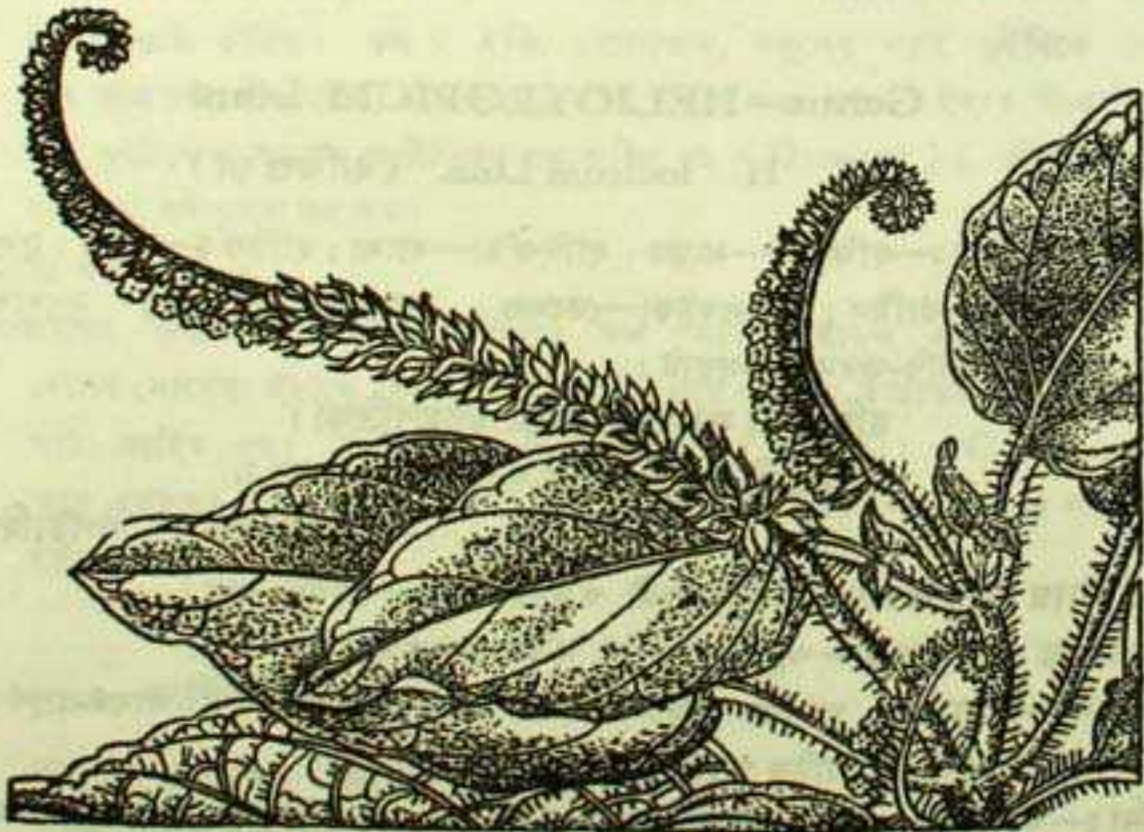
395. Heliotropium. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

Genus—TRICHODESMA R. Br.

396. T. indicum R. Br. (ছোট কল্প)

ভাষানুসারী নাম :—অধঃপুষ্পী—সংস্কৃত ; ছোটকল্প—বাংলা ; ছোটকল্প—হিন্দি ; গাওজাবান সিন্ধু ; কৌরী-বুটী—পাঞ্জাব ; লহানা-কল্প—মহারাষ্ট্র ; কল্হুভাই-টুম্বাই—তামিল ; গৌড্ডগুগ্গি—তেলেগু ; রাত্তিমুরথ—কাশ্মীর।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার মাঠে ও অকর্ষিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—সোজা গুল্মজাতীয় গাছ। ইহার কাণ্ড ও পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। কাণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ, ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পত্র ডাঁটার দুইদিকে জন্মে। ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ছোট। ফুল এক একটি হয়; ফিকে লালবর্ণ এবং লাল, ও শেষে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি। ফল ¼ ইঞ্চি, খস খসে, শ্বেতবর্ণ কিম্বা পাকিলে ঈষৎ বেগুনে হয়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সর্পবিষের মহৌষধ এবং মূত্রকর। দাক্ষিণাত্যে ইহা পুলটিস্ রূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া ফুলায় ও পেটেবাতে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক ও স্নিগ্ধকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—প্রস্রাবকারক। ঠাণ্ডা প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতা :—ঠাণ্ডা দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে দোষমুক্ত করার শক্তি রাখে।

মূল :—ফুলা কমাইবার জন্য জলে বাটিয়া প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ গাঁটের ফুলায়। শিশুর আমাশয়ে জলের সহিত বাটিয়া পানীয় হিসাবে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 653 A.
Ref.—F. B. I., iv, 153 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720. ;

396. Trichodesma. indicum R. Br. (ছোট কল্প)

397. T. zeylanicum. R. Br. (বড়কল্প)

ভাষানুযায়ী নাম :—ত্রিশী—সংস্কৃত ; বড়কল্প—বাংলা ; বনশিবানে—মহারাষ্ট্র ; ছোটমুড়িয়া, হেটেমুরিয়া—হিন্দি ;।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ হয় ; কাণ্ড শক্ত, ঘন লোমযুক্ত। কখন কখন লোমগুলি বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। পত্র ছোট, ২—৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। বহির্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে ধূসরবর্ণ, ইহা দেখিতে T. indicum এর ফলের ন্যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র পুলটিস্ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আক্রান্ত স্থান নরম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—স্নিগ্ধ। প্রস্রাবকারক।

Fig.—Burm., Fl. Ind. 41, t. 14, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 655 B.

Ref.—F.B.I. iv. 154 ; Roxb., F.I., i. 458; B.P., ii. 720 ; Prain, H.H., 243.
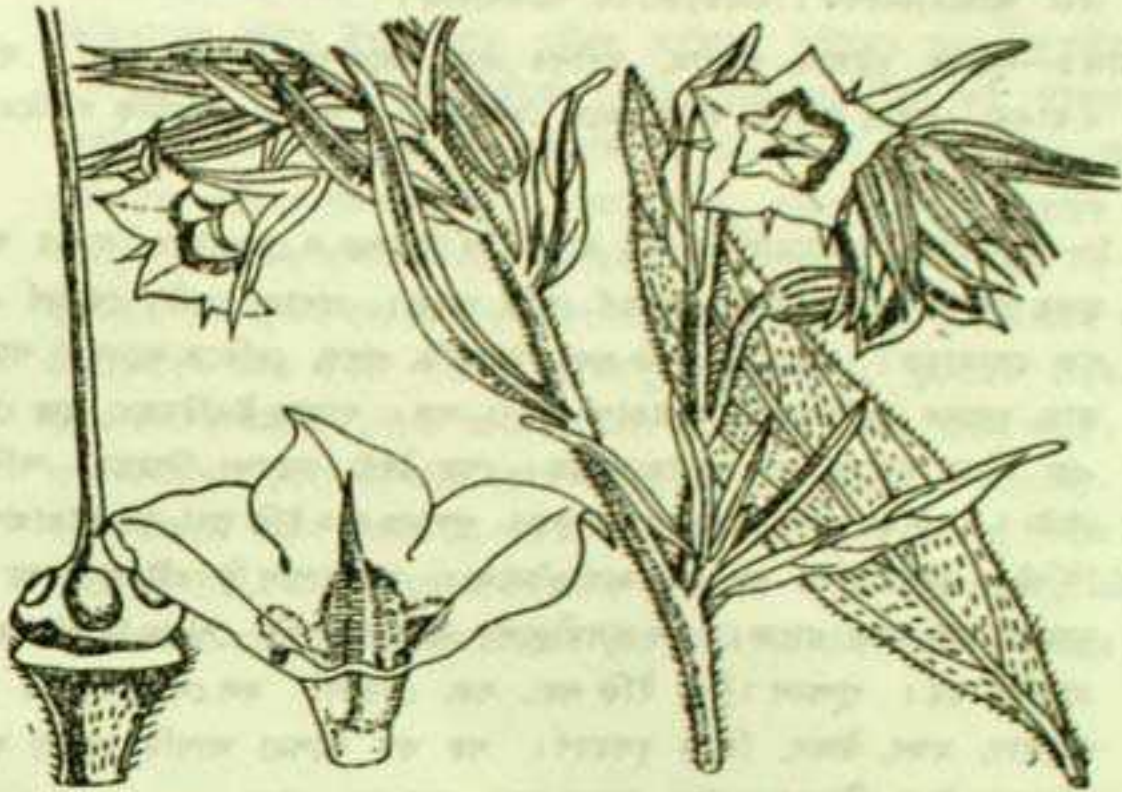
397. Trichodesma zeylanicum. R. Br. (বড়কল)

LXXII. CONVOLVULACEAE.

Genus—ARGYREIA sw.

398. A. speciosa sw. (বীজতাড়ক)

ভাষানুসারী নাম ঃ—বৃদ্ধদারক—সংস্কৃত ; বীজতাড়ক—বাংলা ; বিধারা, কালাবিধারা—হিন্দি ; দোনিকাতি, বেন্ডবরবরা—মহারাষ্ট্র ; বরধারো—গুজরাট ; এলেমুদ্রে—কর্ণাট ; সমুদ্রপালা—তেলেগু ; সমুদ্রপচাই, সমুদ্রশোক—তামিল ; সমুদ্রপালা—মালয় ; কেদক-আরক—সাঁওতাল।

বৃদ্ধদারক আবেগী জুঙ্গকো দীর্ঘবালুকঃ।
বৃদ্ধঃ কোটরপুষ্পী স্যাদজান্ত্রী ছাগলান্ত্রিকা॥
বৃদ্ধদারুদ্বয়ং গৌল্যং পিচ্ছিলং কফবাতজিৎ।
বল্যং কাসামদোষঘ্নং দ্বিতীয়ং স্বল্পবীর্য্যদম্।

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ

নামপর্য্যায় :—বৃদ্ধদারক, আবেগী, জুঙ্গক, দীর্ঘবালুক, বৃদ্ধ, কোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী ও ছাগলান্ত্রিকা—এই আটটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—উভয় প্রকার বৃদ্ধদারক—গৌল্য, পিচ্ছিল, কফ ও বায়ুনাশক, বলকারক, কাস এবং আমদোষনাশক। দ্বিতীয়বৃদ্ধদারক অল্পবীর্য্যবান।

জন্মস্থান :—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, মহীশূর এবং বঙ্গদেশের বহুস্থানে জন্মে। হুগলী ও হাওড়া জেলার গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে বহু গাছ আছে।

বর্ণনা :—বহুদূরব্যাপী, বৃক্ষারোহী, জড়ানে লতা। ডাঁটা শক্ত ও গোলাকার, লতার গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও শ্বেতবর্ণ লোম আছে। প্রশাখা মোটা, শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত লোমাবৃত। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, প্রশস্ত, দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোম এবং নীচে পশমের ন্যায় লোম আছে। পত্র দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারে অধিক। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, ঘন পশমময়, লোমাবৃত। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট। ফুলের কুঁড়ি বৃহৎ, অগ্রভাগ ছুঁচালো। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টী, পুংকেশর ৫টী, মধ্যস্থলে গর্ভকেশর থাকে। ফুল কলমীফুলের ন্যায় গোলাপী, সৌগন্ধ বিশিষ্ট, রাতে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১২-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, ১ ইঞ্চি পরিমাণ, মসৃণ, উজ্জ্বল, ফিকে ধূসরবর্ণ। পক্ব ফল আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড়। মাত্রা, মূলচূর্ণ ১-৪ আনা। বীজচূর্ণ ২-২ আনা।

বৈদ্যকে বৃদ্ধদারকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) **ক্রোষ্টুশীর্ষ** বাতব্যাধিতে বৃদ্ধদারক মূল—যাহার "শিবামুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ যোগ্যানুপানে পান করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) শ্লীপদে বৃদ্ধদারক চূর্ণ—যাহার "গোদ" হইয়াছে তাহাকে কাঞ্জি বা গোমূত্রের সহিত বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ পান করাইবে (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) রসায়নার্থ বৃদ্ধদারক মূল—বৃদ্ধদারক মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ শতমূলীর রসে সাতটী ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যঘৃত সহ যোগ্যমাত্রায় একমাস সেবন করিলে, মানুষ মেধাবী এবং বলীপলিত বর্জ্জিত হইতে পারে (রসায়নাধিকার)

বঙ্গসেন :—পুত্রকামার্থ বৃদ্ধদারকমূল—পুত্রকাম মনুষ্য বৃদ্ধদারক মূলের কল্ক এবং দুগ্ধ যোগে গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া যোগমাত্রায় সেবন করিবে। এইঘৃত শ্রেষ্ঠায়ুষ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় বলকারক, বাতনাশক এবং স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয় (Dutta)। পাতা, ফোড়া পাকাইয়া দেয় ও পুঁজ নির্গত করাইয়া দেয়। ইহা চর্মরোগে হিতকর। ইহার মূল গুঁড়া করিয়া দুধের সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রন্থির পুঁজ নির্গত হইয়া যায়।

জিনিগারের সহিত ইহার আঠা শরীরে রাখিলে শরীরের স্থূলতা কমাইয়া দেয় (Watt)। ইহার পাতা শরীরের কোনও স্থানে লাগাইলে চর্ম আরক্ত হয়। বৃদ্ধদারকের মূল পাকান, ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, কর্ত্তিত অংশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করে। বঙ্গদেশে A. speciosa গাছ বৃদ্ধদারক বলিয়া ব্যবহার করে কিন্তু পশ্চিম ভারতে বৃদ্ধদারক বলিয়া যে মূল বিক্রয় হয় তাহা এই গাছের মূল নয়। নিঘণ্টুমতে ইহা ছাগলঘুরি, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘমূলক, দুর্গা প্রভৃতি নামে খ্যাত। ইহাতে বেশ জ্ঞাত হওয়া যায় যে ছাগলখুরীই বৃদ্ধদারক। বৃদ্ধদারক ধারক, উষ্ণ, বলকারক, বাতনাশক, শোথ, গণোরিয়া এবং সর্দ্দিনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে।

আর একপ্রকার বৃদ্ধদারক আছে ইহার লাটিন নাম A. argentea Choisy. ইহা হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দন নগর ও চুঁচুড়ায় যে সমস্ত বাগান জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে সেগুলির কোন কোনটির কিনারায় অপর গাছে জড়াইয়া এই গাছ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বীজতাড়কের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া আর পৃথকভাবে লেখা হইল না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—বলকারক, রসায়ন। বাতে ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে উপকারী।

পাতা :—প্রদাহনিবারক। ব্যথায় স্নিগ্ধ প্রলেপ এবং চর্মরোগে দাহ প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরক "দশেমানি" বা **সৌশ্রুত** দ্রব্যসংগ্রহণীয়ে বৃদ্ধদারক বা জীর্ণদারুর উল্লেখ নাই। **রাজনিঘণ্টু**মতে বৃদ্ধদারকদ্বয় সমগুণান্বিত, কেবল জীর্ণদারু, বৃদ্ধদারক অপেক্ষা স্বল্পবীর্য্য। কোচবিহারে যে লতা "ডাকিনী" নামে প্রসিদ্ধ, অজ্ঞলোকে তাহাকেই বৃদ্ধদারক ভ্রমে ব্যবহার করে।

বৃদ্ধদারক **পত্রপৃষ্ঠ** কণ্ডূৎপাদক, স্ফোটকের উপরি পত্রপৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রাখিলে, শীঘ্র স্ফোটক পক্বতা প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রয়োগে কচিৎ ফোস্কা পড়িয়া থাকে। **পত্রোদর** স্নিগ্ধ। সম্ভবতঃ ইহার ব্রণরোপণী শক্তি আছে।

Fig.—Wight, Ic., t. 851 ; Burm., Fl. Ind., 48. t. 20, Fig. I ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 658.

Ref.—F.B.I., iv, 185 ; Roxb., F.I., i, 488 ; B.P., ii. 741 ; Prain, H.H., 247.
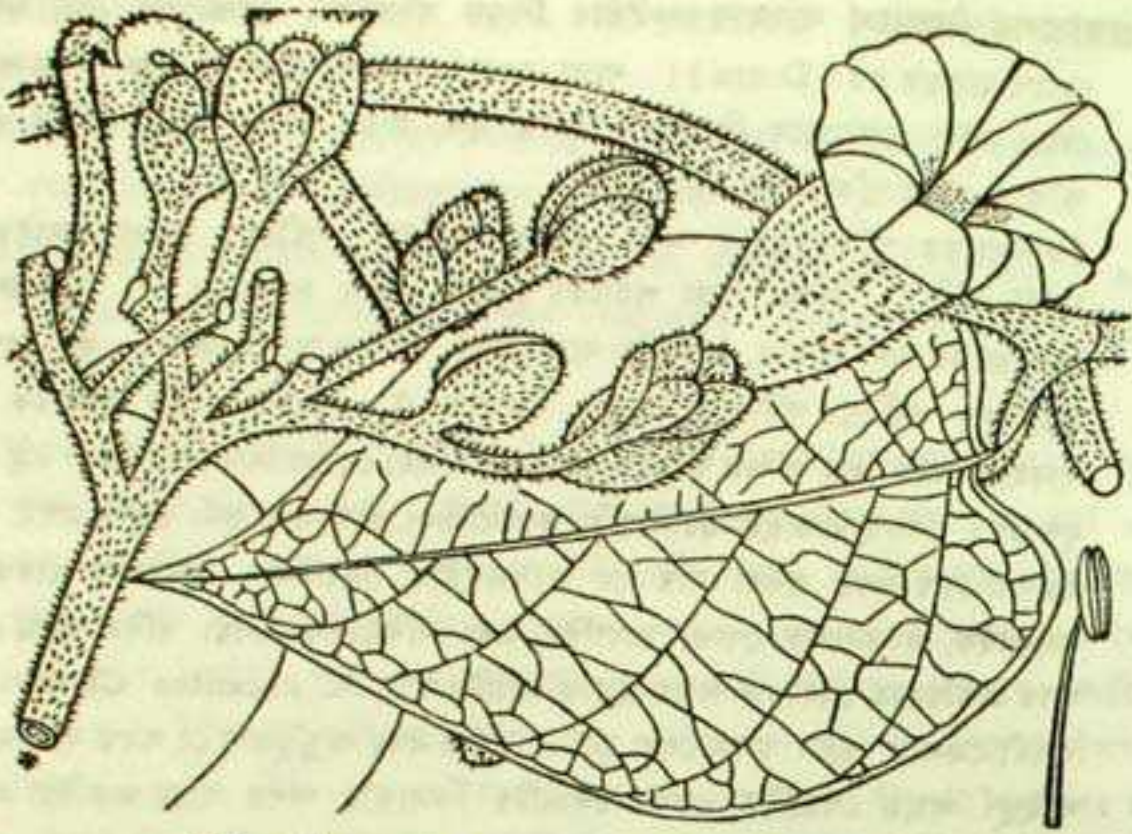
398. **Argyreia. speciosa Sw.** (বীজতাড়ক)

Genus—IFOMOEA Linn.

399. I. pes-caprae (Linn.) Sw. (ছাগলখুরী)

ভাষানুসারী নাম :—জীর্ণদারু—সংস্কৃত ; ছাগলখুরী—বাংলা ; দোপাটীলতা—হিন্দি ; অটুকন, আদাহকদী—তামিল ; চিন্নুলাপিল্লি-তিগি—তেলেগু ; আটম্পা—মালয় ; মর্য্যাদ্ বেল—বোম্বে।

জীর্ণদারু দ্বিতীয়া স্যাজ্জীর্ণা ফঞ্জী সুপুষ্পিকা।
অজরা সূক্ষ্মপত্রা চ বিজ্ঞেয়া চ ষড়াহ্বয়া ॥
বৃদ্ধদারুদ্বয়ং গৌল্যং পিচ্ছিলং কফবাতজিৎ।
বল্যং কাসামদোষঘ্নং দ্বিতীয়ং স্বল্পবীর্য্যদম্ ॥

রাজনিঘণ্টু:। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—জীর্ণদারু, জীর্ণা, ফঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা ও সূক্ষ্মপত্রা—এই ৬টি নাম।
গুণপর্য্যায় :—উভয় প্রকার বৃদ্ধদারকই গৌল্য, পিচ্ছিল এবং কফ ও বায়ুনাশক। বলকারক, কাস ও আমদোষ নাশক। জীর্ণদারু—বৃদ্ধদারকের তুলনায় অল্পবীর্য্য।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম বিশেষতঃ সমুদ্রের কিনারায় অধিক জন্মে।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ্। সমুদ্রধারে বালুকাময় স্থানে অধিক জন্মে। এই গাছ Dr. Kurz, রাণীগঞ্জের পাহাড়ে দেখিয়াছিলেন। পত্র ১-৪ ইঞ্চি লম্বা ও নরম, কাঞ্চন ফুলের পাতার ন্যায় অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত। শিরাগুলি স্পষ্ট, পত্রের শিরা কম। বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি, ফুল বড়, লাল ও বেগুনে, পাপ্‌ড়ি ½-⅔ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ২ ইঞ্চি, মোচার ন্যায়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, গোলাকার সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ লম্বা, নরম লোমাবৃত। ছাগলখুরীর ফলে ৪টী বীজ থাকে। বৃদ্ধদারকের ফুল ছোট, পাতা বড় এবং শিরা অধিক পরিমাণে আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ছাগলখুরীর ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা বাতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পেটবেদনা নাশ করে। মূলের রস মূত্রকর ও শোথ রোগ নাশক। পাতার মিষ্ট রস শোথের পক্ষে হিতকর (Dymock)। পাতা সন্ধিনাশক এবং মূলের রস বিরেচক। মাত্রা ১২-১৪ গ্রেণ। পশ্চিম ভারতের কলিন্দজাতি সন্তান প্রসবের ১৬ দিন পরে শিশুর দোলনায় এই গাছের ফুল দিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে উহাতে সন্তানের কোন অমঙ্গল হয় না বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ :—সঙ্কোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, বিরেচক।

পাতা :—বাতে এবং শূলবেদনায় বাহ্য প্রয়োগ করা হয়।

রস :—শোথে প্রস্রাব কারক। একই সঙ্গে পাতা থেঁতো করিয়া ফুলাস্থানে লাগান যায়।

Fig.—Rumph, Herb. Amb. v. t. 159, Fig. i ; Ann. Jard. Bot. Buitenzorg., xxi, t. 26, Fig. 59 ; Cleghorn. in Madras. Journ., xvii, t. 3.

Ref.—F. B. I., iv. 212 ; Roxb., F.I ., i. 485 ; B. P., ii. 735 ; Dym., ii. 526 ; Prain, H. H., 245.
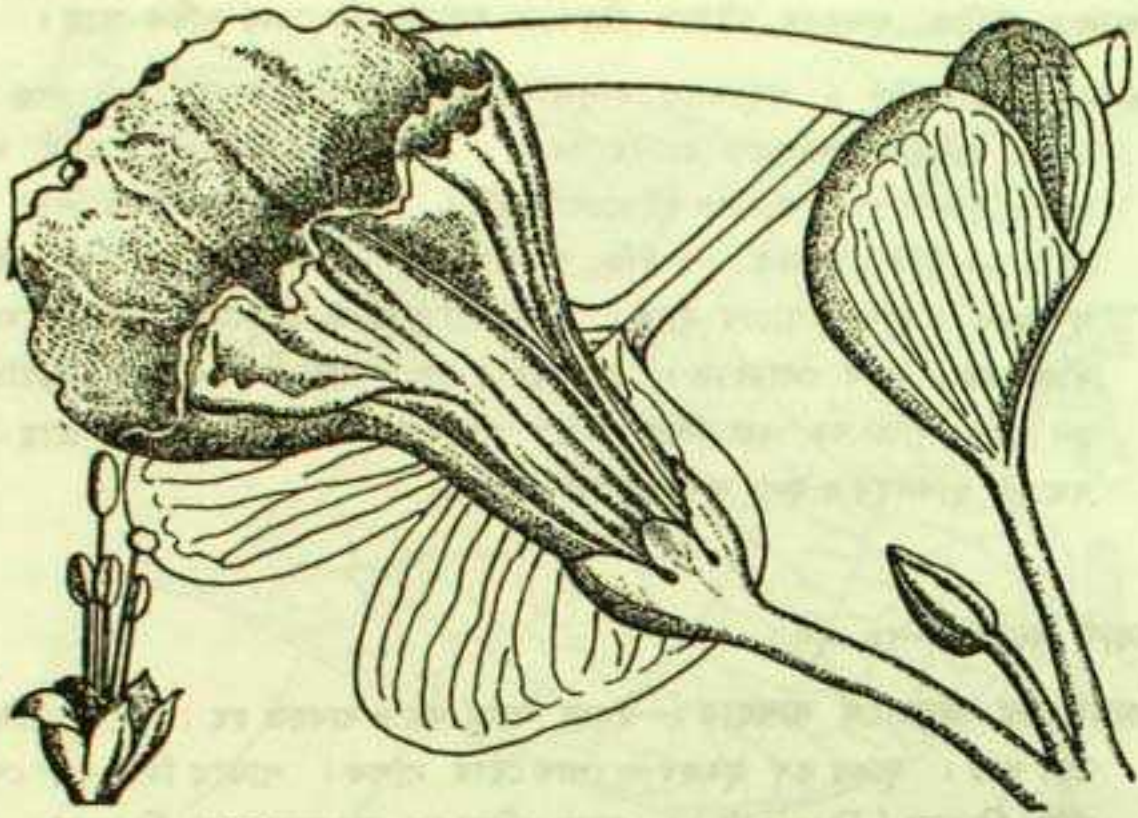
399. Ipomocea pes-caprae Sw. (ছাগলখুরী)

400. I. batatus Lamk. (সকরকন্দ আলু)

ভাষানুসারী নাম :—মুখালু,—সংস্কৃত ; সকরকন্দ আলু, রাঙ্গা আলু—বাংলা ; সকরকন্দ, পিণ্ডালু—হিন্দি ; রাতালু—বোম্বে ; বিল্লি-কিদহাঙ্গু, সকরি-ভেল্লি-কিলাঙ্গ—তামিল ; চেলোগাদা;—তেলেগু ; কপকলেঙ্গ—মালয় ; পিণ্ডালু—মহারাষ্ট্র ; বিহিন্নহেণ্ডল—কর্ণাট ; ঘরাআলু—উড়িয়া ।

মুখালুর্মণ্ডপারোহো দীর্ঘকন্দ সুঃকন্দকঃ ।
স্থূলকন্দো মহাকন্দঃ স্বাদুকন্দশ্চ সপ্তধা ॥
মুখালুকঃ স্বাদুমধুরঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ
রুচিকৃদ্বাতকৃৎচৈব দাহশোষতৃষাপহঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মুখালু, মণ্ডপারোহ, দীর্ঘকন্দ, সুকন্দক, স্থূলকন্দ, মহাকন্দ, স্বাদুকন্দ এই সাতটি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—মুখালু-মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, রুচিকারক, বায়ুকারক, দাহ, শোষ ও তৃষ্ণানাশক ।

জন্মস্থান :—আমেরিকাদেশীয় উদ্ভিদ্, ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতাজাতীয় উদ্ভিদ্, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্র কলমীশাকের পত্রের ন্যায়। ফুল ১ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে, পাপ্‌ড়ি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুংকেশর ফুলের ভিতর থাকে। গর্ভাশয় ৪ কুঠরীবিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত। আলু দুই প্রকার, লালজাতীয় আলুকে রাঙাআলু ও শ্বেতবর্ণ আলুকে শকরকন্দ আলু বলে। শীতকালে ফুল হয়। ভারতবর্ষে ইহার ফল হয় না।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কন্দ ধারক, ইহাতে শতকরা ১০-২০ ভাগ চিনি ও ১৬·০৫ ভাগ Starch আছে। ইহা হইতে absolute alcohol পাওয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—বিরেচক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 50 ; Kirtikar & Basu, Ind; Med. Pl., t. 663.

Ref.—F. B. I., iv. 202 ; Roxb., F. I., i. 483 ; B. P. ii. 735 ; Prain, H. H., 245.

400. Ipomoea Botatus Lamk. (শকরকন্দ আলু)

401. I. paniculata R. Br. (ভুঁই কুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—বিদারী, স্বাদুকন্দা—সংস্কৃত ; ভুঁই কুমড়া, বিলাইকন্দ—বাংলা ; বিল্লোয়াকন্দ, বিলাইকন্দ—হিন্দি ; ভুয়িকোংহলে—মহারাষ্ট্র ; নেলকুম্বল—কর্ণাট ; ফগবেলানোকন্দ—গুজরাট ; ভুঁইকখারু—উৎকল ; ভুমিকোহলে—বোম্বে ; মট্ট-পলতিগ, নেলগুম্মড়ু—তেলেগু।

বিদারিকা স্বাদুকন্দা সিতা শুক্লা শৃগালিকা।
বিদারী বৃষ্যকন্দা চ বিড়ালী বৃষ্যবল্লিকা ॥
ভুকুষ্মাণ্ডী স্বাদুলতা গজেষ্টা বারিবল্লভা।
জ্ঞেয়া কন্দফলা চেতি মনুসংখ্যাহ্বয়া মতা ॥
বিদারী মধুরা শীতা গুরুঃ স্নিগ্ধাহস্রপিত্তজিৎ
জ্ঞেয়া চ কফকৃৎপুষ্টি বল্যা বীর্য্যবিবর্দ্ধনী ॥
অপিচ
গজফলা ক্ষীরা বল্যা বৃষ্যা.চ বীর্য্যবর্দ্ধনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায় :—বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বিদারী বৃষ্যকন্দা, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, কন্দফলা—এই ১৪টি নাম। আরও—গজফলা, ক্ষীরা, বল্যা, বৃষ্যা, বীর্য্যবর্দ্ধনী।

গুণপর্যায় : বিদারী—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, ও রক্তপিত্তনাশক। কফকারক, পুষ্টিকর, বলকারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, ছোটনাগপুর, আসাম, ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বর্ণনা :—জড়ান, বৃক্ষারোহী লতা। পত্র ৩—৭ ইঞ্চি, পত্রের আকৃতি। হস্তাঙ্গুলবৎ ও ৫।৭ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড পাতার বোঁটা অপেক্ষা বৃহৎ। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফ্যাকাশে রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে জন্মে। ফুলের পাপ্‌ড়ি ১/২-৩/৪ ইঞ্চি, চিক্কণ লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ১১/২-২১/২ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, দেখিতে লাল ও বেগুনে। গর্ভাশয়ে ৪টা বিভাগ আছে। বীজকোষ গোলাকার, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজে ১/২ ইঞ্চি লম্বা পশম আছে। লতা মরিয়া গেলে কন্দ মাটির ভিতর থাকে। পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। কন্দের অভ্যন্তর শাঁক আলুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্টি, কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ও মূল।

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার।

চরক :—(১) বিসর্পে বিদারী—বিদারীকন্দ ধৌত করিয়া, গব্য ঘৃত সহ পেষণপূর্ব্বক বিসর্গে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায় বিদারী**—বিদারী কন্দ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া কিম্বা ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক বিদারী কাথ পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা কিম্বা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২অঃ)।

সুশ্রুত :—বাজীকরণার্থ বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্য ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বিষমজ্বরে** বিদারী—জ্বাল দেয়া দুগ্ধ, তিলতৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরস এবং মধু একত্র মন্থন পূর্ব্বক বিষমজ্বরী পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শূল চিঃ)। (৩) **স্তন্য বর্দ্ধনার্থ** বিদারী—আয়ুর্ব্বেদোক্ত সুরার সহিত বিদারীকন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জীবক ঋষভক না পাওয়া গেলে ইহার কন্দ তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। বিদারী বলকারক। শক্তিকর ও শুক্রকর।

ইহার কন্দের গুঁড়া গ্রহণী রোগে হিতকর ও বিরেচক (Rev. J. Long). ইহা যকৃৎ দোষনাশক (Watt)।

আর্ত্তবরক্তের অতিপ্রবৃত্তিতে ইহা সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। Dr. Dymock বলেন যে, ইহার সরু সরু শিকড় বম্বের বাজারে বিক্রয় হয়। তথাকার দেশীয় গাছগাছড়া বিক্রেতারা ইহাকে 'Asgand' বলে।

বিদারী কন্দ, গম, বার্লি, দুগ্ধ, ঘৃত চিনি ও মধু সকলগুলি সমপরিমাণে লইয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাইলে বালকদের দৌর্ব্বল্য নাশ হয়। ইহা একটা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বিদারী, শালপানি, গোক্ষুর, আপাং, অনন্তমূল, গাদাপুন্না বৃহতী এইগুলি ১২ আউন্স মাত্রায় দিবসে ২ বার সেবন করিলে, জ্বর ও কাস আরাম হয়। ইহাকে বিদারী কন্দাদি কাথ বলে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—রসায়ন বলকারক, বাজীকরণ, স্নিগ্ধ, বিরেচক, পিত্তনিঃসারক এবং কাঁকড়া বিছা দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক বৃংহণীয়, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য এবং স্নেহোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Bot., Reg., t, 62 ; Bot. Mag., t. 3685 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 662.

Ref :—F. B. I., iv, 202 ; Roxb. , F, I. i, 478 ; B.P., ii ; 735 ; Prain, H.H., 245.

401. Ipomoea paniculata R. Br. (ভুঁই কুমড়া)

Genus—IPOMOEA. Roth.

402. I. nil (Linn) Roth. (নীলকলমী)

ভাষানুসারী নাম :—নীলকলমী—বাংলা ; কালদানা—হিন্দি ; জিরিকি-বিয়াই—তামিল ; কল্লিবিতুলু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—শক্ত লোমযুক্ত লতা, কাণ্ড সরু। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ইহা ৩ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পনল সরু মোচার মত আকৃতি বিশিষ্ট। বীজকোষে ৩টী ঘর আছে। উহা গোলাকার ও মসৃণ। বীজ গোলাপী ও নেবুরং বিশিষ্ট, কোষের মধ্যে ৪-৬টী বীজ থাকে। বর্ষার শেষে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ। মাত্রা ১/২-১ গ্রেণ। পত্র ও পত্র রস।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অতিশয় বিরেচক, পিত্ত ও সর্দ্দিতে হিতকর। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। Dr. Roxburgh বলেন যে, এই গাছ

জোলাপের জন্ত বেশ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা অপরাপর ঔষধ অপেক্ষা অধিক সস্তায় পাওয়া যায় অথচ কাজ বেশ ভাল পাওয়া যায়। ১৮৬৮ খৃ: ইহা Pharm. Ind, তে গৃহীত হয়। ইহার অরিষ্ট, গুঁড়া, এবং আঠা জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে আঠাই সর্বোৎকৃষ্ট। মাত্রা ৪-৮ গ্রেণ। ইহার বীজের গুঁড়া কুষ্ঠ ও কম্প্রকাসে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস স্নিগ্ধকর।

Ipomoea muricata jacq. গাছের বীজ কালদানার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয় (U. C. Dutt)। ইহার দেশীয় নাম তুক্ষমিনি।

Fig.—Bot. Mag., t. 188 ; Bot. Reg., t. 85 ; Kritikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 661 A.

Ref.—F. B. I., iv. 199 ; Roxb. F. I. i. 501 ; B. P., ii, 734 ; Prain, H. H., 245.
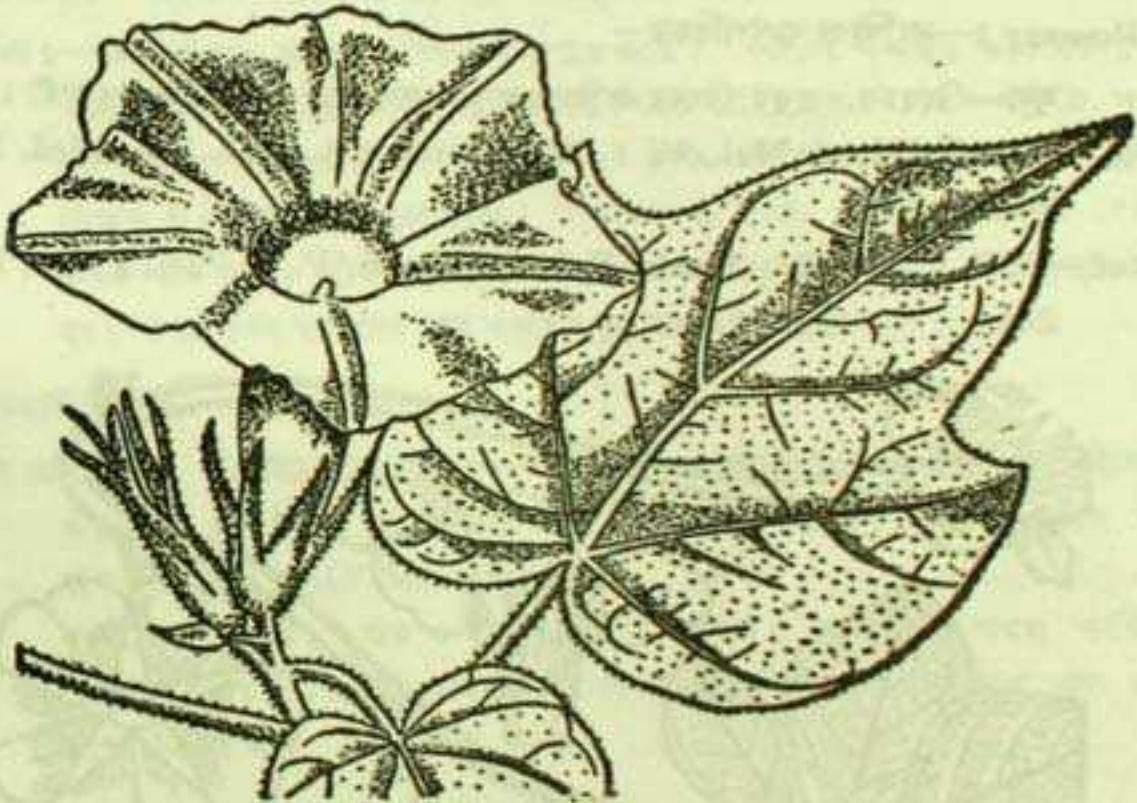
402. Ipomoea. nil Roth. (নীলকলমী)

403. I. pestigridis Linn. (লাজনীলতা)

ভাষানুসারী নাম :—লাজনীলতা—বাংলা ; পুলিচোভাদি—তামিল ; মেকামাড়ুগা—তেলেগু ; পুলিচৌভাটু—মালয়।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড সরু ও ঘন লোমযুক্ত, পত্র ১-৫ ইঞ্চি, দুইদিকে লোমযুক্ত, পত্রাংশ ৫-৯টী, প্রত্যেক অংশ অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি। পুষ্পবৃন্ত ½-৩ ইঞ্চি। পুষ্প লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ঘণ্টাকৃতি, মোচার মত, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল সরু মুখ বিস্তৃত। পাপড়ি ¼-½ ইঞ্চি, শক্ত, লোমাবৃত। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বীজ ছোট, ২-৪টি থাকে, কখনও ১টি দেখা যায়। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে ইহা পাগলা কুকুরের বিষনাশক। পাতার গুঁড়া মাখনের সহিত মিশাইয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—বিরেচক, কুকুর বিষের প্রতিষেধক। ফোড়া ও কার্ব্বাঙ্কলে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 59 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 664.

Ref.—F. B. I., iv, 204 ; Roxb., F. I., i. 503 ; B. P., ii, 734 ; Prain, H. H., 245.

403. Ipomoea pes-tigridis Linn. (লাঙ্গলীলতা)

I. aquatice ForsK.

404. I. reptans (Linn) Poir. (কলমীশাক)

ভাষানুসারী নাম :—কলম্বী—সংস্কৃত ; কলমীশাক—বাংলা ; করেঁবু—হিন্দি ; তোমেবক্ত-লিচেটু, তুতিকোরা—তেলেগু ; সর্কারিভল্লি, কেলাবু—তামিল ; প্রম্বিয়ান্—পারস্ত ।

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ ।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নাম পর্যায় :—কলম্বী, শতপর্ব্বা—এই দুইটি নাম ।

গুণপর্যায় :—কলমীশাক, স্তন্যজনক, মধুর রস এবং শুক্রবর্দ্ধক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বহু জলাশয়ে এবং জলাভূমিতে জন্মে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবীলতা, বহুদূর ব্যাপিয়া জলাশয়ে জন্মে । কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে গাঁইট আছে, প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয় । পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি । পুষ্পদণ্ড ২-৭ ইঞ্চি, ১টি হইতে ৫টি ফুল হয় । ফুল বড়, বেগুনে বা শ্বেতাভ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । বীজকোষ $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ২-৪টি বীজ হয় । বীজ ছোট, পশমের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত । বর্ষায় ফুল ও ফল হয় । কখন কখন বৎসরের অন্য সময়েও ফুল-ফল হইতে দেখা যায় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র লতা ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আফিং কিম্বা আর্সেনিক খাইয়া বিষ হইলে বমন করাইবার জন্য ইহার রস অতি হিতকর । কলমীর রস শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে দাস্ত করাইয়া দেয় (O' Shaughnessy) ।

কলমীশাক সারক ; স্তন্য ও আফিং এর বিষ নাশক । আর্সেনিক অথবা আফিং এর রোগীকে ইহার $\frac{1}{2}$-১ ছটাক পরিমাণ রস খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রোগীর প্রাণহানি হয় না ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রস :—বমনকারক, বিরেচক । আফিং এবং আর্সেনিকের বিষের প্রতিষেধক ।

গাছ :—স্ত্রীলোকের স্নায়বিক দুর্বলতা এবং সাধারণ দুর্বলতার বিশেষ উপকারী ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 52 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 665.

Ref.—F. B. I., iv. 210 ; Roxb., F. I., i. 432 ; B. P., ii. 735 ; Prain. H. H., 245.
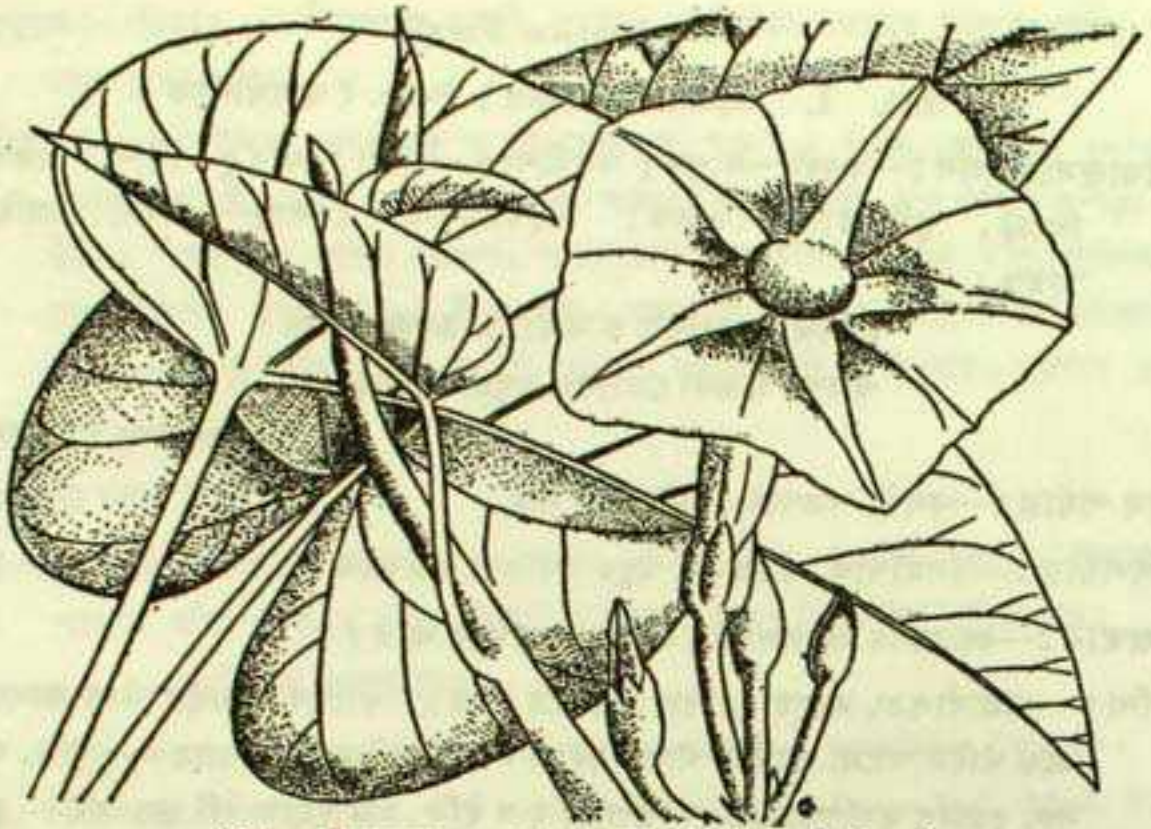
404. Ipomoea reptans Poir. (কলমীশাক)

Genus—OPERCULINA Manso.

405. O. turpethum (Linn.) Manso (তেউড়ী)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিবৎ—সংস্কৃত। তেউড়ী—বাংলা ; নিশোৎ, তর্বদ, পানিলর—হিন্দি ; তিয়ড়, তেগু, নিসোত্তর—মহারাষ্ট্র ; নিসোত্তর—গুজরাট ; তিগড়ে—কর্ণাট ; ফুটকুরী —বোম্বে ; শিবদই—তামিল ; আল্‌তেগড়—তেলেগু ; তুর্‌বুদ—আরব।

উক্তা ত্রিবৃদ্মালবিকা মসূরা।
শ্যামাঽর্দ্ধচন্দ্রা বিদলা সুষেণী।
কালীন্দিকা সৈব চ কালমেষী
কালী ত্রিবেলাঽবনিচন্দ্র সংজ্ঞা ॥
ত্রিবৃত্তিক্তা কটূষ্ণা চ ক্রিমিশ্লেষ্মোদরার্ত্তিজিৎ।
কুষ্ঠকণ্ডূব্রণান্ হন্তি প্রশস্তা চ বিরেচনে ॥
রক্তাঽন্যাপি চ কালিন্দী ত্রিপুটা তাম্রপুষ্পিকা।
স্থূলবর্ণা মসূরী চাপ্যমৃতা কাকনাশিকা ॥
রক্তা ত্রিবৃৎ রসে তিক্তা কটূষ্ণা রেচনী চ সা।
গ্রহণীমলবিষ্টম্ভ-হারিণী হিতকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ত্রিবৃৎ, মালবিকা, মসূরা, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুষেণী, কালিন্দিকা, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা—এই ১১টি নাম।

অন্য প্রকার রক্তত্রিবৃৎ আছে তাহার নাম—কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পিকা, কুলবর্ণ, মসূরী, অমৃতা, কাকনাশিকা।

গুণপর্য্যায় :—ত্রিবৃৎ তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, উদরী রোগ নাশক। কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ব্রণ রোগ নাশক এবং বিরেচনে প্রশস্ত। রক্তত্রিবৃৎ—তিক্তরস, বিপাকে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক। গ্রহণী, মলবিষ্টম্ভ নাশক, এবং হিতকারী।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি ৩০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেনে গঙ্গার কিনারায় বহু পরিমাণে আছে।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী নরম লোমযুক্ত, কোমল লতা। কাণ্ড মোটা, ২।৩ টা শিরাবিশিষ্ট, চেপ্টা, কখন বা গোলাকার। লতা ভাঙ্গিলে দুধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি। অনেকটা কলমীশাকের পাতার ন্যায়। পত্র কোনটি ক্ষীণ কোনটি অধিক চওড়া হয়। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে কলমী-শাকের ফুলের মত অথবা তামাক খাইবার কলকের মত। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। বহির্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পুংকেশর ৫টি, গর্ভকেশর মধ্যে থাকে। ফুলের পাপ্ড়ি ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল লম্বা। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকৃতি। প্রত্যেক ফলে ৪টা বীজ থাকে। বীজ মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ। সংস্কৃত লেখকেরা দুই জাতীয় তেউরীর উল্লেখ করিয়াছেন। **ভাবমিশ্র**—কৃষ্ণ ও শ্বেত এই দুই প্রকার, **রাজবল্লভ**-শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই ত্রিবিধ এবং **নরহরি**—কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল তুলিয়া ছেদন করিলে দুধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। গাছ পুরাতন হইলে মূলের ছাল পুরু হয়। মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, শিকড় ও ত্বক্। মাত্রা, মূলের ছাল চূর্ণ ১-৪ আনা।

বৈদ্যকে ত্রিবৃতের ব্যবহার।

চরক :—(১) **জ্বরে** ত্রিবৃৎমূল—জ্বর রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিস্‌মিসের কাথের সহিত ত্রিবৃৎমূল চূর্ণ সেব্য (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রিবৃৎমূল—রক্তপিত্তী, বিরেচনার্থ প্রভূত মধু ও শর্করা যোগে ত্রিবৃৎমূল চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৪অঃ)। (৩) **অর্শে** ত্রিবৃৎমূল—অর্শরোগীকে ত্রিফলার কাথের সহিত ত্রিবৃৎমূল পান করাইলে গুদস্থিত অর্শকারী দোষ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, সুতরাং অর্শও প্রশমিত হয় (চি ৯অঃ)। (৪) **অর্শে** ত্রিবৃৎশাক—অর্শরোগী তেউড়ির পাতা যমকে (তিলতৈল ও গব্যঘৃত সমভাগ) ভাজিয়া দধির সরের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রিবৃৎমূল—বিসর্প রোগীকে ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল কিম্বা কিসমিসের কাথের সহিত ত্রিবৃৎমূল চূর্ণ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৬) **পিত্তোদরে** ত্রিবৃৎমূল—পিত্তোদরী দুধের সহিত ত্রিবৃৎকল্ক

পান করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) গাঢ়পুরীষ উদর রোগার শাকার্থ ত্রিবৃৎ—তেউড়ীর শাক বিবিধ কল্পনানুসারে ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করাইলে গাঢ়বিট্‌কতা প্রশমিত হইয়া তরলমল নিঃসৃত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৮) পিত্তপাণ্ডুরোগে—ত্রিবৃৎমূল—পিত্তপাণ্ডুরোগী দ্বিগুণ শর্করা সহ ত্রিবৃৎচূর্ণ সেবন করিবে (চিঃ ২০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **বাতজশোথে** ত্রিবৃৎতৈল—বাতজশোথ রোগীকে ত্রিবৃতের কিম্বা এরণ্ডের তৈল এক মাস কিম্বা একপক্ষকাল পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)। (২) **প্রবলজ্বরে** ত্রিবৃৎমূল—মধুযোগে ত্রিবৃৎমূল চূর্ণ সেবন করিলে প্রবল জ্বর নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **গুল্মে** ত্রিবৃৎমূল—গুল্মরোগে ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) **গুল্মে** ত্রিবৃৎশাক—গুল্মরোগী স্নিগ্ধোক্ত পথ্যের সহিত স্বিন্ন ত্রিবৃৎশাক ভোজন করিবে (উঃ ৪২ অঃ) (৫) **কামলায়** ত্রিবৃৎ—কামলারোগী শর্করা সহ শ্বেত ত্রিবৃৎমূল সেবন করিবে (উঃ ৪৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) **রাজযক্ষ্মায়** ত্রিবৃৎমূল—বলবান্ যক্ষ্মা রোগীকে, চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দ্রাক্ষকাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, গাম্ভারী ফলরস বা মাংস যূষের সহিত ত্রিবৃৎমূল সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **নেত্ররোগে** ত্রিবৃৎ—গব্যঘৃত ত্রিবৃৎকাথের সহিত তিনবার পাক করিয়া সেবন করিবে। উহা ক্ষতশুক্রে হিতকর (উঃ ১১ অঃ)। (৩) **কীটবিষে** ত্রিবৃৎমূল—কীট বিষ প্রশমনার্থ চাঁপানটের মূল ও ত্রিবৃৎমূল সমভাগে ঘৃতের সহিত পান করিবে (উঃ ৩৭ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **সুকুমারগণের রেচনার্থ** ত্রিবৃৎমূল—ত্রিবৃৎমূল ত্বক্ চূর্ণ ঘৃত, শর্করা গুড়, সুগন্ধি করণার্থ দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া মধু যোগে লেহন করিবে। সুকুমার গণের পক্ষে ইহা উত্তম বিরেচন (বিরেচনাধিকার)। (২) **পিত্ত-দুষ্টিতে** ত্রিবৃৎমূল—মাত্র শ্বেতত্রিবৃৎমূল পেষণপূর্ব্বক লম্বালম্বি দ্বিধা ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে লেপন করিয়া রজ্জুদ্বারা সংযুক্ত করিয়া আগুনে সেঁকিয়া লইবে ইহার রস, শীতল হইলে পিত্তরোগীকে পান করাইবে (বিরেচনাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—লালবর্ণ ত্রিবৃৎই বেশী উপকারী। উর্ব্বরা জমি হইতে গাছের মূল গ্রহণ করা উচিত। মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ত্বক্ গ্রহণ করা উচিত।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ অতি শক্তি সম্পন্ন, ইহা বমন ও দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে (Dutta)। মুসলমান বৈদ্যদের মতে কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবৃৎ বিষতুল্য। পশ্চিম ভারতের লোকে আধকপালে হইলে ইহার পাতা কপালে দেয় (Dymock)। ত্রিবৃৎমূল বিরেচক, ইহার ১০-১৫ গ্রেণ পরিমান জোলাপের কাজ করে। শিকড়ের গুঁড়া ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ইহার টাটকা শিকড় দুধে বাটিয়া ব্যবহার করিলে জোলাপের কাজ হয়।

T. N. Mukherjee বলেন—ইহার শিকড়ের সহিত I. Bona-Nox (The moon-flower) গাছের শিকড় মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। উভয় গাছ দেখিতে একই প্রকার I. Bone-nox গাছের কাণ্ড গোলাকার।

Glossry :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—বিরেচক। বিছা এবং সর্পদংর্শনে উপকারী।

আঠা—জলপ রেসিনের অনুরূপ।

Fig.—Bot. Mag., t. 2093 ; Bot. Reg., t. 279 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 666.

Ref.—F. B. I., iv, 212 ; Roxb., F. I., ii., 476 ; B. P., ii. 731.
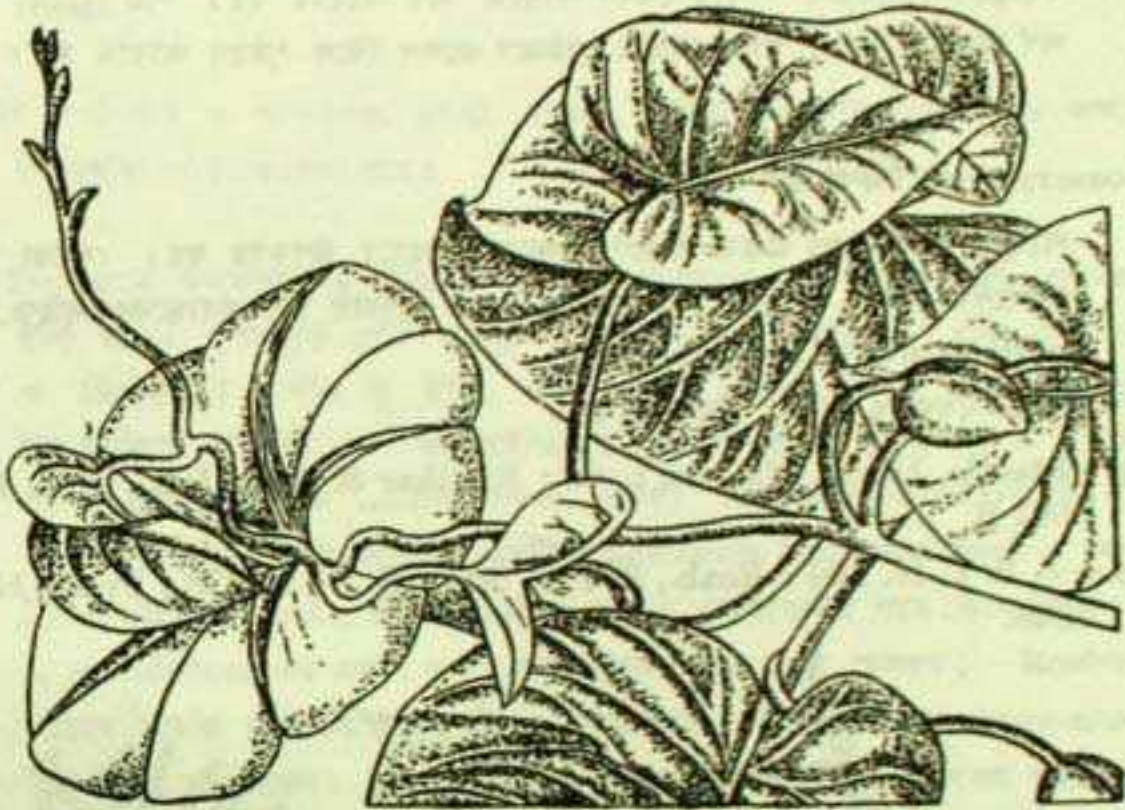
405. Operculina turpethum Manso (দুধকলমী)

Genus—I. QUAMOCLIT. Linn.

406. Q. pinnata Boj (তরুলতা)

ভাষানুসারী নাম :—কামলতা—সংস্কৃত ; তরুলতা—বাংলা ; কামলতা—হিন্দি ; কেম্ বাল্লিংগাই—তামিল ; কসিরত্নাম্—তেলেগু ; কামলতা—কানপুর।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে ও অকর্ষিত স্থানে দেখা যায়। ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ।

বর্ণনা :—সরু, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতা। পত্র পক্ষাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অল্প ফুল থাকে। ফুল লালবর্ণ। পুষ্পনল সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা, মুখের ব্যাস

⅛ ইঞ্চি। গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত, ⅛ ইঞ্চি, গোলাকার এবং মসৃণ। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে অতিশয় স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। পাতার গুঁড়া অর্শে ব্যবহৃত হয়। একতোলা পরিমাণ পাতার রস গব্যঘৃত সহ দিবসে ২ বার সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়। পত্র বাটিয়া খাইলে অর্শ আরাম হয়। পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—কার্বাঙ্কলের উপরে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহারে উপকার হয়। থেঁতো করিয়া রক্তার্শের উপরে প্রলেপে উপকার হয়, এবং পাতার রস গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা হয়।

গাছ—স্নিগ্ধকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 60 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661 B.

Ref.—F. B. I, iv. 199 ; Roxb., F. I., i. 503 ; B. P., ii. 738 ; Prain, H. H., 246.
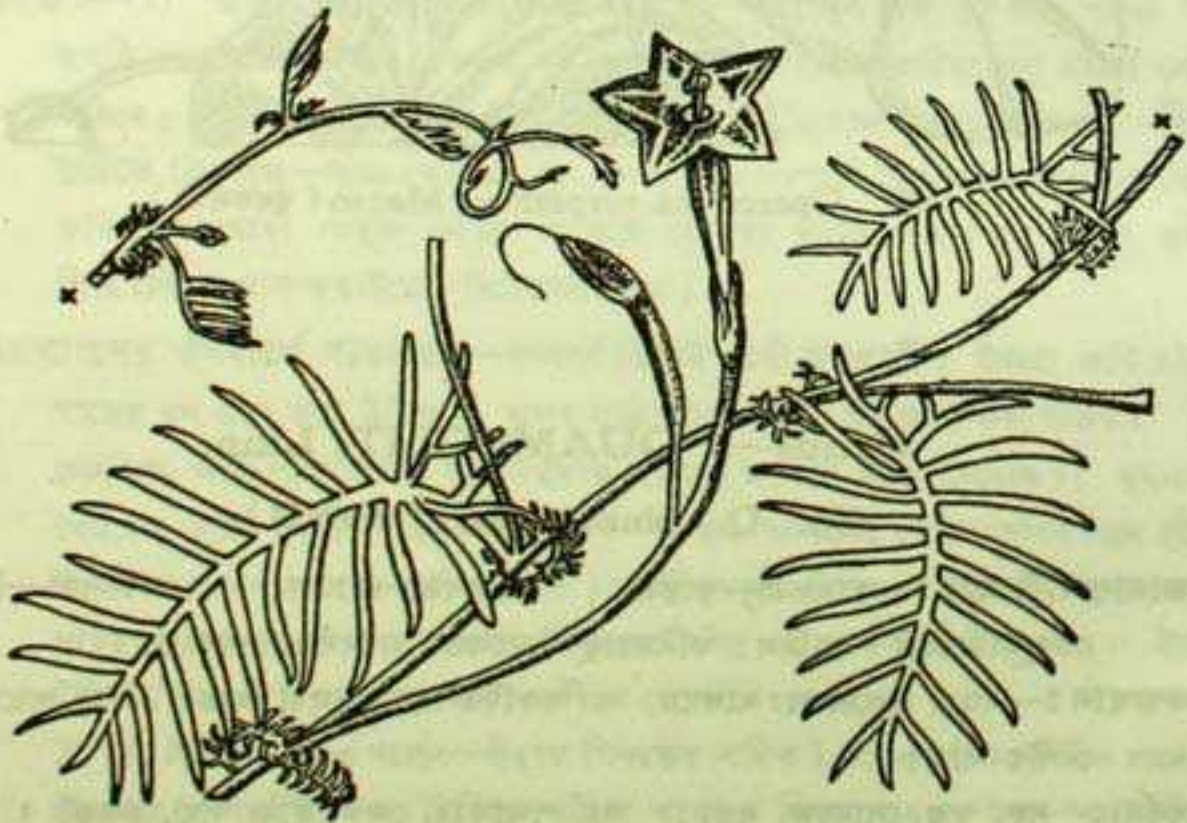
406. Quamoclit. pinnata Boj (তরুলতা)

Genus—CALONYCTION Boj.

407. C. bonanox Boj (দুধকলমী)

C. aculeatum House

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রকান্তি—সংস্কৃত ; দুধকলমী, জলকলমী—বাংলা ; দুধিয়াকলমী—হিন্দি ; গুলচাদ্‌নি—বোম্বে ; নাগনামুকাই—তামিল ; পত্তিতিভাগুয়া, নাগরমুরুত্তকাই—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় ও জঙ্গলের কিনারায় সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—লতানে কলমীজাতীয় উদ্ভিদ্‌। পত্র কলমীশাকের মত, ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল ৩ ইঞ্চি লম্বা। পাপ্‌ড়ি শ্বেত ও সবুজের আভাযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি, লম্বা, মসৃণ পীতবর্ণ এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত বং সূর্য্যোদয়ের একঘন্টা পরেই মুদিত হয় ও শুকাইতে থাকে, এইজন্য ইহাকে ...onflower বলে। Dr. Roxburgh সাহেব ইহার দুইটি Varieties বর্ণনা করেছেন, একটীকে Lettosnia bona-nox Roxb ; অপরটি I.grandiflora Roxb., Flora Indica কহে। শেষোক্তটীর পত্রে কোন বিভাগ নাই I. grandiflora এর এক্ষণে বাংলা নাম পৃথক বলা বড়ই অসম্ভব। Roxburgh সাহেব ইহাকে দুধকলমী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং Lettsonia bona-nox কে কলমীলতা বলিয়াছেন। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজকোষ, বীজ, ফুল, পত্র, শিকড় সর্পবিষ নিবারক (Ainslie)। ব্রাজীলদেশে ইহার বীজ সর্পবিষ নিবারণে বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করে।

Glossory :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ এবং উহার অংশ—সর্পবিষে প্রযুক্ত হয়।

Fig.—Bot. Mag., t. 752 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 659 B.

Ref.—F. B. I., iv, 197 ; Roxb., F. I., i. 492. ; B. P., ii. 738 ; Prain, H. H. 246.
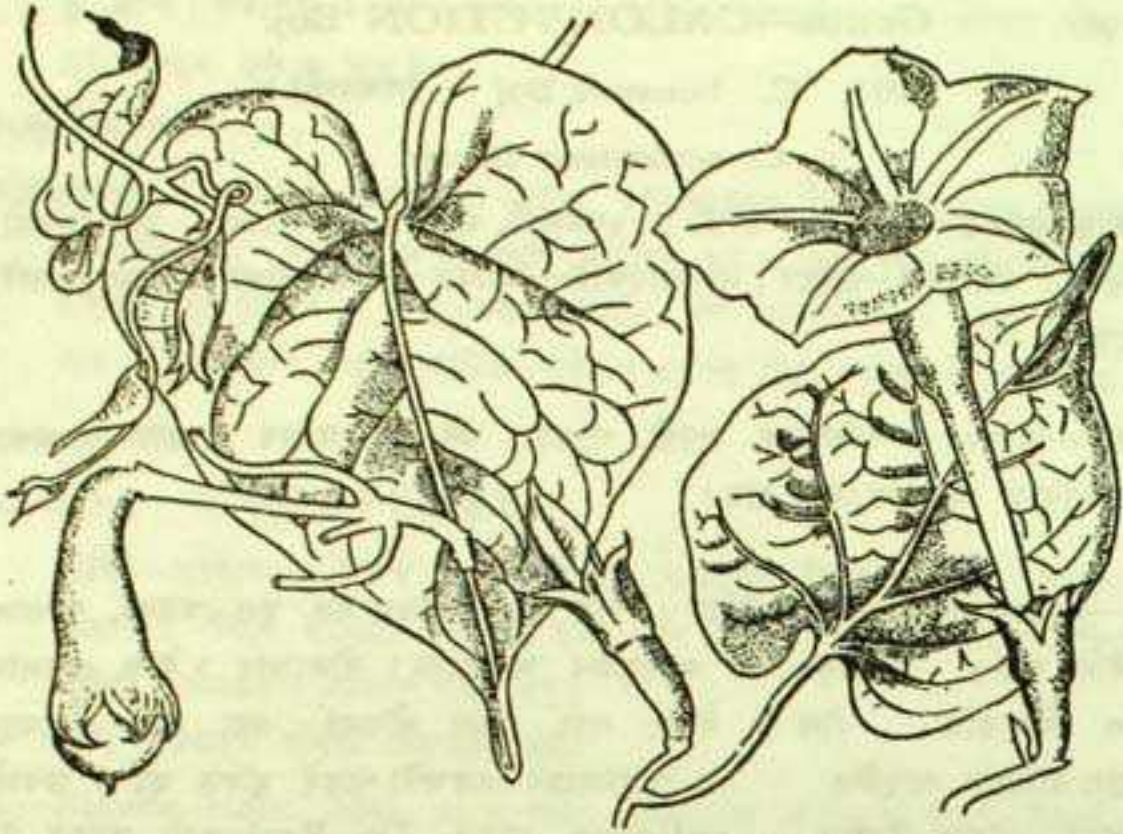
407. Calonyction bona-nox Boj (দুধকলমী)

Genus—EVOLVULUS Linn.

408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

ভাষানুসারী নাম :—বিষ্ণুগন্ধি—সংস্কৃত ; বিষ্ণুগন্ধি, বিষ্ণুকান্দী—বাংলা ; শঙ্খপুষ্পী—হিন্দি ; শঙ্খভল্লি—বোম্বে ; বিষ্ণুকরন্তী—তামিল ; বিষ্ণুকরান্তা—তেলেগু ; বিষ্টনাক্লান্দি—মালয় ; তাওঁকোদেবাহা—সাম্‌তাল।

জন্মস্থান :—ভারতের সকলস্থানে ঘাসের সহিত জন্মে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী তৃণময় স্থানে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনা :—অনেক শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বহু বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, ছোট ছোট ও কাষ্ঠময়। পত্র ছোট ও বড় দুইপ্রকার জন্মে। পাতার বোঁটা ছোট, ⅓-১ ইঞ্চি লম্বা; ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল নীলবর্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণ। ডালের অন্তর্গত পাতার গোড়া হইতে এক একটি ফুল বাহির হয়। পুষ্পস্তবক ¼ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার ⅙-¼ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একটি বীজ থাকে। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, কাণ্ড ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বৈদিক সময় হইতে ইহা কতুকর বলিয়া খ্যাত

আছে। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে, ইহা মেধাবর্দ্ধক ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতাকারক (Dymock)। ইহা জিরা ও দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর নাশ করে, এবং তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে মস্তকের কেশ বর্দ্ধিত হয় (Rheede)। ইহার পত্র, কাণ্ড ও শিকড় উদরাময় নিবারক। ছোট চামচের ২ চামচ রস দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা রক্ত আমাশয়ের একটি অদ্বিতীয় ঔষধ (Ainslie)। সিংহলদেশে ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাঁওতালেরা ইহার মূল বালকের অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, রসায়ন, ক্রিমিনাশক, জ্বরঘ্ন এবং আমাশয়ে উপকারী।

পাতা—সিগারেট প্রস্তুত করিয়া ইহার ধূমপান করিলে পুরাতন সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানী আরাম হয়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., xi, t. 64 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med, Pl., t. 668 B ; Wight, Ill., t. 168.

Ref.—F. B. I., iv, 220 ; Roxb., F. I., ii, 105 ; B. P., ii. 725; Prain, H. H., 243.
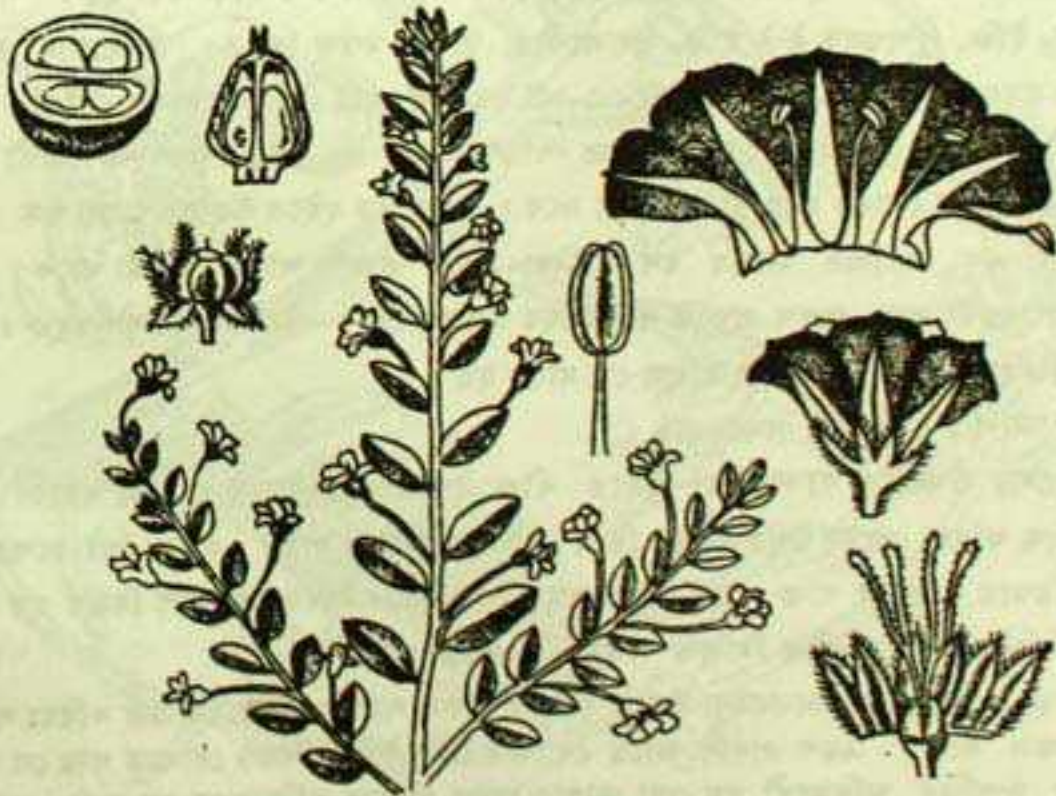
408. Evolvulus alsinoides Linn. (বিষ্ণুক্রান্তি)

Genus—CUSCUTA Roxb.

409. C refexa Roxb. (আলোকলতা)

ভাষানুসারী নাম :—অমরবেল, আকাশবল্লী—সংস্কৃত ; স্বর্ণলতা, অলোকলতা—বাংলা ; আকাশবেল—হিন্দি ; অমরবেলি—মহারাষ্ট্র ; আকাশবেলি—কর্ণাট ; অমরবেল—কোঙ্কন ; অমিল, নিলখাস্বি—পাঞ্জাব ; সীতাম্মা-পও-নলু—তেলেগু।

খবল্ল্যাকাশবল্লী স্যাদস্পর্শা ব্যোমবল্লিকা।
আকাশনামপূর্ব্বা সা বল্লীপর্য্যায়গা স্মৃতা ॥
আকাশবল্লী কটুকা মধুরা পিত্তনাশিনী।
বৃষ্যা রসায়নী বল্যা দিব্যৌষধিপরা স্মৃতা ॥
গ্রাহিণী পিচ্ছিলা তিক্তা হৃদ্যাগ্নি বলবর্দ্ধিনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—খবল্লী, আকাশবল্লী, অস্পর্শ, ব্যোমবল্লিকা, আকাশনামপূর্ব্বা, ও বল্লীপর্যায়গা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—আকাশবল্লী কটু ও মধুর রস। পিত্তনাশক। গ্রাহী পিচ্ছিল, তিক্ত ; হৃদ্য অগ্নিবলবর্দ্ধক, বৃষ্য, রসায়ন, বলকারক, এবং শ্রেষ্ঠঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

জন্মস্থান :—বাংলা দেশের বহুস্থানে, গাছের উপরিভাগে জন্মে।

বর্ণনা :—পত্রশূন্য জড়ানে লতা। শাখা নরম। গোলাকার ও হরিদ্রাবর্ণ; ফুল শ্বেতবর্ণ। ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয়। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাপ্‌ড়ি ১/৮ ইঞ্চি, পুষ্পস্তবক ১/৮-১/৬ ইঞ্চি, গোলাকার, ফুলের মস্তক বিস্তৃত। বীজকোষ মাংসল ও নরম। ফল শিরাযুক্ত, একস্থানে ১-৪টি হয়, বৃন্ত ছোট। ফল থোকা থোকা ধরে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ মাটিতে পড়িয়া গাছ হয়, কিন্তু পোষণ উপযোগী পদার্থ মাটী হইতে শোষক মূলদ্বারা রস গ্রহণ করে। গাছ বড় হইলে উহার গোড়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং আশ্রিত গাছের রস টানিয়া সমগ্র গাছটা আবৃত করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ কুল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু গাছের উপর জন্মে। ইহার ফুল সৌগন্ধযুক্ত। ফুল ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে, ফল এপ্রিল-মে মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ পেটফাঁপা নিবারক। এই কারণে ইহা সিদ্ধ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিলে পেটফাঁপা কমিয়া যায়। ইহার পিষ্ট রসের রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। বাজারে যে Kasus নামক জোলাপ বিক্রয় হয় উহার সহিত এই গাছের বীজ মিশ্রিত থাকে (Stewart)।

সিন্ধু ও পাঞ্জাবের ডাক্তরেরা ইহার বীজের সহিত সার্সাপেরিলা মিশ্রিত করিয়া সালসা প্রস্তুত করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, যদি কেহ ইহার শিকড় দেখিতে পায় সে অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং তাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি সঞ্চয় হয় অর্থাৎ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু সে সকলকে দেখিতে পায় (Murrary)।

ইহার শিকড় পিত্তপ্রকোপ জনিত রোগে ব্যবহার করে। ইহা একটি বিরেচক ঔষধ। এই গাছের লতা বাটিয়া পাঁচড়ার উপর মলম করিয়া ব্যবহার করিলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে বহু দিনের স্থায়ী জ্বর আরাম হয় এবং যকৃৎ জনিত দোষ ও পিপাসা দূর হয় (Punjab Product)। কোন স্থানে ব্যথা হইলে বা মচকাইয়া যাইলে ইহার প্রলেপ দিলে ব্যথা সারিয়া যায়।

Cassytha filiformis Linn. (আকাশবেল) নামক গাছের বীজ সম্ভবতঃ এই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয় গাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা Laurineae বর্গ ভুক্ত (এই পুস্তকের ৫১০ নং গাছ দ্রষ্টব্য)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উদরাধ্মান নাশক, ক্রিমি নাশক ও রসায়ন।

গাছ—বিরেচক। চুলকানিতে বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুদিনের পুরাতন জ্বরে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করার বিধি আছে।

গাছের স্বরস—ক্ষত ধৌতকরণে ব্যবহৃত হয়।

কাণ্ড—যকৃতের দোষে উপকারী।

Fig.—Hook., Exot. Fl., t. 150 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 668 A.
Ref.—F.B.I., iv. 225 ; Roxb., F.I., i, 446 ; B.P. ii., 723 ; Prain, H.H., 243.

409. Cuscuta reflexa Roxb. (আলোকলতা)

Genus—ERYCIBE Roxb

410. E. paniculata Roxb. (অমোঘা)

ভাষানুসারী নাম :—অমোঘা—বাংলা ; কারি—সাঁওতাল ; উনামকোড়ি—তামিল ; পুটাপালাটিগে—তেলেগু ; ইরিমপিরাটালি—মালয়।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বিশাল লতা। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম, ছিদ্রযুক্ত শাখাগুলি বক্র। পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, অগ্রভাগ বক্র এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শিরা ৫-৭ জোড়া, বোঁটা ১/৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মাথাটি বিস্তৃত। বহির্বাস লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পুষ্পস্তবক ১/৪-১/২ ইঞ্চি। ফলের ব্যাস ১/২ ইঞ্চি, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে ৫টি শির আছে। মে-জুন মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার ছাল কলেরায় ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়।

ছাল :—কলেরায় ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 654 A.

Ref :—F.B.I., iv. 180 ; Roxb., F. I., i. 585 ; B.P., ii, 724.
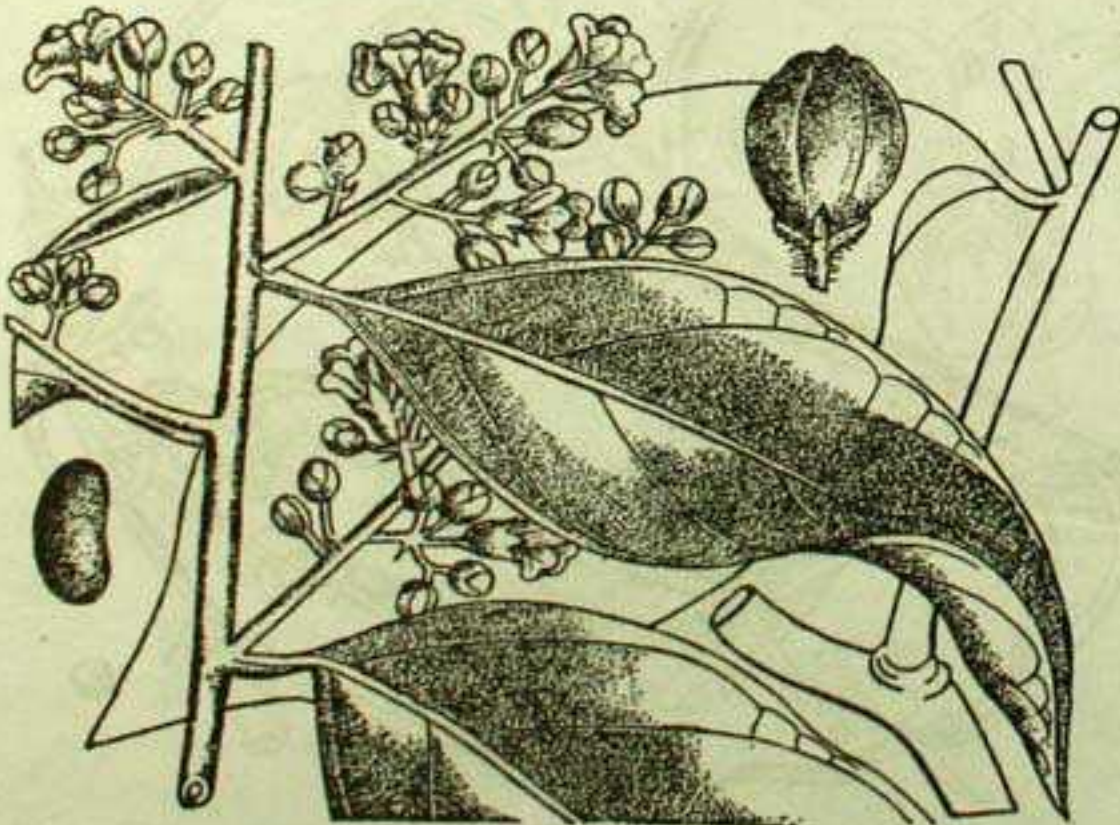
410. Erycibe paniculata Roxb. (অমোঘা)

LXXIII. SOLANA CEAE.

Genus—SOLANUM Linn.

411. S. nigrum Linn. (গুড়কামাই)

ভাষানুসারী নাম:—কাকমাচী—সংস্কৃত ; গুড়কামাই, কহিত্তাশাক—বাংলা ; মকোয়, কবৈয়া—হিন্দী ; লঘুকাবর্চ্চী – কামোনি – মহারাষ্ট্র ; পীলুড়ী—গুজরাট ; কাবংকাকো কর্ণাট ; এনবুস্‌সালব—আরব ; কলুকেন্নেবিয়—সিংহল ; মাকো—বোম্বে ; মাকো—পাঞ্জাব ; মনা-ত্তাকালি—তামিল ; কামাক্বি—তেলেগু।

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী বায়সাহ্বা চ বায়সী।
সর্বতিক্তা বহুফলা কট্‌ফলা চ রসায়নী ॥
গুচ্ছফলা কাকমাতা স্বাদুপাকা চ সুন্দরী।
বরা চন্দ্রাবিণী চৈব মৎসাক্ষী কুষ্ঠনাশনী ॥
তিক্তিকা বহুতিক্তা চ নাম্নামষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥
কাকমাচী কটুস্তিক্তা রসোষ্ণা কফনাশনী।
শূলার্শঃশোথদোষঘ্নী কুষ্ঠকণ্ডূতিহারিণী।
স্বরদা শুক্রদা চৈব চক্ষুষ্যা চ রসায়নী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, বায়সাহ্বা, বায়সী, সর্বতিক্তা, বহুফলা, কট্‌ফলা, রসায়নী, গুচ্ছফলা, কাকমাতা, স্বাদুপাকা, সুন্দরী, বরা, চন্দ্রাবিণী, মৎসাক্ষী, কুষ্ঠনাশনী, তিক্তিকা, বহুতিক্ত—এই আঠারটি নাম।

গুণপর্য্যায়:—কাকমাচী—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক। শূল, অর্শ, ও শোথদোষনাশক, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। কণ্ঠস্বরের, উৎকর্ষসাধক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুঃপক্ষে হিতকর এবং রসায়ন।

জন্মস্থান:—বঙ্গদেশের সর্বত্র, ছায়াময় স্থানে, জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে।

বর্ণনা:—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ইহা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে, শাখাগুলি বক্র। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, পাতার কিনারা স্থানে স্থানে খণ্ড, মাথা মোটা, পত্রবৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে ৫-৮টি ফুল হয়। বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে ৫টি দাঁত থাকে, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, লঙ্কাফুলের মত। কখন বেগুনে হয়। ফল বৃহতী তুল্য। ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা লাল ও হরিদ্রাবর্ণ হয়, মসৃণ, গোলাকার ও উজ্জ্বল। বীজ পীতবর্ণ, অতিশয় ক্ষুদ্র। অপক্ব অবস্থায় ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ ডোরা থাকে। পক্ব ফল বেগুনে রংয়ের। বর্ষায় ফুল ও মাঘ-ফাল্গুনে ফল হয়। পাকা ফল ছেলেরা খায়। ইহা হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ:—সমগ্র গাছ, ফল ও পত্র।

বৈদ্যকে কাকমাচীর ব্যবহার।

চরক: (১) কুষ্ঠে কাকমাচী—কাকমাচীপত্র কল্কের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।
(২) বিসর্পে কাকমাচী—কিঞ্চিৎ ঘৃতযোগে কাকমাচীপত্রের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত

(চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **শোথে** কাকমাচী—শাকার্থী শোথরোগীকে, কাকমাচীর শাক সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। **উরুস্তম্ভে** কাকমাচী—কাকমাচী শাক তিল-তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া, বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—মূষিকাবিষে কাকমাচী—কাকাদনী ও কাকমাচীর স্বরসে পক্ব ঘৃত, মূষিকবিষে হিতকর (কঃ ৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—পিল্লে কাকমাচীফল—চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া তপ্তাভ্যক্ত কাকমাচীফলের ধূম গ্রহণ করিলে 'পিল্লনাম' নেত্র রোগ (ক্লেদযুক্ত নেত্ররোগ) প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদ মতে ইহার ফল বলকারক ও মূত্রকর। সর্বাঙ্গীন শোথে ও হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারণে ইহা ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

বঙ্গদেশে ইহার ফল জ্বরনাশক, চক্ষুরোগ, উদরাময় ও জলাতঙ্ক রোগে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)।

যুক্তপ্রদেশে ইহার রস অর্শ ও রক্তআমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। প্লীহাবৃদ্ধি হইলে ৬-৮ আউন্স পরিমাণ রস ব্যবহৃত হয়, ইহা একটি সংশোধক ঔষধ (Dymock)। ইহার রস বিরেচক, সর্দি নিবারক এবং মূত্রকর (Dymock)।

ইহার সরবৎ সর্দি নিবারক ও ঘর্মকর। ইহার সরবৎ একটি স্নিগ্ধকর পানীয়।

চীনদেশের লোকেরা ইহার পাতার রস মূত্রাশয়ের প্রদাহে, মূত্রযন্ত্রের রোগে ও গণোরিয়াতে ব্যবহার করে (Rhumphius)।

ইহার পাতার কাথ ও অরিষ্ট এক ড্রাম পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে যাবতীয় শোথ আরাম হয় (Mooden Sheriff)।

ইহা মূত্রকর ও ধারক, পাতার রস বালকদিগের মুখের ঘায়ের একটি প্রধান ঔষধ (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার রস ৪-৬ আউন্স পরিমাণ পুরাতন যকৃতবৃদ্ধি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রস মাটির পাত্রে গরম করা উচিত। রস ঈষৎ লালবর্ণ ও ধূসরবর্ণ হইলে ছাকিয়া প্রাতঃকালে খাইতে হয়। পুরাতন চর্মরোগে ১-২ আউন্স পরিমাণ রস অতিশয় হিতকর। সর্বাঙ্গীন শোথে ইহা ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা বেদনা নিবারক, আক্রান্ত স্থানে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

কাকমাচীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ফোড়ার দিলে উহা কমিয়া যায় (চরক)।

Dr. Barton Brown বলেন, তিনি কাকমাচীর ফল খাইয়া ৩টি শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন (Punjab Product)।

কাকমাচীর পাতা গরম করিয়া অণ্ডকোষে বাঁধিয়া দিলে একশিরার ফুলা ও বেদনা আরাম হয়। ইহার ফল ও ফুলের কাথ ক্ষয়রোগে ও সর্দির পক্ষে হিতকর—মাত্রা—১-২ আউন্স। কাকমাচীর কৃষ্ণবর্ণ ফল, পত্র ও নরম ডাঁটা মূত্রকর। ইহা বাত ও গেঁটেবাতে পুলটিস্ রূপে ব্যবহৃত হয়। পাতার কাথ ½-২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে

শোথ, চর্মরোগ, অর্শ, গণোরিয়া প্রাদাহিক শোথ এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহাতে ভেদবমি হয়, তড়কা, মাথাধরা, অলসতা, অতিশয় পিপাসা, পেটবেদনা প্রভৃতি হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—জ্বর, উদরাময়, চক্ষুরোগ, জলাতঙ্ক রোগে উপকারী।

গাছেরস্বরস :—বিরেচক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, পুরাতন যকৃত বৃদ্ধিতে উপকারী। হৃকনিষ্ঠিবন, অর্শ, আমাশয়ে উপকারী।

ছোট চারাগাছ :—চর্মরোগ এবং যে চর্মরোগে গায়ে লালবর্ণ চাকা চাকা হয় তাহাতে উপকারী।

পাতার কাথ :—প্রস্রাবকারক, বিরেচক।

মন্তব্য :—বাগ্‌ভটের সূ: ১৫শ অধ্যায়োক্ত সুরসাদিগণের টীকায় 'অরুণ' লিখিয়াছেন—"কাকমাচী গুড়ফলা"। কাকমাচীর ফল পাকিলে রক্তাভ হয়। মটরের মত ফল হয়। বীজ খুব ছোট। ফুল সাদা, মধ্যের পরাগ হলুদে ও খুব ছোট।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x., t. 73 ; Weight, Ic., t. 344 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 670.

Ref.—F.B.I. iv. 229 ; Roxb., F.I. i. 565 ; B.P., ii, 745 ; Watt. vi. Pt. 3. 313 ; Prain., H. H., 247.

411. Solanum nigrum Linn. (কাকমাচী)

412. S. ferox Linn. (রামবেগুন)

ভাষানুসারী নাম :—গর্দভা—সংস্কৃত ; রামবেগুন—বাংলা ; আনাইচুণ্ডাই—তামিল ; মুলাকা—তেলেগু ; আনাচুণ্ডা—মালয়।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য প্রদেশ, আসাম, টেনাসেরিম, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, ডাঁটায় কাঁটা আছে, ২-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি, ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত। পাতার ডাঁটায় সোজা ও সূচাল ½ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্র ত্রিকোণাকৃত ও খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডিত অংশ ১ ইঞ্চি গভীর। ফুল বড়, শ্বেতবর্ণ ১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি, সূচীবৎ, লোমাবৃত। বীজ ⅛ ইঞ্চি, প্রায় মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল দেশীয় বৈদ্যরা ঔষধে ব্যবহার করেন (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল ও ফল :—কণ্টিকারীর অংশের ন্যায় সমগুণ সম্পন্ন।

Fig.—Wight. Ic., t. 1399 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 674.
Ref.—F.B.I., iv. 233 ; Roxb., F.I., i. 571 ; B.P., ii, 746 ; Prain, H.H., 247.

412. Solanum ferox Linn. (রামবেগুন)

413. S. melongena Linn. (বেগুন)

ভাষানুসারী নাম:—বৃন্তাক, বার্ত্তাকু—সংস্কৃত; বেগুন—বাংলা; বৈংগন, ভণ্টা, ভটা—হিন্দি; বাংগে—মহারাষ্ট্র; রিংগণা, রিংগনী—গুজরাট; বদনে—কর্ণাট; বংকায়া কয়্—ব ইরি—বয়্—তেলেগু; কুথিরেকই—তামিল; বাইগন—উৎকল; বারংগান—ফরাসী, বাদঞ্জান—আরব।

বৃন্তাকঃ স্ত্রী তু বার্ত্তাকুর্ভণ্টাকী ভাণ্টিকাপি চ
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্ ॥
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু।
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু ॥
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্ ॥
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী ও ভাণ্টিকা এইগুলি নাম। বার্ত্তাকু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে।

গুণপর্য্যায়:—বেগুন স্বাদু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুপাক অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তকর)। জ্বর, বাত-কফনাশক। অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু। কচি বেগুন—কফপিত্তনাশক। পাকা বেগুন পিত্তকর ও গুরু। অঙ্গারাগ্নিপাচিত বেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কফ, মেদ, বায়ু ও আম নাশক, লঘুপাক ও অগ্নিদীপক। কিন্তু উহাতে তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে উহা স্নিগ্ধ ও গুরুপাক হইয়া যায়। কুক্কুট ডিম সদৃশ এক প্রকার শ্বেত বেগুন আছে। উহা সাধারণ বেগুন অপেক্ষা হীনগুণ সম্পন্ন। কিন্তু অর্শরোগে বিশেষ উপকারী।

জন্মস্থান:—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশের উচ্চ জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বর্ণনা:—কাঁটাযুক্ত বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৩ ফুট উচ্চ। পাতার ভাগে কাঁটা আছে। কখন কখন কাঁটা হয় না, পত্র ৩-৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। ডিম্বাকৃতি; পত্র কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। পশমের ন্যায় নরম। পত্রের বৃন্ত ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল নীলাভ বেগুনে, এক একটি কখন বা পাশাপাশি ২-৩টি হয়। জোড়া জোড়া ফুলের মধ্যে একটি পুংপুষ্প ও একটি স্ত্রীপুষ্প থাকে; পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল ১-২ ইঞ্চি, পত্র লোমযুক্ত; ফল কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বেগুনে, কখন বা হরিদ্রাকার ধারণ করে। আর এক প্রকার বেগুন আছে উহাকে তুলিবেগুন বলে, উহার ল্যাটিন নাম S. escula-

nta Dunal ; এই গাছ বেগুন গাছের ন্যায়, ফল লম্বা লম্বা ও খেলো খেলো হয়। বেগুনের আর একটি জাতি (Var) আছে। উহাকে Vari insaha (B.P., ii, 747) বলে, ইহার বাংলা নাম শ্বেত বৃহতী। ইহা বনজঙ্গল ও অকর্ষিত ভূমিতে জন্মে। গুণ বেগুনের ন্যায়। সারা বৎসরই বেগুনের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ফল ও বীজ।

বৈদ্যকে বেগুনের ব্যবহার।

চরক:—(১) **কাসে** বার্ত্তাকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাশ বিনাশ পায় (চিঃ ২২ অঃ)। (২) **সর্ব্ববিষে** বার্ত্তাকুশাক—বিষার্ত্তের পক্ষে বেগুনের পত্রশাক হিতকর (চিঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১)—**জ্বরে** বার্ত্তাকু—পলতা ও বেগুন জ্বর রোগীর পথ্য (জ্বর—চিঃ)। (২) **অর্শে** বার্ত্তাকু—ঘোষালতার যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, সেই বার্ত্তাকু গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া তক্রপান করিলে সাত দিনের মধ্যে অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত সহজ অর্শও বিনাশ পায় (অর্শঃ—চিঃ)। (৩) **গৃধ্রসীতে** বার্ত্তাকু—বেগুন সিদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত রোগী সুস্থবৎ গতি শক্তি লাভ করে (বাতব্যাধি চিঃ)। (৪) **ক্রিমিকর্ণে** বার্ত্তাকু—কর্ণে ক্রিমি জন্মিলে বার্ত্তাকু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণ রোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—**জ্বররোগীর** নিদ্রালাভার্থে বার্ত্তাকু—চিরকৃত জ্বরের অবসানে রোগীর সুনিদ্রা না হইলে, তাহাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে জলে সুসিদ্ধ বার্ত্তাকু পরদিন প্রাতে মধুর সহিত ভোজন করাইবে (জ্বর—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ উত্তেজক, পত্রের মাদকতা শক্তি আছে (Atkinson)। ইহার বীজ অজীর্ণকর ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে।

বেগুন পাতা সর্পবিষে হিতকর। বেগুনের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দিজনিত কাস আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পত্র—নিদ্রাকারক।

বীজ :—উত্তেজক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 37 & x. t. 74 ; Wight, Ill., t. 166.

Ref.—F. B. I., iv. 235. Roxb., F.I., i, 566 ; B. P., ii, 746 ; Prain. H. H., 248.
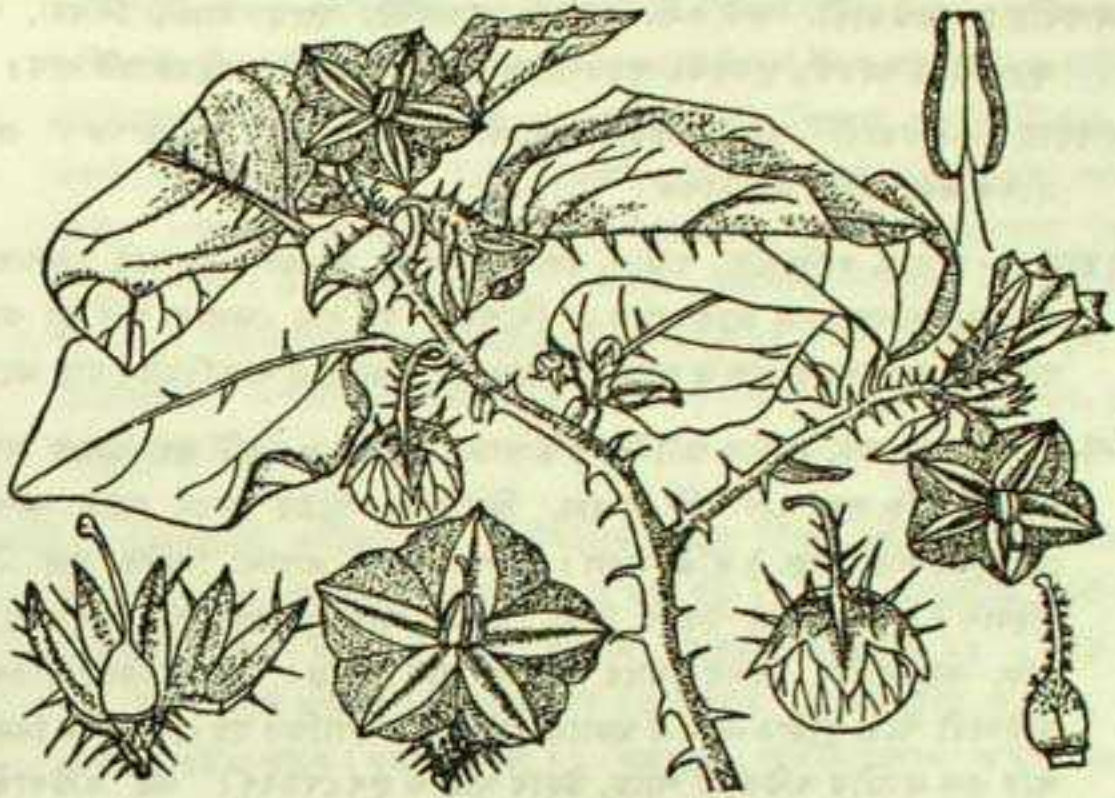
413. Solanum melongena Linn. (বেগুন)

S. Surathense Burm. f.

414. S. Xanthocarpum Schr. & Wendl. (কন্টিকারী)

ভাষানুসারীনাম:—ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা—সংস্কৃত; কন্টিকারী—বাংলা; কন্টেলি, কটেরী—হিন্দি; হুলা, বেবটীমুলকা, চারামুলাগু—তেলেগু; কণ্ডনগাট্টিরি—তামিল; কন্টধারিয—উৎকল; রিঙ্গনী, ভূইরিঙ্গনী—মহারাষ্ট্র; বেঠীকোরিঙ্গনী—গুজরাট; নেলগুল্লু—কর্ণাট।

কন্টকারী কন্টকিনী দুঃস্পর্শা দুস্প্রধর্ষিণা।
ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধা চ ধাবিনী ক্ষুদ্রকণ্টিকা॥
বহুকন্টা ক্ষুদ্রকন্টা জ্ঞেয়া ক্ষুদ্রফলা চ সা।
কন্টারিকা চিত্রফলা স্যাচ্চতুর্দশসংজ্ঞকা॥
কন্টকারীকটূষ্ণা চ দীপনী শ্বাসকাসজিৎ।
প্রতিশ্যায়ার্ত্তিদোষঘ্নী কফবাতজ্বরার্ত্তিনুৎ॥

রাজনিঘন্টু:। শতাহ্বাদিবর্গ:।

নামপর্য্যায় :—কণ্টকারী, কণ্টকিনী, দুঃস্পর্শা, দুষ্প্রধর্ষিণী, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধা, ধাবিনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রকণ্টা, ক্ষুদ্রফলা, কণ্টব্রিকা, চিত্রফলা—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কণ্টকারী—কটুরস, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, শ্বাস এবং কাস নাশক। প্রতিশ্যায় নাশক কফ, বায়ু ও জ্বর নাশক।

জন্মস্থান :—আসাম, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নদীর ধারে বালুকাময় স্থানে প্রচুর জন্মে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলার সাদীপুর কনকপুর, পারাজো, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে দামোদর নদীর বালিতে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বর্ণনা : কণ্টকময় গুল্ম, মাটিতে শুইয়া বৃদ্ধি পায়। ডাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কাঁটা তীক্ষ্ণ, ½ ইঞ্চি, সরল। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, ফুল নীলবর্ণ। বহির্বাস ½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, কিম্বা শ্বেতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, বর্ত্তুলাকার, ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়। কণ্টিকারী শীতে কুঞ্চিত এবং গ্রীষ্মকালে ফল ও ফুলে শোভিত হয় এবং বর্ষায় বিনষ্ট হয়। আর এক জাতীয় কণ্টিকারী আছে, উহার গাছ ও ফুল শ্বেতবর্ণ। এই কণ্টিকারী প্রায় বক্র করা যায় না।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, সমগ্র উদ্ভিদ, ফুল ও ফল। ক্বাথ—৫-১০ তোলা ; রস—১-২ তোলা, কল্ক-৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে কণ্টকারীর ব্যবহার।

চরক :—(১) বাতোল্বণ **অর্শে** কণ্টকারী—ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎ পরে যাহা সেবন করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে। বায়ু প্রধান অর্শরোগীর বায়ু সরল করিবার এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য কণ্টকারীর ক্বাথ অনুপেয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** কণ্টকারী—মদাত্যয়ের পিপাসায় ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টিকারীর জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **কাসে** কণ্টকারীকৃতযূষ—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জলে মুগ কলায়ের যূষ পাক করিবে। হরিদ্রা এবং অম্লাস্বাদ জন্যে এতাবৎ মাত্র আমলকীর রস, উহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা কাসরোগে হিতকর (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) **অশ্মরীতে** কণ্টকারী—বৃহতী ও কণ্টকারীর মূলবক অনম্র দধির সহিত পেষণ করিয়া, সাতদিন পান করিলে, অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **অলসে** (পাকুইয়ে) কণ্টকারী—কণ্টকারীর চতুর্গুণ রসে পক্ব, সার্ষপ তৈল সেচন করিলে পাকুই প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **বাতাভিষ্যন্দরোগে**

কণ্টকারী—বাতজ অভিষ্যন্দরোগে (চোখওঠা) কণ্টকারীর মূল ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিবে (উঃ ৯ অঃ)। (৩) শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ কণ্টকারী—শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ শিশুকে কণ্টকারী মূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) শ্বাসে কণ্টকারী—কণ্টকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ, তদর্দ্ধপরিমিত হিঙ্গু সহ মধু যোগে সেবন করিলে, প্রবলশ্বাস তিনদিনে প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৫) কাসে কণ্টকারী—দ্বিগুণ কণ্টকারীর রসে বিপক্ব ঘৃত পান করিলে, কাস, স্বরভেদাদি প্রশমিত হয় (উঃ ৫২ অঃ)। (৬) মূত্রদোষহরণে কণ্টকারী—কণ্টকারীর স্বরস কিংবা কল্ক সেবন করিলে মূত্রদোষ (কৃচ্ছ্রাদি) নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) কাসে কণ্টকারী : কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সর্বপ্রকার কাস নাশক (কাস চিঃ)। (২) মূত্রকৃচ্ছ্রে কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস মধু সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় (মূত্রকৃ চিঃ)। (৩) মূত্রাঘাতে কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, মূত্ররোধ প্রশমিত হইয়া থাকে (মূত্রাঘাত চিঃ)। মূত্রকৃচ্ছ্রে অতীব যন্ত্রণার সহিত অল্প মাত্রায় বারম্বার মূত্র নির্গম হয়। মূত্রঘাতে একেবারে প্রস্রাব হয় না। কণ্টকারী মূত্রকারিণী বলিয়া উভয় রোগেই প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন :—শিশুরকাসে কণ্টকারী ফুল—কণ্টকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করাইলে, শিশুর পুরাতন কাস বিনষ্ট হয় (বালরোগাধিকার)

মূলপ্রাস্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কণ্টকারীর মূল হিং ও সৈন্ধবলবণের সহিত ব্যবহারে আক্ষেপজনিত কাস আরাম হয় (Hindu. Mct. Med.)।

ইহার শিকড় জ্বর ও সর্দিজনিত জ্বরে প্রযুক্ত হয়। ইহার ডাঁটা ও ফল তিক্ত, ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও হস্তপদের জ্বালা নিবারক। কণ্টকারীর বীজের ধূম দাঁতে বেদনার একটি চমৎকার ঔষধ (Pharm. Ind.)।

কণ্টকারীর টাটকারস ২ তোলা, অনন্ত মূলের রস ২ তোলা, ঘোলের সহিত একত্র ব্যবহার করিলে প্রস্রাব হয়। মূল আদা ও চিরতার সহিত ক্বাথ করিয়া খাইলে জ্বর আরাম হয়।

কণ্টকারী শোথরোগে মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock, ii. 559)। পাতার প্রলেপ দিলে বাতের কনকনানি আরাম হয়।

কণ্টকারী সান্নিপাতজ্বরে হিতকর, ইহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং বাত ও জ্বরে হিতকর। ক্রিমি প্রক্ষিপ্ত দাঁতের শূলে ইহার ধূম প্রশস্ত।

ইহা মূত্রকর এবং পুরাতন সামান্য জ্বরে, শোথ কিম্বা গর্ভাবস্থান শোথে অমোঘ ঔষধ। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রচণ্ড হইয়া যখন শরীরের বল একেবারে কমিয়া যায় তখন ইহা

ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা রক্ত আমাশয়ে এবং সর্বাঙ্গীন শোথে কুরচির সহিত ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় (Bengal Dispen. 1878)।

শ্বেতকন্টকারী গর্ভদোষ নাশক, ইহার কাথ পান করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কন্টকারীর বীজ অপক্ব ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (R.N Khory);

কন্টকারী বায়ু নাশক ও কফ নিঃসারক। ইহা সর্দি ঘটিত জ্বর, আম্লান, পার্শ্বশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শোথে হিতকর।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল :—শ্লেষ্মা নিঃসারক, কাস, শ্বাস, জ্বর, বুকের বেদনায় উপকারী। গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত ব্যবহারে বমি বন্ধ করে।

ফলের রস :—গলার ঘায়ে উপকারী।

শুঁড়ি, মূল ও ফল :—তিক্ত, উদরাধ্মান নাশক। জলপূর্ণ ফোস্কা সহ পায়ের জ্বালায় বিশেষ উপকারী।

গাছ :—প্রস্রাবকারক, শোথে উপকারী।

গাছেরকন্ধ :—গণোরিয়ায় উপকারী

পাতা :—যে কোন স্থানের যন্ত্রণায় উপকারী। পাতার রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহারে বাত আরাম হয়।

ফুল ও ফুলের কুঁড়ি :—লবণ জলের সহিত ব্যবহারে চক্ষুর জলপড়া আরাম হয়।

মন্তব্য :—চরক কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, কাসহর, শোথহর, শীতপ্রশমন, ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে কন্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূ ৪অঃ)। যাহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং যাহা কণ্ঠের হিতকর তাহাকে কণ্ঠ্য বলে। অতএব স্বরভেদে কন্টকারী প্রযোজ্য। কন্টকারী শীত প্রশমন বলিয়া সন্নিপাতজ্বরে হিতকর, অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন হেতু কন্টকারী বাতে ও জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। সুশ্রুত বৃহত্যাদিবর্গে কন্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)। শ্বেতকন্টকারীকে ভাবপ্রকাশকার "গর্ভকারিণী" বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণার্থ সেব্য।

Fig.—Wight. Ic., t. 1401 ; Jacq., Ic, Rar., i, t. 332 ; Kirtikar & Basu. Ind, Med., Pl,, t. 677.

Ref.—F. B. I., iv, 235 ; Roxb., F. I., i, 569 ; B. P., ii. 745 ; Watt. vi. Pt. iii, 273 ; Prain, H.H., 248.

414. Solanun Surathense Burm. f. Wendl. (কণ্টকারী)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)

ভাষানুসারী নাম :—বৃহতী—সংস্কৃত ; ব্যাকুড়, বৃহতী—বাংলা ; কটাই, বরহণ্টা, বাড়্‌খাওাই—হিন্দি ; হেগগুল্লু—কর্ণাট ; থোরকোরলী—মহারাষ্ট্র ; উভী ভোঁয়েনী—গুজরাট ; ছিতা-কেহুড়ি, হাত্তিকেহুড়ি—আরব ; চেক্‌কুট, পাম্মাবাম্মী—তামিল ; ত্যেল্লামূলক, পেদ্দা-মূলক, কুকমাচী—তেলেগু ; উত্তরগাম, বামবাহু—ফ্রান্স।

বৃহতী মহতিক্রান্তা বার্ত্তাকী সিংহিকাকুলী।
রাষ্ট্রিকা স্থলকণ্টা চ ভণ্টাকী তু মহোটিকা॥
বহুপত্রী কণ্টতনুঃ কণ্টাগুঃ কট্‌ফলা তথা।
ডোরলী বনবৃন্তাকী নামান্যস্যা হি ষোড়শ।
অপিচ।
প্রসহা রক্তপাকীচ পরাবেদী চ হিঙ্গুলা।
লতাবৃহতিকা ক্ষুদ্রা চাক্রান্তা দুষ্প ধর্ষিণী॥
বৃহতী কটু তিক্তোষ্ণা বাতজিৎ জ্বরহারিণী।
অরোচকামকাসঘ্নী শ্বাসহৃদ্রোগনাশনী॥

বৃহত্যন্যা সর্পতনুঃ ক্ষবিকা পীততণ্ডুলা।
পুত্রপ্রদা বহুফলা গোধিনীতি ষড়াহ্বয়া ॥
ক্ষবিকা বৃহতী তিক্তা কটূরুষ্ণা চ তৎসমা।
যুক্ত্যা দ্রব্যবিশেষেণ ধারা সংস্তম্ভসিদ্ধিদা ॥
শ্বেতাহ্বয়া শ্বেতবৃহতী জ্ঞেয়া শ্বেতমহোটিকা।
শ্বেতসিংহী শ্বেতফলা শ্বেতবার্ত্তাকিনী চ ষট্ ॥
বিজ্ঞেয়া শ্বেতবৃহতী বাতশ্লেষ্মবিনাশনী।
রুচ্যা চাঞ্জন যোগেন নানানেত্রাময়াপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বৃহতী, মহতি, ক্রান্তা, বার্ত্তাকী, সিংহিকা, কুলী, রাষ্ট্রীকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতনু, কটালু, কট্ফলা, ভোবনী, বনবৃন্তাকী—এই ষোলটি নাম।

আরও—প্রসহা, রক্তপাকী, শরাবেদী, হিঙ্গুলা, লতাবৃহতিকা, ক্ষুদ্রা, অক্রান্তা, এবং ক্ষুদ্রধর্ষিণী—এই আটটি নাম।

অন্যপ্রকার বৃহতী—সর্পতনু ক্ষবিকা, পীততণ্ডুলা, পুত্রপ্রদা, বহুফলা, গোধিনী—এই ছয়টি নাম।

অন্যানপ্রকার শ্বেত বৃহতীর নাম—শ্বেতা, শ্বেতবৃহতী, শ্বেতমহোটিকা, শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা, শ্বেতবার্ত্তাকিনী—এই ৬টি।

গুণপর্যায় :—বৃহতী, কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু-নাশক, জ্বরনিবারক। অরুচি, আমদোষ এবং কাস নাশক। শ্বাস ও হৃদ্রোগ নাশক। ক্ষবিকা বৃহতী—তিক্ত কটু রস, উষ্ণবীর্য। উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য যোগে বিশেষ বিশেষ কাজ করে।

শ্বেত-বৃহতী—বাতশ্লেষ্মা নাশক। রুচিকারক, অঞ্জন হিসাবে ব্যবহারে নানাপ্রকার চক্ষু-রোগে উপকারী।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব দাক্ষিণাত্য, বাংলার সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছে অনেক শাখা প্রশাখা আছে। কাণ্ড ও পত্র কণ্টকময়, কাঁটা চেপ্টা, ও বক্র। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পক্ষাকার। বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি। ফুল ½-১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ। ফল পীতবর্ণ। বঙ্গ দেশের গাছগুলির কাঁটা বিক্ষিপ্ত ও ফুল বৃহৎ হয়। পাঞ্জাব দেশীয় গাছ গুলির শাখা অনেক হয়। পত্র পাতলা ও ছোট। সম্বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

বৈদ্যকে বৃহতীর ব্যবহার।

চরক :—(১) অশ্মরীতে বৃহতীদ্বয়—অনম্নদধির সহিত আলোড়িত বৃহতীদ্বয়ের মূলত্বক্ চূর্ণ সাতদিন সেবন করিলে, অশ্মরী অর্থাৎ পাথুরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) শকুনিগ্রহ প্রতিষেধার্থ বৃহতীফল—শিশু শকুনিগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তৎপ্রতীকারার্থে শিশুকে বৃহতীফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০)। (২) যোনিরোগে বৃহতীফল—পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিলে কিম্বা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কণ্ডু এবং অস্পর্শতা নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৮ হয়)।

বাগ্ভট :— ইন্দ্রলুপ্তে ক্ষুদ্রবৃহতীফল—ক্ষুদ্রবৃহতী ফলের রস মধুযোগে টাকের উপর লেপন করিবে (উঃ ২৪ অঃ)।

চক্রদত্ত :—শিশুর বমনে বৃহতীফল—যে শিশু স্তন্যপান করিয়াই বমন করে তাহাকে, ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতীফলের রস মধু ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করাইবে (বালরোগ—চিঃ)।

হারীত :—(১) সন্নিপাতজ্বরে বৃহতী ফলবীজ—বৃহতীফলবীজ চূর্ণ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকার যোগে প্রবেশ করাইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে এবং তাহার হাঁচি হয় (চিঃ ২ অঃ)। (২) সংগ্রহণীতে বৃহতী—তক্রের সহিত বৃহতী-মূল চূর্ণ সেবন করিলে সংগ্রহণী নিবৃত্তি পায় (গ্রহণী-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বৃহতী দুই প্রকার—একপ্রকার বৃহতীর ফল ছোট—এইগুলি সচরাচর রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায় ; আর একপ্রকার বৃহতী আছে, যাহার ফল বড়, গাছ প্রায় ৬।৭ ফুট উচ্চ হয়, উহার কাঁটা প্রথমোক্তটির অপেক্ষা সরু, লম্বা ও ঈষৎ বক্র, পত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, অনেক শাখা প্রশাখা আছে, পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল শ্বেতবর্ণ ; ফল বৃহৎ ও কিছু লম্বা। বৃহৎ বৃহতীর ফুল সকল সময়েই দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্বেত বৃহতীর ফুল সকল সময় দেখা যায় না।

বৃহতী রসায়ন, ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং হাঁপানি, কাসি, পুরাতন জ্বর, পেট বেদনা ও ক্রিমির পক্ষে হিতকর।

শিশুকে পেঁচোয় পাইলে বৃহতী ফল গলায় বাঁধিয়া দিলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—উদরাধ্মান নাশক, শ্লেষ্মা নিঃসারক, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অল্প ও কষ্টদায়ক প্রস্রাব, দাঁতে যন্ত্রণা, জ্বর, ক্রিমি রোগ, শূল, ও শুক্রমেহ নাশক।

পাতার রস :—টাটকা আদার রসের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বমি বন্ধ হয়।

পাতা ও ফল :—চিনির সহিত মিশাইয়া চুলকানিতে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরক—কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, শোথহর ও অঙ্গমর্দপ্রশমন বর্গে বৃহতী পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত "বৃহত্যোস্তৈকশঃ পৃথক্," (সূঃ ৪৪ অঃ)। এই পাঠের ব্যাখ্যায়

ডল্বণ লিখিয়াছেন—বৃহত্যোবিতি স্থূল বৃহতী লঘুবৃহতী চেতি যে বৃহত্যৌ"। সুশ্রুতোক্ত বিদারীগন্ধাদিগণ ব্যাখ্যায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"যে বৃহত্যৌ ইতি একা বৃহৎফলা অপরা স্বল্পফলা "(ভানুমতী, সূ: ৩৮ অ:)। অষ্টাঙ্গহৃদয়োক্ত "দ্বয়ং বৃহত্যাংশুমতী.দ্বয়-গোক্ষুরকৈঃ শৃতম্—সূ: ৬ অ:) পাঠ ব্যাখ্যায় অরুণ লিখিয়াছেন—"বৃহতীদ্বয়ং ক্ষুদ্রবৃহতী মহাবৃহতী।" এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে টীকাকারগণের মতে বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ফলা ও বৃহৎফলা বৃহতী। কোন কোন টীকাকার বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ বৃহতী ও কণ্টকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন "বৃহতীদ্বয়ং কণ্টকারিকয়া সহ বৃহতী (সু: সূ: ৩৮ অ: ভানুমতী) সিদ্ধযোগের টীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন "বৃহতীদ্বয়মিতি বৃহতী কণ্টকার্য্যৌ এবং সর্ব্বত্র" (সি: যো: জ্বর চি:)। প্রথম মতের পোষকতার পক্ষে বক্তব্য এই যে, বৃহতী ভেদ যখন শাস্ত্র প্রসিদ্ধ এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু যখন কণ্টকারীর পর্য্যায়ে বৃহতী শব্দ পাঠ করেন নাই তখন করঞ্জদ্বয়, কুটজদ্বয় তুল্য বৃহতীদ্বয় শব্দে দুই প্রকার বৃহতী এই অর্থই সাধু। দ্বিতীয় মতের প্রতিকূলে বক্তব্য এই যে, বহুজনসমাদৃত মতের যদি গৌরব থাকে, তাহা হইলে বৃহতীদ্বয় শব্দে স্থূল ও সূক্ষ্মফলা বৃহতীই গৃহীত হওয়া উচিত, কেননা শ্রীকণ্ঠ ভিন্ন উপরিউক্ত টীকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ্বয় শব্দের বৃহতী ও কণ্টকারী অর্থ করেন নাই। চক্রপাণি দুই অর্থই লিখিয়াছেন।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., ii. t. 36 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 676.

Ref :—F. B. I., iv. 234 ; Roxb., F. I, i. 570 ; B. P., ii. 746 ; Prain, H. H., 243.

415. Solanum indicum Linn. (বৃহতী)

416. S. torvum Swartz. (গোঠবেগুন)

ভাষানুসারী নাম :—গোঠবার্ত্তাকু—সংস্কৃত ; গোঠবেগুন—বাংলা ; হাকুতীতে—আসাম ; সুন্দাই—তামিল ; কোন্দাবুষ্টি—তেলেগু ; কাট্টুচুন্টা—মালয়।

অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ড সমং ভবেৎ।
তদর্শঃ সু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্বতঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কুক্কুটডিম্বসদৃশ একপ্রকার শ্বেত বেগুন আছে।

গুণপর্যায় :—ইহা বেগুন অপেক্ষা হীন গুণসম্পন্ন। অর্শরোগে বিশেষ হিতকর।

জন্মস্থান :—সমস্ত বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৮-১২ ফুট উচ্চ হয়। রাস্তার কিনারায় ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বিভাগগুলি অগভীর, উপরে নরম লোম আছে। কিনারা দাঁতযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ। বীজ $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি এবং মসৃণ। ইহার বীজ শুষ্ক হইলে বৃহতী কিম্বা বেগুন হইতে পৃথক করা যায় না। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, বীজ ও গাছ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ বৃহতীর সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্দ্ধিত প্লীহায় বিশেষ উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 345.

Ref.—F. B. I., iv, 234 ; Roxb., F.I., 572 ; B. P., ii, 746 ; Prain, H. H., 248.

416. Solanum torvum Swartz (গোটবেগুন)

417. S. trilobatum Linn. (নাভিআঙ্গুরী)

ভাষানুসারী নাম :—অলর্ক—সংস্কৃত ; নাভিআঙ্গুরী—বাংলা ; তুদুভালাই—তামিল ; মুণ্ড-লামুস্তি, তেল-লাচুস্তি—তেলেগু ; টুটাভালাম্—মালয়।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬।১২ ফুট উচ্চ হয়। কাঁটাগুলি ছোট, শক্ত ও চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা। ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বেগুন পাতার ন্যায়। বোঁটা ½—১½ ইঞ্চি। পুষ্পের বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ½—১½ ইঞ্চি, ইহাতে বহু শক্ত ও বক্র কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক ১-১½ ইঞ্চি, কোমল্ লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি, মসৃণ, লালবর্ণ ও গোলাকার। বীজ ⅛ ইঞ্চি, মসৃণ। ফল লোকে খায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ও পত্র তিক্ত। কোষ্ঠবদ্ধে ইহার ক্বাথ ও গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল এবং ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল ও পাতা :—তিক্ত। ক্বাথ গুঁড়া এবং মিষ্ট-মিকশ্চার রূপে যক্ষ্মারোগে উপকারী।

ফল ও বীজ—কাসে উপকারী।

গাছের ক্বাথ—পুরাতন সর্দি ও কাসিতে উপকারী।

Fig.—Wight., Ic., t. 854 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 678.

Ref.—F. B. I., iv, 235 ; Roxb., F.I., i, 511 ; B.P., ii, 747 ; Prain, H.H., 248 ; Voigt, H.S., 573.
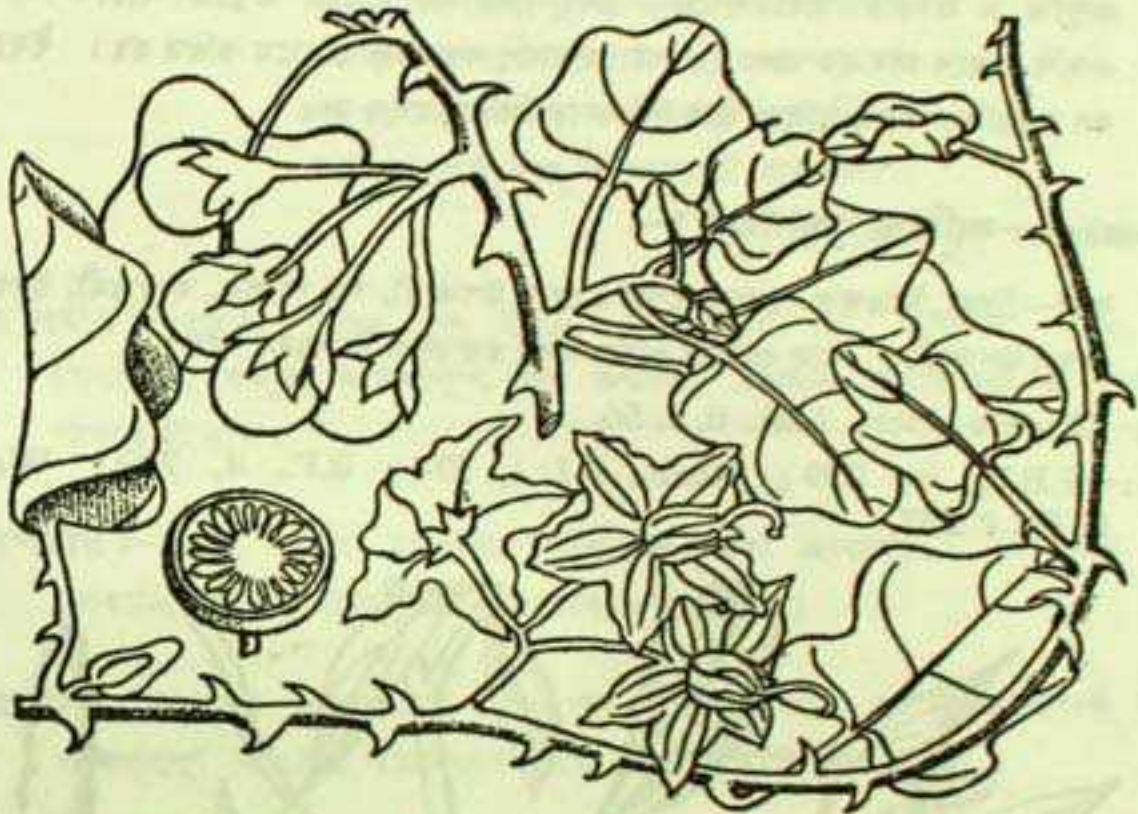
417. Solanum trilobatum Linn. (নাভিয়াহুরী)

Genus—CAPSICUM. Linn.

418. C. frutescens. Linn. (ধানিলঙ্কা)

ভাষানুসারী নাম :—ধানিলঙ্কা—বাংলা ; গাছমরিচ—হিন্দি ; মুলাগাই—তামিল ; মীরা-পাকাই—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয় ; জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ফল বোঁটার দিকে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ: সরু, ঈষৎ বক্র। কাঁচা লঙ্কা সবুজবর্ণ, পাকিলে লাল, লেবুরংবিশিষ্ট পীতবর্ণ প্রভৃতি

ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। ফলে অনেক বীজ থাকে, দেখিতে বেগুন বীজের ন্যায়, চেপ্টা ও ক্ষুদ্র। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই জন্মে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় ডাক্তারেরা ইহা সান্নিপাতিক, অবিরাম জ্বর, শোথ, গেঁটে বাত, অন্ত্ররোগ ও কলেরায় ব্যবহার করে।

ইহা বাহ্য প্রলেপ দিলে চর্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে। ১০ গ্রেণ লঙ্কা বীজের গুঁড়া এক আউন্স গরম জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে প্রবল জ্বরজনিত প্রলাপ দূর হয়। C, acumicata Fing., C. abbreviata Fing ; C. grossa sendt, প্রভৃতি ৩ জাতীয় লঙ্কা আছে; উহা লম্বা, সরু, মোটা প্রভৃতি আকৃতি বিশিষ্ট। এগুলি এদেশে চাষ হয় এবং বড় লঙ্কা সূর্য্যমণি লঙ্কা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। ইহাদের গুণ সবগুলির সমান বলিয়া আর ভিন্নভাবে লিখিত হইল না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তিক্ত, উত্তেজক, পুরাতন পেটের দোষ উপকারী, অগ্ন্যুদ্দীপক, বদহজমী, উদরাময় রোগে উপকারী। বাহ্য প্রলেপে চর্ম্মের উপর রক্তবর্ণতা উৎপাদন করে।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 56.

ef :—F.B.I., iv, 239 ; Roxb., F.I. i, 574 ; B.P., ii, 749 ; Watt., ii, Pt. i' 237.

418. Capsicum frutescens. Linn. (ধানিলঙ্কা)

Genus—DATURA Linn.

419. D. fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

ভাষানুসারী নাম :—কণ্টফল, ধুস্তূর, ঘণ্টাপুষ্প—সংস্কৃত ; ধুতুরা—বাংলা ; ধাতুরা, সফেদ্-ধুতুরা—হিন্দি ; ধত্তুর—মহারাষ্ট্র ; মদুকনিকে—কর্ণাট ; উম্মেত্তচেট্টু, নল্লউম্মেত্ত—তেলেগু ; কারুউমতি, ওমাত্তাই—তামিল।

> ধত্তূরঃ কিতবো ধূর্ত্ত উন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ।
> শঠো মাতুলকঃ শ্যামো মদনঃ শিবশেখরঃ॥
> খর্জ্জূরঃ কাহলাপুষ্পঃ খলঃ কণ্টফলস্তথা।
> মোহনঃ কলভোন্মত্তঃ শৈবঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ।
> ধত্তূরঃ কটুরুষ্ণশ্চ কান্তিকারী ব্রণার্ত্তিনুৎ।
> ত্বগ্দোষখর্জ্জূকণ্ডূতি জ্বরহারী ভ্রমপ্রদঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ

নাম পর্য্যায় :—ধত্তূর, কিতব, ধূর্ত্ত, উন্মত্ত, কনাকাহ্বয়, শঠ, মাতুলক, শ্যাম, মদন, শিবশেখর, খর্জ্জূর, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টফল, মোহন, কলভোন্মত্ত ও শৈব—এই সতেরোটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ধত্তূর কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কান্তিবর্দ্ধক, এবং ব্রণনাশক। যে কোন প্রকার চুলকানি, চর্ম্মদোষ, পাঁচড়া এবং জ্বরনাশক ও ভ্রমকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের সকলস্থানেই দেখা যায়। ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলপূর্ণ বাগানে, শস্যক্ষেত্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৭ ইঞ্চি লম্বা, ৪ ইঞ্চি চওড়া ; বোঁটা ১ ইঞ্চি, বহির্বাস ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া ; পুষ্পস্তবক ৩-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ, ১⅔-২ ইঞ্চি, গোলাকার, গায়ে কাঁটা আছে, ফিকে সবুজবর্ণ। বীজ লঙ্কা বীজের ন্যায়। কিঞ্চিৎ বৃহৎ। শ্বেত ধুতুরার ফুলের উপরিভাগে ও ভিতরে বেগুনে রং-এর দাগ আছে। ইহার ফুল এক স্তবক হয়। ফলে কখন হলদে এবং কখন বেগুনে চিহ্ন থাকে। বিহার অঞ্চলে এক প্রকার ধুতুরা আছে, উহার পত্র ধাসক ফুলের পত্রের ন্যায়। ফল ও ফুল প্রায় বৎসরের সকল সময়ে দৃষ্ট হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, ফল ও মূল। মাত্রা—পত্রের রস, কুকুর দংশনে ½-১ তোলা, সাধারণ ৫ ফোটা; বীজ ½ আনা। মূল ২-৪ আনা।

বৈদ্যকে দস্তুরের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—কুক্কুর বিষে ধুতুরা মূল—আর্দ্র পুনর্নবামূল আধ তোলা ও আর্দ্র ধুতুরার মূল ৪ আনা বা তদধিক মাত্রায় একত্র পেষণ পূর্ব্বক শীতল দুগ্ধ বা শীতলজলের সহিত উন্মত্ত কুকুর শৃগালদি কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কঃ ৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—ইন্দ্রলুপ্তে ধুতুরা পাতা—টাক হইলে ধুতুরা পাতার রস লেপন করিবে (উঃ ২৪ অঃ)।

হারীত :—বাতনেত্রাময়ে ধুতুরামূল—বায়ুজন্য চক্ষুরোগে ধুতুরামূলের অঞ্জন হিতকর (চিঃ-৪৪ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) স্তনোত্থিতপীড়ায় ধুতুরাপাতা—হরিদ্রা ও ধুতুরা পাতার প্রলেপ স্তনের বেদনায় হিতকর (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) **ক্রিমিতে** ধুতুরা পাতা—ধুতুরা পাতার রস ৫ফোটা, তক্রের সহিত ক্রিমি বিনাশার্থ পেয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণজ **অজীর্ণে** ধুতুরাবীজ— গোধূম, মাষ, চণক, মটর ও মুগ ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ হইলে ধুতুরাবীজ সেবন করিবে। কিম্বা ঐ সকলদ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিবার জন্য ধুতুরাবীজ সেবন করিবে (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৪) **পাদদারী** রোগে ধুতুরাবীজ—মাণকক্ষার জলে এবং ধুতুরা বীজের কল্ক দ্বারা সর্ষপ তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে পাদদারী (পায়ের তলা ফাটা) প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) উন্মাদে ধুতুরামূল—উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট ধুতুরার মূল, মূল কাষ্ঠগর্ত হইলে মূলত্বক ৪ আনা, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাণ সিদ্ধ তণ্ডুল পাক করিবে, পরে যথাকালে উহাতে একসের গব্যদুগ্ধ ও অর্দ্ধপোয়া মিছরি এবং আধ ছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া উন্মাদ রোগীকে দুইবারে সেবন করাইবে (উন্মাদ চিঃ)। অবস্থা বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়। (২) **কর্ণনাড়ী** রোগে ধুতুরা পাতা—একসের ধুতুরা পাতার রস ও হরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা সহ ১ সের সর্ষপতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণক্ষত প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—শ্লীপদে ধুতুরাবীজ—শীতলজলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ধতুরাবীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয় (শ্লীপদাধিকারে)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ধুতুরা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়া বৈষম্য হইয়া ভয়ানক প্রলাপ উৎপন্ন হয়।

ধুতুরা নিউমোনিয়া ও রক্তঃকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর। ধুতুরার ধূম শ্বাসের পক্ষে হিতকর। কামোন্মাদ, আম্ববাতেচ্ছা, সূতিকা ও উন্মাদে ইহার ফল হিতকর। ধুতুরা পাতার রসে অহিফেন ও পুনর্নবা মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও হাতপায়ের শোথ আরাম হয়। ইহার পত্র হাঁপানি রোগে হিতকর।

মালয় দ্বীপের লোকেরা ইহার পাতার সহিত মগু অথবা চাউলের গুঁড়া এবং আকবাণ মিশ্রিত করিয়া কোন স্থানে ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে প্রলেপ দেয়।

ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া পাতায় জড়াইয়া সিগারেটের ন্যায় ধূমপান করিলে হাঁপানির যন্ত্রণা লাঘব হয়। ইহার কাঁচা ফল সেবন করিলে দারুণ মত্ততা আনয়ন করে (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ পাতা ও মূল :—উন্মত্ততায়, সন্নিপাতে, মস্তিষ্ক বিকৃতিতে, উদরাময়ে এবং চর্মরোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শুষ্কপত্র—বেলেডনা গাছের পাতার ন্যায় কার্য্যকারী।

মন্তব্য : **চরকে** কোনও রোগে কেবল ধুতুরা বা অন্য কোন একটী দ্রব্যের সহিতও ধুতুরার প্রয়োগ নাই। **চরকে** ধুস্তুর শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্থানে স্থানে 'কনক' শব্দ পাওয়া যায়। **নিঘণ্টুকার** 'কনক' শব্দের পাঁচটী অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা— "স্বর্ণেঽপ্যথো গুগ্‌গুলুকেশরাম্লশঠেষু ধীরাঃ কনকং বদন্তি" (**রাজনিঘণ্টু**)। **চরকের** 'দশেমানিতে' কনক বা ধুস্তুর শব্দ নাই। তবে একটা স্বীকার করিতে হইবে যে, উদ্ধৃতাংশের শেষোক্তস্থলে কনক শব্দের ধুস্তুর অর্থই অধিকতর সঙ্গত। **সুশ্রুতই** বিষ প্রতিকারার্থ ধুস্তুর প্রয়োগের প্রথম প্রবর্ত্তক। **'আকরগ্রন্থে'** শ্বাসরোগে ধুস্তুরের প্রয়োগ নাই। **'বৃন্দচক্র'** প্রভৃতি আদৃত সংগ্রহ গ্রন্থে ও শ্বাসের ঔষধে ধুস্তুরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। **হারীত** অর্শোহর বর্ত্তির উপাদান মধ্যে ধুস্তুরদলের উল্লেখ করিয়াছেন "গৃহধূমং চ সিদ্ধার্থং ধুস্তুরকদলানিচ" (চিঃ ১২ অঃ)।

Fig —Bentl & Trim., t. 192 ; Eng. Bot., t. 935.

Ref :—F. B. I., iv, 242 ; Roxb., F. I., i. 561 ; B. P., ii, 751 , Watt., iii, Pt. i, 32 , Prain. H. H., 249.
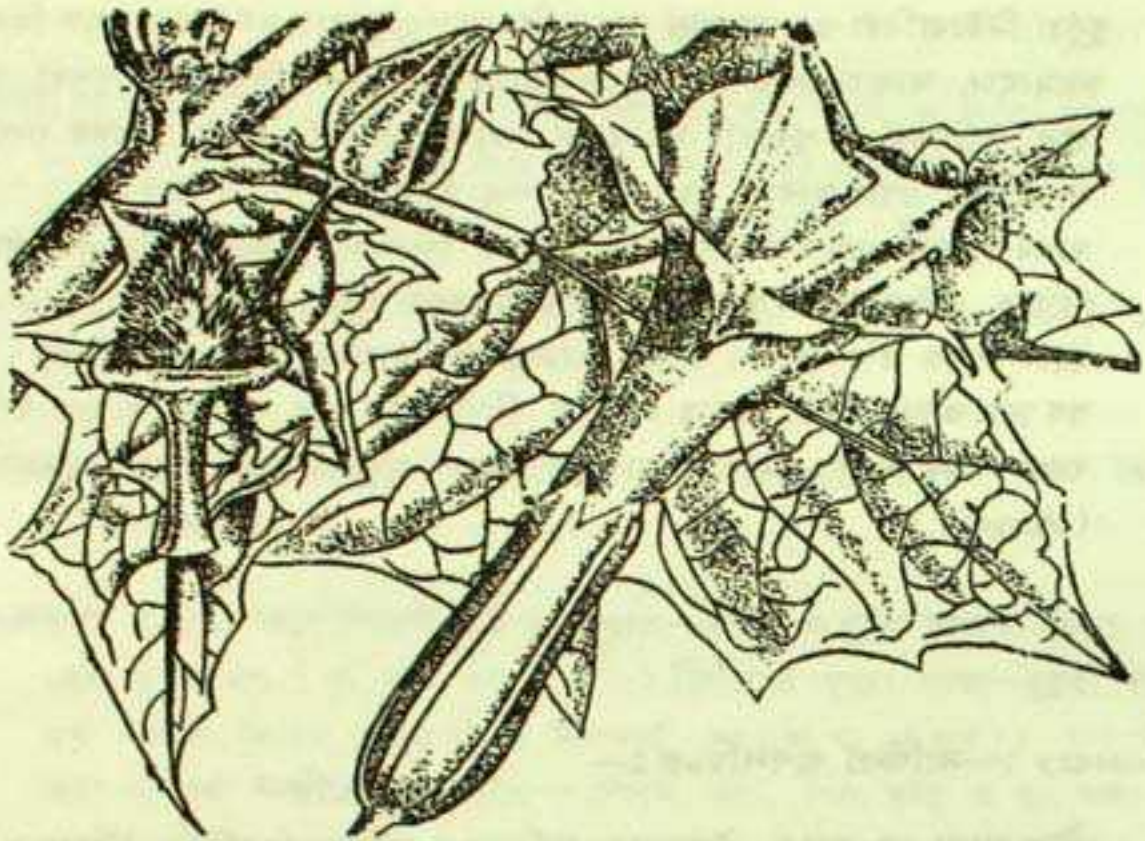
419. Datura fastuosa Linn. Var. alba Linn. (ধুতুরা)

420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

ভাষানুসারী নাম :—কনক—সংস্কৃত ; কালধুতুরা, কনকধুতুরা—বাংলা ; কালধত্তুর—মহারাষ্ট্র : করিয়মদহুণিকে—কর্ণাট।

কৃষ্ণধত্তূরকঃ সিদ্ধঃ কনকঃ সচিবঃ শিবঃ।
কৃষ্ণপুষ্পো বিষারাতিঃ ক্রূরধূর্ত্তশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥
রাজধত্তূরকস্ত্বান্যো রাজধূর্ত্তো মহাশঠঃ।
নিস্ত্রৈণিপুষ্পকো ব্রাহ্মো রাজস্বর্ণঃ ষড়াহ্বয়ঃ ॥
সিতনীলকৃষ্ণলোহিতপীত প্রসবাশ্চ সন্তি ধত্তূরাঃ।
সামান্যগুণোপেতাস্তেষু গুণাঢ্যস্তু কৃষ্ণকুসুমঃ স্যাৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কৃষ্ণধত্তূরক, সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিষারাতি, ক্রূরধূর্ত্ত, এইগুলি নাম।

আর এক প্রকার ধত্তূর আছে যাহার নাম—রাজধত্তূরক, রাজধূর্ত্ত, মহাশঠ, নিস্ত্রৈণপুষ্পক, ব্রাহ্ম, রাজস্বর্ণ—এই ৬টী।

গুণপর্যায় :—সিত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত, ও পীত পুষ্পক ধত্তূর আছে। সকলের গুণই প্রায় সমান। তন্মধ্যে কৃষ্ণপুষ্পক ধত্তূর অধিক গুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়। বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে জন্মে, কৃষ্ণ ধত্তূর সচরাচর দেখা যায় না।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার সহিত শ্বেতধুতুরার সাদৃশ্য আছে, তবে ইহার ফুল সাধারণতঃ বড়, শ্বেতবর্ণ কিম্বা বেগুনে ; ২ স্তবক হয়, কখন বা ৩ স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কাঁটা আছে, গোলাকার, পত্রবৃন্ত ১-২ ইঞ্চি ; বহির্ব্বাস ৩ ইঞ্চি ; লোমযুক্ত ত্রিকোণাকার, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফল সবুজবর্ণ, কাঁটায় আবৃত। ফলে বীজ ঘেঁসা ঘেঁসিভাবে অনেক থাকে। বীজ মসৃণ, ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার পত্র, কাণ্ড ও ফল সমস্তই বেগুনে রংএর। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মূল ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ বিষাক্ত; বীজ খাওয়াইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে লোককে অচেতন করে। ধুতুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে (K. L. Dey)। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে সিদ্ধির নেশা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কোন একটা পাত্রে ধুতুরা বীজ রাখিয়া জ্বাল দিলে যখন ধোঁয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন কোন মদক দ্রব্য উহাতে দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি রাখিলে মাদকদ্রব্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ইহার কয়েকটী বীজ, আকরকরার মূল (Anacyclus pyrethrum) এবং লবঙ্গ চিবাইয়া খাইলে উত্তেজনা অধিক হয় (Dr. Emerson)। ইহার বীজ, পত্র ও টাট্কা রস মাদক ও আক্ষেপ নিবারক। এই ধুতুরা শ্বেত ধুতুরা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং উভয় ধুতুরা সন্ন্যাস, অতিসার ও মাথাধরায় ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার Alkaloid প্রস্তুত হয়। উহা বেলেডোনার সমান (K. L. Dey)। ইহার কয়েকটী পাতার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানির উপশম হয় (Dr. osward)। ধুতুরার টাট্কা পাতার রস ফুলায় প্রলেপ দিলে ফুলার উপশম হয় এবং টাট্কা রস চক্ষু উঠায় হিতকর। পাতার টাট্কা রস ১ ফোঁটা কিম্বা ২ ফোঁটা কানে দিলে, কানের বেদনা আরাম হয় (T. N. Ghose)। আক্ষেপের সহিত হাঁপানির পক্ষে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিম্বা হাকিমদের পুস্তকে ধুতুরার উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমিত হয় যে, ধুতুরা অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ, পাতা ও মূল—উন্মত্ততায়, সন্দিজ্বরে ; মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় উপকারী। উদরাময় এবং চর্মরোগেও উপকারী, অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক।

Fig.—Wight, lc., t. 1396 ; Rheede, Hort., Mal., ii, t. 28.

Ref.—F. B. I., iv, 242 ; Roxb., F. I., i, 561 ; Watt., iii, Pt., i, 32 ; B.P., ii, 751 ; Prain, H. H., 249.
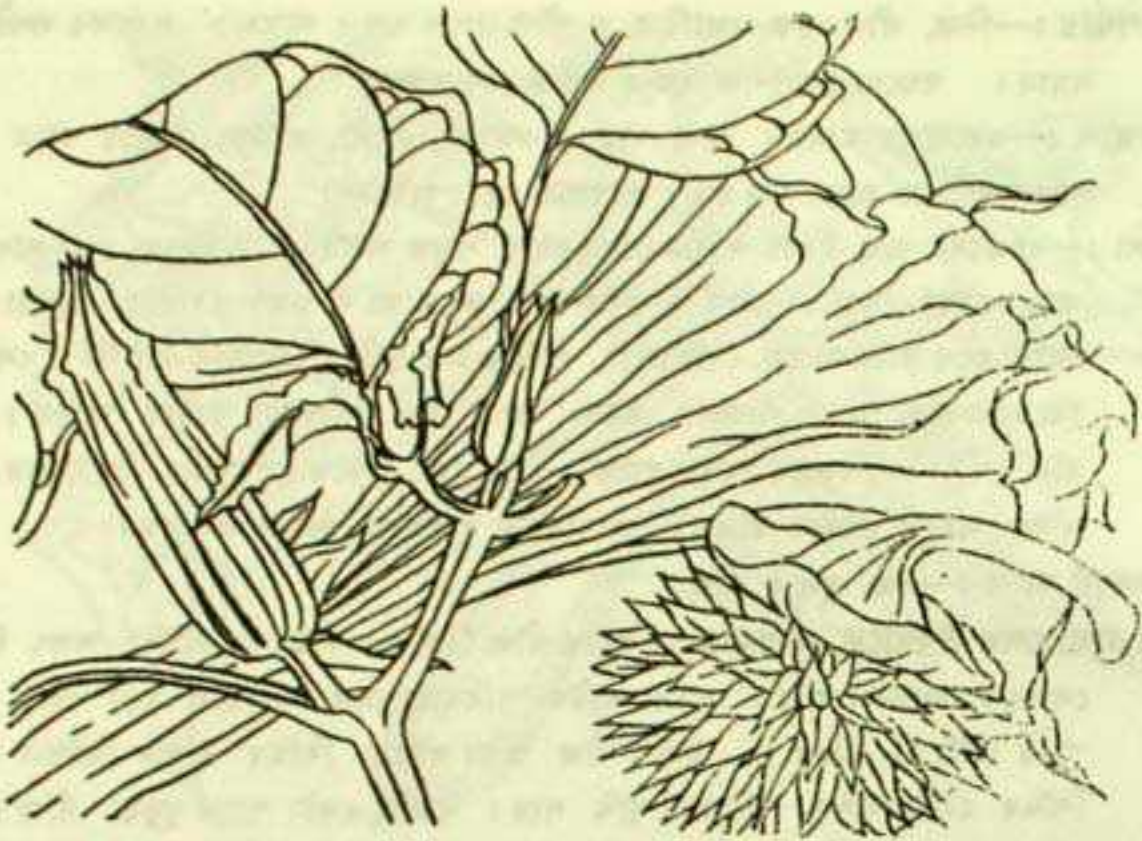
420. Datura fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Genus—HYOSCYAMUS Linn.

421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

ভাষানুসারী নাম :—খোরাসানী যোয়ান—বাংলা ; খোরাসানী যোয়ান—হিন্দী ; খোরাসানী যোমাম্—তেলেগু, খোরাসনী জামাম্—তামিল।

জন্মস্থান :—হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর, গাড়ওয়াল, সাহারাণপুর। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ হয়।

বর্ণনা :—সোজা খস্‌খসে গুল্ম, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্বা, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, পত্রবৃন্ত ছোট। ফুলের বোঁটা ছোট, ফল ১-½ ইঞ্চি। ফুল বেগুনে কিম্বা সবুজবর্ণ, শিরাগুলি বেগুনে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ½ ইঞ্চি (C.B. Clarke)। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র গাছ, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা কৃমিনাশক, হাঁপানি নিবারক, শান্তিকর ও আক্ষেপ নিবারক। স্নায়বিক রোগ, মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা এবং অপরাপর মানসিক বিকার প্রভৃতি রোগে ইহা হিতকর। ইহার বাহ্য প্রয়োগে বাত, গ্রন্থিস্ফীতি এবং ঘায়ে উপকার হয়। চক্ষুরোগে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—বিষকারক, নিদ্রাকারক, প্রতিষেধক, উন্মত্ততায় এবং ধাতুদৌর্বল্যে, শ্বাস ও হুপিং কাসে উপকারী।

Fig.—Bentl & Trim., t., 196 ; Bot. Mag., t. 2394 ; Kirtikar & Basu. Ind, Med. Pl.,t. 687B.

Ref.—F. B. I., iv. 244 ; Roxb., F. I., ii, 239.
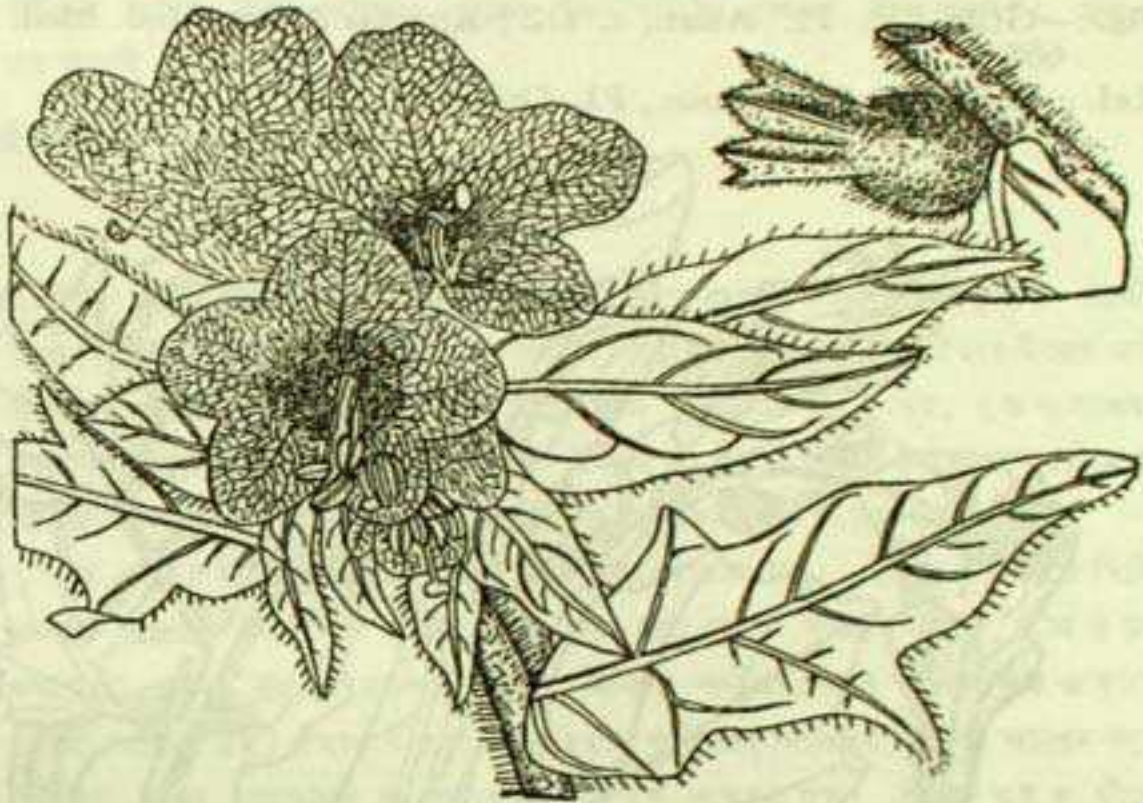
421. Hyoscyamus niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

422. H. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—কোহিবাঙ্গ, পার্ব্বতীয় শণ, বাংলা।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, কাবুল ও সিন্ধুদেশ।

বর্ণনা :—সবল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ৯-৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। কতকটা পশমের মত ; কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-৩ ইঞ্চি, বহির্বাস কোমল কিংবা শ্বেতবর্ণ ; বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ $\frac{1}{24}$ ইঞ্চি। জুলাই মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ বেলুচিস্থানে বহু পরিমাণ জন্মে। তথাকার লোকে ইহাকে Kohi-bung কিংবা Mountain Hemp বলে। ইহার বিষক্রিয়া

অতিশয় অধিক বলিয়া কথিত আছে। ইহার ধোঁয়া নাকে দিলে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। দুষ্ট লোকেরা ইহার ধোঁয়া লাগাইয়া লোকজনকে অচৈতন্য করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহার ধূমপান করিলে সমগ্র শরীর শুষ্ক বোধ হয় এবং অতিশয় মত্ততা ও সংজ্ঞাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে।

Fig. :—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 688.

Ref. :—F.B.I., iv, 245 ; Boiss., Fl., Orient., iv, 293.

422. Hyoscyamus muticus Linn. (কোহিবার)

423. H. reticulatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

ভাষানুসারী নাম :—পারসীক যবানী—সংস্কৃত ; খোরাসানী যোয়ান—বাংলা ; খুরাসানী অজবায়ন—হিন্দি ; খোরাসানী যোমান—তামিল ; খোরাসানী বামান—তেলেগু ; খুরসানী, ওবা খুরসান—মহারাষ্ট্র ; খুরসানী অজবা—গুজরাট।

পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ।

বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ ॥

ভাবপ্রকাশ :। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—খুরাসানী যবানীকে পরিসীক যবানীও বলা হয়।

গুণপর্য্যায় :—ইহা গুণে যবানী সদৃশ বিশেষতঃ ইহা পাচক, রোচক, গ্রাহী, মাদক ও গুরু।

জন্মস্থান :—বেলুচিস্থান, বাগ্দাদ, খোরাসান।

বর্ণনা :—ইহা অপরাপর Hyoscyamus গাছগুলির মত, বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পত্র কন্তিত, কাণ্ডে কাঁটা আছে। ফুলের কিনারাগুলি বেগুনে, বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ফুল ও ফল জুলাই আগষ্ট মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ অপরাপর গাছগুলির গুণের তুল্য। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন না।কারণ আয়ুর্বেদ সংহিতা গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। মীর মহম্মদ হোসেন বলেন, এই গাছ তিন রকমের আছে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লালবর্ণ। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গাছই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার পত্রের টাটকা রস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এবং পত্র পেষণ করিয়া ময়দার সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

বালির সহিত ইহার পত্রের পুলটিস দিলে ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজ মদ্যে মিশ্রিত করিয়া বাতে, বক্ষস্থলের ফুলায় এবং গাল গলা ফুলায় ব্যবহৃত হয়। বীজ ½ ড্রাম, পোস্ত ১ ড্রাম, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ ও বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহার বীজ ও সমপরিমাণ অহিফেন অতিশয় মত্ততা আনয়ন করে। বীজের গুঁড়া দন্তরোগে ও গর্ভাশয়ের রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার রস ও বীজের পিষ্ট রস চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। বীজ ঘোটকীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া বন্য ষাঁড়ের চামড়ায় বাঁধিয়া কটিদেশে পরিধান করিলে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ হয় না (Dymock ii, 628)।

ইহা আক্ষেপ নিবারক, অবসাদজনক, বেদনা নিবারক এবং রতি শক্তি হ্রাসকারক। মস্তকের নার্ভের এবং মেরুদণ্ড সংশ্লিষ্ট নার্ভের অবসাদকারক। ইহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে পেশীর অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারে।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**—

বীজ—দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Commelyn, Hort., 77. t. 2 ; Griff., Ic. Pl. Asiat. t. 412.

Ref : –Dymoeck, ii. 626 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., ii, 921.
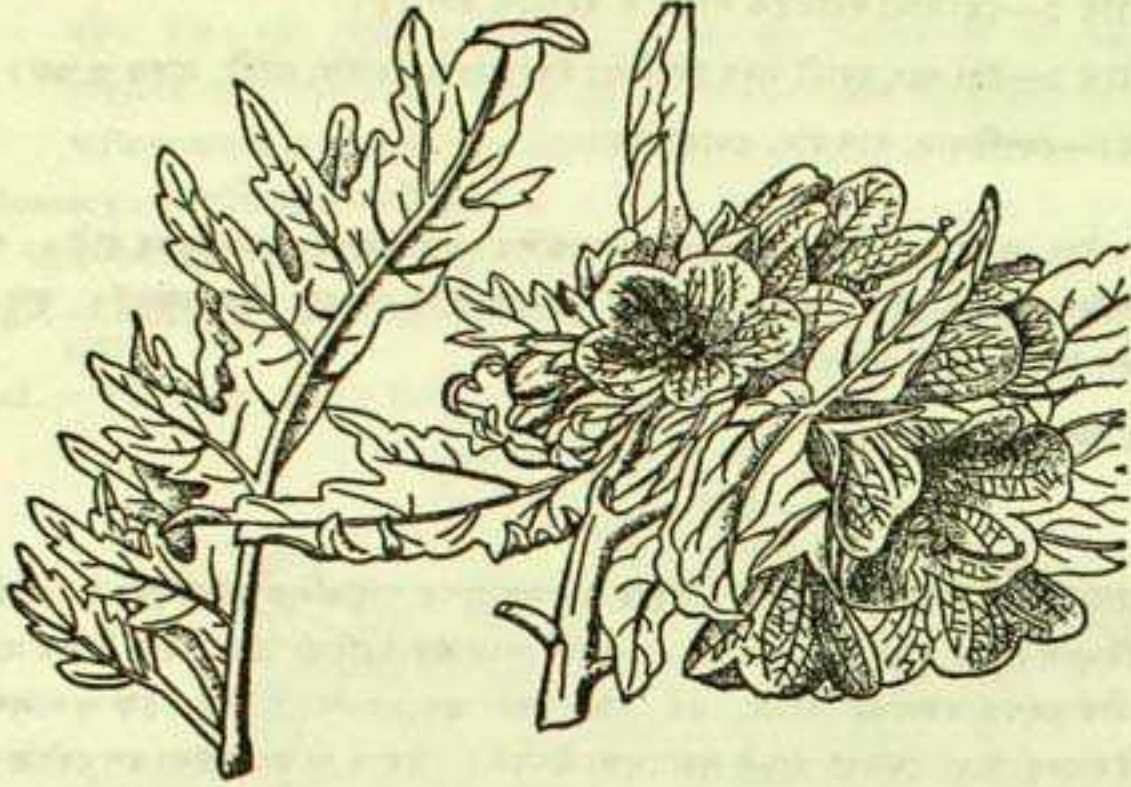
423. Hyoscyamus reticulatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Genus—NICOTIANA Linn.

424. N. tabacum Linn. (তামাক)

ভাষানুসারীনাম :—তাম্রকূট, ধূম্রপত্রা—সংস্কৃত ; তামাক—বাংলা ; তমাখু—হিন্দি ; তমাখু—মহারাষ্ট্র ; তমাকু—গুজরাট ; তম্বাক—আরব ; তম্বাকু—বোম্বে ; তমাকু—পাঞ্জাব ; পুগাই ইলাই—তামিল ; পোগাকু—তেলেগু ; পোলকা—মালয়।

ধূম্রপত্রা চ ধূম্রাহ্বা সুলভা তু স্বয়ম্ভুবা।
গৃধ্রপত্রা চ গৃধ্রাণা ক্রিমিঘ্নী স্ত্রীমলাপহা ॥
ধূম্রপত্রা রসে তিক্তা শোফঘ্নী ক্রিমিনাশিনী।
উষ্ণা কাসহরা চৈব রুচ্যা দীপনকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ধূম্রপত্র', ধূম্রাহ্বা, সুলভা, স্বয়ম্ভুবা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, ক্রিমিঘ্নী, স্ত্রীমলাপহা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ধূম্রপত্রা—তিক্তরস, শোথনাশক, ক্রিমিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কাসনাশক, রুচিকারক এবং অগ্নুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—আমেরিকাদেশীয় গাছ। সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বর্দ্ধমান, রংপুর, দিনাজপুর বিহারের মতিহারী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে চাষ করে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র লম্বা ও বৃহৎ, কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। বহির্বাস ডিম্বাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিকোণাকার। পুষ্পস্তবক লম্বা, ইহার মস্তক কলমের মত। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত, বীজ ছোট, ফলে অনেক থাকে, চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, আকারে পোস্ত অপেক্ষা ছোট, পোস্ত শ্বেতবর্ণ, কিন্তু ইহার বীজ কিছু কৃষ্ণবর্ণ। ভারতে বহুপরিমাণ চাষ হয়। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, কাণ্ড ও সমস্ত উদ্ভিদ্। মাত্রা শুষ্কপত্রচূর্ণ ½-২ আনা। পত্র রস ½-১ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dy. Royle বলেন যে তামাক গাছ পূর্ব্বে ভারতে ছিল না। ইহা ১৬০৫ খৃঃ পোর্তুগীজেরা দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করে। কোন সংস্কৃত বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। তামাক ক্ষুধানাশ করে ও পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত জন্মায়, ইহা মনের উত্থিপ্ততা ও ভীরুতা আনয়ন করে। ইহা স্মরণ শক্তি কমাইয়া দেয় ও ঘন ঘন মূত্র প্রবৃত্তি আনয়ন করে। ইহা দোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিলে spinal cord এর উত্তেজনা আনে এবং আক্ষেপ ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। তামাকের ১/৫ হইতে ১/১৬ গ্রেণ জিহ্বার জ্বালা উৎপাদন করে এবং লালা বাহির করিয়া দেয়। ইহা স্নায়ু সকলের উত্তেজনা আনয়ন করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের জড়তা, নিদ্রালুতা, এলোমেলো স্বপ্ন, রুচিহীনতা ও শ্বাসকষ্ট আনয়ন করে।

Makhzan-el-Adwin বলেন যে, তামাকের ধোঁয়া বিষনাশক এবং কলেরা রোগীকে ইহার ধোঁয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার ধোঁয়া হাঁপানীর শান্তিকর, উপবাসের পর খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। তামাক গাছের ছাই তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দিলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত দূর করে। হুঁকার জল মূত্রকর, এবং হুঁকার কাই শোথঘায়ে দিলে উহা সারিয়া যায়। চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয়।

তামাকের নস্য, চুণ ও কাঠচাঁপার (Caulophyllum inophyllum) ছালের মলম করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ করিলে অণ্ডকোষ প্রদাহ আরাম হয়।

Dr. K.L. Dey তামাকের নিম্নলিখিত প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন :—

তামাকপাতা গুঁড়া —১২ ভাগ	
সুগন্ধি দ্রব্যের গুঁড়া —১৬ ,,	
গুড় —৮৮ ,,	এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয় মাস মাটিতে পুতিয়া পচাইতে হয়।
পাকা কাঁঠাল — ২ ,,	
পাকা চাঁপাকলা —১৬ ,,	
পাকা আনারসের রস— ১ ,,	

২য় প্রণালী

তামাক পাতার গুঁড়া	—১২ ভাগ	এইগুলি মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পরে ব্যবহার চলে।
পাতার শিরার গুঁড়া	— ৬ ,,	
সুগন্ধি দ্রব্য	— ২ ,,	
গুড়	—২২ ,,	
গুঁড়া চুন	— ১ ,,	

তামাকের পাতা মত্ততা আনায়ন করে, ইহা সেবন করিলে দর্শন শক্তি কমিয়া যায়। ইহা বমনকারক, শ্বাসকাস ও কফ নাশক। তামাক শুক্রপীড়া, দাঁতের বেদনা, শোথ-নাশক ও বিছা জীবজন্তুর বিষ নাশক। তামাক কফঘ্ন ও আম নাশক, বেশীমাত্রায় সেবন করলে সংজ্ঞাহীনতা আনায়ন করে এবং বক্ষ ও শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। তামাক অতি মাত্রায় খাইলে পাকস্থলী ও কণ্ঠের উত্তেজনা হয়। অতিমাত্রায় তামাক খাইলে স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা কমিয়া যায় ও শরীরের অবসাদ জন্মে।

নাইকোটিন (nicotine) তামাকের একটি বিশেষ উপাদান। পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা হিতকর। ইহা শোথ রোগে, শ্বাস, ঘুংড়িকাসি ও হিক্কায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের পাতা ছাই করিয়া পেটে স্থাপন করিলে শূল ও পেটকামড়ান আরাম হয়।

তামাক পাতার শিলারস লাগাইয়া অণ্ডকোষে লাগাইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। অতিমাত্রায় তামাক সেবন করিলে, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, স্বরভঙ্গ, পেটবেদনা ও স্মৃতিশক্তির হীনতা হয় (Dymock, ii, 638)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—বায়ের, অনুলোমকারক, বমন কারক, মত্ততা জনক, বস্তিশোধক, বাতের স্ফীতিতে, চর্মরোগে, সর্প বিষে এবং কাঁকড়াবিছার বিষে উপকারী। মৎস্য বিষ।

Fig.—Bentl & Trim., t. 191 ; Wight, Ill., t. 166 ; Lamk, Ill., t. 113 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 689 A.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; B. P., ii, 752 ; Voigt, H.S., 516.
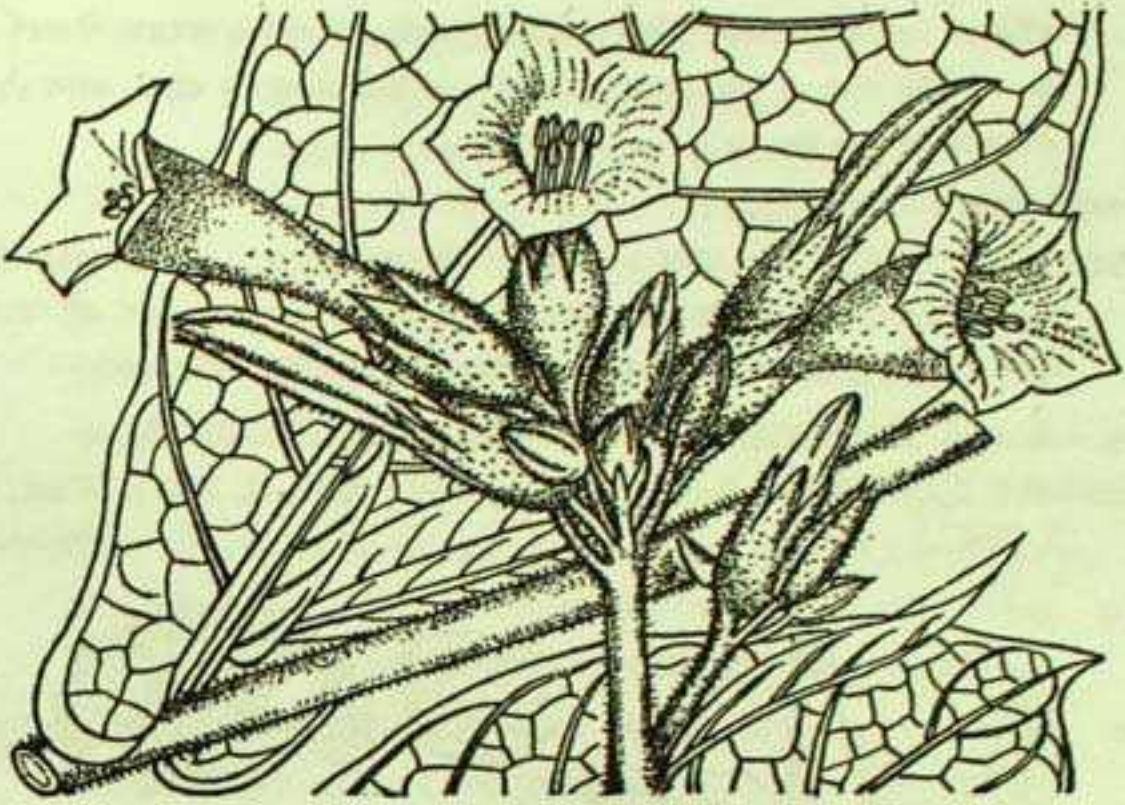
424. Nicotiana tabacum Linn. (তামাক)

Genus—PHYSALIS Linn.

425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

ভাষানুসারী নাম:—টঙ্কারি—সংস্কৃত ; বনটেপারি—বাংলা ; তুলাটি-পাটী—হিন্দি ; বুপারি—তেলেগু ; থান্‌মোরি—বোম্বে ; হাবিকাকুনাজ—পাঞ্জাব।

টঙ্কারী বাতজিৎ তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ।
শোথোদরব্যথাহন্ত্রী হিতা পীঠবিসর্পিণাম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়:—টঙ্কারী।

গুণপর্যায়:—টঙ্কারী বাতপ্রশমক, তিক্ত, শ্লেষ্ম, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক, শোথ, উদর ও ব্যথা নাশক। ইহা পীঠবিসর্পি ব্যক্তিগণের হিতকর।

জন্মস্থান:—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা:—নরম, লোমযুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ইহার শাখাগুলি সরলভাবে জন্মে এবং গাছ ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র ২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পাতার প্রান্তগুলি করাতের ন্যায়

কম্বিত। বোঁটা ১ ইঞ্চি; ফুল এক একটি অয়ে, বৃন্ত লম্বা ও অবনত, পীতবর্ণ ½ ইঞ্চি, ফল ১½ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ব্যাস 1/25 ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—ফল ও উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার ফল বলকারক, মূত্রকর এবং বিরেচক (Stewart)। ইহা গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন দেশে এই গাছের পিষ্ট অংশ চাল ধোয়া জলের সহিত স্তনবন্ধন দৃঢ় করণে প্রয়োগ করে (Dymock)।

Fig.—Rheed, Hort. Mal., x, t. 71 ; Wight, lc., t. 166B, Fig. 6

Ref.—F.B.I., iv, 238 ; Roxb., F.I., i, 563 ; B.P., ii, 750 ; Watt, vi, Pt. I, 224.

425. Physalis minima Linn. (বনটেপারি)

Genus—WITHANIA Pauq.

426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

ভাষানুসারী নাম:—অশ্বগন্ধা—সংস্কৃত; অশ্বগন্ধা—বাংলা; অসগন্ধ—হিন্দি; আসকন্দ, অসন্ধ—মহারাষ্ট্র; আখসন্ধ—গুজরাট; আসান্দ, অমুর—কর্ণাট; পিল্লি-আঙ্গা—তেলেগু; আমুক্করি—তামিল; আমুক্কিরম্—মালয়; আমরবন্ধা—কাণপুর; অমুক্কা—সিংহল, মেহেমন্ বররী—ফ্রান্স।

অশ্বগন্ধা বাজিগন্ধা কম্বুকাষ্ঠা বরাহিকা।
বরাহকর্ণী তুরগী বনজা বাজিনী হয়ী ॥
পুষ্টিদা বলদা পুণ্যা হয়গন্ধা চ পীবরা।
পলাশপর্ণী বাতঘ্নী শ্যামলা কামরূপিণী ॥
কালপ্রিয়করী বল্যা গন্ধপত্রী হয়প্রিয়া।
বরাহপত্রী বিজ্ঞেয়া ত্রয়োবিংশতিনামকা ॥
অশ্বগন্ধা কটূষ্ণা স্যাত্তিক্তা চ মদগন্ধিকা।
বল্যা বাতহরা হন্তি কাসশ্বাসক্ষয়ব্রণান ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অশ্বগন্ধা, বাজিগন্ধা, কম্বুকাষ্ঠা, বরাহিকা বরাহকর্ণী, তুরগী, বনজা, বাজিনী, হয়ী, পুষ্টিদা, বলদা, পুণ্যা, হয়গন্ধা, পীবরা, পলাশপর্ণী, বাতঘ্নী, শ্যামলা, কামরূপিণী কালপ্রিয়করী, বল্যা, গন্ধপত্রী, হয়প্রিয়া, বরাহপত্রী—এই তেইশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অশ্বগন্ধা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস। মদগন্ধযুক্ত, বলকারক, বায়ুনাশক, কাস, শ্বাস, ক্ষয় এবং ব্রণনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বস্থানে জন্মে। উত্তরবঙ্গ হুগলী, হাওড়া জেলার বাগানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গাছ ১—৫ ফুট উচ্চ হয়। শাখাগুলি গোলাকার, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। পত্র ২—৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, পত্রে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্রবৃন্ত ১/৪-১/২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১/৪ ইঞ্চি। ইহার ফুল পত্রের বৃন্তদেশ হইতে বাহির হয়। ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ছোট কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত কিংবা পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা। ফল মটরের ন্যায়, ১/৪-১/৩ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ। বীজ ১/১২ ইঞ্চি, মসৃণ ও চেপ্টা। শিকড় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। শিকড়ের গন্ধ ঘোড়ার গন্ধের ন্যায় বলিয়া ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। অক্টোবর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও মূল, বীজ। মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা, ক্বাথ ২-৪ আনা।

বৈদ্যকে অশ্বগন্ধার ব্যবহার।

চরক :—শ্বাসে অশ্বগন্ধামূলক্ষার—শ্বাস রোগীকে ঘৃতমধুসহ অন্তর্ধূমদগ্ধ অশ্বগন্ধার ক্ষার সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত :—শোষে অশ্বগন্ধা—শোষরোগী কুট্টিত অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া-সহ দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বস্ত্রপূত করিয়া পান করিবে। কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধা ক্বাথ মন্থন পূর্ব্বক তদুত্থিত মাখনের ঘৃত পান করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। মাত্রা ১/২ তোলা হইতে এক তোলা।

চক্রদত্ত : (১) **বাতব্যাধিতে অশ্বগন্ধা**—অশ্বগন্ধার কাথ ও কল্কে এবং ঘৃত চতুর্গুণ-গব্যদুগ্ধ সহ গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করাইব। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংস বর্দ্ধক (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) **উদরোপদ্রববোদ্ভূতে শোথে অশ্বগন্ধা**—উদর রোগে শোথ হইলে, গোমূত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক পান করাইবে (উদর চিঃ)। (৩) **বন্ধ্যাত্বে অশ্বগন্ধা**—ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধার কাথে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্নাতা বন্ধ্যাবালা পান করিবে। ইহা গর্ভপ্রদ (যোনিব্যাপৎ চিঃ) (৪) **শিশুর কৃশতায় অশ্বগন্ধা**—শীর্ণ শিশুকে পুষ্ট করিবার জন্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তিলতৈল কিম্বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধা চূর্ণ সেবন করাইবে (রসায়নাধিকার)। মাত্রা—বয়সানুসারে স্থির করিবে।

ভাবপ্রকাশ :—হৃদয়গত বায়ুরোগে অশ্বগন্ধা—বায়ু হৃদয়গত হইলে, অশ্বগন্ধা উষ্ণ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবা (মঃ খঃ ২৫ ভাঃ)।

বঙ্গসেন :—নষ্টনিদ্রের নিদ্রাজননার্থ অশ্বগন্ধা :—অশ্বগন্ধাচূর্ণ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ লেহন করিলে, নষ্ট নিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ (জলদোষাদি যোগাধিকার)।

মূলপ্রত্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল বলকারক। রসায়ন। ইহা বালকদিগের দৌর্বল্যে ক্ষয়রোগে ও বৃদ্ধদিগের বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dutta)।

ক্ষয়কাসে অশ্বগন্ধার শিকড়ের কাথ ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ, এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে বালকদিগের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

অশ্বগন্ধা ১০ পল (পল ৮ তোলা)। বৃদ্ধদারক (Argyreia speciosa) ৮ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে ইহা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারীতে তৃপ্তিলাভ হয় না। ইহা পান করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ করা যায়। অশ্বগন্ধা মূল, পিষ্টপত্র—পৃষ্ঠব্রণ, নালিঘা, এবং কষ্টকর ফুলায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার পত্র অতিশয় তিক্ত, পত্রের রস খাইলে অবিরাম জ্বর আরাম হয়। অশ্বগন্ধা ফল মূত্রকর। ইহার বীজ দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়।

অশ্বগন্ধা নিদ্রাকর। বীজ মূত্রকর ও নিদ্রাকর (Irvine)। অশ্বগন্ধার শিকড় বাতনাশক ও অম্লরোগ নাশক।

ইহার Alkaloid ইনজেক্শান দিলে আক্ষেপ ও সংজ্ঞাহীনতা জন্মে। বৈদ্যশাস্ত্রে কাকলী ও ক্ষীরকাকোলীর স্থানে অশ্বগন্ধা ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—রসায়ন, কামোদ্দীপক, বলকারক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক। প্রস্রাবকারক, নিদ্রাকারক, গর্ভপাত কারক, বাতে উপকারী। অম্লরোগ-নাশক। বৃদ্ধবয়সের বলাধানকারক ও শিশুদিগের পুষ্টিকারক।

পাতা :—তিক্ত। পাতার রসে জ্বর আরাম করে।

বাটাপাতা ও থেঁতোকরা মূল :—যন্ত্রণাদায়ক ফুলায়, কার্বাঙ্কল ও ক্ষতে উপকারী।

ফল :—প্রস্রাবকারক।

বীজ :—নিদ্রাকারক। প্রস্রাবকারক এবং দুগ্ধ জমাইবার ক্ষমতা রাখে।

মন্তব্য : যে সকল দ্রব্য "সদৈবার্দ্রা প্রয়োক্তব্যা" বলিয়া বিধি আছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা অন্যতম। অশ্বগন্ধা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়। চরকের বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার কাথে তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ("কল্কো'হয়—মশ্বগন্ধায়াঃ" চিঃ ২৮ অঃ)। ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নাম নাই। সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরকে অশ্বগন্ধা বল্যবর্গে পঠিত হইয়াছে।

Fig :—Rheede, Hort, Mal, iv., t. 55 ; wight, lc., t. 853.

Ref :—F.B.I., iv. 239 ; Roxb ; Fl., I., i, 561 ; B. P. ii, 750 ; Baine, H.H., 249.
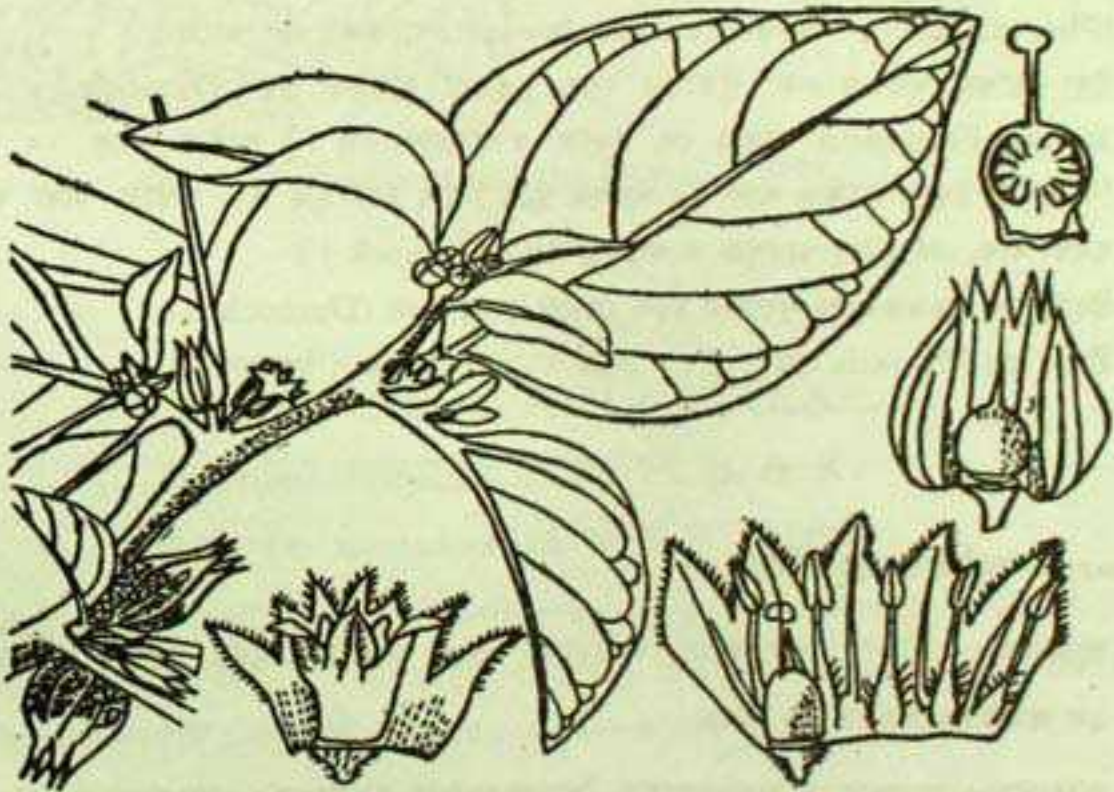
426. Withania somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

ভাষানুসারী নাম :—পীতভৃঙ্গী—সংস্কৃত ; অশ্বগন্ধা —বাংলা ; ভান্‌রা—হিন্দী ; ভাজরা—বোম্বে।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও শতদ্রু (Sutlej) প্রভৃতি স্থানে সর্বত্র জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট ধূসরবর্ণ গাছ। পত্র অতিশয় ঘন ঘন জন্মে, ধূসরবর্ণ, লোমাবৃত। পত্রের অগ্রভাগ মোটা, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বোঁটা ক্ষুদ্র, ⅛-⅙ ইঞ্চি। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের বহির্বাস ⅛ ইঞ্চি। পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। ফল ⅙ ইঞ্চি, চামড়ার মত শক্ত। ফল ঘন ঘন জন্মে। ইহার ফল ও বীজ পূর্বলিখিত অশ্বগন্ধার মত (C. B. Clarke)। ইহার শুষ্কফল বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাকে পুনির যাফটা (Punir-Jafata) বলে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পক্ব ফল বমনকারক। ইহা অম্ল, পেটফাঁপা ও পেট বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পিষ্ট রস, Rhazya stricta Dc. গাছের পত্রের সহিত বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্কফল দুগ্ধ জমাট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। পক্বফল বেদনানিবারক এবং শান্তিকর গুণ আছে।

ইহা রসায়ন, মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। Sir James Fergusson বলেন যে, ইহার ৪ আউন্স ফল ১½ পাইন্ট জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া উহার অর্দ্ধেক অংশ ৫৫ গ্যালন দুগ্ধে দিলে উক্ত দুগ্ধ ১½ ঘণ্টার মধ্যে ছানা হইয়া যায়, এই ছানা স্বাদশূন্য ও গন্ধশূন্য হয় (Dymock))

ইহার ফল মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার গুণ Physalis এর তুল্য। উভয় গাছের ফল রক্ত পরিষ্কারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কফল—পেটফাঁপা, শূলবেদনা, অগ্নিমান্দ্য এবং অন্যান্য পেটের যন্ত্রণায় উপকারী। দুগ্ধ জমাটকরণের ক্ষমতা আছে।

পক্বফল—বমনকারক, স্নিগ্ধতাকারক, শৈত্যগুণসম্পন্ন, রসায়ন, প্রস্রাবকারক, পুরাতন যকৃৎ রোগে উপকারী।

Fig :—Wight, lc., t. 1616 ; Stocks, in Hork., lc., t. 801 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 682.

Ref :—F.B.I., iv, 240 ; Boiss., Fl. Orient., iv. 288.

427. Withania coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

LXXIV. SCROPHULARINEAE.

Genus--HERPESTIS H. B. & K.

428. H. monniera. H. B. & K. (ব্রাহ্মী)

ভাষানুসারী নাম :—ব্রাহ্মী—সংস্কৃত ; বিরমীশাক—বাংলা ; শ্বেত-চামলী, ব্রাহ্মী—হিন্দি ; নীরব্রাহ্মী—তামিল ; শাম্বাণীচেট্টু—তেলেগু ; ব্রাহ্মী—মহারাষ্ট্র ; ব্রাহ্মী—গুজরাট ; ঔদেলগ—কর্ণাট ; বামব্রহ্মী—বোম্বে ; জর্ণব—ফ্রান্স ; নুণুবিল—সিংভূম।

ব্রাহ্মী সরস্বতী সৌম্যা সুরশ্রেষ্ঠা সুবর্চ্চলা।
কপোতবেগা বৈধাত্রী দিব্যতেজা মহৌষধী॥
স্বায়ম্ভুবী সোমলতা সুরেজ্যা ব্রহ্মকন্যকা।
মণ্ডূকমাতা মৎস্যাক্ষী মণ্ডূকী সুরসা তথা॥
মেধ্যা বীরা ভারতী চ বরা চ পরমেষ্ঠিনী।
দিব্যা চ শারদী চেতি চতুর্বিংশতিনামকা॥

ব্রাহ্মী হিমা কষায়া চ তিক্তা বাতাস্রপিত্তজিৎ।
বুদ্ধিং প্রজ্ঞাং চ মেধাং কুর্য্যাদায়ুষ্যবর্দ্ধনী ॥

রাজনিঘন্টুঃ। পর্পট্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—ব্রাহ্মী, সরস্বতী, সৌম্যা, সুরশ্রেষ্ঠা, সুবর্চ্চলা, কপোতবেগা, বৈধাত্রী দিব্যতেজা, মহৌষধী, স্বায়ম্ভুবী, সোমলতা, সুরেজ্যা, ব্রহ্মকন্যকা, মণ্ডূকমাতা, মৎস্যাক্ষী, মণ্ডূকী, সুরসা, মেধ্যা, বীরা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, দিব্যা, শারদী—এই চব্বিশটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—ব্রাহ্মী শীতবীর্য্য, কষায়তিক্তরস। বায়ু, রক্তদোষ, এবং পিত্ত নাশক। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধা ও আয়ুবর্দ্ধক।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের বহুস্থানে, পুকুরের কিনারায় ও নদীর ধারে, আর্দ্র ভূমিতে জন্মে।

বর্ণনাঃ—লতানে উদ্ভিদ; ভিজা মাটিতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড অতিশয় নরম, রসযুক্ত, গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ½-¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের বিপরীত দিকে যুগ্মপত্র জন্মে। বোঁটা কাণ্ডে সংলগ্ন। পত্রের কিনারা অখণ্ডিত, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ ডিম্বাকৃতি; পত্রের শিরা অস্পষ্ট। ফুল ফিকে নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। ইহার শিরাগুলি বেগুনে। বহির্বাস ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ভাগে বিভক্ত, উপরের পাপ্‌ড়ি ডিম্বাকৃতি। পুষ্পস্তবক গোলাকার ও লম্বা। পুংকেশর ৪টি—২টি ছোট ও ২টি বড়। বীজকোষে ২টি ঘর আছে, বীজ ফিকে, বীজাধারে বীজ অনেক হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। সমগ্র গাছ তিক্ত।

ব্যবহার্য অংশঃ—মূল, পত্র, কাণ্ড। রস ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ ½-২ আনা।

বৈদ্যকে ব্রাহ্মীর ব্যবহার

চরকঃ—অপস্মারে ব্রাহ্মীস্বরস—অপস্মারী, মধু সহ ব্রাহ্মীর স্বরস পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)।

সুশ্রুতঃ—মেধা ও আয়ুঃ কামানার্থ ব্রাহ্মী—মেধা ও আয়ুঃকামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি-ভোজন পরিত্যাগপূর্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাতাভিহত ব্রাহ্মীর স্বরস গ্রহণ করিয়া বলানুসারে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঔষধ পরিপাক হইলে লবণ বর্জ্জিত যবাগূ পান করিবে। যদি নিত্য দুগ্ধপানের অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধের সহিত যবাগূ সেবন করিবে এবং এই প্রকার সপ্তরাত্র সেবন করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী ও মেধাবী হওয়া যায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে অতীপ্সিতগ্রন্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়। এবং বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে শতবাক্য-মাত্র উচ্চারিত হইলে তাহা ধারণা করা যায়। এইরূপ একবিংশতিরাত্র সেবন করিলে মূর্তিমতী সরস্বতী শরীরে আবির্ভূতা হয়েন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় (চিঃ ২৮ অঃ)।

বঙ্গসেন :—মসূরিকায় ব্রাহ্মীরস—যাহার বসন্ত হইয়াছে সে মধুযোগে ব্রাহ্মীরস পান করিবে (মসূরিকা—চিঃ))

চক্রদত্ত : —উন্মাদে ব্রাহ্মী—কুড়চূর্ণ ও মধু সহ ব্রাহ্মীরস সেবন করিলে যে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ (উন্মাদ চিঃ)।

মুল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ব্রাহ্মী স্নায়বিক রোগে বলকারক ঔষধ এবং স্বরভঙ্গ ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Dutt)।

ইহা মূত্রকর ও মৃদুকষায় (Ainslie, Met, Med., ii, 239)। Dr. Roxburgh বলেন, পাতার রস পেট্রোলিয়ামের সহিত বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়।

ছোট চামচের এক চামচ রস ছোট বালকদিগকে খাওয়াইলে সামান্য ক্লেদ হইয়া সর্দি ও বুকের কষ্টকর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া সর্দি আরাম হয় (U. C. Dutt)।

ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। ব্রাহ্মী, বচ, হরীতকী, বাসকের শিকড়, পিপুল, এই কয়টি গুঁড়া করিয়া সমপরিমাণ মাত্রায় মধুর সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ বা গলাভাঙ্গা রোগ আরাম হয়।

মৃগাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহার রস পান করাইবে। শিশুর কফ ও কাসে ব্রাহ্মী অল্প গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কাস আরাম হয় (R. N. Khori)।

বাতজনিত দুর্ব্বলতা, শুক্রহীনতা ও অপস্মার রোগে ব্রাহ্মীর রস হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—স্নায়বিক রসায়ন। হাঁপানি, অপস্মার, উন্মাদ, ও স্বরভঙ্গে উপকারী। প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

ডাঁটা ও পাতা—সর্পদংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক সংজ্ঞা স্থাপনবর্গে বয়স্থা পাঠ করিয়াছেন। চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"বয়স্থা ব্রাহ্মী"।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., x. t. 14 ; Bot, Mag., t. 2557 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696C.

Ref —F.B.I., iv, 272 ; Roxb., F.I., ii, 94 ; B.P., ii, 765 ; Prain, H. H., 251.
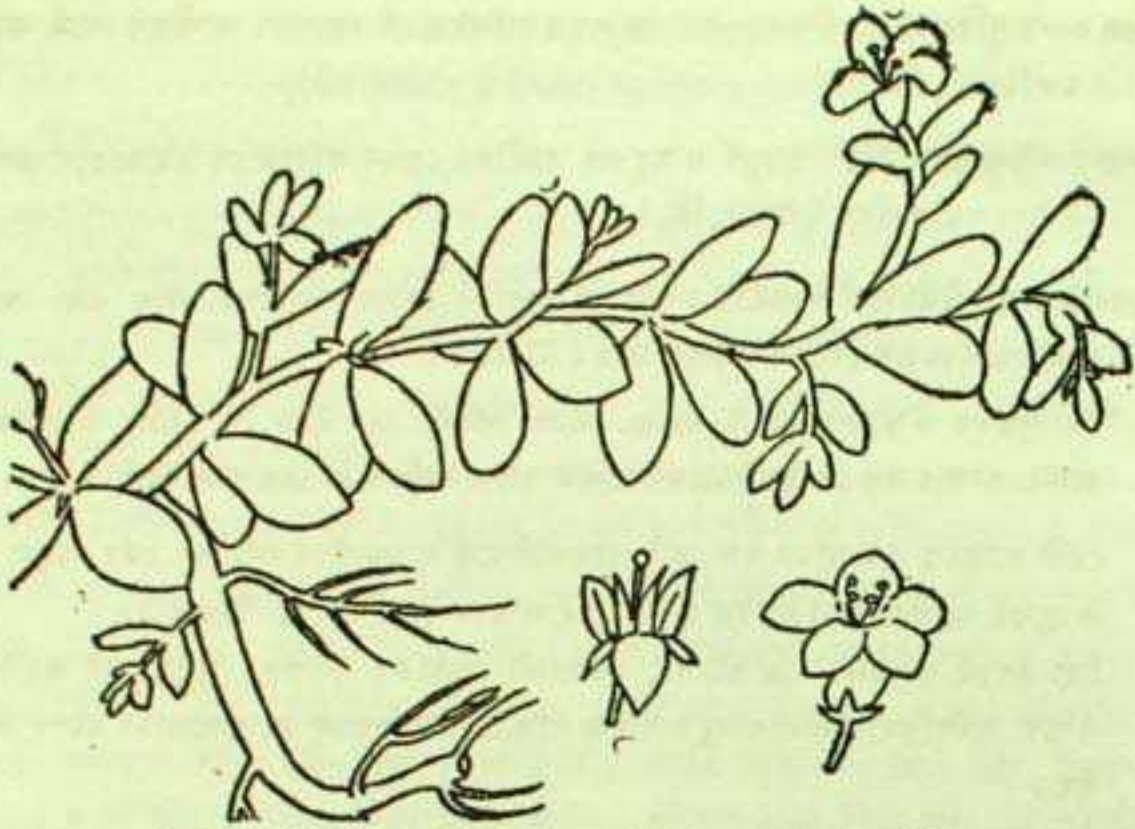
428. Herpestis monniera. H. B. & K. (ব্রাহ্মী)

Genus—PICRORHIZA Royle.

429. P. Kurrooa Royle. (কট্‌কী)

ভাষানুসারী নাম :—কটুকা—সংস্কৃত ; কট্‌কী—বাংলা ; কট্‌কী—হিন্দি ; কট্‌কী—মহারাষ্ট্র ; কুড়—গুজরাট ; কেদার কট্‌কী—কর্ণাট ; কট্‌করোহিণী—সিংহল ; কাটক্‌রোহিণী—তেলেগু ; কাটুকুরোগাণি—তামিল ; কট্‌কুরোহণী—মালয়।

কটুকা জননী তিক্তা রোহিণী তিক্তরোহিণী।
চক্রাঙ্গী মৎস্যপিত্তা চ বকুলা শকুলাদনী ॥
সাদনী শতপর্বা স্যাৎ চক্রাঙ্গী মৎস্যভেদিনী।
অশোকরোহিণী কৃষ্ণা কৃষ্ণভেদা মহৌষধী ॥
কট্‌্বাঙ্গী কাণ্ডরুহা কটুশ্চ কটুরোহিণী।
কেদারকটুকাঽরিষ্টাঽপ্যামঘ্নী পঞ্চবিংশতিঃ ॥
কটুকাঽতিকটুস্তিক্তা শীতপিত্তাস্র দোষজিৎ।
বলাসারোচকশ্বাস-জ্বরঘ্নভেদনী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কটুকা, জননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্বা, চক্রাঙ্গী মৎস্যভেদনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদা, মহৌষধী, কটু, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুরোহনী, কেদারকটুকা, অরিষ্ট, আময়ী,—এই পঁচিশটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—কটুকা—অতিকটু তিক্ত রস, শীতপিত্ত, রক্ত দোষনাশক। বলাস নাশক চক্ষুরোগ, অরুচি, শ্বাস ও জ্বর নাশক, এবং রেচক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশে ও কাশ্মীর এবং সিকিম কুমায়ুন ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—মূলার ন্যায় কন্দযুক্ত গুল্ম। মূলে সরু শিকড় আছে। গাছের কাণ্ড শক্ত; কন্দ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা। ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড শক্ত হইয়া উপরিভাগে উত্থিত হয়, ইহাতে পত্র থাকেনা এবং অনেক ফুল হয়। পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুষ্পস্তবক ছোট পুংকেশরযুক্ত, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটী নাম চক্রাঙ্গী। কারণ ইহার গাত্রে আঙ্গুলের ন্যায় দাগ আছে এবং ইহার গাঁইট অনেক বলিয়া শতপর্ব্বা বলে। কটকী গাছ অপর গাছে জড়াইয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড় ও কন্দ। কন্দচূর্ণ ১-২ আনা। বিরেচনার্থ ৫ আনা।

বৈদ্যকে কটকীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **হৃদ্রোগে** কটকী—যষ্টিমধু ও কটকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শর্করা যোগে জলের সহিত পান করিবে। ইহা হৃদ্রোগে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) **স্তন্যশুদ্ধিতে** কটকী—যে প্রসূতির স্তন্যের দোষ আছে তাহাকে কটকীর কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **কফপিত্তজ্বরে** কটকী—দুইতোলা কটকীচূর্ণ চিনির সহিত উষ্ণজল যোগে পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। বিরেচনার্থ আমরা কটকীর যে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই প্রযোজ্য। (২) **হিক্কায়** কটকী—স্বর্ণগৈরিকচূর্ণ ও কটকীচূর্ণ সমভাগে মধু যোগে হিক্কারোগী লেহন করিবে (উঃ ৫০ অঃ)।

মূলপ্রত্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কটকী রসায়ন, পিত্তনিঃসারক ও পাচক। কামলারোগে পিত্তের বিকৃতিতে, অজীর্ণে ও গ্রহণীরোগে ইহা বিশেষ হিতকর। যকৃতের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। বিষম জ্বরে কটকী একটী অতি উত্তম ঔষধ। কটকী ক্রিমিনাশক (R. N. Khory)।

ইহা অম্লরোগে এবং যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগে বড়ই উপকারী। পাকযন্ত্রের রোগে কট্‌কী ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩/৪ বার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (Mooden sheriff)।

শোথরোগে ইহার উগ্রকাথ দিবসে ৩৪ বার ৩।৪ দিন সেবন করিলে জলবৎ ভেদ হইয়া শোথ আরাম হয়। কখন বা উহা ১ সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে (Watt)।

কট্‌কীর পালাজ্বর নাশক শক্তি কুইনাইনের অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু তিক্ত ও বলকারক ঔষধ রূপে ইহা বড় উপকারী। ইহার শিকড় বিরেচক, যদি সামান্য জ্বর হয় এবং উহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে দাস্ত করাইয়া ইহা জ্বর কমাইয়া দেয়। একটি ম্যালেরিয়া রোগীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইহা খাওয়াইয়া উহার গাত্রের তাপ ১০১° হইতে ৯৯.৫° হয়—২ দিন তাহার দাস্ত কমে নাই, তৃতীয় দিনে কিছু কম পরিমাণে খাওইবার পর পেট ধরিয়া যায় ও জ্বর একেবারে বন্ধ হয় (Report Ind Drugs.)।

কট্‌কীর গুঁড়া ২ ড্রাম চিনি ও গরম জলের সহিত পান করাইলে বিরেচনের কাজ করে।

পিত্তজ্বরে কট্‌কীর মূল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ এবং নিমের ছাল প্রত্যেক ½ তোলা ও জল ৩২ তোলা লইয়া পাক করিবে এবং ¼ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

কট্‌কী, বট, হরীতকী, চিতামূল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম পরিমিত গোমূত্রের সহিত পান করিলে দারুণ অম্লরোগের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—তিক্ত, বিরেচক, অগ্নিদীপক, জ্বরে, অগ্নিমান্দ্যে এবং বিরেচক ঔষধে উপদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর আদর্শবিশেষে উষ্ণদুগ্ধে প্রক্ষালন পূর্বক কট্‌কী শোধন করিবার উপদেশ আছে। **চরক**, ভেদনীয়, স্তন্যশোধন ও লেখনীয় বর্গে কটুকী পাঠ করিয়াছেন। যে দ্রব্য দেহের ধাতু ও মল শোধন পূর্বক কর্ষণ করে তাহাকে "লেখন" বলে। **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন—"ধাতূমলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনন্তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ। নব্যেরা কট্‌কীকে 'টনিক' অর্থাৎ বল্য বলেন।

Fig.—Royel, Ill., 291, t. 71 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 669 ; **Ref.**—F. B. I., iv, 290.
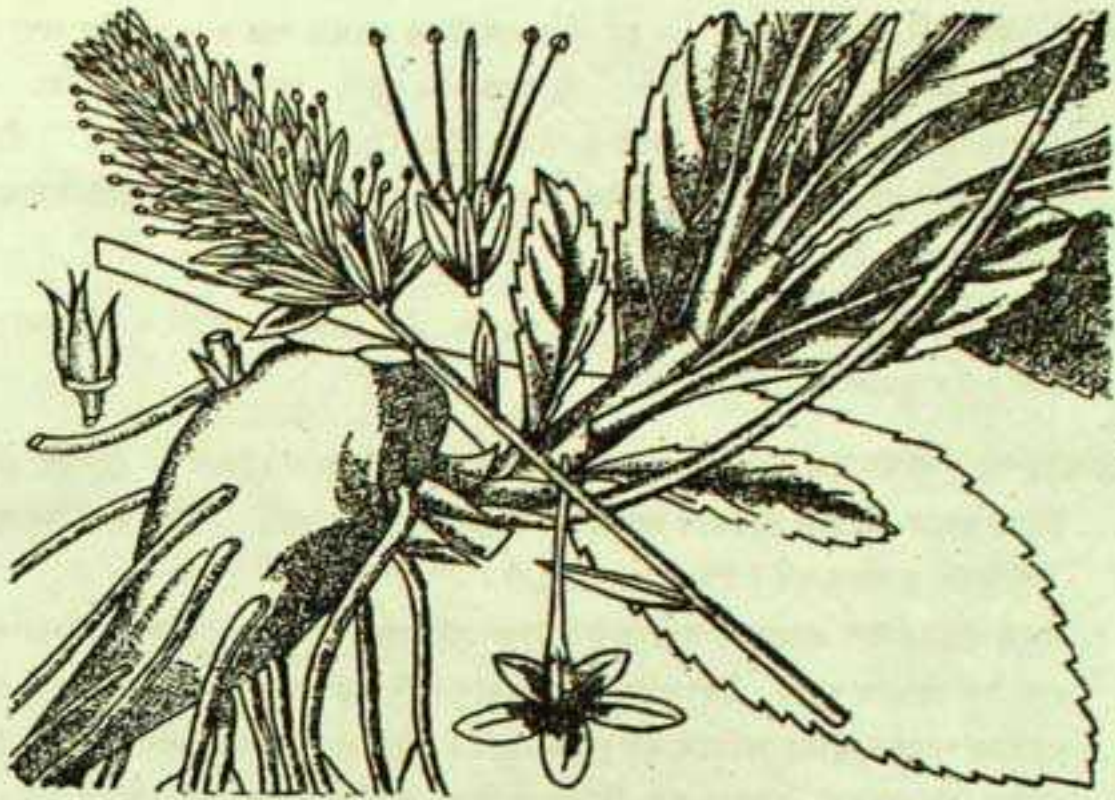
429. Picrorhiza Kurrooa Royle. (কট্‌কী)

Genus—CELSIA Linn.

430. C. coromandeliana Vahl. (ছোট কুক্‌সিমা)

ভাষানুসারী নাম :—কৃতকেশী কুকুন্দর, কুলহল—সংস্কৃত ; ছোট কুক্‌সিমা—বাংলা ভামবাহু—হিন্দি ; কোলহল—বোম্বে।

কুকুন্দর স্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দর : কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষজৎ॥
ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কুকুন্দর, তাম্রচূড়, সূক্ষপত্র ও মৃদুচ্ছদ—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কুকুন্দর—কটুতিক্তরস, জ্বর, রক্তদোষ, কফনাশক। ইহার আর্দ্রমূল মুখে রাখিলে পিপাসা নষ্ট হয়।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব হইতে সিংহল। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ময়দান ও বাগানে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, মোটা ও নরম। পত্র ২—৪ ইঞ্চি লম্বা। গভীর ভাবে বিভক্ত, মোটা ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ফুট। পুষ্পবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। পুষ্পের ব্যাস ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ ; পুংকেশর লোমময়। বীজকোষ অল্প গোলাকার, ½-¾ ইঞ্চি। বীজ লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ্। মূল, পত্ররস, ১-২ তোলা ; মূলচূর্ণ ২-৮ আনা ; মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

মুলপ্রাম্বাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—উদ্ভিদ্ ঈষৎ তিক্ত এবং চট্‌চটে। দেশীয় লোকেরা ইহার রস ১ আউন্স পরিমাণ জ্বরনাশক বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা রক্ত আমাশয় ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)।

সমগ্র গাছের রস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ½ ছটাক পরিমাণে ব্যবহার করিলে উপদংশজনিত স্ফোটক আরাম হয়। ইহার রস সমপরিমাণ সরিষার তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে বাত ও পায়ের জ্বালা আরাম হয় (Watt)। ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে পিপাসা দূর হয় (Watt)। পাতার রস চিনির সহিত খাইলে রক্তঅর্শের শান্তি হয়। ইহা অতিশয় বমনকারক। বালকদের সর্দ্দি ও বক্ষপ্রদাহে ইহার রস হিতকর। ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)।

পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে। এ দেশীয় লোকে ইহার ½ ছটাক পরিমাণ রস রক্ত-অতিসার ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন (Dymook, iii, 4)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতার রস : স্নিগ্ধতাকারক, সঙ্কোচক, উদরাময় এবং আমশয়ে উপকারী।
গাছের রস : চর্ম্মের স্ফোটক ও জ্বরে ব্যবহার্য্য।

মন্তব্য : কৃক্‌সিমা অবসাদক, এবং অতিসারে ধারক। ইহার ডাঁটায় ও পাতায় লোম আছে। পাতা নরম। পত্র প্রান্ত তরঙ্গায়িত। সমগ্র উদ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ।

Fig—Wight. III, t. 165 ; & Ic., t. 1406 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 691.

Ref—F.B.I., iv, 251 ; Roxb., F.I., iii., 100 ; B.P., ii, 757 ; Prain. H.H., 250.

430. Celsia coromandeliana Vahl. (ছোট কুকশিমা)

Genus—LINDENBERGIA Lehm.

431. L.urticaefolia Lehm (হলদে বসন্ত)

L. indica (Linn) O. Kntze

ভাষানুসারী নাম :—হলদে বসন্ত—বাংলা ; গান্ধানার—বোম্বে ; ঢোল—মহারাষ্ট্র ; ভিন্টী-চাটি—গুজরাট।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, পুরাতন দেওয়ালের উপর ও নদীর কিনারায় জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম। ৪-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। কাণ্ড ও পত্র লোমযুক্ত। কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্ম পত্র হয়। শাখাগুলি বহুপত্রবিশিষ্ট। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, বহুশিরা-যুক্ত, কিনারা কর্তিত। প্রত্যেক গাঁইট হইতে এক একটি ফুল বাহির হয়। ফুল ছোট, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পনল পীতবর্ণ। বীজকোষ লোমযুক্ত। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্রের রস।

মূলপ্রস্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কঙ্কনদেশে ইহার রস বক্ষপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় এবং ধনে গাছের সহিত মিশাইয়া চর্মরোগে প্রয়োগ করে। ইহা অতিশয় তিক্ত ও সৌগন্ধ-যুক্ত (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রস—পুরাতন কাসিতে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 875 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 694.

Ref.—F. B. I., iv, 262 ; Roxb., F. I., iii, 94 ; B. P., ii, 764 ; Prain, H. H., 250.

431. Lindenbergia urticaefolia Lehm. (হলদে বসন্ত)

Genus—LIMNOPHILA R. Br.

432. L. gratissima Blume (কর্পূর)

L. aromafica (Lamk) Merr.

ভাষানুসারী নাম :—অম্বু—সংস্কৃত : কর্পূর—বাংলা ; কুট্টা—হিন্দি ; অম্বুলি—মহারাষ্ট্র ; মন্নানারী—মালয়।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুরে জন্মে।

বর্ণনা :—মসৃণ লোমযুক্ত উদ্ভিদ্। জলে কিম্বা জলাভূমিতে জন্মে। কাণ্ড মোটা, নরম ও সরল, ১-২ ফুট উচ্চ, প্রায় শাখা হয় না। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, ডাঁটার বিপরীত দিকে যুগ্মপত্র হয়। কখন বা তিনটি দেখা যায়। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, অগ্রভাগ সরু অবনত। ফুল এক একটি হয়। ফল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বেগুনে

দাগ আছে। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা ; ফুলের বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। বীজকোষ লম্বা। অগ্রভাগ সরু। উদ্ভিদ্ দেখিতে অনেকটা কুলেখাড়ার ন্যায়—কুলেখাড়া গাছে কাঁটা আছে—ইহাতে কাঁটা নাই। বর্ষাকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রাম্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বরে স্নিগ্ধকর ঔষধ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের রস—প্রতিষেধক। জ্বরে স্নিগ্ধকর। স্ত্রীলোকদের স্তনদুগ্ধ যখন অল্প হয়, তখন তাহাদিগকে ইহার রস খাওয়াইলে দুগ্ধশোধিত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696A.

Ref.—F. B. I.,iv, 268 ;B.P., ii, 264 ; Prain, H. H., 251.

432. Limnophila gratissima Blume. (কর্পূর)

433. L. gratioloides R. Br. (কার্পুর)

L. indica (Linn) Druce

ভাষানুসারী নাম :—অম্বরগন্ধক—সংস্কৃত ; কার্পুর—বাংলা।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের ধানজমিতে ও আর্দ্রস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ধান জমিতে জন্মে ; সচরাচর গাছের কতক অংশ জলে ডুবিয়া থাকে। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। ইহার গন্ধ তার্পিনের ন্যায়। ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। গাছের কাণ্ড নরম ও মোটা। কাণ্ডের উভয় দিকে একটির পর একটি পত্র জন্মে ; ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ¾ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ⅕-¼ ইঞ্চি লম্বা। এই গাছের আরও ২টি জাতি আছে—Var. intermedia এবং Var. elongata ; প্রথমটির কাণ্ড মোটা। পত্র ঘন ঘন থাকে—ইহা উত্তরপশ্চিম ভারত, মোরাদাবাদ ও গাড়োয়াল নামক স্থানে দেখা যায়। দ্বিতীয়টির কাণ্ড লম্বা—ইহা দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যায় দেখা যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত এই গাছের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা বিষদোষনাশক। ইহার রস গায়ে লাগাইলে সংক্রামক রোগ হয় না। ইহার রসের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে উহা সারিয়া যায় (Rheede)।

Dr. Roxburgh ইহাকে Columnea balsamea বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছের টাট্‌কাগন্ধ কর্পূরের মত বলিয়া ইহার বাংলা নাম কাপূর।

Limnophila Roxburghii G. Don. নামে আর এক প্রকার গাছ আছে। ইহা ছোটনাগপুর ও উত্তরবঙ্গে পুষ্করিণীর ধারে প্রচুর জন্মে—ইহাকে বাংলায় কালাকপূর বলে।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—প্রতিষেধক।

গাছের রস :—প্লেগ রোগে গায়ে মাখিলে উপকার হয়। আদা, জীরা, এলাচ, লবঙ্গ এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া আমাশয়ে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকার হয়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix, 85 & xii, t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696 B ; Burm., Fl. Zey., t. 55. Fig. I.

Ref.—F.B.I., iv, 271 ; Roxb., F.I., iii, 97 ; B.P., ii, 764 ; Prain, H. H., 251.
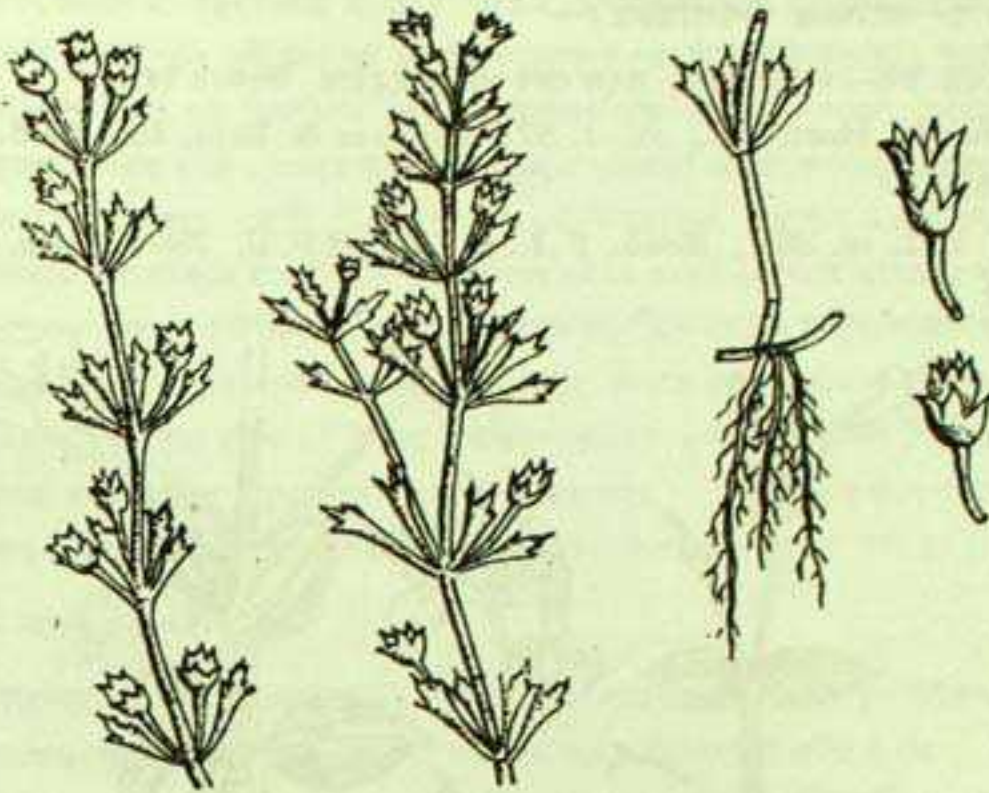
433. Limnophila gratioloides R. Br. (কার্পূর)

Genus—LINDERINA ALL.

434. L. pyxidaria ALL (বকপুষ্প)

ভাষানুসারী নাম :—বকপুষ্প—বাংলা ; বকপুষ্পী—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে জন্মে।

বর্ণনা :—সরল, চিক্কণ লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। গাছের গোড়া হইতে শাখা বাহির হয়। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পত্র $\frac{১}{২}$-$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি লম্বা ; বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ মোটা, দেখিতে ছোলা পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড নরম, উহা পত্রের দ্বিগুণ লম্বা। বহির্বাস $\frac{১}{৮}$-$\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপ্ড়ি ৩টি, বোঁটার দিক নলাকৃতি। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা গণোরিয়ার ঔষধ (Dymock, iii, 14)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের রস—বালকদিগের সবুজ ভেদ হইলে ইহাতে উপকার হয়।

Fig :—Rheede, Hort.Mal., ix, t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 698 A.

Ref :—F. B. I. iv, 281 ; Roxb., F. I., i, 137 ; B.P. ii, 769 ; Prain, H. H., 252.
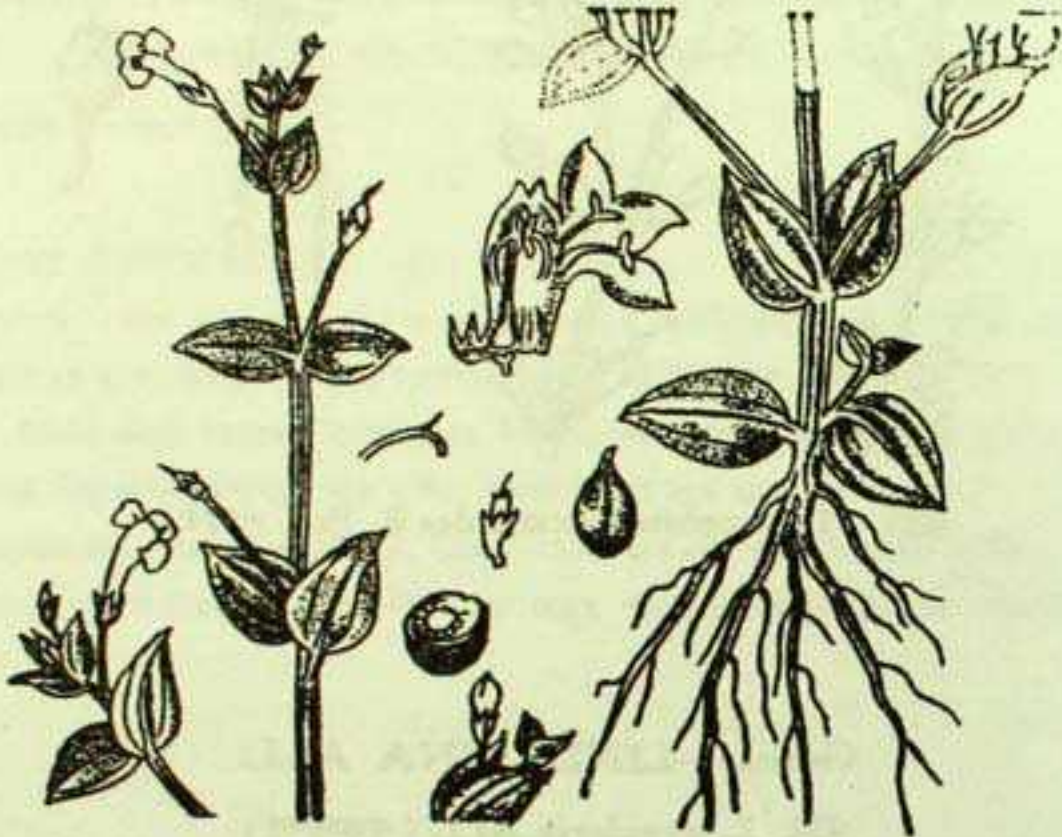
434. Lindernia pyxidaria All (বকপুষ্প)

Genus—DIGITALIS Linn.

435. D. purpurea Linn. (ডিজিটেলিস্)

ভাষানুসারী নাম :—Digitalis—Eng ; ডিজিটেলিস্—বাংলা।

জন্মস্থান :—ইউরোপের বহুস্থানে বালুকাময় ও প্রস্তরময় ভূমিতে, আর্জোন ও মাদেরা দ্বীপে জন্মে। এক্ষণে আমেরিকার ওরেগন, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হইতেছে। ভারতের সিকিম ও দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে অনেক ডাকবাংলার নিকট ডিজিটেলিস্ গাছ শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভারতে বহুপরিমাণে ইহার চাষ আবশ্যক।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। প্রথম বৎসরে গাছের গোড়ায় ঘনপত্র হয়, দ্বিতীয় বৎসরে গাছ ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোড়ার পত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অগ্রভাগের পত্র ক্রমশঃ ছোট। পত্র ডিম্বাকৃতি, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, দেখিতে অনেকটা ধুতরা পাতার ন্যায়। পত্রের উপরিভাগ ফিকে সবুজবর্ণ ও কোঁকড়ান, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, নিম্নদেশে ধূসরের আভাযুক্ত, কোমল ও ছোটলোম আছে। কিনারা গোলাকার দাঁতযুক্ত। ইহার ফুল হইলে গাছটি দেখিতে মনোহর হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং উহার চতুর্দিকে গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত গুচ্ছবদ্ধ ৩০-৭০টি বড় ফুল হয়। ফুল বেগুনে, ল্যাকেণ্ডার রং-এর ও শ্বেতাভ। ফুলগুলি নিম্নদিকে ঝুলিয়া থাকে। ইহার অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণের দাগবিশিষ্ট। শ্বেতবর্ণ নরম লোমাবৃত। ফুল দেখিতে তিলফুলের ন্যায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫ ভাগে খণ্ডিত। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। উহাতে বহু বীজ জন্মে। জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দ্বিতীয় বৎসরের গাছ হইতে ফুল জন্মিবার পূর্ব্বে পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এইগুলি অতিশয় যত্নের সহিত শুষ্ক করিতে হয়। তৎপরে বায়ু চলাচল করিতে না পারে এমন একটি পাত্রে সযত্নে রাখিয়া দিতে হয়। পত্রগুলি ভাল করিয়া শুষ্ক না করিলে কিংবা রৌদ্রে ও আর্দ্রতায় রাখিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর বেশ কাজ করে ও মূত্রকর। ইহা হইতে Digitalin প্রস্তুত হয় এবং উহা শুষ্ক গুঁড়া পত্র অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী।

ডিজিটেলিস্ ও Digitalin প্রয়োগ করিতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শেষোক্তটি অতি উগ্র বিষ। ইহা অধিকদিন ব্যবহার করিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ডিজিটেলিস্ শোথ ও হৃৎপিণ্ডের রোগে বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, ইহা হৃৎপিণ্ড ঘটিত রোগে উহার ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয়। ইহা জ্বর ও অবঘাতিক জ্বর রোগে প্রয়োগে অতি কৃতকার্যতার সহিত রোগ আরাম করে। অপেক্ষাকৃত বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলে ক্ষিপ্ততা, ভয়ঙ্কর সন্দিজনিত আক্ষেপ, ঋতুনাশ, গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব রোগ আরাম করে। ইহা কামোত্তেজককারী।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

পাতা—হৃৎপিণ্ডের যে কোন রোগে অতি মূল্যবান ঔষধ। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে এবং উহার পক্ষে রসায়ন।

Fig.—Wood., Med. Bot., i, t. 24 (1790). Ed. 3, ii, t, 78. (1832) ; Bentl & Trim., Med. Pl., iii, t. 195 ; Lamarck, III, iii t. 525, Fig. i (1797) ; Reich. Ic. Germ., xx, t. 1688.

Ref.—Gard. Chron., (Ser. iii), xxxvi, 208 (1904) ; U.S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Bull., No. 219, p. 33 (1911) ; New. Phyto., x, t. i (1911).

435. Digtialis purpurea Linn. (ডিজিটেলিস্)

LXXV. BIGNONIACEAE.

Genus—OROXYLUM Vent.

436. O. indicum Vent. (শোনা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শ্যোনাক, টৈণ্টুক, শুকনাশ—সংস্কৃত ; শোনা—বাংলা ; অরলু, সোণাপাঠা—হিন্দি ; টেণ্টু—মহারাষ্ট্র ; অরড়ুশো—গুজরাট ; শোণা—কর্ণাট ; কণফণা—উৎকল ; পেদ্দামাণু, দুণ্ডিল্লাম—তেলেগু ; পন, পন্নমুলিন, বন্ধ-আনদ্দা—তামিল ; বানহাতক—সাওতাল ; তোক্‌সি—লিম্বুম।

শ্যোনাকঃ শুকনাসশ্চ কটুঙ্গোঽথ কটম্ভরঃ।
ময়ূরজঙ্ঘোঽরলুকঃ প্রিয়জীবঃ কুটন্নটঃ॥
শ্যোনাকঃ পৃথুশিম্বোঽন্যঃ ভল্লকো দীর্ঘবৃন্তকঃ।
পীতবৃক্ষশ্চ টেণ্টুকো ভূতসারো মুনিদ্রুমঃ॥
নিঃসারঃ ফল্গুবৃন্তাকঃ পুতিপত্রো বসন্তকঃ।
মণ্ডূকপর্ণঃ পীতাঙ্গো জম্বুকঃ পীতপাদকঃ॥
বাতারিঃ শীতকঃ শোণঃ কুটনশ্চ বিরেচনঃ।
ভ্রমরেষ্টো বর্হিজঙ্ঘো নেত্রনেত্রমিতাভিধঃ॥
শ্যোনাকযুগলং তিক্তং শীতলং চ ত্রিদোষজিৎ।
পিত্তশ্লেষ্মাতিসারঘ্নং সন্নিপাতজ্বরাপহম্॥
টেণ্টুফলং কটূষ্ণঞ্চ কফবাতহরং লঘু।
দীপনং পাচনং হৃদ্যং রুচিকৃল্লবণাম্লকম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—শ্যোনাক, শুকনাস, কটুঙ্গ, কটম্ভর, ময়ূরজঙ্ঘ, অরলুক, প্রিয়জীব, কুটন্নট—এইগুলি নাম। অন্য আর একপ্রকার শ্যোনাক আছে তাহার নাম পৃথুশিম্ব, ভল্লক, দীর্ঘবৃন্তক, পীতবৃক্ষ, টেণ্টুক, ভূতসার, মুনিদ্রুম, নিঃসার, ফল্গুবৃন্তাক, পুতিপত্র, বসন্তক, মণ্ডূকপর্ণ, পীতাঙ্গ, জম্বুক, পীতপাদপ, বাতারি, শীতক, শোণ, কুটন, বিরেচন, ভ্রমরেষ্ট, বর্হিজঙ্ঘ—এই বাইশটি।

গুণপর্য্যায়ঃ—উভয় প্রকার শ্যোনাক—তিক্তরস, শীতবীর্য্য, ত্রিদোষ নাশক। পিত্তশ্লেষ্মা, অতিসার নাশক ও সন্নিপাতজ্বর নাশক।

শ্যোনাক ফল—কটুরস উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক, লঘুপাক, অগ্ন্যুদ্দীপক, পাচক, বলকারক, রুচিকারক এবং বিপাকে লবণাম্ল রস।

জন্মস্থানঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ। চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—২০-৩০ ফুট উচ্চ গাছ। ছাল পুরু, পত্র ২-৪ ফুট লম্বা, পক্ষাকার, অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। পত্রিকা ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, কতকটা বেলপাতার ন্যায়। বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ১০ ইঞ্চি, পুষ্পস্তবক ২½ ইঞ্চি, মাংসল। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। অভ্যন্তরভাগ ফিকে লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। বহির্ভাগ ঈষৎ লালের আভাযুক্ত বেগুনে। পাপ্ড়ি ½-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১-½ ইঞ্চি, মাংসল। পুংকেশর খর্ব্ব ও বিস্তৃত, পশমময়। পঞ্চম পুংকেশর অপর ৪টি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীকেশর ২½ ইঞ্চি। ফল ১-৩ ফুট লম্বা, ২-৩½ ইঞ্চি চওড়া, কিনারা কতক পরিমাণে বক্র। বীজকোষের আবরণ কাঠের মত শক্ত ও চেপ্টা। বীজ পক্ষ সহিত ৩ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া। ফল চেপ্টা, লম্বা, দেখিতে তরবারির ন্যায়।

দুইদিকেই ক্রমশঃ সরু (Hook & C. B. Clarke)। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক, বীজ ও ফল। মাত্রা—পাতা চূর্ণ, ½-২ আনা ; ক্বাথ—৫-১০ তোলা, রস ১-২ তোলা।

বৈদ্যকে শ্যোনাকের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—(১) **অতিসারে** শ্যোনাকবন্ধ—শোনাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে গাম্ভার ও পদ্মের পত্র দ্বারা ঐ পিণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টনা করিবে। অতঃপর মাটির লেপ দিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে। অতঃপর পিণ্ড সুসিদ্ধ হইলে, অঙ্গার হইতে উত্তোলন করিয়া রস নিষ্কাশিত করিবে। এই রস শীতল হইলে, মধুযোগে অতিসার রোগীকে সেবন করাইবে (উঃ ৪০. অঃ)। (২) **পুত্রনাপ্রতিষেধে** অবনু—শ্যোনাক মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল বালকের গাত্রে সেচন করিলে পুত্রনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরাময় হয় (উঃ ৩২ অঃ)।

মূলত্বগাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের ছাল হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দশমূল পাচনের একটি মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক, বলকারক এবং উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে বিশেষ উপকারী। শার্ঙ্গধর, ইহার জলসান শিকড়ের রস, শিমূলের আঠা, উদরাময় ও রক্তআমাশয়ে বিধান দেন। তিনি আরও বলেন যে, ইহার শিকড়ের ছাল তিল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে কর্ণশূল ও কানের পূঁজ আরাম হয়।

বলদের কাঁধে ঘা হইলে কৃষকেরা সমপরিমাণ হরিদ্রাযোগে ইহার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

Dr. Rheede বলেন ইহার ছাল ঘায়ে, কণ্ডিতস্থানে ও ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ইহার শিকড়ের ক্বাথ শোথের পক্ষে হিতকর। Dr. B. Evers বলেন, ইহার ছালের ক্বাথ বাতজনিত দুলায় বিশেষ হিতকর। শোনাছালের ক্বাথে বাত রোগাইয়া বহু সংখ্যক রোগী আরাম হইয়াছে। ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ। মাত্রা গুঁড়া ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ, দিবসে ৩ বার ; ১ আউন্স শিকড়, ১০ আউন্স জল, অবশেষ ১ আউন্স, দিবসে ৩ বার। ইহার গুঁড়া ইপিকাকের গুঁড়া অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার জ্বরনাশক শক্তি নাই (Dymock, iii, 16)।

ইহার কচিপাতা পেটফাঁপা ও পেটের দোষ নিবারক। শোনাবীজ বিরেচক (Plants of Chutia. Nagpur, 125)। শোনা ছালের ক্বাথ বেদনা নিবারক বলিয়া শোথ ও বাতরোগীকে স্নান ও ধাবন জন্য ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল :—সংকোচক, উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী।

ছাল :—হলুদের সহিত মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া গরু ও ঘোড়ার কাঁধের ঘায়ে উপকারী।

ছালের রস :—ঘর্মকারক, বাতে উপকারী, তিক্ত ও রসায়ন।

কচি ফল :—উদরাধ্মান নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক।

বীজ :—বিরেচক।

কাণ্ড :—কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—অনুবাসনোপগ, পুরীষসংগ্রহণ, শোথহর এবং শীতপ্রশমনবর্গে শ্যোনাক পাঠ করিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুক্ত "শ্যোনাকো পৃথুশিম্বোহন্যঃ অরলুর্দীর্ঘবৃন্তকঃ" পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে টুণ্টুক এবং শ্যোনাক পৃথক—যাহা পৃথুশিম্ব ও দীর্ঘবৃন্তক তাহাই টুণ্টুক। টীকাকারগণ টুণ্টুক ও শ্যোনাক এক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

Fig.—Wight, Ic, t. 1337 ; Rheede, Hort, Mal., i.t, 43 ; Kirtikar& Basu. Ind. Med. Pl., t. 704.

Ref.—F. B. I., iv, 378 ; Roxb., F. I., iii, 110 ; B. P., ii, 787 ; Prain, H. H., 255.

436. Oroxylum indicum Vent. (শোনা)

Genus—STEREOSPERMUM Cham.

437. S. tetragonum DC. (পীতপাট্‌লা)

ভাষানুসারী নাম :—পাটোলী—সংস্কৃত ; পীতপাট্‌লা, ধারমার, আটকপালী—বাংলা ; পাদার—হিন্দী ; পাডাল—বোম্বে ; কালুড়ি—কাণপুর ; কাবিন-কারা—মালয় ; হুবাল কানাবিরুধাম—তামিল ; আগাদা, কালিগোট্টু—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহদাকার গাছ, ৩০-৬০ ফুট উচ্চ। বসন্তকালে পত্র পড়িয়া যায়। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের ছাল কর্কের মত। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সৌগন্ধযুক্ত। বহির্বাস ½ ইঞ্চি, ৩টি দাঁত বিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, বেগুনে ও লাল রং যুক্ত। বীজাধারের মধ্যশিরা উন্নত। ফল লম্বাকৃতি, নরম এবং বক্র ; ১০-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া ও মসৃণ। বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা, ও ½ ইঞ্চি চওড়া। ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং শীতের শেষে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, পত্র ও শিকড়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র ও ফুলের ক্বাথ জ্বরনাশক (T. N. Mukherjee)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল, পত্র ও ফুল :—ক্বাথ করিয়া সেবনে জ্বর নাশ করে।

পত্রের রস :—লেবুর রসের সহিত ব্যবহারে উন্মাদরোগ আরাম করে।

ফুল ও ফল :—কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 1341 ; Bedd ; Fl. Sylv., t. 72 ; Rheede, Hort, Mal., vi. 26.

Ref.—F.B.I., iv, 382 ; Roxb., F.I., iii, 106 ; B.P., ii, 790 ।

437. Stereospermum tetragonum DC. (পীতপাট্‌লা)

438. S. Suavolens DC. (পারুল)

ভাষানুসারী নাম :—পাটলী, বসন্তদূতী, অম্ব্‌বাসী—সংস্কৃত ; পারুল—বাংলা ; পর, পাড়রী —হিন্দি ; পারল—বোম্বে ; হাদরী—কর্ণাট ; পাডলী—মহারাষ্ট্র ; কালগরু কালি-গোট্টু, চেট্টু—তেলেগু ; পাদিরি—তামিল ; পাডল—পাঞ্জাব ; হদা—কানপুর ; পুপাটিরি—মালয় ; পাটুড়ি—উৎকল।

পাটলী তাম্রপুষ্পী চ কুম্ভিকা রক্তপুষ্পিকা।
বসন্তদূতী চামোঘা স্থালী চ বিটবল্লভা।
স্থিরগন্ধাঽম্বুবাসী চ কালবৃন্তীহ্ন্তুহুবয়া ॥
পাটলী তু রসে তিক্তা কটূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোফাধ্মানবমিশ্বাস-শমনী সন্নিপাতনুৎ ॥
সিতপাটলিকা চান্যাঃ সিতকুম্ভী ফলেরুহা।
সিতা মোঘা কুবেরাক্ষী সিতাহ্বা কাষ্ঠপাটলা।
পাটলী ধবলা প্রোক্তা জ্ঞেয়া বসুমিতাহ্বয়া ॥

সিতপাটলিকা তিক্তা গুরূষ্ণা বাতদোষজিৎ।
বমিহিক্কাকফঘ্নী চ শ্রমশোষাপহারিকা ॥

রাজনিঘন্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—পাটলী, তাম্রপুষ্পী, কুম্ভিকা, রক্তপুষ্পিকা, বসন্তদূতী, অমোঘা, স্থালী, বিটবল্লভা, স্থিরগন্ধা, অম্বুবাসী, কালবৃন্তী—এই এগারটি নাম।

অন্ত প্রকার পাটলী আছে তাহার—সিতপাটলিকা, সিতকুম্ভী, ফলেরুহা, সিতা, মোঘা, কুবেরাক্ষী, সিতাহ্বা কাষ্ঠপাতলা—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—পাটলী—তিক্তকটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ এবং বায়ুনাশক। শোথ, পেটফাঁপা, বমি ও শ্বাস নাশক এবং সন্নিপাতদোষনাশক।

সিতপাটলিকা—তিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য, বাতদোষ নাশক। বমি, হিক্কা এবং কফ নাশক। শ্রমদোষ এবং শোষ নাশক।

জন্মস্থানঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—৩০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতাভ ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে, পালিশ করিলে ভাল দেখায় (Gamble)। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পক্ষাকার। পত্রিকা ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া; বোঁটা ১/১০ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ক্ষিকে অথবা ঘন বেগুনে, ফুল তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। বহির্বাস ১/২ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অতিশয় খর্ব্ব ও বিস্তৃত। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, পুষ্পাধার ঘণ্টার ন্যায়। পাপ্‌ড়ির এক একটি অংশ গোলাকার। ফল ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া, ৪টি শিরাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ১/২-১১/২ ইঞ্চি, মধ্যস্থল গভীরভাবে খাঁজ কাটা। ফল সরল ও গোলাকার, ১২-২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১/৩ ইঞ্চি চওড়া। ফলের পরদাগুলি পুরু ও কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত (Brandis)। পূর্ব্বকালে পারুল ফুল জলে ফেলিয়া জল সৌগন্ধ করা হইত। এই কারণে ইহার আর একটি নাম অম্বুবাসী। ইহার ফুল গ্রীষ্মকালে হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—ছাল, শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার ফুল মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে ঘুংড়ি কাশি আরাম হয়। ইহা শান্তিকর, মূত্রকর, বলকারক। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ডাক্তোর দেশে ইহার ফুলে মিঠাই প্রস্তুত করিয়া রসায়নরূপে ব্যবহার করে। ইহার পত্র বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরাম হয়। (চরক)।

পারুলের ফুল ও ফলের রসের সহিত কলাই পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

পটোল ও পারুলের ছালের কাথ, ধনে ও শুঁঠচূর্ণযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

পাটলার ক্ষার ছাগীমূত্রের সহিত পান করিলে শর্করা রোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল :—স্নিগ্ধকারক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন এবং দশমূলের একটি উপাদান।

ফুল :—মধু সহ মাড়িয়া খাইলে হিক্কা আরাম হয়। অন্য ঔষধের সহিত ব্যবহারে কামোদ্দীপক।

Fig.—Wight, Ic., t. 1342 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 708.

Ref.—F.B.I., iv. 382 ; Roxb., F.I., iii. 104 ; B.P., ii. 790.

438. Stereospermum suaveolens DC (পারুল)

LXXVI—PEDALINEAE.

Genus—MARTYNIA Linn.

439. M. diandra Glox (বাঘনখা)

ভাষানুসারী নাম :—ব্যাঘ্রনখ, চক্রী—সংস্কৃত ; বাঘনখী, বাঘনখ—বাংলা ; বিছু—হিন্দি ; বাঘনখা—মহারাষ্ট্র ; বাঘনখা—উৎকল ; বিছু—বোম্বে ; গারুডামুক্কু—তামিল ; বিছু—পাঞ্জাব ; বাঘনখা—সাংতাল।

নখোঽস্ত্রঃ স্যাদ্বলনখঃ কুটস্থশ্চক্রনায়কঃ।
চক্রী চক্রনখশ্চাব্রঃ কালো ব্যাঘ্রনখঃ স্মৃতঃ॥
দীপিনখো ব্যালনখঃ খপুটো ব্যালপাণিজঃ।
ব্যালমুখো ব্যালবলো ব্যালখড়্গশ্চ ষোড়শ॥
ব্যালনখস্তু তিক্তোষ্ণঃ কষায়ঃ কফবাতজিৎ।
কুষ্ঠকণ্ডূব্রণঘ্নশ্চ বর্ণ্যঃ সৌগন্ধ্যদঃ পরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—নখ, বলনখ, কুটস্থ, চক্রনায়ক, চক্রী, চক্রনখ, ব্যাঘ্র, কাল, ব্যাঘ্রনখ, দীপিনখ, ব্যালনখ, খপুট, ব্যালপাণিজ, ব্যালমুখ, ব্যালবল ও ব্যালখড়্গ—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্যায় :—ব্যালনখ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কষায় রস। কফ ও বায়ুনাশক। কুষ্ঠ, কণ্ডূ এবং ব্রণনাশক। বর্ণের উৎপাদন কারক। বিশেষ সুগন্ধযুক্ত।

জন্মস্থান :—পশ্চিমবঙ্গে, সুরকীর গাদা ও আবর্জনাপূর্ণ স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—ইহা আমেরিকাদেশীয় উদ্ভিদ্। এক্ষনে গঙ্গার কিনারায় ও গ্রামের জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। পত্র বৃহৎ, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল গোলাপফুলের মত রং বিশিষ্ট, দেখিতে তিল ফুলের মত। ফল কাষ্ঠময়, বোঁটা আছে। দুইদিকে নখের ন্যায় বক্র কাঁটা আছে। বর্ষায় সময়ে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল ঘর্ষণ করিয়া দষ্টস্থানে দিলে বোল্‌তা ও বিছার বিষ আরাম হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—অপস্মারে উপকারী, ঘাড়ের টিউবারকুলসিসে উপকারী।

রস :—গলার ঘায়ে 'কুল্লা' হিসাবে ব্যবহারে উপকারী।

ফল :—রোগের প্রতিষেধক, ফুলায় উপকারী।

Fig.—Bot. Reg., xxiii, t. 2001 (1837).

Ref.—F.B.I., iv, 386 ; B.P., ii, 791 ; Prain, H. H., 255.
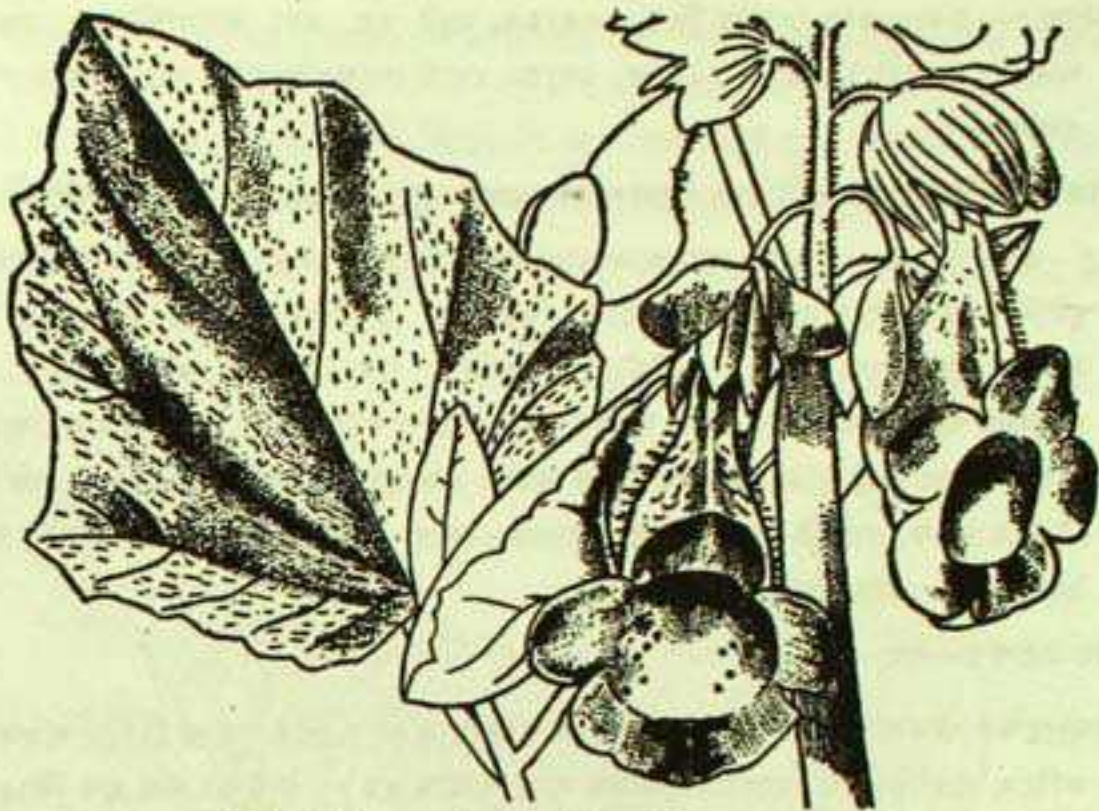
439. Martynia diandra Glox. (বাঘনখা)

Genus—PEDALIUM Linn.

440. P. murex Linn. (বড়গোক্ষুর)

ভাষানুসারী নাম :—গোক্ষুর, মহাক্ষ, ব্যালদংষ্ট্র—সংস্কৃত ; বড়গোক্ষুর—বাংলা ; বড়গোক্ষুর হিন্দি ; গোক্ষুরা—উৎকল ; বেড়িলী-সরাটী—মহারাষ্ট্র ; গোক্ষর, দোড্ডনেগিলু—কর্ণাট ; পেরুনারুঞ্জি—তামিল ; উহুগাপালেরু, পেদ্দাপালেরু—তেলেগু।

স্যাদ্গোক্ষুরো গোক্ষুরকঃ ক্ষুরাঙ্গঃ শ্বদংষ্ট্রকঃ কণ্টক-ত্রিকণ্টকৌ।
স্যাদ্ ব্যালদংষ্ট্রঃ ক্ষুরকো মহাক্ষো চণ্ডক্রমশ্চ ক্রমণো দশাহ্বঃ॥
স্যাতাবুভৌ গোক্ষুরকৌ সুশীতলৌ বলপ্রদৌ তৌ মধুরৌ চ বৃংহণৌ।
কৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহবিদাহনাশনৌ রসায়নৌ তত্র বৃহদ্গুণোত্তরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গোক্ষুর, গোক্ষুরক, ক্ষুরাঙ্গ, শ্বদংষ্ট্রক, কণ্টক—ত্রিকণ্টক, ব্যালদংষ্ট্র, ক্ষুরক, মহাক্ষ, চণ্ডক্রম, ক্রমণ—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—উভয়প্রকার গোক্ষুর স্নিগ্ধ, বলকারক, মধুর রস এবং কামোদ্দীপক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী (পাথুরী), এবং দাহনাশক, রসায়ন, ছোট গোক্ষুর অপেক্ষা বড় গোক্ষুর অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—দক্ষিণভারতেও উড়িষ্যা প্রদেশে বালুকাময় স্থানে ও সমুদ্রের কিনারায় জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র ত্রিপত্র বিশিষ্ট, ডাঁটার দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে, ১-১½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পত্রের বৃন্তদেশ সরু কিংবা মোটা। বোঁটা ⅓-½ ইঞ্চি। ফুল গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ। বক্র পুষ্পদণ্ডে থাকে। বহির্বাস ছোট, বিস্তৃত, ফুলে ৫টি পাপড়ি আছে। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফল ½-¾ ইঞ্চি, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে। নিম্নদিকে সরু ছোট বোঁটায় থাকে, চারিটি কোণবিশিষ্ট, প্রত্যেক কোণে কাঁটা আছে। ফলের ছাল কাঠের মত শক্ত। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও কাণ্ড ;

মুল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার গুঁড়া ১ ড্রাম দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে গণোরিয়া ও গণোরিয়াজনিত বাত আরাম হয়। টাট্‌কা গাছ দুগ্ধ কিংবা জলে বাটিয়া চিনির সহিত খাইলে তীব্র গণোরিয়া আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফল দোকানে বড় গোক্ষুর নামে খ্যাত।

Dr. Emerson বলেন যে, ইহার রস চক্ষুরোগে হিতকর। চক্ষের চতুর্দিকে প্রলেপ দিতে হয়।

ইউরোপে সম্প্রতি ইহা স্বপ্নদোষ, মূত্ররোগ ও ধ্বজভঙ্গে ব্যবহৃত হয় (Practitioner, xvi, 381)। ফলের ১ আউন্স রস ১ পাইন্ট পরিস্রুত জলে দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয় (Dymock)।

ইহার ফলের রস খাইলে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু আনয়ন করে। গোক্ষুর সূতিকাজ্বরে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রসবান্তিকস্রাব নির্গত হইয়া যায়। শিকড়ের কাথ পিত্ত নাশক (Watt)।

ইহার টাট্‌কা পাতা এবং ডাঁটা শীতল জলের সহিত ছেঁচিয়া রস বাহির করিলে একপ্রকার আঠার মত পদার্থ হয়। দেখিতে ডিমের শ্বেত অংশের মত। ইহা গণোরিয়ার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণভারতে ইহার পাতা পুলটিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পাতার রস একটী উৎকৃষ্ট পানীয় রূপেও ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, প্রস্রাবকারক, রোগের প্রতিষেধক এবং কামোদ্দীপক।

ফলের কাথ :—মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারী। ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ এবং ধ্বজভঙ্গে উপকারী।

পত্র এবং কাণ্ডের রস :—গণোরিয়া এবং মেহরোগে উপকারী।

ফলের রস :—শুক্রস্রাবকারক, গণ্ডীরোগে এবং প্রসবান্তিক স্রাবে বিশেষ উপকারী।
মূলের কাথ :—পিত্তনাশক।

মন্তব্য :—চরক—অনুবাসনোপগ, মূত্রবিরেচনীয় ও শোথহরবর্গে এবং সুশ্রুত, বিদারিগন্ধাদি, বীরতর্বাদি এবং কণ্টকসংজ্ঞবর্গে গোক্ষুর পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Wight, lc, t. 1615 ; Lam., III., t. 538 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 74.

Ref.—F.B.I., iv. 386 ; Roxb., F.I, iii, 114 ; Rheede, x, 32 ; Prain, H. H., 255.

440. Pedalium murex Linn. (বড়গোক্ষুর)

Genus—SESAMUM Linn.

441. S. indicum DC. (তিল)

ভাষানুসারী নাম :—তিল, হোমধান্য—সংস্কৃত ; তিল—বাংলা ; মিঠাতিল—হিন্দি ; তিল, তিঠ্‌ঠ—মহারাষ্ট্র ; তল—গুজরাট ; এলু—কর্ণাট ; তল—সিংন্ধুব ; নুভুলু, নভিনুভে নুভুলু ; তোবুলু—তেলেগু ; বাদেরের—তামিল ; বাদিক তিল—দাক্ষিণাত্য ; সুরূন,—ফ্রান্স ; সিমসিম্—আরব।

তিলস্তু হোমধান্যং স্যাৎ পবিত্রঃ পিতৃতর্পণঃ।
পাপঘ্নঃ পূতধান্যশ্চ জটিলস্তু বনোদ্ভবঃ॥
স্নিগ্ধো বর্ণবলাগ্নিবৃদ্ধি জননস্তন্যানিলঘ্নো গুরুঃ।
সোষ্ণঃ পিত্তকরোঽল্পমূত্রকরণঃ কেশ্যোঽতিপথ্যো ব্রণে।
সংগ্রাহী মধুরঃ কষায়সহিতস্তিক্তো বিপাকে কটুঃ
কৃষ্ণঃ পথ্যতমঃ সিতোঽল্পগুণদঃ ক্ষীণস্তথাঽন্যে তিলাঃ।

রাজনিঘন্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায়ঃ—তিল, হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, জটিল ও বনোদ্ভব—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—তিল—স্নিগ্ধ, বর্ণ, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক। স্তন্যবৃদ্ধিকারক, বায়ু নাশক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য। পিত্তবর্দ্ধক, অল্পমূত্রকারক, কেশের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণরোগে বিশেষ উপকারক; মল সংগ্রাহক। মধুর, কষায় ও তিক্ত রস। বিপাকে কটুরস। কৃষ্ণতিল অধিক গুণসম্পন্ন। সিততিল—মধ্যমগুণ সম্পন্ন এবং অন্য তিল হীনগুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনাঃ—তিলগাছ ১-২ ফুট উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, গাছে ছোটবড় পাতা হয়। উপরের পাতা সরু এবং লম্বা। মধ্যের পাতা ডিম্বাকৃতি ও ক্ষয় প্রাপ্ত, নিম্নের পাতা পাকান। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি। ফুল ¾ ইঞ্চি, এক একটি কখন বা ২।৩টা হয়। ফুলের পাপ্‌ড়ি ⅜ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক কোমল ও লোমযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বা লালবর্ণ বা পীতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। উপরদিকে যোড়া থাকে। বীজ ধূসরবর্ণ। মসৃণ এবং কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে কৃষ্ণ, শ্বেত ও লালবর্ণ তিন প্রকার তিলের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণতিল ঔষধে ব্যবহৃত হয় রক্ততিলকে রামতিল বলে। ইহার গাছ কৃষ্ণতিলের মত, ফুল চিত্রবিচিত্র, পত্র কৃষ্ণতিল অপেক্ষা বড়। কৃষ্ণতিলে অধিক তৈল থাকে। তিল ২।৩ বার পেষণ করিতে হয়। নতুবা ইহার তৈল সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—বীজ, তৈল এবং সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে তিলের ব্যবহার।

চরকঃ—(১) অর্শে তিলঃ—পিষ্ট তিল গব্যঘৃত কিম্বা তিলতৈল যোগে উষ্ণ করিয়া এই ঔষধের পিণ্ডদ্বারা অর্শের বলিতে স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) ননীও পিষ্টতিল ভোজন করিলে রক্তার্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

(৩) **প্রবাহিকায়** তিল—কাঁচা কচি বেলের শাঁস ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক দধির সর ও তিলতৈলযোগে খড়যূষ পাকে করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা (আমাশয়) প্রশমিত হয় (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **ব্রণোপনাহনে** তিল—শক্তুর সহিত পিষ্টতিল মিশ্রিত করিয়া অম্লদধি যোগে স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে অপক্ব স্ফোটক পক্বতা প্রাপ্ত হয় চি ১০ অঃ)। (৫) **বাতপ্রধান ব্রণে** তিল—দাহ ও বেদনান্বিত ব্রণে, তিল ও যশিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গো-দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ফোড়ায় বা ব্রণে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) **বাতরক্তে** তিল—কাঠখোলায় ভাজা তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই দুগ্ধেই পেষণপূর্ব্বক, বাতরক্ত রোগীর স্ফুটিত অঙ্গে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২২ অঃ)। (২) **পোষনার্থ বা দন্তদৃঢ়ীকরণার্থ** তিল—প্রতিদিন ৮ তোলা কৃষ্ণতিল পেষণ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে শরীর পুষ্টি ও দন্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। আমরণ দন্ত পতিত হয় না (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) **তুকায়** তিলপিণ্যাক—তিলের খইল কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে রৌদ্র সেবার জন্য তৃষ্ণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)।

হারীত :—**মূত্রঃরাধে** তিলকাণ্ডক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিল কাণ্ডক্ষার দধি মধু যোগে পান করিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বাতশূলে** তিল—পিষ্ট তিলের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া উদরের উপরে সেই গুড়িকাগুলি সঞ্চালিত করিলে দুঃসহ বাতজশূল প্রশমিত হয় (শূল—চিঃ)। (২) **অশ্মরীতে** তিলনাল ক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার মধু ও দুগ্ধ সহ ত্রিরাত্র পান করিলে অশ্মরী পতিত হয় (অশ্মরী—চিঃ)

ভাবপ্রকাশ : (১) **আমবাতে** তিল—আমবাত রোগী তিল ও শুঁঠের কল্ক সেবন করিবে (আমবাত চিঃ)। (২) **ব্রণশোধন রোপণে** তিল—পিষ্ট তিল কিম্বা তৎবর্ত্তি ক্ষতে প্রয়োগ করিলে কদর্য্য স্রাবাদি নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি এবং ক্ষতের রোপণ (পূরণ) হইয়া থাকে। (৩) **সূর্য্যাবর্ত্তে** তিল—দুগ্ধপিষ্ট তিলের স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)। (৪) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** তিলনালক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ তিলনালক্ষার সেবন করিলে মাংসভক্ষণজাত অজীর্ণ প্রশমিত হয় কিম্বা অতি মাত্রায় ভক্ষিত মাংস পরিপাক করিবার জন্য তিলনালক্ষার সেব্য (বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণজাজীর্ণ—চিঃ)। (৫) **ইন্দ্রলুপ্তে** তিলপুষ্প—গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগে—ঘৃত মধুযোগে পেষণ পূর্ব্বক শিরঃ প্রলিপ্ত করিলে টাক আরাম হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)

বঙ্গসেন : (১) রক্তাতিসারে তিল—কুলমূলের কল্ক ও তিলকল্কের রস নিপীড়ন পূর্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)। (২) নেত্ররোগে তিল—কৃষ্ণতিলের ক্বাথে পান করিলে তিমির রোগ বিনাশ পায়—ইহা চক্ষুর হিতকর (নেত্ররোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তিল অর্শের পক্ষে হিতকর। তিল ও তিলের তৈল শান্তিকর, রক্ত আমাশয় নাশক ও মূত্রযন্ত্রের রোগ নাশক। বীজের তৈল ধাতুকর। ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দি আরাম হয়। তিলের সহিত তিসি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কামোত্তেজক হয়। তিলের প্রলেপ দিলে দগ্ধজনিত ক্ষত আরাম হয়। তিলপত্রের লোশান দিয়া কেশ ধৌত করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তিলের শিকড়ের কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার শক্তি আছে (Dymock)।

কথিত আছে অধিক পরিমানে তিল ব্যবহার করিলে গর্ভপাত হয়। ঋতুনাশ রোগে একমুঠা তিল বাটিয়া ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

Dr. Evans বলেন তিলপাতার রস ব্যবহার করাইয়া তিনি ১৬টি রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন। তিনি বলেন ১০ গ্রেণ মাত্রা তিলের গুঁড়া দিবসে ২বার খাওয়াইয়া ৩টা বাধক রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধতাকারক, রসায়ন, প্রস্রাবকারক, বিরেচক, অর্শে উপকারী। ক্বাথ ঋতুস্রাবকারক। ক্ষতে পুল্‌টিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ ও তৈল—স্নিগ্ধ কারক, আমাশয়ে উপকারী। প্রস্রাবের রোগে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহারে উপকার হয়।

পাতা—দক্ষিণ ভারতে যে সকল রোগে স্নিগ্ধতা প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix, 54 & 55; Wight, iii., t. 163; Bot, Mag., t. 1688; Lam, Ill. t, 528.

Ref.—F. B. I., iv., 387; Roxb., F. I., iii, 100; B. P. ii., 792; Prain. H.H., 255.

441. Sesamum indicum DC. (তিল)

LXXVII—ACANTHACEAE.

Genus—CARDANTHERA Buch-Ham.

442. C. uliginosa Buch-Ham. (কালা)

ভাষানুসারী নাম :—কালা—বাংলা।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। ১ ফুট লম্বা হয়, কাণ্ডের উত্তর দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি এবং লোমযুক্ত; পক্ষাকার, ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ১-৩টি একসঙ্গে হয়। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, শাঁষযুক্ত। পাপ্‌ড়ি লোমযুক্ত, একটী অপরটি অপেক্ষা লম্বা। পুষ্পস্তবক ১/৪-১/২ ইঞ্চি। বীজাধার ১/৩-১/২ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, বীজ অনেক থাকে। বর্ষার পরে গাছগুলি দেখা যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের রস লবণের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়। (Balfuor)।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পত্র :—রক্ত পরিষ্কারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., t. 713.

Ref—F. B. I, iv, 405 ; Roxb., F. I., iii, 52 ; B. P., ii, 799 ; Prain, H. H., 256.

442. Cardanthera uliginosa Buch-Ham. (কালা)

Genus—HYGROPHILA R. Br.

443. H. spinosa Anders. (কুলেখাড়া)

ভাষানুসারী নাম :—কোকিলাক্ষ—সংস্কৃত ; কুলেখাড়া, কাঁটাকলিকা—বাংলা ; কুলিয়াকন্টা, তালমাখনা (বীজ)—হিন্দি ; বিখরা—মহারাষ্ট্র ; এখরো—গুজরাট ; কলুগোলিকে—কর্ণাট ; গোবী, গোলিমিডিচেট্টু, নিগুরি-তেক—তেলেগু ; নির্মল্লি—তামিল ; কুহলিয়খা, খাখুরেণ—উৎকল ; ইকিরি—সিংহল।

কোকিলাক্ষঃ শৃগালী চ শৃঙ্খলা রকণস্তথা।
শৃঙ্খলঘণ্টা বজ্রাস্থি-শৃঙ্খলা বজ্রকণ্টকঃ॥
ইক্ষুরঃ ক্ষুরকো বজ্রঃ শৃঙ্খলিকা পিকেক্ষণঃ।
পিচ্ছিলা চেক্ষুগন্ধা চ জ্ঞেয়া ভুবনসম্মিতা॥
কোকিলাক্ষস্তু মধুরঃ শীতঃ পিত্তাতিসারনুৎ।
বৃষ্যঃ কফহরো বল্যো রুচ্যঃ সন্তর্পণঃপরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—কোকিলাক্ষ, শৃগালী, শৃঙ্খলা, রকণ, শৃঙ্খলঘণ্টী, বজ্রাস্থি-শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, ইক্ষুর, ক্ষুরক, বজ্র, শৃঙ্খলিকা, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা, ইক্ষুগন্ধা—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—কোকিলাক্ষ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্ত ও অতিসার নাশক। বৃষ্য, কফনাশক, বলকারক, রুচিকারক এবং অতি সন্তর্পন।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের ধান জমির মধ্যে ও পুকুরের কিনারায় বহুল পরিমাণে জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেনের পুকুরের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বর্ণনাঃ—বর্ষজীবী গুল্ম। সচরাচর জলার ধারে, আর্দ্র স্থানে জন্মে। ইহার পত্র ও কাঁটাগুলি ঊর্দ্ধদিকে উন্নত। কাণ্ড মোটা ও নরম। গাছের প্রত্যেক গাঁইটে কাঁটা আছে; কাঁটা শক্ত ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক গাঁইটে ৬টি পত্র হয়। বাহিরেরগুলি ৪-৫ ইঞ্চি এবং ভিতরেরগুলি ১½ ইঞ্চি। পত্রের গোড়া হইতে পীতবর্ণের ধারাল কাঁটা বাহির হয়। ফুল উজ্জ্বল বেগুনে বা লালবর্ণ, কখন শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, প্রত্যেক বীজকোষে ৪-৮ বীজ থাকে। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—মূল, পত্র ও বীজ। মাত্রা, মূলক্বাথ-৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ—১-২ আনা।

বৈদ্যকে কোকিলাক্ষের ব্যবহার।

চরকঃ—অশ্মরীরোগে কোকিলাক্ষমূল—অশ্মরীরোগে গোক্ষুর, কুলেখাড় ও এরণ্ডের মূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুতঃ—বাজীকরণার্থ কোকিলাক্ষবীজ—আলকুশী ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, চিনি ও ধারোষ্ণ (দোহনমাত্র যে উষ্ণতা থাকে তাহা অপগত হইতে না হইতে) গব্য দুগ্ধ যোগে পান করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্ভটঃ—বাতরক্তে কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষের মূলক্বাথ সেবন করিবে। এবং কোকিলাক্ষের শাক ব্যঞ্জনরূপে ভোজন করিবে। কৃপাভ্যাস যেমন ক্রোধনাশক, ইহাও তদ্রূপ বাতরক্ত হর (চিঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—শোথে ,কাকিলাক্ষকার—কোকিলাক্ষের মূল বা সমগ্রক্ষুপ কর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার অর্দ্ধমুষ্টিকার গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শোথ প্রশমিত হয় (শোথ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—সুখপ্রসবার্থ কোকিলাক্ষমূল—চিনির সহিত কোকিলাক্ষমূল উত্তমরূপে চর্ব্বন পূর্ব্বক, প্রসববেদনাকুল নারীর কর্ণে উহার রস প্রক্ষেপ করিলে, সুখ প্রসব হইয়া থাকে (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

হারীত :—নিদ্রাজননার্থ কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষমূলের কাথ পান করিলে, নিষ্টনিদ্র মনুষ্য সত্বর সুনিদ্রা লাভ করে। মূল শিরোদেশে বন্ধন করিলেও তাদৃশ ফললাভ হয় (চিঃ ১৬ অঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও বলকারক। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহা বাতে ব্যবহার করেন। ইহার ৩ ড্রাম পরিমাণ বীজ, চিনি, দুগ্ধ ও মদ্যের সহিত ব্যবহার করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন। Ainslie বলেন যে ইহার গুণ কন্টিকারীর তুল্য। Dr. Rheede বলেন যে, মালাবা দেশে ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা শোথ ও পাথুরী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ (মাত্রা ½ চামচ, দিবসে ২ বার)।

অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে ও Pharmacopoeia India মতে ইহা মূত্রকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বম্বে প্রদেশে অনেক ঔষধের দোকানে ইহার বীজ বিক্রয় হয় (Dymock)।

ইহা গণোরিয়া ও মেহ রোগে দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য। ইহার বীজ মুখে দিলে আঠার মত জিহ্বায় লাগিয়া যায় ও বড় বিস্বাদজনক গন্ধ হয়। ইহা শোথ রোগে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার মূত্রকরগুণ নিশ্চয়রূপে স্থির হইয়াছে (Dr. Gibson)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের কাথ :—প্রস্রাবকারক।

বীজ :—গণোরিয়ায় উপকারী। দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবনে মেহে উপকার হয়।

পাতা, মূল ও বীজ—প্রস্রাবকারক, কামলা, শোথ, বাত, পিত্তপ্রকোপ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক শুক্রশোধনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) কোকিলাক্ষ পাঠ করিয়াছেন। বীজ কল্কের প্রলেপ সন্ধিবাতের পক্ষে হিতকর।

Fig.—Wight, lc., t. 449; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 54; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 714.

Ref.—F. B. I., iv, 408; Roxb., F. I., iii, 50; B. P., ii, 802; Watt, iv, Pt. I,. 316; Prain., H. H., 256.

443. Hygrophila spinosa Anders. (কুলেখাড়া)

Angustifolia R. Br.

444. H. salicifolia Nees (কাকনাসা)

ভাষানুসারী নাম :—কাকনাসা—সংস্কৃত ; কাকনাসা—বাংলা ; কেউয়াবুঁটী, কেউয়াচোঁড়ী —হিন্দি ; বড়িলি কহডলি—মহারাষ্ট্র ; হিবিয়কানেদেও—কর্ণাট ; বেনুমনন্দিচেট্টু, পুনগুলিবিন্দচেট্টু, কাকিদোওচেট্টু—তেলেগু।

কাকনাসা ধ্বাঙ্ক্ষনাসা কাকতুণ্ডা চ বায়সী।
সুরঙ্গী তস্করস্নায়ুর্ধ্বাঙ্ক্ষতুণ্ডা সুনাসিকা ॥
বায়সাহ্বা ধ্বাঙ্ক্ষনখী কাকাঙ্কা ধ্বাঙ্ক্ষনাসিকা।
কাকপ্রাণা চ বিজ্ঞেয়া নামান্যস্যাস্ত্রয়োদশ ॥
কাকনাসা তু মধুরা শিশিরা পিত্তহারিণী।
রসায়নী দার্ঢ্যকরী বিশেষাৎ পলিতাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুডূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কাকনাসা, ধ্বাঙ্ক্ষনাসা, কাকতুণ্ডা, বায়সী, হবস্তী, তস্করস্নায়ু, ধ্বাঙ্ক্ষতুণ্ডা, সুনাসিকা, বায়সাহ্বা, ধ্বাঙ্ক্ষনখী, কাকাঙ্কা, ধ্বাঙ্ক্ষনাসিকা, কাকপ্রাণা—এই তেরটী নাম।

গুণপর্যায় :—কাকনাসা—মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, রসায়ন, বলকারক, বিশেষতঃ বলিপলিতনাশকারী।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে ও সিংহলে সাধারণতঃ জন্মে। বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-⅔ ইঞ্চি চওড়া। উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু, লম্বাকৃতি। বোঁটা ক্ষুদ্র। বহির্ব্বাস ⅓-½ ইঞ্চি, ফলের মূলে বিভক্ত। পাপ্‌ড়ি গুচ্ছ ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ফিকে বেগুনে রঙ বিশিষ্ট। পুংকেশর ৪টি। বীজকোষ ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। ইহাতে ২০-২৮টি বীজ থাকে (T. Andus, Journ. Linn. Soc,, ix, 456)। ইহার কয়েকটি উপজাতি আছে। যথা—H. asaurgens, H. dimidiata (Wall, Pi. As. Rar., iii, 81)। H. obovata (Vall) Pl. As. Rar., iii, 81)। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাকনাসা আবের পক্ষে অতি হিতকর ঔষধ।

Fig.—Wight, Ic., Pl., Ind. Or., iv, t. 1490.

Ref—F. B. I., iv, 407 ; Dalz. & Gibs., Bom Fl., 184 ; Roxb., F. I., iii, 50.

444. Angustifolia Salicifolia Nees. (কাকনাসা)

Genus—ADHATODA. Nees.

445. A. vasica Nees. (বাসক)

ভাষানুসারী নাম :— বাসক—সংস্কৃত ; বাসক—বাংলা ; আদুলসা, বাসা, অড়সা—হিন্দি ; অরুপ, আদুলিসা, অডুঠ্‌ঠা—মহারাষ্ট্র ; আদ্দুসোগে, অডুসা, অওসা—কর্ণাট ; অরডুশো—গুজরাট ; অড়সর, আধাতোডে—তামিল ; আড্‌সের—তেলেগু ; বাহক্‌—আরব। বংত্রপল—সিংহল।

> বাসক : সিংহিকা বাসা ভিষঙ্মাতা বসাদনী।
> আটরূষঃ সিংহমুখী সিংহী কণ্ঠীরবী বৃষঃ॥
> শিতপর্ণী বাজিদন্তা নাসা পঞ্চমুখীতথা।
> সিংহপর্ণী মৃগেন্দ্রাণী নামান্যস্যাস্তু ষোড়শ॥
> বাসা তিক্তা কটুঃ শীতা কাসঘ্নী রক্তপিত্তজিৎ।
> কামলাকফবৈকল্য-জ্বরশ্বাসক্ষয়াপহা॥

রাজনিঘণ্টু:। শতাহ্বাদিবর্গ :।

নামপর্যায় :—বাসক, সিংহিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, বসাদনী, আটরূষ, সিংহমুখী (সিংহের মুখের ন্যায় পুষ্প যাহার), সিংহী, কণ্ঠীরবী, বৃষ (মধুবর্ষণকারী), শিতপর্ণী, বাজিদন্তা (বাজিদন্তের ন্যায় কেশর যাহার), নাসা। পঞ্চমুখী, সিংহপর্ণী, মৃগেন্দ্রাণী—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্যায় :—বাসক—কটুতিক্তরস, শীতবীর্য্য, কাসনাশক এবং রক্তপিত্তনাশক। কামলা ও কফদোষনাশক। জ্বর, শ্বাস ও ক্ষয়কাস নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্রভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ; বোটনিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌। ৪-৮ফুট উচ্চ হয়। কখন কখন ২০ ফুট উচ্চ দেখাযায়। পত্র ৮-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ডের পত্র ১/৪-১/২ ইঞ্চি, স্থানে স্থানে বসা। বহির্বাস ১/৩-১/২ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পনল ১/৩-১/২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুলের ডোরাগুলি গোলাপী। পুংকেশর লোমযুক্ত। গর্ভাশয় ও গর্ভকেশর সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ৩/৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। বীজকোষে ৪টি বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ১/৪ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত। শ্বেত ও তাম্র ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক অধিক উচ্চ হয় না। ইহার কাণ্ড সরল শাখা গোলাকার, পত্র লম্বা, বোঁটা, ফুল শাখার অগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে চিহ্নিত ফলমিলিত—ইহার নাথ সিংহাস্ত। ফলের অগ্রভাগে বেগুনে রং এর চিহ্ন আছে। তাম্র পুষ্প বাসকের —পত্র-গাত্র হরিদ্বর্ণ, মোটা ডালের গাঁইট লালবর্ণ। ইহা কমতিক্ত। বঙ্গদেশে এই বাসক প্রায়ই দেখা যায় না। তাম্রপুষ্প বাসকের নাম অসিতপর্ণা। রক্তপুষ্প বাসক অধিক গুণসম্পন্ন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাসকের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক, পত্র, মূল, পুষ্প। ত্বক্ কাথ—৫—১০ তোলা। পত্ররস ১-২ তোলা; মূলের ত্বক্ ১-৩ আনা।

বৈদ্যকে বাসকের ব্যবহার।

চরক :—**রক্তপিত্তে** বাসক—বাসকের মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্বঘৃত। মধুযোগে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **শোষে** বাসক—মূল, শাখা, পত্র, ও পুষ্প সহ বাসক কুট্টিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ এবং বাসক পুষ্পের কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত সেবন করিলে, যক্ষ্মা, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাণ্ডু প্রশমিত হয় (উঃ ৪১ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** বাসকপত্র স্বরস—রক্তপিত্ত রোগী শর্করা ও মধুযোগে বাসকের পত্ররস সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। (৩) **শ্বাসে** বাসক—বাসকের সমূল পত্রপুষ্প শাখা কুট্টিত করিয়া কাথ করিবে। ঘৃতচতুর্গুণ এই কাথ এবং বাসাকুসুমের কল্কদ্বারা পক্ব ঘৃত। মধু যোগে সেবন করিলে, শ্বাস প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) **কাসে** বাসকঘৃত—বাসাপত্র স্বরসে পক্ব ঘৃত কাস হর (উঃ ৫২ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ : (১) **পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে**—বাসাপত্র ও পুষ্পের রস—বাসাপত্র ও পুষ্পের রস শর্করা ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত ও কাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) **গাত্রদৌগন্ধে** বাসপত্র স্বরস—বাসা পত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে গাত্রদৌগন্ধ বিনাশ পায় (মঃ খঃ ৬৪ ভাঃ)।

চক্রদত্ত : (১) **জীর্ণজ্বরে** বাসক—বাসার কাথে যথাবিধি পক্বঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ)। (২) **কুষ্ঠে** বাসকদল—কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ-পূর্ব্বক লেপন করিলে তিনদিনে কণ্ডু নিশ্চিত বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) **সুখপ্রসবার্থ** বাসকমূল—বাসকের মূল কটিদেশে বাঁধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণ পূর্ব্বক নাভিবস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে।

বঙ্গসেন : (১) **অর্শে** বাসক—কফবাতজ অর্শের বলিতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, বাসক ত্বকের পিণ্ডদ্বারা স্বেদ প্রশস্ত (অর্শ চিঃ)। (২) **কফাত্মিকা মসূরিকায়** বাসকপত্র —বাসকপত্র স্বরস মধু যোগে, কফাত্মক মসূরিকাগ্রস্ত রোগী পান করিবে. মসূরিকা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাসক আক্ষেপ নিবারক। সর্দ্দিনাশক ও কফ, কাস এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ পৈত্তিক ও সর্দ্দিজ্বরে বিশেষ হিতকর। হিন্দু বৈদ্যের—ইহার পাতার রস ১ তোলা মধু ও পিপুলের সহিত সর্দ্দিতে বিধান দেন। বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরীতকীর কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে

হাঁপানি, রক্তপিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। বাসকের কাথ কেবলমাত্র মধুর সহিত পান করিলেও ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বাসক, কন্টিকারী ও গুলঞ্চের শিকড়ের কাথ সর্বসমেত ২ তোলা মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও কাস আরাম হয়। কন্টিকারী ও গুলঞ্চের কাথ ও পিপুল চূর্ণ সহ ইহা পান করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

বাসক পাতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, পিপুল ১৬ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা এইগুলি একত্র সিদ্ধ করিয়া ঘন করিতে হইবে। পরে শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু যোগ করিয়া বেশ মিশ্রিত করিলে বাসকাবলেহ প্রস্তুত হয়। ইহা সর্দি, ক্ষয়কাস ও হাঁপানির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১—২ তোলা।

বাসক ক্ষয়কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যতদিন বাসক পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ক্ষয় কাস রোগীকে আর নিরাশ হইতে হইবে না।

নিঘণ্টুকার বলেন, ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, রক্তের পরিশোধক এবং হাঁপানি, সর্দি, জ্বর, বমন, গণোরিয়া, কুষ্ঠ এবং ক্ষয়কাস নিবারক। Makhzen-el Adwiya বলেন যে, বাসকের কাষ্ঠ দাতন ও বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল পিত্ত, রক্তের উত্তাপ ও গণোরিয়া নাশক। বাসকের ফল বালকদের গলায় বাঁধিয়া দিলে সর্দি আরাম হয়। ইহার পত্র, ফুল ও শিকড় সিংহলের লোকে আক্ষেপ ও হাঁপানিতে ব্যবহার করে।

পুরাতন বক্ষপ্রদাহ, হাঁপানি এবং সর্দি জনিত পীড়ায় ইহা একটি প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ (Jackson & Dutt)।

ইহার পাতার চুরুট ব্যবহার করিলে হাঁপানির উপশম হয়। বাসক পত্র জমিতে ছড়াইয়া দিলে উহাতে অপর কোন জলীয় তৃণ জন্মিতে পারে না বলিয়া প্রবাদ আছে। বাসক পাতার কাথ ভেক জলৌকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে বিষতুল্য।

বাসক বিষদোষ ও ক্রিমি নাশক। Dr. Drury বলেন যে, বাসক পাতা, কন্টিকারী অলর্ক (Solanum trilobatum Linn.) পাতার কাথ একত্রে পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

বর্মাদেশীয় লোকে আঘাত জনিত স্থানে ইহার টাট্‌কা পাতার পুল্‌টিশ দেয় ও ইহার পিষ্টরস সর্দিতে ব্যবহার করে।

পানীয় জলে বাসক পাতা দিলে যাবতীয় রোগের বীজাণু মরিয়া যায়।

বাসকের কাথ বক্ষ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং চিনির সহিত ইহার কাথ খাইলে বালকদের সর্দি আরাম করে। বাসক পাতা দিয়া ফল রাখিলে ইহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। যক্ষ্মারোগে ভারতের সর্বস্থানে বাসক ব্যবহৃত হয়। বাসক পাতার Alchoholic extract দ্বারা মশা, মাছি প্রভৃতি মরিয়া যায়—ইহা মশা মাছির পক্ষে বিষবৎ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও মূল—কাস, পুরাতন কাস, শ্বাস, ও যক্ষ্মায় উপকারী।

পাতা—বাতে ব্যবহৃত হয়। কীটবিনাশক।

পাতা, ফুল ও মূল—রোগের প্রতিষেধক।

মন্তব্য :—চরক "দশেমানিতে বাসক পঠিত হয় নাই। রক্তহীন অবস্থায় শোথ হইলে, বাসক পাতার রস বিশেষ উপকারী। পাতার রস উদরাময়ে ও রক্তাতিসারে উপকারী, জ্বরের পিপাসায় পাতার কাথ উপকারী।

Fig.—Lam., III, t. 12 ; Bot. Mag., t. 861 ; Rheede, Hort, Mal., ix, t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722A.

Ref.—F. B. I., iv., 540 ; Roxb, F. I. i, 126 ; B. P., ii, 819 ; Prain, H. H., 258.
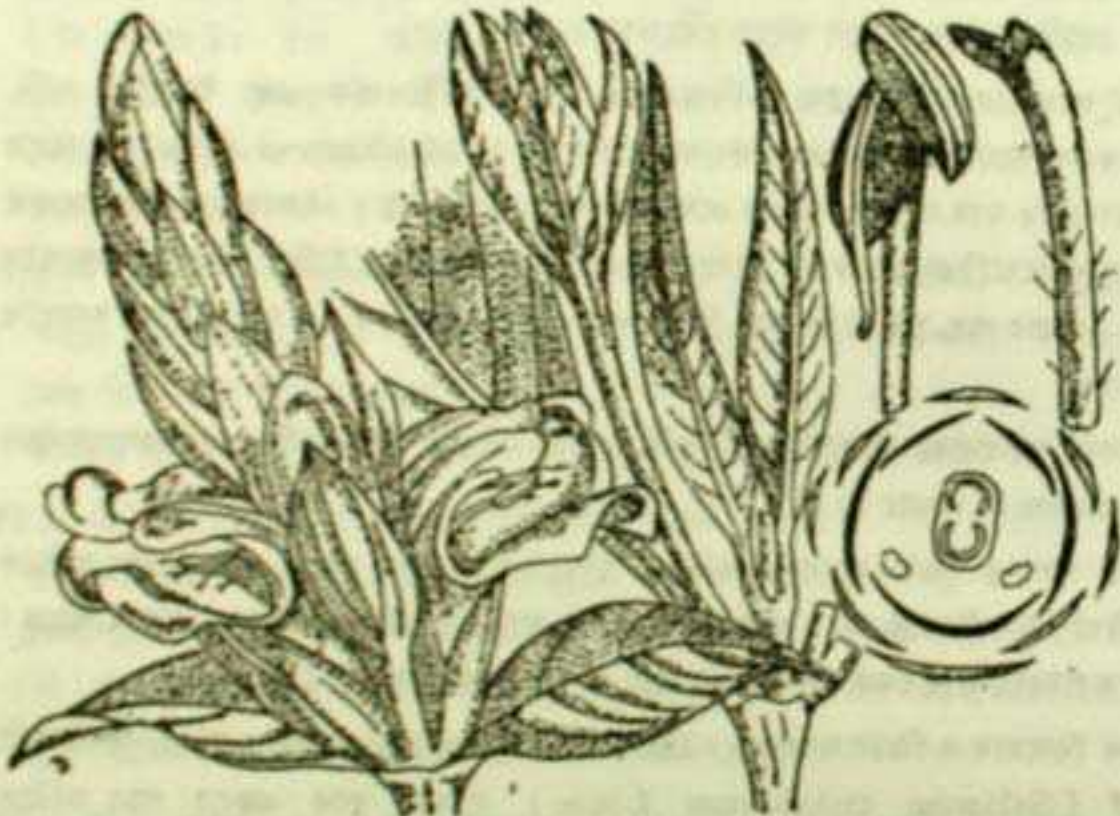
445. Adhatoda vasica Nees. (বাসক)

Genus—ANDROGRAPHIS Wall.

446. A. paniculata Nees. (কালমেঘ)

ভাষানুসারী নাম :—মহাতিক্ত, কিরাত—সংস্কৃত ; কালমেঘ—বাংলা ; কিরাত, মহাতিতা—হিন্দি ; নীলাবেম্বু—তামিল ; নীলাবেম্বু—তেলেগু ; নেলাবেপু—মালয় ; ওলিকিরাতা—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সরল বর্ষজীবী ক্ষুপ; ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি চতুষ্কোণ, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, দুইদেশ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ সরু, প্রধান শিরা ৪-৬টি, জোড়া, জোড়া, বোঁটা ক্ষুদ্র অথবা ⅛ ইঞ্চি। ফুল ছোট, এক একটি হয়, বিস্তৃত ও স্ফুটিত। বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুংকেশর ২টি লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। কোষের মধ্যে বীজ অনেক থাকে। উহা চতুষ্কোণ ও কোমল লোমযুক্ত। বর্ষার শেষ হইতে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, পাতার রস। মাত্রা, কল্ক—১-২ আনা; কাথ—৫-১০ তোলা; বালকের পক্ষে ১০-২০ ফোঁটা।

মূলগ্রামবাসীদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কালমেঘ অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে গৃহস্থেরা আলুই প্রস্তুত করে। কালমেঘ পাতার রস, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ এইগুলি পেষণ পূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। ইহা বালকের পেটকামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতায় প্রয়োগ করে।

ইহার শিকড় ও পত্র জ্বরনাশক, উদরাময় নিবারক, বলকারক, ক্রিমিনাশক ও বাতপিত্তকফের দমনকারক। ইহা সাধারণ দৌর্বল্যে, রক্ত-আমাশয়ে এবং কয়েক প্রকার অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে Gipsy জাতীয় লোকেরা ইহার চাঁট্ কাপাস ও জৈতুন তেলে একপ্রকার বটিকা প্রস্তুত করে। উক্ত ঔষধ সর্প বিষের প্রতিষেধক বলিয়া খ্যাত। একটি বটিকা জলে পেষণ পূর্বক আঠার মত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দেয় এবং ইহার কিয়দংশ চক্ষে প্রলেপ দেয়। দুইটি বটিকা ১ ঘণ্টা অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর একমাত্রায় খাওয়ান হয়।

কালমেঘ, কেশরঙ্গুলের পত্র ও অশ্বগন্ধার বহু একত্রে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় উহা দেশীয় হেকিমেরা বলকারক, উপদংশনাশক ও উপদংশজনিত ক্ষতনাশক বলিয়া বিধান দেন। অনেক রোগীকে এই ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফললাভ হইয়াছে (*Moreis'* Watt's Dic.)।

ইহাকে দেশীয় চিরেতা বলে। বিলাতে ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দেশ করে। কালমেঘ গাছ বর্ষার শেষে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর উহা বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা হইতে একপ্রকার বিলাতী জ্বর-নাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা ম্যালেরিয়াজ্বর, উদরাময় ও আমাশয় নাশক।

আলুই প্রস্তুত—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল, বড় এলাচের খোসা সমভাগ লইয়া কালমেঘের রসে পেষণ পূর্ব্বক ছোট ছোট বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এই বটিকা একটি স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইতে হয়। এই আলুই ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে: ইহার নাম হাল্‌ভিতা। মাত্রা, কালমেঘের শুষ্কপত্র ১০ গ্রেণ, গোলমরিচ ২০ গ্রেণ।

কালমেঘ রক্ত আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক, বলবর্দ্ধক, জ্বরনাশক এবং বালকের পক্ষে হিতকর (Murray)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—জ্বরঘ্ন, রসায়ন, বলকারক, ক্রিমিনাশক; দুর্ব্বলতায় উপকারী। আমাশয়ে এবং উদরাময়ে কার্য্যকরী।

গাছের কন্দ :—জ্বরে উপকারী।

পাতা ও মূল —জ্বরঘ্ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, রসায়ন, বলকারক এবং ক্রিমিনাশক।

Fig—Rheede, Hort. Mal., t. 56; Bentl & Trim., t. 197; Kiritkar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 722 B.

Ref—F. B. I,, iv, 501; Roxb., F. I., i, 117; B. P., ii, 809; Watt, i, Pt. i, 240; Parin, H. H., 257.

446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)

Genus—ACANTHUS Linn.

447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

ভাষানুসারী নাম :—হরিকসা—সংস্কৃত ; হরকুচকাঁটা হারগোজা—বাংলা ; হরকুচকাঁটা—হিন্দি ; নিভাগুর—বোম্বে ; কোলিমুল্লী, কালুতাইমুল্লী—তামিল ; এটিচিল্লা—তেলেগু ; মারাণ্ডী—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, সচরাচর জলের কিনারায় জন্মে। গঙ্গানদীর ধারে কলিকাতার নিকট। মালাবারের সমুদ্রতীরে সিংহল, মালাক্কা উপদ্বীপ।

বর্ণনা :—সাধারণ সবুজ পত্রাচ্ছাদিত গুল্ম, সচরাচর নদীর কিনারায় জন্মে। গাছের গোড়ার দিক্ কাষ্ঠময়, অথবা একটি কন্দের ন্যায় মোটা মূলবিশিষ্ট দেখায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, দাঁতযুক্ত, শঙ্কাকার ও মসৃণ। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। ফুল ৪-১৬ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে জন্মে, প্রায় এক একটি হয়। ফুলটি ২ জোড়া, ⅛-⅓ ইঞ্চি বহির্বাস দ্বারা রক্ষিত। পাপ্‌ড়ি ১½ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ। ফুলের পুংকেশর ৪টি। বীজকোষ উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ৬টি শিরাযুক্ত, উজ্জ্বল, মস্তক মোটা। বীজ ⅛-⅓ ইঞ্চি। বীজকোষের ভিতরে ২টি লম্বা গহ্বর আছে। কোষের মধ্যে ৩-৪টি বীজ থাকে। পক্ব অবস্থায় বীজ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, পত্র ও নরমশাখা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় সর্দ্দিনিবারক এবং কাসি ও হাঁপানিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া শ্বেতপ্রদর ও সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাথ মিছরী ও জীরার সহিত ব্যবহার করিলে অম্ল ঢেকুরের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (Dymock)। গোয়া নামক স্থানে ইহার পত্র বাত-রোগে প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্যাম এবং কোচীনের লোক এই গাছ হাঁপানি ও পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া ব্যবহার করে। নরম ডালের অগ্রভাগ এবং পত্র জলে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্টহয় (Rheede)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—বাতে, নিউরালজিয়ার যন্ত্রনায় উপকারী।
গাছ :—হাঁপানি ও শ্বাসে ব্যবহৃত হয়।
গাছের কাথ :—অগ্নিমান্দ্যে উপকারী।
কচিপাতা ও নরম ডালের অগ্রভাগ :—সর্পবিষে উপকরী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ii, t. 48 ; Wight, Ic., t. 459.
Ref.—F. B. I., iv. 481 ; B. P., ii, 800 ; Roxb., F. I., iii, 32 ; Prain, H. H., 255.
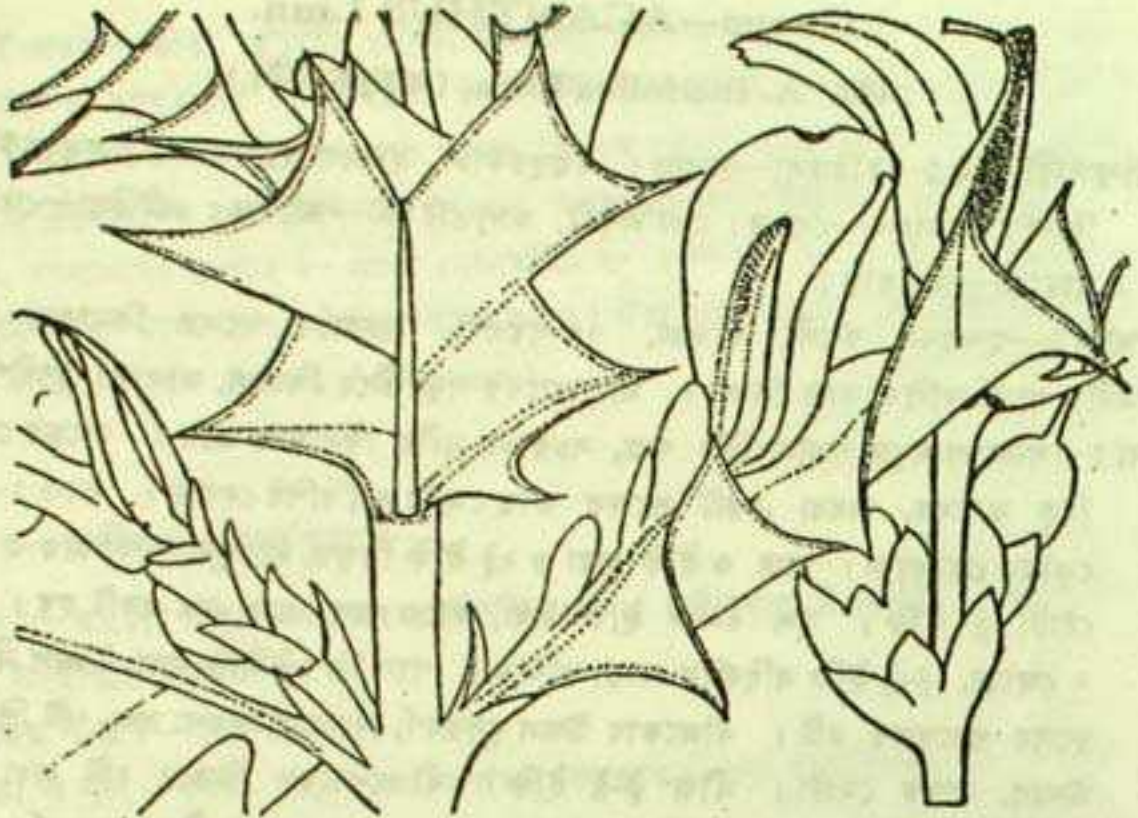
447. Acanthus ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Genus BARLERIA Linn.

448. B. prionitis Linn.(কাঁটাঝাঁটি)

ভাষানুসারী নাম :—কুরন্টক—সংস্কৃত ; কাঁটাঝাঁটি—বাংলা ; কটসরৈয়া—হিন্দি ; পৌবলাগোরটা—মহারাষ্ট্র ; হীবণদগোরটে—কর্ণাট ; ক্রোড় গৌণ্ড, মুলী গোরান্ট—তেলেগু ; সেম্মুলি—তামিল ; সেম্মুলি —মালয়।

পীতঃ স কিঙ্কিরাতঃ পীতাম্লানঃ কুরন্টকঃ কনকঃ।
পীতকুরবঃ সুপীতঃ স পীতকুসুমশ্চ সপ্তসংজ্ঞকঃ স্যাৎ॥
কিঙ্কিরাতঃ কষায়োষ্ণস্তিক্তশ্চ কফবাতজিৎ।
দীপনঃ শোফকণ্ডূতি-রক্তত্বদোষনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কিঙ্কিরাত, পীতাম্লান, কুরন্টক, কনক ; পীতকুরব, সুপীত, পীতকুসুম—এই সাতটি নাম।

গুণপর্যায় :—কিঙ্কিরাত কষায় রস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে তিক্তরস, কফ ও বায়ুনাশক। অগ্নিদীপক, শোথ, কণ্ডূতি, রক্তদোষ, ও ত্বগ্দোষনাশক।

জন্মস্থান :—পশ্চিমবঙ্গ, বম্বে, মাদ্রাজ, আসাম, শ্রীহট্ট এবং লঙ্কাদ্বীপ। শিবপুর-বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে জন্মে। হুগলী জেলায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ঘন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম ; ২-৫ ফুট উচ্চ, কখন কখন বেড়ায় রোপণ করা হয়। ইহাতে অতিশয় কাঁটা আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, পাপ্‌ড়ির মস্তকদেশ মোটা ও বিকৃত। পুষ্পস্তবক ১¼—১½ ইঞ্চি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লেবুরং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, এক একটি হয়। পুংকেশর ৪টি, ইহার মধ্যে ২টি ক্ষুদ্র। গর্ভকেশর সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি, উহাতে ২টি বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, অতিশয় চেপ্টা ও ডিম্বাকৃতি।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মাদ্রাজ দেশে ইহার পাতার রস বালকদের শ্লেষ্মা ও জ্বরে ব্যবহার করে। দগ্ধগাছের ছাই, কাঁজি ও জলে মিশ্রিত করিয়া শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

বোম্বেপ্রদেশে পাতার রস বর্ষাকালে পায়ের হাজায় ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন দেশে গাছের শুষ্কছাল ঘুংড়ি কাসিতে ব্যবহৃত হয়। ছালের ২ তোলা রস দুধের সহিত খাইলে শোথ আরাম হয়। ইহার পিষ্টমূল্‌ ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ঝাঁটির শাখা ও পত্র সরিষার তৈলের সহিত পাক করিয়া সেই তৈল কাটা ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Dymock)।

ইহার পত্র লবণ দিয়া দন্তে লাগাইলে দন্তবেদনা আরাম হয় এবং দন্ত শক্ত হয় (Sakharam Arjun)। ইহা উপদংশ রোগ নিবারক (Dr. Stewart)।

ঝাঁটি বালকদের সর্দ্দি ও উদরাময়ে ব্যবহৃত (Dr. Thompson)। ইহার শিকড় ও সমগ্র গুল্ম মূত্রকর ও বলকারক (Trimen)। পত্রের রস পায়ের তলায় লাগাইলে পায়ের তলা ফাটা নিবৃত্তি পায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস :—বালকদের জ্বর এবং পিছুটি সহ চক্ষুরোগে উপকারী,

শুষ্ক ছাল :—কাসিতে উপকারী।

ছালের রস :—উদরীরোগে উপকারী।

পাতা :—চিবাইলে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়।

মূল বাটা :—ফোড়া বসাইবার জন্য এবং গ্রন্থি শোথে উপকারী।

Fig.—Rheed, Hort. Mal., ix, t. 41 ; Wight. Ic., t. 432 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 720 B.

Ref.—F. B. I., ix, 482 ; Roxb., F. I., iii, 36 ; B. P., ii, 812 ; Watt i, Pt. ii, 400 ; Prain, H. H., 257.

448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

ভাষানুসারী নাম :—কণ্টকরণ্ট, সৈরেয়ক—সংস্কৃত ; শ্বেতঝাঁটি—বাংলা ; অস্রেনু—পাঞ্জাব ; উদমুলী—তামিল ; কোদিকায়্—তেলেগু ; ঝিন্‌নি—আসাম ; তিত্তিকোরান্টে—মহারাষ্ট্র ; মুরমুরগোরটে গম্—কর্ণাট।

কণ্টকরণ্টো ঝিণ্টী সা বহুসহচরী তু সা পীতা।
শোণী কুরবকনাম্নী কণ্টকিনী শোণঝিণ্টিকা চৈব॥
সাহচা তু নীলঝিণ্টী নীলকুরণ্টশ্চ নীলকুসুমা চ।
বাণী বাণা দাসী কণ্টার্তগলা চ সপ্তসংজ্ঞা স্যাৎ॥

ঝিন্টিকাঃ কটুকাস্তিক্তা দন্তাময়শান্তিদাশ্চ শূলয়াঃ।
বাতকফশোফকাস-ত্বগ্দোষবিনাশকারিণ্যঃ।

অপিচ

সৌরেয়ঃ কুষ্ঠ বাতাস্র কণ্ডু কফবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরোষ্ণঃ সুস্নিগ্ধ কেশরঞ্জন॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—কন্টকরন্ট, ঝিন্টী, বজ্রসহচরী, পীতা, শোণী, কুরবকনাম্নী, কন্টকিনী, শোণঝিন্টিকা—এইগুলি নাম। অন্য আর প্রকার আছে তাহার—নীলঝিন্টী, নীল-কুরন্ট, নীলকুসুমা, বাণী, বাণা, দাসী, কন্টার্তগলা—এই সাতটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—ঝিন্টী—কটু তিক্তরস, দন্তরোগের শান্তিকারক ও শূলনাশক। বায়ু কফ, শোথ, কাস, ত্বগ্দোষ নাশক। আরও—ইহা, কুষ্ঠ, বাত, রক্তদোষ, কফ ও বিষনাশক, তিক্তরস, বিপাকে মধুর রস, স্নিগ্ধ, কেশরঞ্জক।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনাঃ—সরল ছোট গুল্ম। শাখা, পীত লোমযুক্ত। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া। উহাতে পীতবর্ণের লোম আছে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে দুইদিকে খাড়া ভাবে শাখা বাহির হয়। পুষ্পনল ঝিকে লম্বা। পাপ্‌ড়ি ৬টি। বীজকোষ ৳ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, চেপ্টা ও পশমময়। শ্বেতবর্ণটি সর্বত্র পাওয়া যায়। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—সমগ্র গুল্ম।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার মূল পেষণ করিয়া মধু ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাওয়াইলে ইন্দুরের বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার মূল ও পত্র আঘাত জনিত ফুলায় হিতকর। পাতার টাট্‌কারস সর্দ্দি নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল ও পত্র :—ফুলায় উপকারী।
পাতার রস :—কাশিতে উপকারী।
গাছ :—সর্প দংশনের বিষে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 1615, Wight, lc., t. 453 ; Kirtikar &Basu, Ind. Med. Pl., t. 721.

Ref.—F.B.I., iv, 488 : Roxb., F. I., iii, 37 ; B.P., ii, 812 ; Watt, i, Pt. ii, 399 ; Prain, H.H., 257

449. Barleria cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

ভাষানুসারী নাম :—দাসী, ছাদন—সংস্কৃত ; নীলঝাঁটি—বাংলা ; ওয়াহিচি—বোম্বে ; বাইলা-বহি সাওতাল ; নীলি—তামিল ; নীলাম্বরম্—তেলেগু ; নীলকুরনী—মালয় ; কলোকোরান্টা—মহারাষ্ট্র ; কাথর গোরটে—কর্ণাট।

নীলপুষ্পা তু সা দাসী নীলাম্লানস্তু ছাদনঃ।
বালা চার্ত্তগলা চৈব নীলপুষ্পা চ ষড়্‌বিধা ॥
আর্ত্তগলা কটুস্তিক্তা কফমারুতশূলনুৎ।
কণ্ডুকুষ্ঠব্রণান্ হন্তি শোথত্বগ্দোষনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—নীলপুষ্পা, দাসী, নীলাম্লান, ছাদন, বালা, আর্ত্তগলা এই ৬টি নাম।

গুণপর্যায় :—আর্ত্তগলা—কটুতিক্তরস, কফ ও বায়ুশূল নিবারক কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণনাশক। শোথ ও ত্বগ্দোষনাশক।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম, ২-৮ ফুট, কাণ্ড লোমযুক্ত। পত্র ৪½-৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল ঘন লোমযুক্ত, পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অনেকগুলি একসঙ্গে থাকে। বহির্বাস ঘন। ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, নীলবর্ণ, পুষ্পনল ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ সরু। বহির্বাস ঘন, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, নীলবর্ণ। পুষ্পনল ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষে ৪টি বীজ থাকে। বীজ পশমের মত লোমযুক্ত (Duthie)। নীলঝাঁটির ফুল পত্রের গোড়ায় থাকে। এই গাছ সর্বত্র পাওয়া যায় না। ফুল মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এবং ফল শীতকালে জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল সাওতালেরা সর্দিতে ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। নীলঝাঁটির পত্রের রস গায়ে লেপন করিলে ছুলী (সিধ) আরাম হয়। পাতার কাথে মুখ ধৌত করিলে দাঁত শক্ত হয় ও নড়া দাঁত বসিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—কষ্টকর শ্বাসযুক্ত কাসে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Goebel Entfaltung, Pfl. 249 (1920).

Ref.—F.B.I., iv, 489 ; Roxb., F.I., iii, 39 ; B.P., ii, 812.
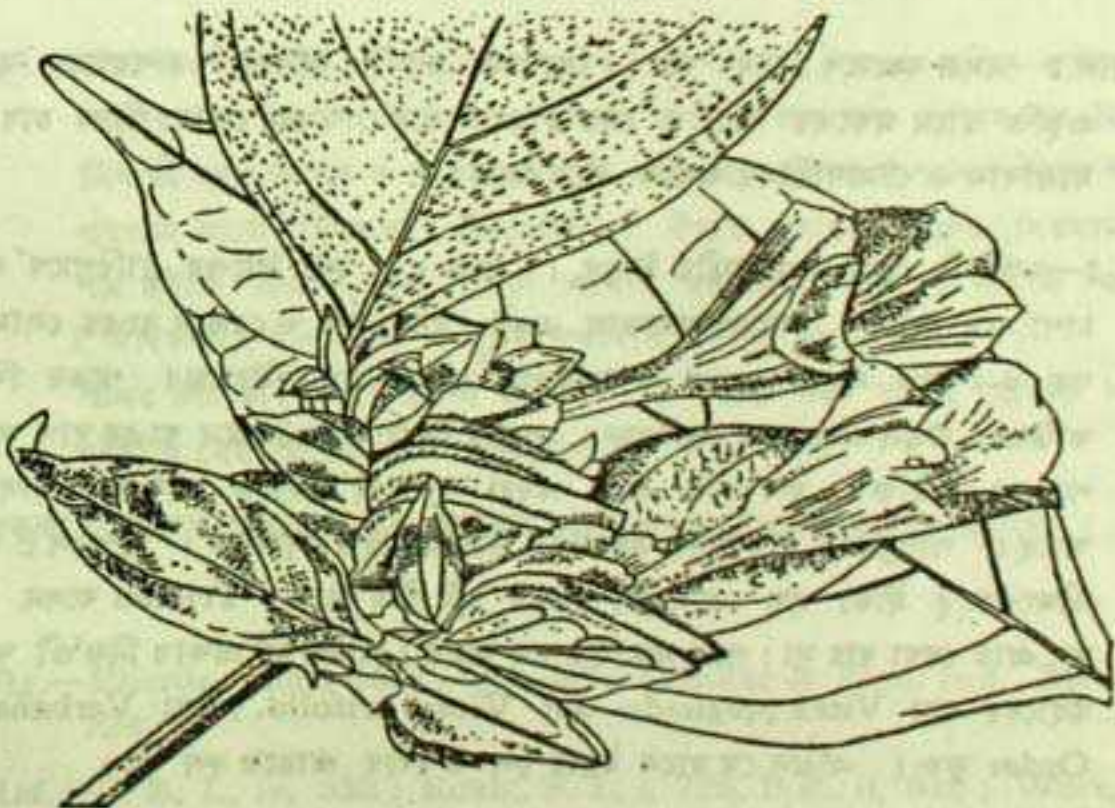
450. Barleria strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

Genus—JUSTICIA Linn.

451. J. gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

ভাষানুসারীনাম :—নীলনির্গুণ্ডী—সংস্কৃত ; জগৎমদন, নীলনিসিন্দা, মামলক—বাংলা ; উরি-সম্ভালু—হিন্দি ; কবিয়রোকি—মহারাষ্ট্র ; মেউড়ি—কর্ণাট ; কালিহুখলি—দাক্ষিণাত্য ; নল্লববিলে, আদ্দাসারামু, নাল্লা-বাভিলি—তেলেগু ; কারুনচ-চি—তামিল ; কালা-অদুল্সো—বোম্বে ; ভাটান্‌কোল্লি—মালয় ;

> সুগন্ধাহ্বয়া শীতসহা নির্গুণ্ডী নীলসিন্দুকঃ ।
> সিন্দুকশ্চপিকা ভূত-কেশীন্দ্রাণী চ নীলিকা ॥
> কটূষ্ণা নীলনির্গুণ্ডী তিক্তা রুক্ষা চ কাসজিৎ ।
> শ্লেষ্মশোকসমীরার্ত্তি-প্রদরাধ্মানহারিণী ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—সুগন্ধা, শীতসহা, নির্গুণ্ডী, নীলসিন্দুক, সিন্দুক, চপিকা, ভূত-কেশী, ইন্দ্রাণী, ও নীলিকা-এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—নীলনির্গুণ্ডী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, রুক্ষ এবং কাসনাশক । শ্লেষ্মা, শোথ, এবং বায়ুনাশক । প্রদর ও আধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা যায় । বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় দেখা যায় । কোন কোন স্থানে চাষ হয় । মার্ত্তাবান ও টেনাসরিমের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ । কাণ্ড ২ ঃ ফুট, কাণ্ডের চারিপার্শ্বে লম্বা ও চাপা দাগ আছে । গাছের অগ্রভাগ একটু মোটা, সূক্ষ্ম ও বেগুনে রংএর লোমযুক্ত । পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে । পত্রের কিনারা কর্ত্তিত ও উজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । পত্রের শিরা নিম্নে বেগুনে রংএর দাগ আছে । পত্র বৃন্ত ¼ ইঞ্চি । ফুল ছোট, শ্বেত অথবা লালবর্ণ, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র লাল দাগ আছে । পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা; তরবারির আকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । পুষ্পনল ⅛ ইঞ্চি । বীজকোষ ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কোষে ৪টি বীজ থাকে । Trimen বলেন, ইহার ফল প্রায় দেখা যায় না । পত্রে মনোহর গন্ধ আছে । আরও দুই প্রকার নির্গুণ্ডী আছে । উহাদের নাম Vitex Negunda এবং Vitex trifolia. ; উহা Verbenaceae Order ভুক্ত । এপ্রিল মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ষার প্রারম্ভে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং তৈল ।

বৈদ্যকে নিশুণ্ডীর ব্যবহার।

চরক :—বাতকুষ্ঠানিলার্ত্তিতে নিশুণ্ডী—নীলনিশিন্দার মূল এবং পত্রের রসে যথাবিধি পক্ব তিলতৈল, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, অপচী এবং বাতব্যাধিতে পান ও মর্দ্দনার্থ ব্যবহার করিবে (চিঃ ২৮ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) কফজকাসে নিশুণ্ডী—নীলনিশিন্দার পত্রের রসে পক্ব ঘৃত, কফজ কাসনাশক (কাস-চিঃ)। (২) **পুতিকর্ণে** নিশুণ্ডী—নীল নিশিন্দার পত্রের রস এবং সৈন্ধব লবণ, মূল ও পুরাণ গুড়ের কল্ক সহিত পক্ব তিলতৈল, মধুযোগে কর্ণ পুরণ করিলে কর্ণ হইতে পূযাদি স্রাব নিবৃত্তি পায়।

চক্রদত্ত :—(১) যক্ষ্মায় নিশুণ্ডী—নীলনিশিন্দার মূল, ফল এবং পত্র কুট্টিত করিয়া রস লইয়া যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়গ্রস্তরোগী নির্ব্যাধি হইয়া দেববৎ শোভা পায়। (২) **গণ্ডমালায়** নিশুণ্ডী—নীলনিশিন্দার মূলত্বক্ জলে পেষণ পূর্ব্বক নস্য লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—স্নায়ুকরোগে নিশুণ্ডী—তিনদিন গব্যঘৃত পানানন্তর নীলনিশিন্দার পাতার রস পান করিলে অতি উগ্র স্নায়ুক রোগ বিনষ্ট হয় (স্নায়ুক চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাপানি রোগীর বমন হয় এবং ইহার পাতার জলে স্নান করিলে বাত আরাম হয় (Rheede)। নিশুণ্ডী বমন কারক ও বালকদের পেট বেদনায় অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার পত্রের কাথ পুরাতন বাতে হিতকর (Ainslie)। ইহার রসায়ন শক্তিও বিদ্যমান আছে। পত্র হইতে প্রস্তুত তৈলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাইলে অর্দ্ধশিরঃশূল (আধকপালে মাথাধরা) ও মুখের পক্ষাঘাত আরাম হয় (Watt)।

পত্রের টাট্‌কারস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথার যেদিকে আধকপালে হইয়াছে সেই দিকের নাকে নস্য লইলে উহা আরাম হয়।

মন্তব্য :—চরক বিষয়বর্গে এবং **সুশ্রুত** সুরসাদিগণে নিশুণ্ডী পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix, t. 42 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 724.

Ref.—F. B. I., iv, 532 ; Roxb., F. I., i, 728, B.P., ii, 818 ; Watt, iv, Pt. ii, 557 ; Prain, H. H., 258.
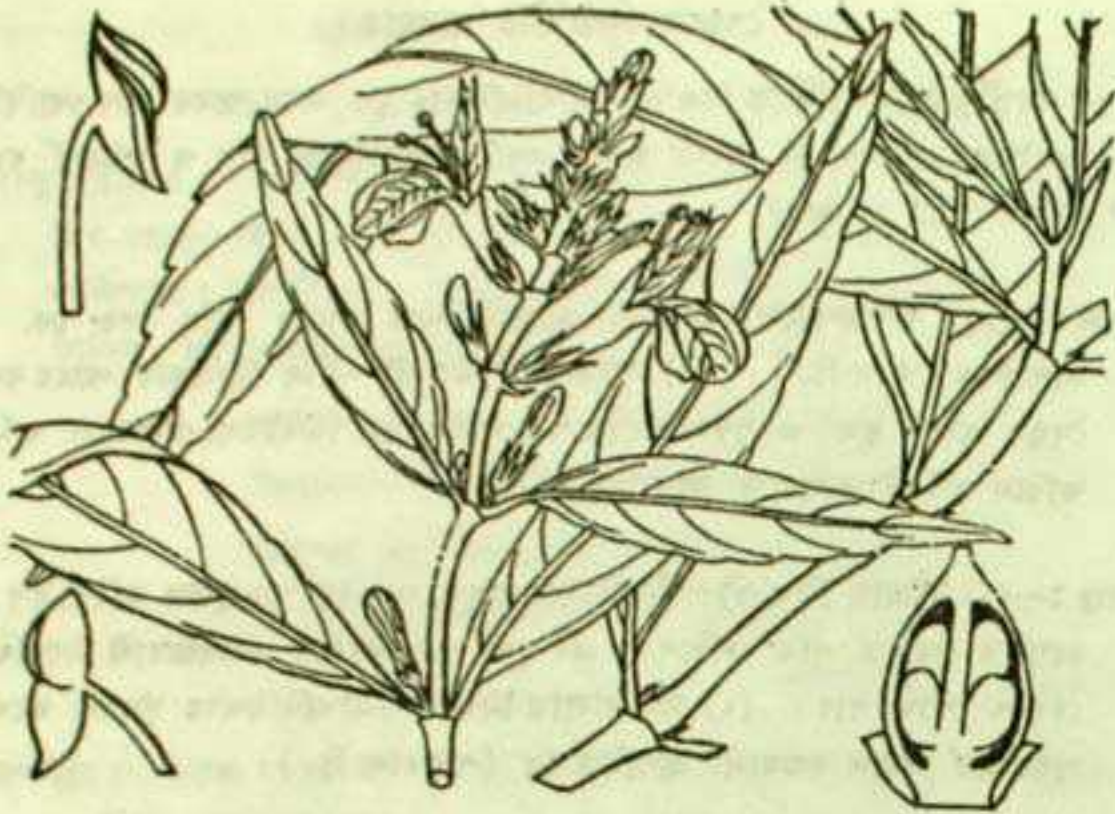
451. Justicia gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

452. J. diffusa Willd. (পীতপাপড়া)

ভাষানুসারী নাম :—পীতপাপড়া—বাংলা ; খাত্তি—বোম্বে।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। বর্ষাকালে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ডে যুগ্মপত্র জন্মে। পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রে মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ½-১½ ইঞ্চি, নিম্নের পত্র কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, মূল নরম, লম্বা ও সরল। ফুলের নীচের পাতায় গাঢ় লাল দাগ আছে। ফুল ছোট বড় উভয়বিধ হয়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মুলপ্রযাগেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফুলের সময় এই গাছ সংগ্রহ করা উচিত। গাছের ও ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। Ainslie বলেন, ইহার পাতা রগড়াইয়া চক্ষে রস দিলে চক্ষের আরক্ততা ও চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dymock, iii, 49)।

Fig.—Wight, Ic., t. 1539 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 725 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 94 ; Ann. Jard. Bot. Buitz., xxiv, t. 22, Fig 19.

Ref.—F. B. I., iv., 538 ; Roxb., F I. 132 ; B. P., ii, 818.

452. Justicia diffusa Willd (পীতপাপড়া)

Genus—RHINACANTHUS Nees.

453. R. communis Nees. (পলকজুঁই)

ভাষানুসারী নাম :—যূথিকাপর্ণী—সংস্কৃত ; পলকজুঁই। পলকজুঁই, জুঁইপানা—বাংলা ; পলকজুঁই—হিন্দি ; গাচকারণ—বোম্বে ; নাগামল্লি—তামিল ; নাগামল্লি—তেলেগু ; নাগামুল্লী—মালয়।

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা মাগধী বালপুষ্পিকা।
মোদনী বহুগন্ধা চ ভৃঙ্গানন্দা গজাহ্বয়া ॥
যূথিকাযুগলং স্বাদু শিশিরং শর্করার্ত্তিনুৎ।
পিত্তদাহতৃষাহারি নানাত্বগ্দোষনাশনম্।

রাজনির্ঘণ্ট : করবীরাদিবর্গ।

নামপর্যায় :—যূথিকা, গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, বালপুষ্পিকা, মোদিনী, বহুগন্ধা ভৃঙ্গানন্দ ও গন্ধাঢ্যা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় : উভয় প্রকার যূথিকাই—স্বাদু, শীতবীর্য্য ; মূত্রশর্করা নাশক। পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। নানাপ্রকার চর্মরোগ নাশক।

জন্মস্থান : উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্বত্র পওয়া যায়। সচরাচর হুগলী, বর্দ্ধমান ও হাওড়ার বাগানে জন্মে ;

বর্ণনা :—শাখা বিশিষ্ট গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½–১½ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের কিনারা ঢেউ খেলান। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্রবৃন্ত ¼ ইঞ্চি, ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। বহির্বাস ১/১০ ইঞ্চি, পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষে ৪টা বীজ থাকে। ইহার বোঁটা লম্বা, নিরেট এবং গোলাকার। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার টাট্‌কা শিকড় ও পাতা ছেঁচিয়া চুণের জলের সহিত পান করিলে বড়ক্রিমি আরাম হয়। ইহার বীজ বড় ক্রিমির পক্ষে হিতকর (Ainslie)।

শিকড়ের ছাল চর্মরোগের মহৌষধ ; উহাকে ইউরোপীয় ডাক্তারেরা Dhobie's itch বলেন (Dymock, iii, 55)

সিন্ধুদেশের কবিরাজেরা ইহার কামোত্তেজক শক্তি আছে বলিয়া ইহার শিকড় দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেন (Murray)।

ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার শিকড় সর্প বিষ নিবারণের জন্য ব্যবহার করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল, পাতা ও বীজ :—বড় ক্রিমিতে উপকারী। বহুপ্রকার চর্মরোগে উপকারী।

মূল :—দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারে কামোদ্দীপক। সর্প বিষে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Rheede, Hort., Mal , ix, t. 69 ; Bot. Mag., t, 325 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med., Pl., t. 72613.

Ref :—F. B, I. iv, 541 , B.P. 819

453. Rhinacanthus communis Nees. (পলকজুঁই)

Genus ECBOLIUM. Kurz.

454. E. linneanum Kurz. (উদুজাঁতি)

ভাষানুসারীনাম :—উদুজাঁতি, বহুনে গাছ—বাংলা ; উদুজাঁতি—হিন্দি ; থাকা অদৌলস—মহারাষ্ট্র ; নীলাম্বরী—তামিল ; চিকাতি, কুরাটাম্মা—তেলেগু , ওদিয়া মাদাথা—মালয় ।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ , হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে ।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ । ২-৩ ফুট উচ্চ, কখন বা আর ও উচ্চ হয় । কাণ্ডের উত্তর দিকে যুগ্ম-পত্র হয় । পত্র ৪½-৬ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি । কোমল লোমযুক্ত । বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ২-১০ ইঞ্চি লম্ব', চতুষ্কোণ ; পুষ্পস্তবক ১½ ইঞ্চি । ফুলের রং ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ সবুজবর্ণ । Dr. Hookr বলেন, ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ অথবা নীল কিম্বা বেগুনে । বীজকোষ লোমযুক্ত, বীজ শ্বেতবর্ণ । সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড় ।

মূলগ্রন্থংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় যকৃৎ রোগে ও বাধকে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছ বাতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ গাভীতে ভক্ষণ করিলে উহার দুধে রশুনের ন্যায় গন্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল :—যক্ষ্মারোগে, বাধকে এবং বাতে উপকারী।

পাতার কাথ :—মূত্ররোধে উপকারী।

গাছ—বাতে উপকারী।

Fig—Rheede, Hort Mal., ii, t, 20 ; Bot. Mag., 1847 ; Wight., lc., t. 463.

Ref.—F. B. I., ix, 544 ; Roxb ; F. I., 114 ; B. P., ii, 816 ; Prain, H. H., 258.

454. Ecbolium linneanum Kurz. (উর্দ্ধবাত্তি)

Genus—RUNGIA Nees.

455. R. parviflora Nees. (পিত্তি)

ভাষানুসারী নাম :—পিত্তি—সংস্কৃত ; পিত্তি—বাংলা ; মোথাথাদ্সালিও—গুজরাট ; বীরলোপক-আরক—সাওতাল ; পিত্তিকুও—তেলেগু ; পুলবপুও—তামিল।

জন্মস্থান :—ভারতের স্থানে স্থানে বঙ্গদেশে ও ছোটনাগপুরে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। পত্র ২½-৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, ⅛ ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপ্‌ড়ি লম্বাকৃতি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ছোট। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে নিম্নদিকে নীলের ডোরা আছে। বীজকোষ ⅙ ইঞ্চি, বীজ ছোট। ফলে সচরাচর ৪টি বীজ থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার নূতন পত্ররস শান্তিকর এবং বালকদের বসন্ত হইলে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ছোট চামচের একচামচ দিবসে দুইবার ব্যবহার্য। আঘাত জনিত বেদনায় ইহার পাতার রসে যন্ত্রণার উপশম হয় (Ainslie)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :—

পাতার রস :—স্নিগ্ধতাকারক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক। বালকদের বসন্তে উপকারী।

মূল :—অজ্ঞাত।

পাতা :—থেঁতো করিয়া আঘাতজনিত বেদনায় উপকারী এবং যে কোন ফুলা কমাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bedd., Ic., Pl., Ind. Orient., 266 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 729.

Ref.—F. B. I., iv, 550 ; Roxb., F.I., i, 133 ; B. P., ii. 821 ; Prain H. H., 259.

455. Rungia parviflora Nees. (পিত্ত)

Genus—PERISTROPHE. Nees.

456. P. bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

ভাষানুসারী নাম :—নাসভাগ—বাংলা ; অত্রিলাল—হিন্দি ; পীতপাপ্‌ড়া—বোম্বে ; চোবিরা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, বিহার, উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গদেশ, ময়মনসিংহ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, গঙ্গানদীর কিনারায় শুষ্ক পতিত স্থানে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—সরল বিস্তৃত গুল্ম, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ডের পত্র ⅛-১⅛ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও সরু। পুষ্পস্তবক ⅛-½ ইঞ্চি। বীজকোষ ⅛-½ ইঞ্চি। বীজ ছোট ছোট অনেক হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছটি পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার সখারাম অর্জ্জুন, তাঁহার লিখিত Bombay Drugs নামক পুস্তকে ইহার গুণ Fumaria parviflora র (বনগুল্ফ) তুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহা বনগুল্‌ফার স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তিক্ততা বনগুলফা অপেক্ষা কম।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—চালুনি জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে।

Fig.—Lam., Ill., t. 12, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 730.
Ref.—F. B. I., iv, 554 ; Roxb., F. I. 126 ; B. P., ii. 820 ; Pran. H. H. 259 ; Dalz & Gibs, Bomb. Fl., 197.

456. Peristrophe bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

I. Ranunculaceae

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. ,, ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. ,, napellus Linn. (,,)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষি)
5. Clematis triloba Heyne (লঘুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (কাণ্ডীর)
7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগল বাটী)
8. Nigella sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)

II. Dilleniaceae

10. Dillenia indica Linn. (চালতা)

III. Magnoliaceae

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ভুলিচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

IV. Anonaceae

13. Anona squamosa Linn. (আতা)
14 ,, reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia (Sonnerat) Thwaites (দেবদারু)

V. Menispermaceae

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)
20. Cocculus villosus DC. (হয়ের)
21. Tiliacora acumimata (Lamk) Miers (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae

23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)
24. Podophyllum emodi Wall. (পাপরা, হংসপদী)

VII. Nymphaeaceae

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
27. Nelumbium nucifera Gaertn (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শিয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুলফা)

X. Cruciferae

31. Brassica campestris Linn Var Sarson. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Capparideae

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাগুড়কামাই)

35. Capparis horrida Linn. (বাঘনাই)
36. ,, zeylanica Linn. (কালকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

XII. Violaceae

40. Ionidium suffruticosum Ging. (হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41, Bixa orellana Linn. (লটকন্)
42. Flacourtia indica (Burn. f) Merrs (বৈঁচ)
43. ,, jangomas (Lour) Raeusch (পানিয়ালা)
44. ,, sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
45. Taractogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata R. Br. (,,)
47. Hydnocarpus laurifolia(Dennst) Sleumco (প্রকৃত ,,)

XIV. Polygalaceae

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাডু)
49. ,, crotalarioides Buch Ham. en. DC. (নীলকণ্ঠ)

XV. Caryophyllaceae

50. Saponaria vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় লুনিয়া)
52. ,, quadrifida Linn, (ছোট ,,)

XVII. Tamariscineae

53. Tamarix gallica Linn. (বন্য ঝাউ)
54. ,, dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. ,, xanthochymus Hook.f. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook. f. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae

60. Schima wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn (ধুলিয়া গর্জ্জন)
62. ,, incanus Roxb. (গর্জ্জন)
63. ,, alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

XXI. Malvaceae

65. Abutilon indicum (Linn) Sweet emend Hochr (পেটারী)
66. Abutilon avicennae Gaertn. (জয়া বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum DC (শ্বেত শিমুল)
68. Salmalia malabaricum (DC.) Schott & Endl. (রক্ত শিমুল, লাল শিমুল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (কার্পাস)
70. Hibiscus abelmoschus Linn. (লতাকস্তুরী)
71. ,, esculentus Linn. (ঢেঁড়শ)
72. ,, rosa-sinensis Linn. (জবা)
73 ,, cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ, আমলি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. ,, rhombifolia Linn. emerd Mast (পীত বেড়েলা)
80. ,, rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. ,, veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)
82. ,, spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরেমণি ; দোপাটি)
85. Helicteres isora Linn. (আঁতমোরা)
86. Pterospermum acerifolium Willd. কনকচাঁপা)
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দচাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট, খি নালতে পাট)
90. ,, olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফলসা)
92. Triumfetta bartramia Linn. (বনওকড়া)

XXIV. Linaceae

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

XXV. Malpighiaceae

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae

95. Tribulus terrestris Linn.(গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae

96. Averrhoa bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. ,, carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum DC. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae

101. Aegle marmelos Corr. (বেল)
102. Atlantia monophylla Corr. (আত্তবীজাবীর)
103. Citrus medica Linn. var. Ltypica (বেগপুরা)
104. ,, medica Linn. var. imonum (কর্ণনেবু)
105. ,, medica Linn. var. Acida (পাতি বা কাগজী লেবু)
106. ,, medica Linn. Var. Limetta. (মিঠালেবু)
107. ,, aurantium Linn. (কমলা লেবু)
108. ,, decumana Linn. (বাতাবী লেবু)
109. Feronia limonia (Linn.) Swirgle. (কয়েৎবেল)
110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আস্‌শেওড়া)
111. Murraya paniculata (Linn.) Jack (কামিনী)
112. ,, koenigii Spreng (বারসঙ্গ)
113. Peganum harmala Linn. (ইশবীধ)
114. Zanthoxylon alatum Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia asiatica (Linn) Lamk (কাঞ্চন বা দাহন)
116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubaceae

117. Balanites roxburghii Planch. (হিঙ্গন)
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম)

XXX. Burseraceae

119. Boswellia serrata Roxb. (শালই, লুবান)
120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae

121. Aglaia roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)
122. Melia azadirachta indica. A. Juss. (নিম)
123. ,, azedarach Linn. (ঘোড়ানিম)
124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)
125. Aphanamixis polystachya (Wall) Parker (রোহিতক, তিক্তরাজ)
126. Soymida febrifuga Juss. (রোহণ)
127. Toona Ciliata Roxb. (তুন)
128. Chickrassia tabularis Juss. (চিকাশি)

XXXII. Olaciceae

129. Olax scandens Roxb.(বকোআরু)

XXXIII. Celastraceae

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae

131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)
132. ,, denticulata Var. calyculata King. (রক্তপীট)
133. Zizyphus oenoplia Mill. (শেয়াকুল)
134. ,, mauratiana Lamk. (কুল)

XXXV. Vitaceae

135. Leea crispa Linn, (বনচালিতা)
136. ,, macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)
137. Leea indica (Burm) Merrs. (কুকুরজিহ্বা)
138. ,, aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)
139. Cissus quadrangularis Linn. (হাড় জোড়া)
140. Vitis pedata (Vahl-ex-Wall) Gagnep (গোয়ালে লতা)
141. ,, trifolia Cayratia carnosa Gagnep (আমললতা)
142. ,, vinifera Linn. (আঙুর)

XXXVI. Sapindaceae

143. Cardiospermum halicacabum Linn. (লতাফটকী)
144. Schleichera trijuga Willd Linn. (কুসুম)
145. Sapindus trifoliatus Hiern (in part) Linn. (বড় রিঠা)
146. ,, mukorossi Gaertn. (ছোট রিঠা)
147. Nephelium litchi Camb. (লিচু)
148. ,, longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiacere

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)
150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)
151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী ব'দাম)
152. Mangifera indica Linn. (আম্র)
153. Odina Wodier Roxb. (জিওল) —Lannea coromandelica (Houtt) Merrs.
154. Buchanania latifolia Roxb. —lanzan spreng (চিরঞ্জি)
155. Semecarpus anacardium Linn. (ভেলা)
156. Spondias mangifera Willd (আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae

157. Moringa pterygosperma Gaertn. (শজিনা)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচিপত্র

XXXIX. Fabaceae.

158. Crotolaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তন)
162. Acacia arabica Willd. (বাব্‌লা)
163. ,, catechu Willd (খদির)
164. ,, farnesiana Willd. (গুয়ে বাব্‌লা)
165. ,, suma Ham. (শমী, শাঁইকাঁটা)
166. ,, tomentosa Willd. (সালশাইবাব্‌লা)
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)
168. ,, amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)
171. Butea monosperma (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. ,, superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Bauhinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Bauhinia Vahlii W & A. (চেহুর)
177. ,, tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanus Cajan (Linn) Millerp. C. indicus Spreng (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. ,, occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)
181. ,, sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. ,, tora Linn. (চাকুন্দে)
183. ,, alata Linn. (দাদমর্দ্দন)
184. ,, angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)
187. Dalbergia sissoo Roxb-ex DC (শিশু)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপানি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্থিকলাই
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada scandens Benth. (গিলাগাছ)

194. Lens Gren & Godr.
esuclenta Moench, (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk.
(পালতেমাদার)
196. Indigofera linifolia Retz.
(ভাঙ্গাড়া)
197. ,, tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus sativus Linn.
(খেসারী)
199. Melilotus indica All.
(বনমেথি)
200. Ougeinia dalbergiodes Benth.
(তিনিশ)
201. Mimosa pudica Linn.
(লজ্জাবতী)
202. ,, rubicaulis Lam.
(কুঁচিকাটা)
203. Mucuna prurita Hook.
pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait.
(মুগানী)
205. ,, mungo Linn. (মুগ)
206. ,, ,, ,,
Var. Roxburghii Author.
(মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn.
(কাবুলি মটর)
208. Pongamia glabra Vent.
(ডহরকরঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn.
(শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn.
(হাকুচ, বুচ্‌কি)
211. Pterocarpus santalinus Linn.
(রক্তচন্দন)
212. ,, marsupium Roxb.
(পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptiaca Pers.
(জয়ন্তী)
215. Sesbania grandiflora Pers.
(বাসনা, বক)
216. Tephrosia purpurea Linn.
Pers. (বননীল)
217. ,, Villosa Pers.
(শ্বেত বননীল)
218. Teramnus Sw. labialis Spreng.
(মাষাণী)
219. Trigonella foenum graecum
Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indicus Linn.
(তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza Tourn ex. glabra
Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia bonducella Linn.
Crispa Linn. (নাটা)
223. ,, sappan Linn.
(বকম্‌)
224. ,, pulcherrima Swartz.
(কৃষ্ণচূড়া)
225. ,, digyna Rottl.
(অমলকুঁচি)
226. ,, coriaria Willd.
(চৌরী)
227. Uraria lagopoides DC.
(চাকুলিয়া)
228. ,, picta Jacq. Desv.
(শঙ্করজটা)
229. Astragalus Tourn. ex Linn.
gummifer Labill. (কটিলা)

XL. Rosaceae.

230. Prunus Communis Hud
Var. insititia Hook. f.
(আলুবোখ্‌রা)
231. ,, puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill.
(গোলাপ)
233. Cydonia vulgaris Pers.
(বিহিদানা)

XLI. Crasulaceae.

234. Broyphyllum calycinum Salisb
B. pinnatum (Lamk) Oken.
(পাথরকুচি)

235. Kalanchoe laciniata DC.
(হিমসাগর)

XLII. Droseraceae.

236. Drosera burmanni Vahl.
(মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. Rhizophora mucronata Lamk,
(খামো)

238. Kandelia rheedii W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
(গেরিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. Terminalia arjuna Bedd.
(অর্জ্জুন)

240. ,, belerica Retz. (বহেড়া)

241. ,, catappa Linn (বাদাম)

242. ,, chebula Retz.
(হরীতকী)

243. ,, tomentosa Bedd.
(অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall.
(দাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn.
(রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae.

246. Barringtonia acutangula
gaertn. (হিজল)

247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্র ফল)

248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

249. Eugenia jambolana Linn.
(কালজাম)

250. ,, jambos Linn.
(গোলাপজাম)

251. ,, caryophyllata
Thunberg. (লবঙ্গ)

252. Myrtus communis Linn.
(বিলাতী মেন্দী)

253. Melaleuca leucadendron
Linn (কাজুপটি)

254. Psidium guayava linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. Memecylon edule Roxb.
(বসে অঞ্জন)

XLVII Lythraceae.

256. Ammannia baccifera Linn.
(দাদমারি)

257. Lawsonia alba Lamk.
(মেহেন্দী)

258. Woodfordia floribunda Salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
(ধাইফুল)

259. Lagerstroemia flos reginae
Retz. Speciosa (Linn) Pers.
(জারুল)

260. Punica granatum Linn.
(দাড়িম)

XLVIII. Onagraceae.

261. Jussiaea suffruticosa Linn.
(বন লবঙ্গ)

262. ,, repens Linn.
(কেশরদাম)

263. Trapa bispinosa Roxb.
(পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. Casearia tomentosa Roxb.
C. elliptia Willd (চিল্লা)

L. Passifloraceae.

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. Trichosanthes palmata Roxb.
T. bracteata (Lamk) Voigt
(মাকাল)

267. ,, Cordata Roxb.
(ভুঁইকুমড়া)

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, auguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, Cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Roxb. (ঘোষালতা)
274. ,, aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)
276. Bryonopsis Bryonia laciniosa (Linn) Naud. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. C. Cordifolia (Linn) Cogn. (তেলাকুচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)
279. ,, vulgaris Schrad. (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. ,, sativa Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
283. ,, pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
285. ,, charantia Linn. (করলা)
286. ,, dioica Roxb. (ধারকরলা)
287. Mukia scabrela Arn. (আগমুণী)
288. Zehneria umbellata Thw (কুদারী)

LII. Cacteae.

289. Opuntia Tourn-ex Mill dillenii Hav. (ফণিমনসা)

LIII. Ficoideae

290. Trinthema monogyna Linn. T. portulacastrum Linn (গাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbelliferae

292. Hydrocotyle (Tourn) Linn. asiatica Linn (থুলকুড়ি) C. asiatica (Linn) Urban.
293. Cuminum (Tourn) Linn. C. cyminum Linn. (জীরা)
294. Carum Rupp. ex Linn. copticun Benth. (জোয়ান)
295. ,, roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296. Coriandrum (Tourn) sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus (Tourn) carota Linn. (গাজর)
298. Ferula Tourn. ex Linn. foetida Regel. (হিঙ্গু)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুফা)

LV. Cornaceae

302. Alangium lamarckii Thw. (বাঘ আঁকুড়া, আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. Anthocephalus. A. RICH. cadamba Miq. (কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina salisb cordifolia Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)
306. Ixora parviflora Vahl. (গন্ধালরঙ্গন)
307. ,, coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes (ইপিকাক)
310. Ophiorrhiza mungos Linn. (গন্ধ নাকুলি)